ইতর ভাষায় নাম দহান। কবিকা কিন্তু একখান লৌহাখণ্ড মাত্র। তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি লৌহ বলয়। ইহাকে ইতর ভাষায় কজাই বলে।

স্বভাবত যাহাদিগের যেরূপ বাক্য সম্ভব, তাহাদিগের মুখ হইতে সেই রূপই বাক্য নিঃসৃত হইতে দেওয়া গিয়াছে। ভদ্রান্বয়ের মুখে সকলেরই সম্পর্কে সম্মানসূচক সম্বোধন আছে; কেবল যেস্থলে আত্মীয়তানুরোধে আদর সম্ভবে, সেইখানেই প্রিয় বাক্য যোজিত হইল। যে সভায় যে ব্যক্তির যেরূপ মান্য, তাহার সম্পর্কে সেই রূপ মানের কথাই লিখিত থাকায় এক ব্যক্তিকে এক অধ্যায়ে, হয়ত এক অধ্যায়েরই এক স্থলে "তিনি" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার অপরাধ্যায়ে, কি অপর স্থলে "সে" প্রয়োগ করা হইয়াছে। বর্ণ সংযোগের বিষয়ে একটি প্রণালী অবলম্বন করা গেল। ব্যাকরণানুসারে যে সকল বর্ণের রেফ যোগে বিকল্পে দ্বিত্ব সম্পাদন হইয়া থাকে; অল্পায়াস সিদ্ধানুরোধে দ্বিত্ব পরিত্যাগ করা হইল। যথা ব্যাকরণানুসারে "পূর্ব্ব" ও "পূর্ব" উভয়েই সিদ্ধ, কিন্তু "পূর্ব" ই ব্যবহার হইয়াছে। অন্যান্য শব্দ বিষয়েও এই রূপ, কেবল যথা দ্বিত্ব হইয়া বর্ণের রূপান্তর হইয়াছে, তথায় দ্বিত্ব ব্যবহারই প্রসিদ্ধ বিবেচনায় তাহাই রাখা হইয়াছে। যথা "পার্শ্ব"।

স্বভাব বর্ণনে ও প্রচলিত রীতি বহির্ভূত রচনা প্রণালী স্বীকার করায় বোধ হয় গ্রন্থটি নিতান্ত দূষিত হয় নাই। অকারণ কোন বর্ণনা বা বাক্য প্রয়োগ হয় নাই, যত্নে পাঠ করিলে অবশ্য মর্ম্মজ্ঞ হইবেন।

গ্রন্থের নাম "বঙ্গেশবিজয়" দিয়া মুদ্রাঙ্কনার্থে কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রাধ্যক্ষ শ্রীযুত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে উক্তাভিধেয় একখান

গ্রন্থের দুই ফরমা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যন্ত্রে ছাপা হইয়াছে এবং ায় প্রকটিত হইবে। একারণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের, তথা শ্রীযুক্ত বু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের ও আমার মধ্যস্থ আত্মীয়ের মুরোধে "বঙ্গেশবিজয়" নামের পরিবর্ত্তে এই গ্রন্থের নাম "বঙ্গা-প পরাজয়" দিলাম।

মুদ্রাযন্ত্রের কর্মচারিদিগের প্রমাদবশত কতিপয় গ্রাম্য শব্দের ানান ভিন্ন ভিন্ন রূপে করা হইয়াছে যথা " ফিরিঙ্গি " ফিরিঙ্গী" ।

পরমাত্মীয় দুই জনের নিকট এ গ্রন্থ সম্পর্কে অত্যন্ত বাধ্য াছি, কিন্তু প্রকাশ্য তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা ীকারে আত্ম প্রকাশ সম্ভব ভয়ে তাহা করিতে পারিলাম না। উদ্দেশে নমস্কার করি। মর্মজ্ঞদ্বয়ে অবশ্য নমস্কার স্বীকার করি-বেন। ইহাতে বঙ্গেশ-বিজয় পর্যন্ত আছে। পরে মহারাজ প্রতাপা-দিত্যের শেষ অবস্থা বর্ণন ও সূর্যকুমার, মালিকরাজ, কচুরায় ও অন্যান্য সকলের শেষ অবস্থা সংক্ষেপে শেষে ক তিপয় পংক্তিতে লিখিত হইল। অবকাশ ও উৎসাহ পাইলে অপর এক খণ্ডে তাহা সম্পূর্ণ করা যাইবেক। এ পুস্তক প্রস্তুতে আমার বিশেষ ব্যয় হইল ও আত্মীয় দ্বয়ের সাহায্যে মুদ্রাঙ্কন কর্ম এক রকম সম্পন্ন হইল। এক্ষণে সম্যক সমাদর বুঝিলে পুনরায় শ্রমে মন উঠে।

রায়গড়ের ব্যাপার আশ্রয় করিয়া আদ্যোপান্ত প্রকটিত হইল। রায়গড়ের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে এখন তালপুকুরের তালের ন্যায় বোধ হয়। সে স্বচ্ছ অতি পবিত্র প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার পরিবর্ত্তে কেবল হোগল ও নলের বনমাত্র দেখা যায়। এখন সে ইন্দুমতীর আবাস আর নাই। এখন সেখানে বন্য বরাহ ও সর্পের আবাস হইয়াছে। ফলে সহরের এত নিকটে যে এত অগম্য বিজন বন আছে, ইহা চাক্ষুষ না হইলে কাহার বিশ্বাস হয় না। এরূপ মনোরম

স্থানও আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এত অবর্ণনীয় শোভাচয়ের সমষ্টি আর কোথায় নাই। বনে উৎকৃষ্ট আম, জাম, গোলাবজাম, পেয়ারা, বেল প্রভৃতি সুমিষ্ট ফলের তরুচয় সদা যথা কালে সুফলে শোভিত। ঝোপের মধ্যে দিব্য সিঁউতি গোলাব, জাতি যূথী, মল্লিকা প্রভৃতি সুগন্ধ পুষ্প সমূহের গুচ্ছ। আহা সে অসূর্য্য-স্পশ্য তরুগুল্মাদি আচ্ছাদিত, দিব্য পরিষ্কার স্থানে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্য্যতাপ হইতে বসিতে কি সুখকর! সত্য বলিতে কি, যে সকল ফল ও ফুল বহু যত্নে উদ্যানে রোপিত হইয়াও যথেষ্ট প্রসূত হয় না, সে রায়গড়ে অযত্নে আপনি জন্মিতেছে। আর ইহাদিগের লোভেই কত শত নানাজাতীয় পক্ষিচয় সে স্থান আশ্রয় করিয়াছে। আহা যে ভোগ করিয়াছে সেই বোঝে। চারিদিকে অতি সুতান মিষ্ট স্বরে দয়েল, পাপিয়া ও বেণেবউ পক্ষির সিস ও গান। আহা কি চমৎকার! বসিলে বোধ হয় যেন আমার জন্য এ চিড়িয়াখানা প্রস্তুত হইয়াছে। এ দিক হইতে এক দল ছাতারে কিচ্ কিচ্ করিয়া লেজ নাচাইয়া থপ্ থপ্ করিয়া একটি বিশাল, অতি পুরাতন, আম্র বৃক্ষের তলা হইতে একটি জামরুল গাছের ঘন, অন্ধকার ছায়ায় গেল। অদূরে রায়গড়ে দীঘির কূলের স্নিগ্ধ ঝোপে বসিয়া ভীমরবে কুবো পাকি কুব্ কুব্ করিতেছে। দূরে প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের ডালে অদৃশ্য হইয়া বসন্ত-বউরি অবিশ্রামে এক ডাকে ঘন ঘন প্রতিধ্বনিতে গান গাইতেছে। আহা কি মনোরম! ঐ দেখ একটি বুল্‌বুল্ পিক্‌ড়ু বলিয়া ফর ফর করিয়া উড়িয়া গেল। ঐ ডালের ছায়ায় বসিয়া দুইটি ঘুঘু ডাকি-তেছে। ভয়ানক উত্তাপে সূর্য্যদেব প্রখর রশ্মি নিক্ষেপিতেছেন। নীরবে সুম্মুখের ডোবার পানার উপর খঞ্জনে নৃত্য করিয়া কীটা-হার করিতেছে। রবিতাপে তপ্ত একটি নেকড়ে বাঘ রায়দীঘির দক্ষিণ কূলে অতি অল্পে অল্পে আসিতেছে। গ্রীষ্মের তাপে

তাহার জিহ্বা মুখ হইতে বাহির হইয়াছে। ঘন ঘন দুলিতেছে। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম বহিতেছে। একবার সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দিকে চাহিল। তাহার পর অগ্রের পদদ্বয় জলে ডুবাইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া চক্ চক্ করিয়া উদর পূরিয়া জল খাইল। ওতীরে একদল বরাহ, শাবক শাবকী সঙ্গে লইয়া জল খাইল। পরে তাহারা পঙ্কে আপনাদিগের শরীর ভিজাইয়া চলিয়া গেল। ডোবার ধারের গর্ত হইতে একটি গোধা সতর্কে চারিদিকে দেখিয়া অল্পে অল্পে জলে ডুবিল। ক্রমে সূর্যের তাপ বৃদ্ধিকে পাইল। ক্রমে বন প্রাণী-শূন্য প্রায় হইল।

রায়গড়।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫১	১৯	অনয়া	অনায়াস
		সিংহস্কন্ধ মাথী	সিংহস্কন্ধ মথী
৫২	২২	হস্তাল	হতাশ
৫৯	১৪	রাজপথে	রাজপার্শ্বে
৬৭	৯	সকলের পাঁচটি	সকলের শেষে পাঁচটি
৬৯	৩	অতিদূরে	অনতিদূর
৭১	১৯	পতিত	পাতিত
৭৯	২৪	সম্মুখান	সম্মুখীন
৮১	৩	কথা	করা
১১৬	৫	দর্শন	দশন
১৭২	১৯	চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয়
১৭৪	১৯	বিজকৃষ্ণ	বিজয়কৃষ্ণ
১৯৮	১২	গুপ্ত	সুপ্ত
২২৩	৩	বাটির	বারটি
২৩১	৫	বহিবস্কৃত	বহিস্কৃত
২৩৬	৩	কোন্	কোণ
২৪০	১৪	চক্ষুদ্বয়	চক্ষুর্দ্বয়

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৫৬	১৩	আমি ও	আমি ত
২৫৮	১৯	পাশ	পাঁশ
২৫৮	২২	মাথার	মাথায়
৩০০	২	ষাওয়া	যাওয়া
৩০২	৩	ডের	দেড়
৩২৮	৫	অঙ্গত্রাণ	অঙ্গস্ত্রাণ
৩৩৪	৮	পাদচালনের	পাদবলয়ের
৩৬২	১	বক্ষৈঃ	রক্ষৈঃ
ঐ	২	বোধৈঃ	যোধৈঃ
৩৭৬	১৮	সূর্যকুমার	সূর্যকুমার
৩৯৭	৩	লম্প	লম্ফ
৪১০	৬	[illegible]া গো	হাঁ গো
৪১৪	১	উড়িয়ার	উড়িষ্যায়
ঐ	৩	ভিক্রুজ	ভিক্রুস্
৪১৫	১	ঐ	ঐ
ঐ	৪	ঐ	ঐ
৪১৮	২	ঐ	ঐ
৪২৩	১১	ডিক্রুস	ভিক্রুস
৪৩৯	৩	মোচনেব	মোচনের
৪৪৩	৭	অনপরাম	অনুপরাম
৪৭৮	১৭	জমজয়লা	জয়মালা
৪৮২	৩	আমবাগান	আম্রবাগান
৪৯০	১১	বাঁধিয়াছে	বাধিয়াছে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫০৫	১৯	এ সমস্ত	এ বালা সমস্ত
৫১৪	৫	হইলেন।	হইল।
৫২০	১৯	হেট	হেঁট
৫৩৩	২১	বলিল	বলিলেন
৫৪২	১৮	বাঁধিবে	বাধিবে
৫৪৩	৯	তুমি কি এখন	তুমি এখন
৫৪৬	১৯	ইসলাসী	ইসলামী
৫৪৮	৮	মিথ্যা হউক	মিথ্যাই হউক
৫৫৩	২৪	সেনামণ্ডীলর	সেনামণ্ডলীর
৫৬৮	২৩	প্রাণবল	প্রাণবলি
ঐ	১৭	করিয়াছে	করিয়াছি
৫৬৯	৭	অবিরোষে	অবিরোধে
৫৭২	৭	ষাইয়া	যাইয়া
৫৭৯	৬	প্রতাপাদিত্যের,	প্রতাপাদিত্যের
৫৮৭	১৩	শোণা	শোনা
৫৮৮	১৪	এত কালে	এক কালে
৫৮৯	২২	চার পাঁর	চার পাঁচ
৫৯৩	১৪	ঘোঁড়ায়	ঘোড়ায়
ঐ	১৬	পশ্চাদ্	পশ্চাৎ
৫৯৫	২১	পুরষ্কার	পুরস্কার
৫৯৭	১৭	চারশত	চারিশত
৫৯৮	১৭	পাড়িল	গাড়িল
৫৯৯	৭	কবিয়া	করিয়া

বঙ্গাধিপ-পরাজয়।

প্রথম অধ্যায়।

"কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতি প্রজাঃ।"

সহরের অনতিদূরে দক্ষিণ অঞ্চলে কতকগুলি গ্রামের নাম বেহালা। খিদিরপুরের পোল হতে তিনটি প্রশস্ত রাজমার্গ তিন দিকে প্রবাহিত হয়েছে। পশ্চিমস্থ পথে মূচিখোলা প্রভৃতি কাটিগঙ্গার তীরস্থ নির্জন সুতরুশোভিত উপবনোপম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বসতি আছে; এক্ষণে লক্ষ্ণৌ রাজ্যের সিংহাসনচ্যুত নবাব ঐ দিকে বাস করেন ও তাঁহার বহুল কর্মচারিগণ ঐ দিক অধিকার করেছে। পূর্ব দিগের রাস্তায় লোকসমাগম অধিক ও খিদিরপুরের প্রকৃত বাজারই এই দিকে। গঙ্গা সন্নিকর্ষতায় নৌ-যানে বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমাগম সুলভতাবশত বা নিকটস্থ চর্চের কর্মচারিগণের অনুজ্ঞায় অরফানফণ্ডের ব্যয়ে নুতন ঢঙ্গে খিলান করা দোকান ঘর থাকা অনুরোধেই বা, যে কারণে হউক, এই দিকেই খিদিরপুরের বাজারের জাঁক বড়। বোধ হয় পূর্ব কারণই বাজার উন্নতির মূল। কেন না বহুকালাবধি এই দিকের বাজার বড় গুলজ-

জার ও কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চলের ব্যবসায়ের দ্বারস্বরূপ। রাস্তার দুই ধারে সন্দেশ, মিঠাই, ফলকরাদিগর, বেনেমসলা ও ডাল-কড়াইয়ের ভাল ভাল দোকান। বিপণিমালা রাস্তার পশ্চিম পাশে প্রায় গির্জার দক্ষিণ পর্যন্ত গিয়েছে। সহরের দোকানের সঙ্গে এ সকল দোকানের তুলনা হয় না। ফোর্ট উইলিয়মের এমনি আশ্চর্য ইন্দ্রজাল যে, ইহার এলেকা পার হলেই এককালে সহুরে চেক্‌নাই লোপ পায়, ও তার পরিবর্ত্তে গ্রাম্য খেলো রকম দেখা দেয়। মিঠাইয়ের দোকান আছে; কিন্তু জিলেবির বাড় মোটা ও কাল; মতিচূর প্রায় দেখা যায় না; পেলাও অনেক, এক একটা দানা প্রায় কেশুরের মত মোটা; সন্দেশ ময়লা, চিনিভরা ও ফাটা; কচুরি তেলে ভাজা; গজাই প্রায় সকল দোকানের মান রাখিবার এক মাত্র অবলম্বন। নিকটে নদী থাকাতে ডাল-কড়াইয়ের দোকান অধিক ও যশোরের আমদানি, মুকে ফেকো পড়া, দেদো দোকান্‌দারই প্রচুর। কাঠের হাতা, দড়ি, সাবান্‌ ও লঙ্কা পণ্যদ্রব্য। পেঁয়াজ ও লঙ্কার চাঙ্গারি প্রধান ষ্টক্‌। সহর পার হলেই কিছু ফড়ের দোকান জাঁকালো হয় না। বরং অধিক স্থলে আদৌ নাই। কিন্তু খিদিরপুরের বাজারকে সে মান্য দিতে হবে; কেন না এখন রাস্তার পশ্চিম দিকে দুখানা ফলের দোকান হয়েছে। দু কাঁদি শুক্‌নো ঠঁটে কাঁটালি কলা ঝুলচে, রাশটাক্‌ শুকনো পান্‌ফল ও কৎবেলই অনেক। তিন খানা মণিহারির দোকানে মালা, ঘুন্‌সি, আরসি ও চিরুণি সযত্নে থাকে থাকে সাজান আছে; এ সওয়ায় গুলিসুত, পয়সায়

পঁচিশ্‌টে ছুঁচ, সেফ্‌টি ম্যাচের হল্‌দে টিকিট মারা বাক্সও দেখা দিচ্ছে। রাস্তার পূর্ব্বধারে একটা ঘরের রকে গোটা তিনেক গ্ল্যাসকেশের ভিতর বড় বড় ফাঁদালা শিসি, একটা সাদা গোল খল ও একটা নিক্তি ডিস্‌পেন্‌সরির আসবাব। দুই শিসি কুইনাইন্‌, এক শিসি সোডা, সের দুই ম্যাগ্‌নি-সিয়ম ও জান বেকনের আলেম্বিকে চোয়ান গন্ধকের আরক বা মহাদ্রাবক জরদারঙ্গে বাহার দিচ্চে। মাঝখানে নজগজে তেপাইয়ের উপর একটা ময়লা মড়ার মাতা, ডাক্তারখানার কর্ত্তৃপক্ষের সাইণ্টিফিক্‌ টেঁপ্তেশির দীপ্তিমান্‌ সাক্ষী। দর-জার উপরে কাল তক্তায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখা "দি ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল হল" ও নিচে ছোট হরফে "হোল্‌সেল্‌ অ্যাণ্ড রিটেল মেডিসিন্‌সেলর" টীও লিখ্‌তে ভোলেন নাই। ফলে সহরের দক্ষিণ অঞ্চলের অন্যান্য বাজার অপেক্ষা মাজুকেলাই বাজার অধিক চায়েন। বাজার পার হয়ে দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল জুসার গাছ দেখা যায়। রাস্তাটী ক্রোশখানেক এম্নি সরল যে, ঠিক বোধ হয় যেন রাস্তা ক্রমে সরু হয়ে অবশেষে একটামাত্র গাছে রুদ্ধ হয়েছে; দূরের গাছগুলি পর্য্যায়পরম্পরায় ছোট হয়ে অবশেষে য্যান একটী ঝোপমাত্র। বাজারের পরই রাস্তার দৌড় প্রায় উত্তর দক্ষিণ। রাস্তার পূর্ব্বদিকে লম্বা একটা প্রকাণ্ড পগার অর্‌ফ্যান্‌-স্কুলের দক্ষিণ হতে সুরু হয়ে বরাবর রাস্তারয়ে চলেছে। রাস্তাটী কোন গ্রাম ভেদ করে যায় নাই। দুই ধারেই পতিত বাগান। কেবল অর্‌ফ্যান্‌-গঞ্জের নিকটে গোটাকতক হালি কুঠি দেখিতে পাওয়া যায়। দু ধার দেখিলেই

এককালে বেস বিশ্বাস হয় যে, পূর্বে এ সকল বাগান ছিল; কিন্তু সময়ে ও অযত্নে উপবনমাত্র হয়েছে। বড় বড় আম-গাছ ও মাঝে মাঝে এক আধ ঝাড় কলাই আওলাত। কখন কখন তেঁতুল, তাল ও খেজুর দেখা যায়। কিছু দূরের পর বড় বড় বাঁশবন। আধুনিক শান্তিরক্ষকদিগের আয়াস উপহাস করে, স্থানে স্থানে এক একটা বাঁশ রাস্তা যুড়ে পড়ে আছে, অন্ধকারে বোধ হয় যেন শাঁকচুন্নিতে গোড়া চেপে ধরে, অসাবধান পথিকের নষ্টের জন্য ফাঁদ পেতে, বসে আছে। এই রাস্তার পর কতক দূর গেলেই দুর্গপুর। দুর্গপুরের বড় সাঁকোর পাশে দেওয়ান মাণিকচাঁদের চারি-দিগে-গড়কাটা প্রকাণ্ড বাগান। এখনও তার কালচর্বিত ফাটকের একটা স্তম্ভ দেখিলেই বোধ হয়, পূর্বে ইহা কোন আমীরের বাসস্থান ছিল। রাস্তার উপরেই ফাটক্, ফাটকের দুই পার্শ্বে রাস্তার ধারে অতিপ্রশস্ত গড়খাদ। ফাটকের মধ্যে প্রবেশ করিলে এক বিস্তৃত পুকুর দেখা যায়, তাহার ঘাট ও বসিবার চাতালের আদল দেখিলে বোধ হয়, বড় সামান্য লোকের ব্যয়ে প্রস্তুত হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে কোন সরিকের মা হয়ে গোভাগাড় পেয়েছেন। ঐ বাগান ডাইনে রেখে রাস্তা ধরে কিছু দূর গেলেই বাজার-বেহালা। বাজার-বেহালার পূর্বে তাম্‌লেত-বেহালা। এই খান হতেই বেহালা আরম্ভ হল। রাস্তা বাজার-বেহালার মধ্য দিয়া তাম্‌লেত-বেহালা বামে রেখে উত্তর-বেহালা দিয়ে গঙ্গারামপুরের মাঠে গিয়ে পড়্‌লো। মাঠ পার হলেই বঁড়সে-বেহালা। বঁড়সে-বেহালার পর এই রাস্তা কাওরা-পুকুর হয়ে বরাবর দক্ষিণবাহী হয়ে

চলেছে, অবশেষে কলাগেছে গিয়ে থেমেছে। কাওরা-পুকুরের উত্তর-পূর্বে চড়েলের খাল ও পোল। চড়েলের খাল কাটি গঙ্গা থেকে সুরু হয়ে পূর্ববাহিনী হয়েছে। ক্রমে দক্ষিণ-বেহালার মাঠ দিয়ে এঁকে বেঁকে বাঘপোতার পাশ দিয়ে কাওরা-পুকুরে গে মিলেছে। গঙ্গারামপুরের মাঠের পরেই রাস্তার পূর্ব ও পশ্চিম বাহিনী দুই শাখা বেরিয়েছে। পূর্ব-শাখা দিয়ে গঙ্গার চিরস্মরণীয় (সরসুনার ঘোষেদের স্থাপিত ও নির্ম্মিত) করুণাময়ীর ঘাটে যাওয়া যায়। পশ্চিমের রাস্তা সঠান বরাবর সরসুনো-বেহালার উত্তর দিয়ে চটা মহেশ-তলা ভেদ করে বজবজের পাশে কাটীগঙ্গার তীরে গেছে। এই শাখাটীকে এক্ষণে বজবজের বাঁধা রাস্তা বলে। ইহা কিছু দূর বাগানবেড় ভেদ করে মাঠে পড়্‌বার পূর্ব্বেই দক্ষিণে এক শাখা দিয়েছে; কালেক্টরের ম্যাপে এইটীকে সরসুনার, সীতারাম ঘোষের রাস্তা বলে লেখে। বজবজের রাস্তার ধারে মাঠে পড়্‌বার অতি অল্প পূর্ব্বে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা দৃষ্ট হয়। ইহার উপর এখন ন্যূনসংখ্যা চার হাত দাম হয়েছে ও দীঘির উপরে শর, নল ও হোগ্‌লাবন বসেছে; দাম এত ঘন যে গ্রামস্থ-লোকেরা তার উপর দিয়ে অক্লেশে চলে যায় ও মধ্যস্থ হোগ্‌লা ও নলশূন্য প্রাঙ্গনস্বরূপ স্থানে গিয়ে বন্যবরাহ শীকারাশয়ে বসে থাকে। এই দীঘির জল-কর প্রায় বাইশ বিঘা। এই দীর্ঘিকাটী সরসুনার উত্তরাংশে, ইহার উভয় পার্শ্বেই এক্ষণে দিব্য রাস্তা আছে ও ইহার নিজ দক্ষিণ ধারে সরসুনার ঘোষেদের পৈতৃক ভদ্রাসন। এই দীর্ঘিকার নাম রায়দীঘি।

সময়ে সকল পরিবর্ত্ত হয়; কালের করালকবলে কঠিন পাথরও পার পায় না, অন্যের কথা কি? কুঠারাভেদ্য কাচও বিন্দুপাতে কালসহকারে ক্ষয় পায়। কালে ভরতবংশ ধ্বংস হয়ে হিন্দুরাজও লয় পেয়েছে। কালে সমুদ্র শুষ্ক হয়, দ্বীপ জন্মে ও হয় ত বিউনস-আইরসের মত অত্যুচ্চ শিখর প্রসব করে। মন্দরগিরির গগনস্পৃক শৃঙ্গ আজিও সাগর-গর্ব্ভোদ্ভূত বলিয়া শুক্তিসমুচয় চিহ্নস্বরূপ শিরে ধারণ করিতেছে। নবদ্বীপ অনেক-পথগার অচিরস্থায়ী প্রবাহের প্রমাণ। সত্যযুগের পর্বতধ্বজা হয় ত এক্ষণে কোন গভীরাব্ধির অভ্যন্তরে প্রবালচয়ের আশ্রয় হয়েছে এবং কালবশে, কে বলিতে পারে, লক্ষ দ্বীপের এক জন গণ্য না হইবে। প্রাবৃট-বন এক্ষণে ভূমি জরায়ুবদ্ধ কয়লারূপে পরিণত হইয়া আধুনিক তরুগুল্মকে ভূমণ্ডলে বাসের স্থান দিয়াছে। কল্পনা বলিতে সাহস করে না যে, প্রাচীরের সাওলা পূর্বের তরুসিংহের শেষ বংশাঙ্কুর। অদৃষ্টদেবীও এমনি খামখেয়ালী যে, অদ্য যাহাকে অনুগ্রহ করে জগন্মান্য ও গণ্য করিলেন, হয় ত কাল্ তাহাকে সরীসৃপের অপেক্ষা অধম করিবেন। তাঁহার সপত্নী লক্ষ্মীদেবীও সেইরূপ চঞ্চলা। পরন্তু এই চঞ্চলতাই যেন স্রষ্টার চরাচরব্যাপ্তির প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বিধির দৃঢ় নিয়ম পালন করিতেছে। ব্রহ্মাণ্ডে শক্তি কি সুপরিমিত! একের ঋদ্ধি, অন্যের বা ইতরচয়ের ক্ষয়মূলক। যখন সকলের এককালে উন্নতি অসম্ভব, অথচ সকলকে সমভাবে ভোগী করিতে হইবে, তখন পর্যায়ক্রমে উন্নত না করিলে, উদ্দেশ্য সাধনের আর কি উপায়। চন্দ্র ও সূর্যকে (সাধারণ পদার্থদ্বয়) রশ্মিরাশি বিতরণেও

সুবুদ্ধির কর্ম করিতে বাধ্য থাকায় প্রত্যহই পৃথ্বীকে ভ্রমণ করিতে হইতেছে।/

কিন্তু তিনশত বৎসর পূর্বে সরস্থনার আর এক অবস্থা ছিল। কাটিগঙ্গার তীর হতে আরম্ভ হয়ে টালিগঞ্জের আদিগঙ্গার কূলে করুণাময়ীর ঘাটের নিকট পর্যন্ত যে বাঁধা রাস্তা পুরাতন লোকেরা তাহাকে দ্বারির-জাঙ্গাল বলে জানে। পূর্বকালে বর্দ্ধমান রাজার এই অঞ্চলে রাজধানী ছিল। দেওয়ান মাণিকচাঁদের বাগানের উত্তর-পশ্চিম কোণে লস্করপুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে, ঐ গ্রামে অদ্যাবধি জনপ্রবাদ, পুরাতন প্রাচীরের অবশিষ্ট, নষ্টমঠের স্তূপ, চটানবীলের ভাঙ্গা ঘাটকে রাজকীর্ত্তির সাক্ষীস্বরূপ জ্ঞান করে। রাণীর-দীঘি রাজার-দীঘি আজও কত শত শুষ্কতালু পথিককে বৈশাখের প্রখর সূর্যতাপ হতে রক্ষা করে। লস্করপুরে রাজার ছাউনি ছিল ও তখনকার বাইমহল এক্ষণে বেহালা নামে খ্যাত। বঁড়শে-বেহালা রাজার খাসমহল ও দক্ষিণ-বেহালাই বেশ্যাপল্লী। রাজার সন্তানরহিতা এক বৃদ্ধা দ্বারি নামে মহিলা ছিল, সে মৃত্যুকালে রাজমহলের নবাবকে বহু ধন দিয়া যায় এবং দেশোন্নতি আশয়ে কোন কীর্ত্তি স্থাপন করিতে অনুরোধ করে। তাহার ব্যয়ে নবাবের কর্মচারীর সাহায্যে দক্ষিণরাজ্যে স্থানে স্থানে জাঙ্গাল নির্মিত হয়। আজও সুন্দরবনের অগম্য প্রদেশে মেকপৃষ্ঠের মত উচ্চ জাঙ্গাল দেখা যায়। জনশ্রুতি এই যে, ঐ সকল জাঙ্গাল দ্বারির ব্যয়ে নির্মিত।

দ্বারির জাঙ্গাল প্রস্থে প্রায় ত্রিশ হাত। ইহার দুই

পার্শ্বে প্রকাণ্ড পগার ছিল। জাঙ্গালের তল প্রায় এক বিঘা চৌড়া। জাঙ্গাল ঊর্দ্ধে প্রায় কুড়ি হাত। জাঙ্গালের গড়ের ধারে কেবল বাব্‌লা গাছই অধিক্। স্থানে স্থানে পলাশ, অশ্বত্থ ও বট। জাঙ্গালের দুইধারেই জলা। জলার মাঝে মাঝে এক এক দ্বীপের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামগুলি জলা হতে প্রায় চার হাত উচ্চ। দূর হতে ঠিক্ যেন ঝোপের মত বোধ হয়। গ্রামের চতুর্দিকে বাব্‌লা ও পাল্‌তে-মাদারের বন; মাঝে মাঝে এক একটা তাল বা নারিকেল গাছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে চৌকি দিচ্চে ও মৃদুমন্দ বায়ুর হিল্লোলে হাত নেড়ে শ্রান্তপথিককে আহ্বান কচ্চে, কোথাও বা বাঁশের বেড়ার পাশ থেকে বড় খেজূর গাছ বাল্‌দো নেড়ে দুষ্টবুদ্ধি দস্যুকে শাসাচ্চে ও গ্রামের নিকট হতে নিষেধ কচ্চে। জাঙ্গাল সরসুনা ও বাসুদেবপুরের মধ্য দিয়া গেছে। সরসুনার এলাকা পার হলেই প্রায় দু কোশ ক্রমান্বয়ে জলা দেখা যায়, ইহার মধ্যে জাঙ্গালের নিকট আর কোন বসতি নাই। রামনারায়ণ সরসুনার উত্তর-পূর্ব কোণে। রামনারায়ণ একখানি প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহার উত্তর দিকে দ্বারির জাঙ্গাল, পশ্চিমে সরসুনা, পূর্বে গঙ্গারামপুরের মাঠ ও দক্ষিণ বেহালার খাসমহলের জলা, সীতারাম ঘোষের রাস্তা দক্ষিণ সীমা। রামনারায়ণে প্রায় দুই শত ঘর বসতি, ইহার মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও কায়স্থ অধিক। সরসুনায় ইতর জাতি, বাগ্‌দি, কাওরা ও মুচিই অনেক। সরসুনার প্রধান ধনী দুর্ভাগ্যবশত এক জন চাঁড়াল, তাহার নাম উগ্রসেন। রামনারায়ণ ও সরসুনার নিজ উত্তর জাঙ্গাল পারে বাসুদেবপুর ও পকই।

বেলা প্রায় চার দণ্ড আছে। মাঘমাস, মাঠের জল শুকিয়েছে। কিন্তু জাঙ্গালের উত্তরখাদের গভীরতাবশত ছোট ছোট জেলেডিঙ্গী যেতে পারে এমন জল আছে। জাঙ্গালের দক্ষিণের খাদ শুষ্ক ও জলহীন। একে শীত-কাল, তাতে আবার অপরাহ্ন, দিবাকর শ্রান্ত হয়ে যেন বেগার সাধিতে ঢিলে রকমে দাঁড়িয়ে চৌকিদারের মত আধ্ চোখ্ বুজিয়ে ঢুলচেন। সূর্যমণ্ডল প্রায় রাঙ্গা হয়েছে। পাখীগুলো সম্মুখ রাত্রি ভেবে সযত্নে আধার মুখে লয়ে বাসার দিকে দৌড়েছে, ভাবছে হয় ত আজকের মত এই শেষ। গ্রামের ধূমসকল উঠেছে, কিন্তু হিমের ভরে এক খানি পাতলা মেঘের মত দূরস্থ তালগাছের পাতা আশ্রয় করে, অশ্বত্থ গাছের ডালে ঝুলছে। একটু একটু দক্ষিণে-হাওয়া দিচ্চে। বহুকালের পর আগমন করেছে বলে পাখা-গুলো এক একবার কপ্‌ছে সন্দিগ্ধ চিত্তে সম্ভাষণ করি-তেছে। জাঙ্গালের উত্তরে প্রায় দুই রশি অন্তরে অত্যুচ্চ পুষ্করিণীর পাড় দেখা যায়। পাড়ের উপর বড় বড় তালগাছ। দক্ষিণদিগের পাড়ের ধারে একটা পুরাতন কুলগাছ হেলে রয়েছে। সেই কুলগাছ আশ্রয় করে একজন আধবুড় লোক পা দুটী লম্বা করে হাতের নীচে একগাছি লাঠি রেখে বিশ্রাম করচে। তাহার মাথায় এক খানা ময়লা-কাপড় জড়ান। পরিধান-বসনও ময়লা ও অল্প পরিসর, জানুদ্বয়ের অর্দ্ধেকের উপর উঠেছে, তাহার শরীরের গঠন কিন্তু বড় হীনবলের মত নয়। দূর থেকে বোধ হয় অত্যন্ত পরিশ্রমী একটী চাস জোন। তাহার বাম দিকে প্রায় এক হাত লম্বা একগাছ

উলুর বেওয়ানা পড়ে আছে। মাঝে মাঝে একটু একটু ধূম উঠ্‌ছে বলেই বোধ হচ্চে সেটা আগুন রক্ষার জন্য। তাহারই নিকটে একটা তাল পাতার খুঙ্গি। ইহার ঢাকা খোলা আছে বলেই তাহার ভিতরস্থ পানের বিড়,, চূণের ও তামাকের কৌটা ও একটা কল্কে দেখা যাচ্চে। মাঠে গরুগুলি চর্‌ছিল, বেলা অবসান হয়েছে দেখে ক্রমে সেই পুকুরের পাড়ের চারি দিকে এসে জম্‌তে লাগ্‌লো ও অযত্নে এক আধ-খাবলা শুকনো নাড়া খেতে লাগ্‌লো। চাসাটী ঘাড় তুলে কত বেলা আছে দেখ্‌বার উপক্রম কল্লে, অমনি পুকুরের পশ্চিম পাড়ের আড়াল থেকে এক জন লোককে বেরিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব্বমুখে যেতে দেখিল; দেখেই বল্লে, "মশাই! অবধান; সাঁঝমুখে কোথায় যাওয়া হচ্চে?" পান্থটী আস্তে আস্তে মুখ্ তুলে দেখলেন এবং কোন উত্তর না দিয়ে পুষ্করিণীর পাড়ের উপর উঠে বল্লেন। "নসীরাম! তুমি যে এখন মাঠে আছ? পাল নিয়ে গ্রামে যাবে না?"

নসীরাম বলিল। "মশাই! এই যাব বলে উঠেছিলাম, আপনাকে দেখ্‌তে পেলাম; তামাক্ ইচ্ছে কর্‌বেন?" বলেই কল্কে করে তামাক সেজে উলুর বেওনাটা নেড়ে কল্কেটার উপর কিছু ভেঙ্গে দিয়ে কল্কেটা সসম্ভ্রমে "মশাই লন্" তার হাতে দিল। মশাই। "না তুমি আগে টান।" নসীরাম বলিল "হাঁ তা কি হয়" বল্‌তে না বল্‌তেই কল্কে টান্‌তে টান্‌তে বল্লেন। "নসীরাম! তুমি বড় তামাক প্রিয়।"

মশাইটী গ্রামের গুরুমহাশয়। রামনারায়ণে তাহার পাঠ-শালা। নিকটস্থ কয়েকখানা গ্রামের বালকবৃন্দ তাহারই

পাঠশালায় শিক্ষা পায়, রামনারায়ণের রাজা-বসন্তরায়ের বৃত্তিভোগী, পাল্ল পার্বণে রাজবাটীতে সীদে পেয়ে থাকেন ও মাঝে মাঝে ভোজে নিমন্ত্রণও হয়। মশাই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর মানবশরীর ধারণ করেছেন; শরীর বেশ বাঁধা আছে। কপালের সামনেটায় টাক পড়েছে। মশাই জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুল্কী উপাধি। তাঁহার নাম বল্লভ, ঠোঁট দুটী মোটা, নাকটী কিছু চাপা, দাড়িটী সরু, শরীর দোহারা, মশায়ের ভাতশালা নামক নিকটস্থ গ্রামে জন্ম, কিন্তু বাল্যকালাবধি রাজপ্রতিপালিত-বশত রামনারায়ণে বাড়ি ঘর দোর করেছেন। মশায়ের বালককালে বিবাহ হয়েছিল; কিন্তু বিবাহের অতি অল্পদিন পরেই গৃহশূন্য হয়েছে; সুতরাং মশায়ের সংসার চিন্তার লেশমাত্র ছিল না। স্বভাব সরল ও লোকটা নিরীহ বলেই গ্রামের সকলের সঙ্গে সম্প্রীতি ছিল। মশাই বালককালে ভাল করে লেখা পড়া শিখেছিলেন, অতি অল্প বয়সে উদরের চিন্তায় মশাইগিরি কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হতে হয়েছিল বটে, কিন্তু অভ্যস্ত বিদ্যার আলোচনা ত্যাগ করেন নাই, সর্ব্বদা অবকাশ পেলেই লেখা পড়া নিয়ে গৃহমধ্যে থাকিতেন।

কল্কেটা নসীরামের হাতে দিয়ে বল্লেন, "নসীরাম! ভাল, যুবরাজের কোন সংবাদ পেয়েছ? বাজারে শুনতে পাই, আকবর বাদসাহ আর নাই, সেলিম না কি জাহাঙ্গীর নামে সিংহাসনে বসেছেন। যুবরাজ তো আজ সাত বৎসর আমাদের ছেড়ে গেছেন। রাজা কত নিষেধ কল্লেন, রাণীই বা কত কাঁদলেন। তখন যাবার সময় যুবরাজ বলে গেলেন,

যে 'মা! আশীর্বাদ কর, অতি শীঘ্র দিল্লীশ্বরের প্রিয়পাত্র হয়ে কোন প্রধান সেনাপতিপদে নিযুক্ত হয়ে আবার তোমার শ্রীচরণে এসে উপস্থিত হব'। যুবরাজ কি সাহসী! তিনি যদি বেঁচে থাকেন, তবে এক জন প্রকৃত বীর হবেন, ঈশ্বর করুন, তিনি আমাদের দেশে শীঘ্র উদয় হউন।"

নসীরাম উত্তর দিল "হায় সে দিন কতদূর? এ পাপ অনঙ্গের দৌরাত্ম্যে আর বাঁচা যায় না, বিমলারই বা কি আচরণ!"

বল্লভ বলিল "ভাল, তুমি কি কিছু শুন নাই যে যুবরাজ কোথায়?"

নসীরাম বলিল, "যুবরাজের নাম আজ চার পাঁচ বৎসর রায়দুর্গের ভিতর উঠে নাই, সকলেই প্রায় ভুলে গেছে। কেবল যখন দেওয়ান্‌জীর কথা উপস্থিত হয়, তখনই চাকর বাকরেরা বলে, 'যুবরাজ থাক্‌লে আজ কি আমাদের এ দশা হত'।"

বল্লভ বলিল। "ভাল রাণী কি কখন যুবরাজের জন্য ভাবেন না?"

নসীরাম বলিল। "কই আমিতো তা কখন শুনি নাই, কমলা দেবীকে কখন দেখি নাই। ভাব্‌বার মধ্যে কেবল ইন্দুমতী। তিনিই যখন একবার গোয়াল ঘরে আসেন, তখনই কেবল তাঁর মলিন মুখ দেখ্‌তে পাই, দেখ্‌লেই প্রাণটা যেন ফেটে যায়।"

বল্লভ বলিল। "ইন্দুমতীর কি গো-সেবায় বড় যত্ন?"

নসীরাম বলিল। "তাঁর কোন্ সৎকর্মে যত্ন নাই, তা জানি না। তিনি বাড়ির সকল লোককেই যত্ন করেন, মশাই কি কখন তা দেখেন নাই?।"

বল্লভ বলিল। "হাঁ গত পিঠে পার্ব্বণের দিন যখন রাজ-বাটীর ভিতর খেতে গিয়েছিলাম, তখনই দেখেছি, ইন্দুমতী কেমন যত্ন করে আপনি সকলের আহার দেখ্‌ছিলেন ও মাঝে মাঝে আপনিই পরিবেশন করছিলেন। ইন্দুমতী আবার পণ্ডিতা। সন্ন্যাসী, যতি, ব্রহ্মচারীদিগকে রাজদ্বারে আস্‌তে দেখলেই যত্ন করে অন্তঃপুরে ডাকিয়ে নিয়ে যান ও বিচার এবং শাস্ত্রালোচনা করেন। কিন্তু কই রাণীদিগের সে রকম কিছুই দেখি না। বোধ হয়, মহারাজের পরলোক হওয়া অবধি কেমন জড়ভরত হয়েছেন।"

নসীরাম বলিল। "হাঁ তাই হবে, কে জানে বাবা! রাজা রাজ্‌ড়ার কথায় আমাদের মত চাসার কি কায। চল এখন যাওয়া যাক্। হেদে, (গোপালের প্রতি) চল্ চল্, বেলা গেলো।" (বলে চিৎকার) গোপালেরা একেবারে খাওয়া বন্দ করে চেয়ে দেখেই পূর্ব্বাভিমুখে চল্‌তে লাগল। বল্লভ ও নসীরাম তাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নসীরামের কক্ষে তাল পাতার খুঙ্গি, দক্ষিণ হস্তে হেঁতালের লাঠি ও খেজুর ছড়ি। বল্লভের কাঁধে এক গো-পাতার ছাতা ও হাতের লাঠিতে গামছা জড়ান। গাভীগুলি মাথা নাড়্‌তে নাড়্‌তে দুলে দুলে চলতে লাগ্‌ল, দূর হতে সমুদ্রের স্রোতের ন্যায় বোধ হতে লাগল, আর কাল কাল পুচ্ছ গুলি নাড়াতে ঠিক্ যেন স্রোতের উপর ছোট পাখির নৃত্যের ন্যায় দেখাল। কিছু দূর যেতে যেতে গ্রামের ভিতর হতে শঙ্খের ধ্বনি উঠ্‌ল, বল্লভ ও নসীরাম দূরস্থ প্রথম দীপ দেখ্‌বামাত্র কৃতা-ঞ্জলিপুটে সন্ধ্যাদেবীকে নমস্কার করিল। খালের ধারে এসে

নসীরাম জিজ্ঞাসা কল্লে, "মশাই! জলটুকু পার হয়ে যাবেন না সাঁকোর উপর দে যাবেন?" বল্লভ বলিল "চল সাঁকোর উপর দে যাই, কেন শীতের সময় কাপড় ভেজাব, গরুর জলে কষ্ট হবে।" এই স্থির করে গোপাল নিয়ে উভয়ে খালের তীর বেয়ে সাঁকোর নিকট পৌঁছিল। সাঁকোর উপর এক খানি মুদির দোকান আছে, ঐ দোকানে বল্লভ তামাক খাবার ইচ্ছায় দাঁড়াল, নসীরাম পাল নিয়ে গ্রামাভিমুখে চলে গেল। রশি খানিক গিয়ে নসীরাম ফিরে এসে বলিল, "মশাই! একবার বাহির হন, ঐ খালে পাঁচ ছয় খানা নৌকা দেখ্‌তে পাচ্চি, সন্ধ্যার সময় এত নৌকা কখন দেখি নাই। বোধ হয়, কোন মহাজন পূর্ব্বরাজ্যে যাচ্চে।" বল্লভ তাড়াতাড়ি দোকানের ভিতর হতে হাতে হুঁকা করে বাহির হল, দোকানিও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নৌকা দর্শনাশয়ে বাইরে এল, দোকানে আরও তিন জন লোক ছিল, তাহারাও কি আস্‌চে দেখ্‌তে উৎসুক হয়ে বাইরে এল। বল্লভ সাঁকোর উপর দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে দেখ্‌তে পেলে যে, নয় দশ খানা ডিঙ্গি সতেজে বয়ে আস্‌চে, এক একটায় প্রায় এগার বারো জন করে লোক। নৌকা সব দূরে থাকাতে স্পষ্ট দেখা গেল না যে চড়নদারেরা কে? কিন্তু নৌকার আকারে বেশ বিশ্বাস হল যে উহা মালের নৌকা নয়, উহার ছত্রি নাই, কমচওড়া। বল্লভ বলিল, "নসীরাম! এ ত মহাজনের নৌকা নয়।"

নসীরাম বলিল, "না মশাই, আমি দূর হতে দেখ্‌ছিলাম, তাহাতে আবার সুমুকে আলো, মশাই এরা কারা" কিন্তু

মশাই, নিতান্ত অসুস্থ হয়ে বলিল, "বল্‌তে ত পারি নে।"
দোকানী বলিল "এত ব্যস্ত হন্‌ কেন, এখুনি এই দোকানের নীচে দে যেতে হবে। তখনই জানা যাবে।"

বল্লভ বলিল। "হাঁ তাই হবে, কিন্তু ওরা যে তেজে বচ্চে, দণ্ড দুইয়ের মধ্যেই এসে পোঁছিবে।"

দোকানস্থ তিন জনের মধ্যে অল্প বয়স্কটী বলিল, "মশাই! শুন্‌ছেন কেমন ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ হচ্চে, ওঃ কি জোরে বাইচে।" এই রূপ উহাদের কথোপকথন হতে হতে ঐ নৌ-দল হঠাৎ দূরে থামিল ও তাদের মধ্যে এক জন নৌকার উপর দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে দেখিতে লাগিল। সাঁকোর উপর যাহারা ছিল তাহারা শীতের ভয়ে দোকানের ভিতর থেকে নৌকার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

"মাতৃজঙ্ঘা হি বৎসস্য স্তম্ভীভবতি বন্ধনে।"

দোকানে প্রত্যাগমন করিলে দোকান্‌দার পুনরায় তমাকু সাজ্‌লে বল্লভ তমাকু খেয়ে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিল, অপর তিন জন তাহার সঙ্গী হইল। পথে অন্ধকারবশত কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু বল্লভের সেই পথ নখদর্পণে থাকায়, না দেখেই সজোরে চলিতে ছিল। সঙ্গী তিন জন কিছু দূর সেই রূপ বেগে গিয়ে বলিল, "মশাই! যদি একটু আস্তে যান, তবে আমরা আপনার সঙ্গে যেতে পারি।" বল্লভ শব্দ শুনিবামাত্র থেমে বলিল "তোমরা কি আসিতেছ, ত এস।" এই বল্‌তে বল্‌তে তাহারা বল্লভের পার্শ্বে এসে উপস্থিত হল।

বল্লভ বলিল। "শঙ্কর! আজ কোথা গিয়েছিলে?"

শঙ্কর এক জন সূত্রধর, নিজকর্ম্মে অত্যন্ত নিপুণ ও ঐ অঞ্চলের সকলের চিহ্নিত। উর্দ্ধে প্রায় তিন হাতের কম্‌, ক্ষীণ-বপু, কৃষ্ণবর্ণ, শঙ্করের নাক্‌টি টীকল যেন বাটালিকাটা। শঙ্করের চক্ষু দুটি প্রায় গোল, বহু পরিশ্রমে যদিও বসে গিয়েছিল, কিন্তু এখনও ডেব ডেব কর্চ্চে। শঙ্করের ঠোঁট দুটি কিছু বাঁকান ও মুখের হাঁ ছোট, শঙ্করের বক্ষঃস্থল প্রশস্ত ও বাহুদ্বয়, বিশেষে দক্ষিণ বাহু অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তাহার শরীরের মাংসগুলি পাকান, অথচ ইহাতে শঙ্করকে নিতান্ত কদর্য্য

দেখিতে হয় নাই। অত্যন্ত ঘন অন্ধকার বশত শঙ্করের বিশেষ লক্ষণ সকল দেখা গেল না; কিন্তু দিনে তাহাকে দেখিলে একজন সুবুদ্ধি ও নিপুণ শিল্পী বোধ হয়।

শঙ্কর বলিল। "মহাশয়! আমি যমুনা-পকই হতে আসিতেছি। যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য আজ আট দিন ঐ গ্রামে এসেছেন। তাঁর সৈন্যসামন্তদিগের ঘরের টুকটাক মেরামতের জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠান। পরে রাজা পুরী যাত্রা করিবেন বলে সামগ্রী সব বাক্স বন্দী করতে হচ্চে। প্রত্যহই প্রাতে যেতে হয়। দুপুর বেলা সেই খানেই ব্রাহ্মণ-রান্না ভাত পাই, সন্ধ্যার প্রহরটাক থাকতে ছুটী পাই। এ দুজনাও আমার সঙ্গে কাযে যায়। কি করি পেটের জ্বালায় সর্বত্রই যেতে হয়। দুই ক্রোশ পথ যেতে হয়, ও রোজ ফিরে আসিতে এত বেলা যায়। আজ কিন্তু দেড় প্রহরের সময় অবকাশ পেয়েছিলেম, পথে প্রয়োজন ছিল। আমাদিগের দুর্ভাগ্যে বসন্তরায়েরও অকালে কাল হল। যুবরাজও ফিরে এলেন না। গ্রামে কোন কায নাই; তাতে আবার দেওয়ানজী মশায়ের যে দৌরাত্ম্য?"

বল্লভ বলিল। "প্রতাপাদিত্যকে দেখেছ?"

শঙ্কর বলিল। "কেন, মশায় কি দেখেন্ নি? তিনি তো এখানে আজ বৎসর তিন হল এসেছিলেন। রায়দুর্গে মাসাবধি ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই দ্বারির জাঙ্গালে ও হেমবতী-কুঞ্জে বেড়াতে যেতেন।"

বল্লভ বলিল। "হাঁ তখন দেখেছিলাম, কিন্তু এক্ষণে কেমন আছেন, তাই জিজ্ঞাসা করচি।"

শঙ্কর বলিল। “আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। যে কয়েক দিন আমি সেথায় যাইতেছি, সে কয়েক দিনের মধ্যে তাঁর আমার আবেশনের দিকে গতায়াত হয় নাই। শুনিলাম যমুনাতে উপস্থিত হয়েই পীড়িত হয়েছেন। অদ্য শুনে- ছিলাম, মহারাজ তাঁহার সৈন্য দেখিতে দুই প্রহরের সময় বাহির হবেন।” এই কথা বলিতে বলিতে তাহারা রায়দুর্গের প্রতোদ-দেশে উপস্থিত হল।

বল্লভ বলিল। “শঙ্কর! তুমিত আমার চেয়ে অধিকবার রায়গড় গিয়েছিলে, কেমন বল দেখি আমাদিগের রাজার গড় ভাল, না বৰ্দ্ধমানের রাজার লস্করপুর ভাল?”

শঙ্কর বলিল। “এ কথা যদি জিজ্ঞাসা করলেন, তবে ভেবে বলতে হবে। পূর্বে আমাদিগের গড় লস্করপুরের গড়ের চেয়ে দুনো মজবুত ও উত্তম হুনুরে গড়া বোধ করিতাম। কিন্তু এখন লস্করপুরের গড়ের অনেক বদল হয়েছে। কে এক জন ফিরীঙ্গি এসে নুতন কারখানা লাগিয়েছে, আর বৰ্দ্ধমানওয়ালা বড় মজবুত। তারা যে রকমে—(অশ্বপদের শব্দ পাইয়া) ও কি, ঘোড়া যে?”

বল্লভ পশ্চাৎ দিকে দেখিয়া বলিল। “তাই তো ঘোড়- সওয়ার বোধ হয়। (এক মনে শব্দে কর্ণপাত করিয়া) এই- দিকেই আসছে।”

শঙ্করের সঙ্গী দু জনা বলে উঠ্‌লো। “ঐ দেখ সাঁকোর উপর তার বল্লমের ফলা চমকাচ্চে।”

বল্লভ সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। “তাইত সও- য়ার টা যে দাঁড়াল?” মুহূর্ত্তমাত্র স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া চক্ষু-

দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অশ্বারোহী পুনরায় বিদ্যু-দ্বেগে পূর্বাভিমুখে, যে দিকে বল্লভ যাইতেছিল, অশ্ব চালন করিল। পর্যাণের মস্‌ মস্‌ ধ্বনি, অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের ঘন ঘন সুপ্রশস্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে অনির্বচনীয় শব্দ উদ্ভাবিত হইল। অশ্বটা বহুদূর দ্রুতগমনে ঘর্মাপ্লাবিত-কলেবর হইয়াছে। খলীনচর্বণে মুখ ফেণসঙ্কুলে আবৃত। গ্রীবাদেশ বল্‌গাস্পর্শে, কটিদেশ কটিবন্ধ-হিল্লোলে ও পশ্চাতের পদদ্বয়ের মধ্য পরস্প-রের ঘর্ষণে শুভ্র-ফেণরাশিতে পূরিয়াছে। দীর্ঘবপু, উচ্চৈঃ-শ্রবা, বক্রগ্রীব, বক্রপুচ্ছ, ভীমকায় অত্যুন্নত অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে চলিল। অশ্বের পদাঘাতে বোধ হয় ধরাতল কাঁপিতে লাগিল।

বল্লভ একদৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া পুত্তলিকার ন্যায় স্পন্দরহিত হইল।

শঙ্কর স্থির হইয়া অশ্বারোহীর গতি পর্যবেক্ষণ করিতে-ছিল। তাহার সচরাচর সোওয়ারের মধ্যে কর্ম করাতে অশ্বা-রোহী দেখিয়া ভয় হইল না, কিছু আশ্চর্য্য হইল। এ দেশে বহুকালাবধি সাস্ত্র অশ্বারোহী প্রায় দেখা যায় নাই। বসন্ত-রায়ের মৃত্যুর পর সৈন্যেরা নিশ্চিন্ত ছিল। অশ্বারোহী প্রতি-হারী আর রাত্রিকালে রায়গড়ে প্যাহারা দিত না এবং মাসে মাসে সৈন্য সব একত্রীকৃত হইয়া মহারাজের বলপ্রকাশ করিত না। সুতরাং সে সময়ে সসজ্জ অশ্বারোহী রাত্রিকালে অতিবেগে গ্রামান্তর হইতে সেই পথে যাওয়া নিতান্ত নূতন ঘটনা বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে অশ্বারোহী রায়গড়ের ফাটকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফাটকস্থ দৌবারিক বসিয়া গান করিতেছিল, অশ্বারোহীকে ফাটকে দাঁড়াইতে দেখিয়া

উঠিয়া নিকটে আইল। অশ্বারোহী তাহার সহিত কিছু কথোপকথন করিলে, দ্বারবান্ দ্বারের প্রতোদ-দেশে যাইয়া আর এক জনকে ডাকিয়া কিছু কহিয়া দিল।

বল্লভ, শঙ্কর ও তাহাদের সঙ্গী দুই জন সেই স্থানে দাড়াইয়া দেখিতেছিল। কিছুক্ষণ পরেই দ্বারী ইঙ্গিত করিলে অশ্বারোহী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া দ্বারীর হস্তে ঘোড়ার বল্গা দিয়া প্রতোদ-দেশ দিয়া গড়মধ্যে চলিয়া গেল। দ্বারীও পশ্চাৎ পশ্চাৎ অশ্ব লইয়া গেল। দ্বারে অপর দুই জন গড়ের ভিতর হইতে আসিয়া বসিল। অশ্বারোহী ও অশ্ব দৃষ্টিপথের অগোচর হইলে বল্লভ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল "এ ব্যাপারটা কি, আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে; চল ফাটকে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।"

শঙ্কর বলিল। "মহাশয় সন্ধ্যাকাল অতীত হইয়াছে, আবার ফিরিয়া যেতে অধিক বিলম্ব হইবে; আমি নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, এখন ঘরে যাই।"

বল্লভ তাহাতে সায় দিয়া কিছু দূর যাইয়া, দক্ষিণবাহী এক ক্ষুদ্র রাস্তায় চলিয়া গেল। শঙ্কর "নমস্কার মশায়" বলিয়া পথান্তরে বিদায় হইল। রাত্রি অধিক হইয়াছে, প্রায় এক প্রহর হইল বলিয়াই বল্লভ কিছু বেশী চলিতে লাগিল এবং অদ্যকার বৈকালের ব্যাপার সমস্ত মনে মনে ওলট্ পালট্ করিতে লাগিল। যেতে যেতে একবার আকাশদিকে নেত্রপাত করিয়া দেখে, নক্ষত্রগুলি নিস্তব্ধে মিট্ মিট্ কর্‌চে। পূর্ব্বদিক ক্রমে ফরসা হয়ে আসিতেছে ও ক্রমে চন্দ্র দেখা দিচ্চে। বল্লভ খানিক চন্দ্রপানে চাহিয়া

দাঁড়াইল ও নিকটস্থ গাছের গোড়ায় বসিবার উদ্যোগ করিল। বল্লভের মন স্থির নাই। তলায় গিয়া বসিল। সেটা এক পুরাতন বট গাছ। তাহার গুঁড়ি অত্যন্ত মোটা, এমন্ কি পাঁচ জনে আঁক্‌ড়ে পায় না। তাহার মোটা দুই ডাল হইতে মাজে মাজে করিকরের ন্যায় নাম্মা নামিয়াছে। এক এক নাম্মা এক একটী পৃথক গাছের মত দাঁড়িয়া আছে। গাছটী ডাল পালা সহিত প্রায় চার বিঘা জমী জুড়িয়া অন্ধকার করিয়াছে। পৃথিবীর জোনাকপোকা সেই গাছকেই আশ্রয় করেছে। আশ্চর্য এই যে তাহারা থেকে থেকে জ্বলে উঠ্‌ছে, ও নিবে যাচ্ছে; সব পোকা গুলিই যেন পরামর্শ করেছে। ঐ গাছের তলায় কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের দুই দেহ-হীন মাটির মুণ্ড আছে। কালুরায় ও দক্ষিণরায় নুতন দেবতা, তাহাদিগের চূড়ার গঠন যেন বিষপের মাইটূরড টুপির মত। গাছটি যে কেবল দেবদ্বয়ের আশ্রয় হয়েছে, তাহা নহে। গাছে অনেক টীক্‌টীকিও আছে। এবং ভয়ানক তক্ষকের কুঁচের মত চক্ষু দিবা ভাগে কখন কখন কোটর হইতে দেখা যায়, ও গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তাহার ঘন ঘন ভয়ানক গভীর শব্দে চতুর্দিকের নির্জন বনের শান্তি নষ্ট করে। গাছের নীচেটি পরিষ্কার, একটিও ঘাস নাই। প্রত্যহ কালুরায়ের পণ্ডিত ঝাঁট দেন ও গোময় দিয়া নিকোন। গাছের পাশেই রাস্তা, রাস্তাটি প্রায় ছয় হাত পরিসর। রাস্তার অপর পার্শ্বে একটি ছোট জলনিকাশি পগার। পগার পার বন ও কাহারও বেমারা-মতি বাগান; কেবল ঝোপে পরিপূর্ণ, এমন কি ছোট ছোট বাঘ অক্লেশে লুকিয়ে থাক্‌তে পারে। এ অঞ্চলে বাঘের ভয়

প্রায় ছিল না। কদাচ শীতকালে এক আধটা নেক্‌ড়ে দেখা দিত, ও দুই চারি দিন বাছুরটা ও ছাগলটা ধরলেই, অমনি মারা পড়্‌তো। বনে, বন্যবরাহ ও জলে, কুম্ভীর অত্যন্ত। অধিক বন থাকাতে সর্পও অধিক। কিন্তু গ্রামস্থ মনসাদেবীর এমনি অনুগ্রহ, যে বৎসরে গ্রামের মধ্যে দুই তিনটার অধিক লোক ঘাল হত না; আবার সেই দুই তিনটিও প্রায় অপরাধী। বল্লভ গাছতলায় বসিয়া নিঃশব্দ হইল। চতুর্দিক্ শব্দহীন। একটু একটু যে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছিল তাহাও বন্ধ হইল। গাছের পাতাটি আর নড়ে না। বল্লভ যখন বসিয়াছিল, তখন সেইখানে কোন শব্দই ছিল না, শব্দমাত্র বল্লভের ঘন ঘন নিশ্বাস। মুহূর্ত্তকাল পরেই চীরীর ঝিঁ ঝিঁ শব্দ শুনা গেল ও তাহার পরে একটু গাছের পাতা নড়িল ও বল্লভের মাথার উপরের ডাল হইতে, তক্ষকের ভয়ানক ডাকের প্রথম গলা খাঁকারি শোণা গেল। বল্লভ বুকের উপর দাড়ি রেখে ভাবিতেছিল; সেই ভয়ানক বিকট শব্দ শুনে কলের মত ঘাড়্‌টা উপর দিকে তুলিল ও পরেই পুনরায় আপনার চিন্তায় নিমগ্ন হল। ক্ষণেক পরে আপনা আপনি বল্‌তে লাগ্‌ল, "আঃ আর কত দিন আছে! আমিত আর পারি না। কি কুক্ষণেই রাত্রি ভোর হয়েছিল। আমার চিরজীবন কি কষ্টেই যাচ্চে। আর তো পারা যায় না। ঈশ্বর কি অনুগ্রহ করবেন না। কি! অনুগ্রহ! ওনাম আমার মুখে আনাও কর্ত্তব্য নয়।" কতই ভাব উঠছে, কতই বা চিন্তা। মনটা যেন গুলিয়ে উঠছে। "হা বিধাতঃ!" এই কথা উচ্চারণ মাত্রেই তাহার শরীরে লোমাঞ্চ হইল ও বল্লভ

সিহরিয়া উঠিল। বল্লভের আর বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। বল্লভ পুনরায় পুত্তলিকার মত প্রস্তরময় হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল ও তাহার প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম উদ্ভাবিত হইল। বল্লভ হতাশ হইয়া চক্ষুরুন্মীলন করিল। নেত্রদ্বয় যেন তাহার কপালদেশ হইতে লম্ফ দিবে, এই ভাবে এক নিমেষ হইয়া কিছুক্ষণ শূন্যমার্গে দৃষ্টি করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তাহার নেত্র অশ্রুরাশিতে ভাসিতে লাগিল ও নাসাপুট হইতে বিন্দু বিন্দু ঘাম পড়িতে লাগিল। হস্ত দ্বারা নেত্রদ্বয় আবরণ করিয়া বল্লভ কিছুক্ষণ রোদন করিলে, মনের বোঝা কমিয়া গেল। বস্ত্রদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় মুছিয়া বল্লভ দণ্ডায়মান হইল, চারি দিকে একবার চক্ষু বুলা-ইয়া পূর্ব পথ দিয়া গৃহাভিমুখে অতি অল্প অল্প পদ বিক্ষেপে গমন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণেই তাহার গৃহদ্বারে উপ-স্থিত হইল। গৃহের দ্বার রুদ্ধ ছিল। বল্লভ দ্বারের শৃঙ্খল ধরিয়া নাড়া দিলে, কিছুক্ষণ পরেই এক জন বৃদ্ধা দাসী আ-সিয়া দ্বার খুলিয়া এক পাশে দাঁড়াইল। বল্লভ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, পুনরায় দ্বারের অর্গল ঘড় ঘড় করিয়া টা-নিয়া দিল। বল্লভের বাটি গ্রামের প্রান্তভাগে। বাটীর চতু-র্দিকে মাঠ, একটিও গাছ নাই, ঝোপ নাই কেবল ঘাসের মাঠ। বল্লভ আপন ব্যয়ে নিকটস্থ জমী পরিষ্কার রাখিয়াছিল। ঐ জমী ও বাড়ীটি রাজার। কিন্তু গ্রামের গুরুমহাশয়ের বাসের জন্য নিয়োজিত।

মহাশয় ৺জগন্নাথ কুল্কীর বংশজ। জগন্নাথ কুল্কী এক জন সরস্থনাস্থ ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন। পুরাতন লোকের

মুখে শুনা যায়। তাঁহার ব্যয়ে ১১২৩ শকে এক মঠ প্রস্তুত হয়। সেটি পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে দেখা যাইত। বল্লভের পিতা আপন অপরিমিত ব্যয়ে সকল ধনক্ষয় করেন। বল্লভকে পাঁচ বৎসরের রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। বল্লভের মাতা পতিহীনা হইয়া যত কষ্ট না পাইলেন, বল্লভের পালন উপায়ে ততোধিক দুঃখিতা হইলেন। এমন সঙ্গতি ছিল না যে মা-পোয়ের দৈনন্দিন আহার হয়:—অগত্যা রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে হইল। রাজা দয়াশীল, ও কুলকীবংশ বহুকালের মান্য জানিয়া, বল্লভকে অবশ্য প্রতিপাল্য জ্ঞানে, কিছু বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ও নাখেরাজ জমীও দিলেন। বল্লভ বালককালে চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করেন ও অতি অল্প বয়সে মেধাবী বলিয়া খ্যাত হন। তাহার পোনের বৎসর বয়ঃক্রমে দৈবসুযোগে এক ব্রাহ্মণ তাহাকে কন্যাদান করেন। বল্লভের বিবাহ করায় বিপদ উপস্থিত হইল। বল্লভের ব্যয় বৃদ্ধি হইল। রাজবৃত্তিতে পরিবারের উদর পূর্ণ না হওয়ায়, বল্লভ চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়া রাজদ্বারে কর্মাভিলাষে উপস্থিত হন। সেই সময়ে গ্রামের গুরুমহাশয়ের কাল হওয়ায়, বল্লভের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইল। বল্লভ গুরুমহাশয় পদে নিযুক্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বল্লভের মাতার ও স্ত্রীর কাল হইল। বল্লভ বৈরাগ্যোদয়ে আপন গৃহ ত্যাগ করিয়া এই গৃহে বাস করিলেন।

বল্লভের বাসালয়ের নিকটেই পাঠশালা ছিল। বল্লভের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেই কেবল পুথীর রাশি দেখা যায়। পাঠশালার কর্ম বেলা দেড় প্রহরের মধ্যেই সমাধা করিয়া,

তিনি বেলা দুই প্রহরের পূর্বেই ভোজন করিয়া প্রায় সমস্ত দিন আপন পুরাতন পুথীর পাতের মধ্যে বসিয়া কাটাই-তেন। বল্লভ রাত্রি দুই প্রহরের পূর্বে কখন শয়ন করিতেন না। কিন্তু আজ প্রায় তিন বৎসর হইতে বল্লভের রাত্রে নিদ্রা নাই বলিলেই হয়। বল্লভ প্রায় সমস্ত রাত্রি আপন ঘরে বসিয়া পড়িতেন, বা ছাদের উপর ও উঠানে বেড়াইতেন। অদ্য বল্লভ আপন ঘরে যাইয়া প্রদীপ জ্বালিলেন ও এক খানা পুথীর তাড়া নামাইয়া পড়িবার উদ্যোগে পুথীর পাতা খুলিলেন; কিন্তু দুই দণ্ড হইয়া গেল, বল্লভের আর সে পাতা পড়া হইল না। বহুক্ষণ পরে রাত্রি দুই প্রহর অতীত হইলে বল্লভ পুথীর পাতা বন্ধ করিয়া শয়নাগারে গেলেন; তথাকার দীপটি জ্বালিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার কর্ণে মহা-কলরবের শব্দ আসিয়া লাগিল। শব্দ শুনিবামাত্র চমকে উঠিলেন। যদিচ তাঁহার স্বভাব ভীরু নহে, কিন্তু অকস্মাৎ রাত্রিকালে জন-কোলাহল শ্রবণে অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ পদ-সঞ্চালন করিয়া শয়ন-গৃহ ত্যাগ করিয়া বাটীর ছাদে উঠি-লেন এবং দেখিলেন যে, রায়দুর্গের দিকে আলোক ও ঐ দিকেই শব্দ হইতেছে। রামনারায়ণের অনেক উলুর ঘর ছিল। তাহাতে আগুণ লাগিয়াছে বোধে, বল্লভ ব্যস্ত হইয়া ছাদের উপর হইতে নামিয়া দ্বার খুলিয়া যেমন বেরুবেন, অমনি টিক্‌টিকি পড়্‌লো। এ বাধা অগ্রাহ্য করিয়া বাটীর বাহিরে গেলে পায়ে হোঁচট্ লাগিল। বল্লভ ভীত হইয়া কিছুক্ষণ স্থির চিত্তে দুর্গানাম জপ করিয়া পুনরায় গমনোন্মুখ হইবা-মাত্র, তাঁহার স্কন্ধ হইতে উত্তরীয় খসিয়া পড়িল। ক্রমে

কোলাহল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। বল্লভ তাড়াতাড়ি উত্তরীয় তুলে নিয়ে রাস্তায় এসে পড়্‌লেন, ও রায়গড়ের দিকে দৌড়লেন। দেওয়ানজীর দ্বারের উপর দিয়ে রায়গড়ের পথ। সেই স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র বল্লভের বুকটা চম্‌কে উঠলো। দেখেন, দ্বারের ভিতর এক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। তাহাকে দেখে বল্লভ দাঁড়ালেন ও তাহার পানে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালাটি তাঁহাকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিল। বল্লভ ঠায় দাঁড়াইয়াছিলেন, তাহাকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, "কেও প্রভাবতী নাকি? তুমি যে এখন জেগে, তোমাদের দরজা এখন খোলা কেন?" প্রভাবতী বলিল। "রায়দুর্গের দিকে কি একটা গোল উঠেছে, আলোও দেখা যাচ্ছে, তাই বাবামহাশয় উঠে দেখ্‌তে গেছেন। বোধ হয় পাঠানের হ্যাঙ্গামা। বাটীর সকল পুরুষ, কেউ লাঠি, কেউ তলওয়ার, কেউ তীর লয়ে দৌড়ে গেছে। বাবামহাশয় বেরুলেন, তাই আমিও দরজায় এসেছি, কিন্তু তুমি কোথা থেকে?"

বল্লভ বলিল। "আমিও গোল শুনে রায়দুর্গে যাচ্ছি, তুমি এখন ঘরে যাও।" এই বলিয়া দ্রুতবেগে রায়দুর্গাভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

প্রভাবতী "দাঁড়াও দাঁড়াও" বলিয়া তাহার নিকট আসিয়া বলিল, "তুমি যেও না। ওখানে তুমি গিয়ে কি করবে, ঐ শুন্‌ছো না ওখানে কাটাকাটি হচ্ছে। তোমার হাতে অস্ত্র নাই, তাতে তুমি আবার যে ব্যবসায়ী, তোমার হেঙ্গামায় যাওয়া উচিত নয়। তুমি এই খানে থাকো লোকেরা ফিরিয়া আসিলে সব শুনিতে পাইবে।"

বল্লভ বলিল। "না, আমি দেখিয়া আসি।"

প্রভাবতী বলিল। "দেখে তোমার কি লাভ, এত ব্যস্ত কেন? একটু বাদেই শুন্‌তে পাবে। আমি বাবামহাশয়কে যেতে অনেক নিষেধ করেছিলাম। তিনি আমার বারণ কোন মতেই শুন্‌লেন না, এক খানি তলওয়ার লইয়া বেগে চলিয়া গেলেন ও বলিলেন, 'প্রভাবতি! আমরা রায়দুর্গের পালিত, আমাদের রায়দুর্গের বিপদের সময় নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।' তিনি না যাইয়াই বা কি করেন, রাজমন্ত্রীর রাজ্যের বিপদের সময় নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে।"

বল্লভ বলিল। "তোমার পিতাকে যদ্যপি যাইতে দিয়াছ, তবে আমাকেও যাইতে দাও, আমারও রায়দুর্গের বিপদে উপস্থিত হওয়া বিধেয়। আমিও রায়দুর্গের প্রতিপালিত।"

প্রভাবতী বলিল। "তোমার তো অস্ত্র নাই। পিতা রাজ-কর্ম্মচারী ও অস্ত্রবিদ্যায় পটু। তুমি কখন অস্ত্র চালাও নাই।"

বল্লভ বলিল। "প্রভাবতি! আমার অস্ত্রব্যবসা নাই বটে, কিন্তু গুরু বলে দস্যু তাড়ানের মত অস্ত্রবিদ্যাও শিখিয়াছি।"

প্রভাবতী বলিল। "তা তোমার অস্ত্র কই?"

বল্লভ বলিল। "রায়দুর্গে অনেক অস্ত্র আছে, প্রয়োজন হয় সেই খানেই পাইব।"

প্রভাবতী বলিল। "না তোমার গিয়া কায নাই, আমার বড় ভয় হইতেছে, পাছে তোমার কোন বিপদ ঘটে। আমার পিতার অনুপস্থিতিতে সে খানে রক্ষা করে, এমন লোক নাই; সকলেই ছোট ছোট কর্ম্মচারী, অধ্যক্ষ অভাবে তাহারা

নিতান্ত হীনবল। পরামর্শ দেয় এমন লোক নাই। কেবল দুই রাণী ও ইন্দুমতী। তোমার না যাওয়াতে কোন হানি হইতে পারে না।”

বল্লভ বলিল। “প্রভাবতি! সত্য, আমার না যাওয়ায় কিছু ক্ষতি হইবে না, কিন্তু সে কি আমার উচিত? আমি পঙ্গু নহি, তাতে আবার রাজ্যের পোষ্য, আমার দ্বারা যদি কোন উপকার হয়, তাহাই আমার করা কর্ত্তব্য।”

প্রভাবতী বলিল। “রাজকার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম নির্দিষ্ট আছে। কর্মচারীগণ আপন আপন কর্মে ব্যাপৃত থাকিলেই, তাহাদিগের ধর্ম পূর্বক কর্ম করা হইল। তুমি শিক্ষক, বালকবৃন্দের শিক্ষাদানেই তোমার দেশের কর্ম করা হল। তোমার যুদ্ধ করা কর্ম নহে।” চৌকিদার ও শিপাহিরা দুর্গ রক্ষা করিবে।”

বল্লভ বাক্যে কালব্যয় জ্ঞান করিয়া কিছু অধৈর্য হইয়া বলিল, “তোমার সঙ্গে কাল বিচার করিব। এক্ষণে বিচারের সময় নাই, আমি জীবন ধারণ করিতে রায়দুর্গ কখন বিপদে পড়িবে না। ঐ দেখ ক্রমে গোল বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয় পাঠানেরা জয়ী হইল। যবনেরা হিন্দুরাজ্য অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু রক্ষা করিতে পারে না, কি দৌরাত্ম্য! আমি চলিলাম।”

প্রভাবতী বলিল। “যদি একান্তই যাবে তবে দাঁড়াও, আমি কিছু অস্ত্র ও সময়োপযোগী বস্ত্র আনিয়া দি।” বলিয়া বিদ্যুদ্বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যেন তাহার চরণ ভূমি স্পর্শ করিল না। দ্রুত গমনে তাহার আলুলায়িত কেশভার

পৃষ্ঠোপরি নব জলধরের ন্যায় দুলিতে লাগিল। প্রভাবতী গোচর-বহির্ভূত হইলে বল্লভ ভাবিল, "বিধি কি ইহাতেই গুণ-সমুচয় একত্র করিয়াছেন? কিন্তু আমি কি এত পুরস্কারের পাত্র?" একটা বন্দুকের শব্দ হইল। "বন্দুকও চলিতেছে, তবে ব্যাপার বড় সহজ নহে। ভাল দেখা যাক্, এখন নিশ্চয় জানা গেল না যে কিসের হেঙ্গাম? যবন রাজ্য কি শিথিল। পাঠানরা কি দুর্দম। দেশের শান্তিরক্ষা হইতেছে না। হয়ত এতক্ষণে রায়-গড় মারা গেল ও পুরজন বন্দী হল। কচুরায় থাকিলে আজ কখন এমন হইত না। আমি দেখিতেছি এতকাল পরে রায়-দুর্গ পরাধীন হল ও রায়বংশ ধ্বংস হলো। রায়বংশেই বা কে আছে? কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে, সেই পিণ্ডদানের একমাত্র আশ্রয়। সংসার কি অনিত্য! এ সকল মায়ার কর্ম। কেহ কাহাকেও নষ্ট করিতে পারে না। তিনিই খড়্গ হইয়া ছেদ করেন, আবার জীব হইয়া ছেদিত হয়েন। উভয়ই তাঁহার লীলা। পাপ পুণ্যের ভোগাভোগ অলীক। তিনিই যমরাজ, আবার তিনিই পাপী।„ বলিয়া বল্লভ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, ও হেঁটমুণ্ডে নিস্তব্ধ হইল। কিছু ক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া "প্রভাবতী যে এখনও এলো না। আমার আর বিলম্ব সহে না। আমি যাই।" বলিয়া, আর একবার অন্তঃ-পুরদিকে চাহিয়া দেখিল। প্রভাবতীও সেই সময়ে ব্যস্ত হইয়া বহির্গত হইয়া বলিল। "অস্ত্রঘরে চাবি ছিল, তাহা খুঁজিয়া পাই নাই, চাবী ভাঙ্গিয়া এই সব আনিয়াছি। এই লও ধনু, এই তূণ, অঙ্গত্রাণ ইহা গুজরাটের নির্মিত। এই লও পারস্য দেশের তলবার, এই লও বল্লম। একটা বন্দুকও

আনিয়াছি। শুনিলাম, রায়দুর্গে বন্দুকও চলিতেছে, এই-টেতে গুলী ও বারুদ আছে। তুমি কি বন্দুক ছুঁড়িতে জান?”

বল্লভ “এ সকল অস্ত্রে জয় করা যায় না এমন শত্রুই নাই। দাও” বলিয়া বন্দুক লইয়া দেখিল ও তাহার বারুদ আর গুলি পূরিয়া লইল। একটা সূতার দড়িতে আগুন লাগাইয়া সসজ্জীভূত হইয়া রায়দুর্গের দিকে চলিল।

প্রভাবতী “ঈশ্বর তোমার জয় করুন” বলিয়া বিদায় দিল, বল্লভ যতক্ষণ তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম না করিল, ততক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার দিকে দেখিল, পরে মৌন হইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই এক জন অশ্বারোহী দ্রুতবেগে ঐ দ্বারে উপস্থিত হইয়া বলিল। “প্রভাবতি! তোমার পিতা তাঁহার বন্দুক চাহিতেছেন, শীঘ্র দাও, বিলম্ব করিও না, সমূহ বিপদ। অতিথি-ফিরিঙ্গীরা প্রায় গড় দখল করিয়াছে। সৎকর্মের এই ফল। অজ্ঞাত-কুলশীলকে বাস দেওয়ায় এই লাভ। হিতে বিপরীত। কিন্তু আমাদের যোদ্ধা দল কিছু নিতান্ত হীনবল নহে; তাতে আবার তোমার পিতা সেনানী।” প্রভাবতী মুহূর্ত্তমধ্যে রৌপ্য জড়িত ও নানা-বিধ প্রস্তরখচিত ছোট একটি বন্দুক আনিল ও তাহার সঙ্গে বারুদ ও গুলির তোবড়া দুটাও আনিল। এ বন্দুকটীতে চক্‌মকির পাথর ছিল। বন্দুকটি অশ্বারোহীর হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “পথে বল্লভকে দেখিয়াছ?” অশ্বারোহী বলিল। “হাঁ বল্লভ দ্রুতবেগে রায়দুর্গে প্রবেশ করিয়া, অতি তীক্ষ্ণ শরে দুই তিন জনা ফিরিঙ্গিকে বিদ্ধ করিয়াছে, ও যেখানে তুমুল যুদ্ধ হইতেছে, সেই খানে গিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দি-

তেছে। গ্রামের গুরুমহাশয়ের যে এত ক্ষমতা, তা আমি জানি না। আমাদের অনেকের অপেক্ষা সাহসী ও রণশাস্ত্রে নিপুণ। পণ্ডিতকে কোন কর্ম্মই আটক খায় না। কিন্তু অদ্যকার যুদ্ধে বোধ হয় সুবিধা। যে এক জন অশ্বারোহী যোদ্ধা অদ্য সায়ং-কালে গড়ে আসিয়া অতিথি হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই বোধ করি অদ্যকার মানরক্ষা করিবেন। কি অমানুষী সাহস! কিইবা যুদ্ধপ্রণালী! সার্থক রে সেই দেশ যেথা সে জন্মেছে! সার্থক রে সেই গর্ব্ভ যে তারে ধরেছে!" বলিয়া বায়ুবেগে চলিয়া গেল।

প্রভাবতী, দ্বারের প্রস্তরময় সোপানে বসিলেন ও ললিত বাহুলতার করপদ্মে কোমল কপোল ন্যস্ত হইল। কেশপাশ মণিবন্ধ আচ্ছাদন করিয়া সব্যজানু আবৃত করিল; তাহাতে মৃদুমন্দ সমীরণে ঊর্ম্মিসমূহ উদ্ভাবিত হইতে লাগিল। বোধ হ-ইল যেন অতলস্পর্শ হ্রদের মসীবর্ণ জলে আকাশস্থ ঘন মেঘের প্রতিবিম্ব বায়ুচালনে নৃত্য করিতেছে। এক একবার পবন-সঞ্চারে কেশরাশির মধ্য হইতে শরীরের বিমলকান্তি, তমাল তরুর শ্যামল পল্লবচ্ছেদ দিয়া চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তাহার নির্ম্মল নেত্র অবনত হইয়া যেন ধরার তৃণ-চয়ের রূপ একতান হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। মৃদুমন্দে নিশ্বাস বহিতে লাগিল ও তুঙ্গস্তনদ্বয় অতি অল্পে অল্পে সঞ্চালিত হইতে লাগিল। শিথিল বসন কঙ্কালহইতে খসিল, বক্ষস্থ-বস্ত্র ঘর্ষণে নীলীকৃত কুচবৃন্তদ্বয় দেখা দিল। বক্ষঃস্থল সু-গোল, একটি টোল নাই। কুচদ্বয়, কক্ষের ও বক্ষের কোন স্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা প্রেয়সীর হৃদয়স্থিত পুরুষ ব্যতীত আর কেহ দূর হইতে বলিতে পারে না। আহা বাহুমূলের

কি ভাব; আর স্কন্ধদেশেরই বা কি মাধুরী! অবনত মুখ-চন্দ্রকে পশ্চাৎ হইতে মৃণালের মত কণ্ঠদেশই বা কি শোভা দিচ্চে। অধর প্রফুল্ল, গোলাবের পাবুড়ির মত কি ভাবে উল্‌টে পড়েছে ও কি রঙ্গ; ঈষৎ রক্তিমাবর্ণ, যেন পাত্‌লা আল্‌তা গুলে দেওয়া হয়েছে। অধরোষ্ঠের মধ্য স্থলটি একটু টেপা যেন ঐ স্থান হইতে বক্ররেখাদ্বয় দুই দিকে ওষ্ঠের শেষে গিয়াছে। ওষ্ঠও তদনুরূপ, ওষ্ঠের উপরে ও নাসার অগ্রভাগের নীচে যেন পঞ্চকোণ একটি খাদ আছে। খাদের নিম্নের তিনটি কোণের কাছে ক্রমে খাদটি পূরে এসেছে। নাসিকা সটান। কপাল হইতে নামিয়াছে। নাসামূল কোথা আর কপালের শেষ কোথা, কিছুই বলা যায় না; কেবল ভ্রূমূলদ্বয়ের ঈষৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাল লোমের আরম্ভ মাত্র। ভ্রূলোম এই স্থান হইতে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া চক্ষুর অপর কোণ অতিক্রম করিয়া প্রায় জুল্‌পের নবীন লোমের গুচ্ছকে স্পর্শ করিয়াছে। সমস্ত মুখটি বাদামে। গোল নহে, লম্বাও নহে। মুখটি যেন রসে ঢল ঢল করিতেছে। প্রভাবতীর ঠোঁট দুটি ঈষৎ খোলা, বোধ হয় যেন কি বলবেন। ওষ্ঠদ্বয়ের বি-চ্ছেদ দিয়া মুক্তার মত শুভ্র ও সজ্যোতি দন্তপংক্তি দেখা যাইতেছে। দন্ত গুলি ছোট ছোট ও সব সমান; যেন সূতা ধরে বসান হয়েছে। ঘন, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্পর্শ করে নাই, অথচ তাহাদিগের মধ্যে ফাঁক্ নাই। প্রভাবতী একান্ত বহুক্ষণ সেইখানে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরেই একটা বিকট শব্দ হইল, বোধ হইল যেন কোন ভাষার জয়ধ্বনি। প্রভাবতীর হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, ও অমনি দণ্ডায়মান হইয়া

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল। "একি ক্রন্দনের শব্দ পাই যে। মৃত্যুর কি ভয়ানক শব্দ। বল্লভের কি হইল; পিতাই বা কি করিতেছেন।" পুনরায় অতীব দুঃসহ মৃত্যু-যাতনার শব্দ উঠিতেই প্রভাবতী শব্দ উদ্দেশে দৌড়িল, কিন্তু কিছু দূর যাইয়াই প্রত্যাগমন করিল। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া, অল্পক্ষণমধ্যে কটিদেশ বদ্ধ করিয়া, মল্লবেশে, খড়্গ ও বরষা হাতে লইয়া রায়গড়ে চলিল।

প্রভাবতী বালিকা। অল্প বয়সে মাতৃহীনা হওয়াতে, রাজ-মন্ত্রী অনঙ্গপালের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিল। অনঙ্গপালও প্রভাবতীর অমতে কোন কর্ম করিতেন না। সর্বদাই প্রভা-বতীকে সঙ্গে লইয়া রায়গড়ে যাইতেন। প্রভাবতী স্বভাবত অত্যন্ত চঞ্চলা, তাতে আবার পিতার শাসন নাই বলিয়া, এককালে স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া উঠিয়াছিল। সর্বদা রাজ-ব্যাপার স্বচক্ষে দেখায় অত্যন্ত সাহসী ছিল। এক্ষণে পিতার আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া অস্থির হইল। বল্লভের কুশল চিন্তাও ততোধিক। আপনিই যোদ্ধ্রীবেশে তত্ত্বাব-ধারণে বহিষ্কৃতা হইল। পথে শঙ্করের সহিত দেখা হইল। শঙ্কর প্রকৃত যোদ্ধাবেশে অশ্বারোহণে চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে পঁচিশ জন অশ্বারোহী, সকলেই অস্ত্রবান্ ও দীর্ঘবপু, কেবল শঙ্কর তাহাদের মধ্যে খর্ব। শঙ্করের দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড বল্লম। বল্লমের উপরে ধ্বজা। শঙ্কর আপনার পায়ের উপর বল্লমের অপর দিগটি রাখিয়া অতিবেগে অগ্রসর যাইতেছে। পঁচিশ জন অশ্বারোহী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঝন্‌র ঝন্‌র করিয়া চলিয়াছে।

শঙ্কর প্রভাবতীকে দেখিয়াই অশ্ববেগ সংযত করিয়া কহিল। "দেবি! আপনার এ বেশ কেন, আর কোথায় বা যাইতেছেন?"

প্রভাবতী বলিল। "দুর্গ রক্ষার্থে যাইতেছি"।

শঙ্কর বলিল। "যদি দুর্গে রণক্ষেত্রে যাইবেন, তবে এক অশ্বে চলুন," (প্রভাবতীর চমক্ ভাঙ্গিয়া গেল) কহিলেন "ভাল বলিয়াছ তা আমি এখন অশ্ব কোথা পাই।"

শঙ্কর। "আমার অশ্ব লউন। ভাল হইল, আমরা আপনার অধীন হইয়া যাইব।" বলিয়া, আপনার অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইল। ও অপনার বর্ষা দেবীকে দিয়া, অপর এক জনার অশ্বে আপনি চলিল। প্রভাবতী অশ্বে আরোহণ করিলে তাঁহার মূর্তি আর একভাব ধারণ করিল। এক্ষণে যদিও কোমল অঙ্গের কিছু কাঠিন্য হইল না, কিন্তু দর্শনে অত্যন্ত ভয়ানক হইল। কঠিন উষ্ণীষ তাহার কবরী বন্ধ করিয়া মণিখচিত কিরীটের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। গলে মুক্তার হার, হীরকের কণ্ঠী। বক্ষঃস্থলে কাঁচুলী আঁটা। তাহার উপর লৌহের দুর্ভেদ্য বর্ম। দক্ষিণপার্শ্বে তলবারী। বামস্কন্ধে বন্দুক, ও বামহস্তে সপতাকদৃঢ়মুষ্টিধৃত শেল। প্রভাবতী সেনানী হইয়া কি অপূর্ব প্রভা বিতরণ করিতে লাগিল। সৈন্যদলেরইবা কি অননুভবনীয় স্ফূর্তি উদ্ভাবিত হইল। সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহে তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। তিনি দক্ষিণ করে তূরী ধরিয়া অসহ্য নাদে ধ্বনি করিলে, তূরী নিনাদে চতুর্দিক্ কাঁপিয়া উঠিল। শব্দ চারি দিকের গাছে ঘোষিল। পল্লীতে ঘোষিল। রায় গড়ের প্রাচীরে ঘোষিল। তুমুল শব্দে

দেশ পূরিল। সংসার ভেদিয়া আকাশে অনুনাদিত হইল। মেঘচয় মান্য করিয়া জোরে উত্তরিল। শত্রুর হৃদয় বিদারিত হইল। দূরের কল্লোল নিস্তব্ধ হইল। সৈন্যদিগের ঘূর্ণিত নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। এক লম্ফে অশ্বগুলি নয়নের অগোচর হইল। আর কিছুই শুনা যায় না। ক্রমে দূরস্থ কল্লোল আবার বৃদ্ধি হইতে লাগিল ও অশ্বপদাঘাত শব্দ ক্ষীণ হইয়া জনকল্লোলে আবৃত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়।

—*—

" জ্বলিতং ন হিরণ্যরেতসং চয়মাস্কন্দতি ভস্মনাং জনঃ।
অভিভূতিভয়াদসূনতঃ সুখমুজ্‌ঝন্তি ন ধাম মানিনঃ ॥ "

বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে প্রতাপাদিত্যের স্কন্ধাবারে বড়ই গোল। যমুনা-পরুইয়ে আসা অবধি মহারাজ একদিনও আপন ঘর হইতে বাহির হন নাই। অদ্য বাহিরে আসিয়া সৈন্য বাহিনী দেখিবেন এই সমাচার শিবির মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ছুটিল। সকলেই সযত্নে আপন আপন অস্ত্র ও বস্ত্র পরিষ্কার করিতেছে। কেহবা ভাল করিয়া আপনার ঘোড়াটির গা মোছাইতেছে ও পরিপাটী করিয়া তাহার উপর পর্য্যাণ দিতেছে। ছাউনির মধ্য স্থানে রাজ-তাম্বু। তাহার উপর পতাকা উড়িতেছে। ঐ তামুটির উপর ছিট দিয়া মোড়া। উহা সকল তামু অপেক্ষা বড় ও উৎকৃষ্ট। উহার উপর চারটি সোণার কলস। উহার দড়িগুলি রঙ্গবরঙ্গের রেশমের। উহার ভিতরে মকমলের উপর জরির কায করা। উহার চতুষ্পার্শ্বে এক বিঘার মধ্যে আর তামু নাই। চারি দিগেই সওয়ার পাহারা। তামুটি অন্যান্য তামু অপেক্ষা দুই তিন গুণ উচ্চ, সকল তামু যেন তাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত। তামুর চারি দিক্ খোলা। তাহার ভিতরে আমাড়ি সমেত হাতি যাইতে পারে এমত উচ্চ। তামুর মধ্যে এক উচ্চ সিংহাসন। সিংহাসনটি পিতলের। তাহার

দাণ্ডিগুলি রূপার ও ছত্রিটি সোণার। চারিদিক্ হইতে মুক্তার ঝালর ঝুলিতেছে। তাম্বুর কিছু অন্তরে চারিদিক্ জুড়িয়া আর ছটি তাম্বু ছিল। সে ছয়টি প্রধান অমাত্য, সেনানী ও আমীরের। ইহাদের চতুর্দিকে ন্যূন সংখ্যা চারিশত তাম্বু আছে, এই সকল তাম্বুতে রাজার সেনা। স্কন্ধাবারের চতুর্দিকে প্রতোলীপ্রাকার। তাহার নীচেই গভীর পরিখা। সেই পরিখার উপর দিয়া পশ্চিম দিকে একটি সেতু। সেতুটি প্রায় ত্রিশ হাত পরিসর। স্কন্ধাবারের সেতু হইতে পশ্চিম-বাহিনী বরাবর সুপ্রশস্ত রাজপথ কিছু দূর গিয়াই উত্তর ও দক্ষিণে দুইটি শাখা দিয়াছে। শাখাদ্বয়ও অত্যন্ত বিস্তৃত। চতুঃপথের পরই উত্তর-দক্ষিণ বাহিনী রাজপথের উপর, পশ্চিমবাহিনী রাজপথের পার্শ্বে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বাসমন্দির। তাহার চতুর্দিগে বৃহৎ খাদ। খাদের উপর দিয়া একটি মাত্র সেতুর উপর সুবিস্তৃত পথ। খাদের উপরই মাটির উচ্চ প্রাকার। প্রাকারটি সম্মুখের দিকে সটান উচ্চ। ভিতর হইতে ক্রমে গড়ানে। প্রাকারটির পর ছোট ছোট ইটের ঘর; তাহাতেই রাজকর্মচারীদিগের বাস। এক সারি ঘরের পর একটি অল্প পরিসর পথ। পথের পরই কতক গুলি ছোট ছোট ঘর; সে গুলিতে সামান্য দাস দাসী বাস করে। তাহার পর প্রশস্ত রাজমার্গ। তাহার পর মহারাজের উদ্যান। উদ্যানের মধ্যে মহারাজের আবাস। আবাস দ্বার হইতে উদ্যান ভেদ করিয়া বরাবর সেতু দিয়া পূর্ববাহি বর্ত্ম স্কন্ধাবারের সেতুতে গিয়া মিলিয়াছে। রাজবাটীর মধ্যে মনোরম মহা-মৌলবলাবৃত গুপ্তকোষগৃহ। লব্ধনামা হস্তিসকল ও মনোজবগামী

ঘোটক রাজমন্দিরের নিকট স্থাপিত। নৃপতির দ্বারদেশে সসজ্জ যুদ্ধযোগ্য মহাদন্তী ও সসজ্জ বেগবান্ তুরঙ্গের উপর যোদ্ধা। উদ্যানের মধ্যে উচ্চ মুরচার উপর নহোবত।

ছাউনির বাহিরে মাঠ। মাঠের উত্তর পার্শ্বে এক বড় রাঙ্গা চন্দ্রাতপ টাঙ্গান হইয়াছে। সেটাও অত্যন্ত উচ্চ। সেখানে সিংহাসন নাই, কিন্তু একটা প্রকাণ্ড রৌপ্য খচিত চৌকি পড়িয়া আছে। তাহার দুই পার্শ্বে আরও দুইটা চৌকী। সেখানেও পাহারা, কিন্তু তাহারা অশ্বারোহী নহে। চন্দ্রাতপের সম্মুখে মাঠের দিগে এক বড় ধ্বজায় প্রশস্ত নিশান উড়িতেছে। ধ্বজার নিচেই এক জন অশ্বারোহী। ছাউনির মধ্যে সৈন্যেরা কেহ ধুতি পরিয়া, কেহবা শুদ্ধ পায়জামা, কেহ বা উলঙ্গমুণ্ডে, এ তামু হইতে অন্য তামুতে, কাহার কি প্রয়োজন হইয়াছে বলিয়া দৌড়িয়া যাইতেছে।

প্রধান অমাত্যের তাম্বুর একটি দ্বার,—দ্বারটি প্রহরিদ্বয়-রক্ষিত। দূরে একটি ভেরি ও ঝর ঝর করিয়া তাসা বাজিয়া উঠিল। ছাউনির মধ্যে লোকেরা আরও ব্যস্ত হইল, ছুটাছুটি বৃদ্ধি পাইল। এমন সময় অমাত্যের দ্বারে এক জন অশ্বারোহী আকারে বোধ হয়, এক জন আমীর হইবেন, আসিয়া পৌঁছিল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, এক জন প্রহরীর হস্তে তাহার বল্গা দিয়া, তাম্বুর ভিতর চলিয়া গেল। প্রতিপদে পদে তাহার পার্শ্বস্থিত তলবারী ভুমিস্পর্শ করাতে কেমন অনির্বচনীয় সুতান মিষ্টশব্দ হইতে লাগিল। অমাত্য সসজ্জ হইয়া এক চারপাইয়ের উপর বসিয়াছিল। সম্মুখে এক জন বাটায় পান লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ঐ আমীরটিকে

তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া সম্ভ্রমে কহিল "এস হজুরমল আমিও প্রস্তুত।" হজুরমল এক জন পাঠান ধনী, প্রতাপাদিত্যের রাজ্যে বাস করেন ও রাজার অনুগ্রহে সহস্র অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ। হজুরমল যথোচিত সম্ভাষণ করিয়া ঐ চারপাইয়ে বসিলেন। অমাত্য কহিল। "কেমন তোমার সহস্র অশ্ব কি প্রস্তুত হইয়াছে?"

হজুরমল বলিল। "তাহারা সকলেই প্রস্তুত, আমি তাহাদের ছাউনি দিয়া আইলাম। দেখিলাম, সকলেই আপন আপন অশ্বের নিকট দাঁড়াইয়া কেহ পান, কেহ জল খাইতেছে। তাহাদিগের জন্য আমার মাথা কখন নোয়াইতে হইবে না।"

অমাত্য কহিল। "আমি তা জানি, তোমাকে তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসে। যাহাতে তুমি সন্তুষ্ট থাক, সেই রূপই তাহারা সর্বদা আচরণ করে। তুমি কি আমাদিগের সেনানীর নিকট হইতে আসিতেছ?"

হজুরমল বলিল। "না আমি বরাবর আপন শিবির হইতে আসিতেছি, কিন্তু বোধ হয় কৃষ্ণনাথ প্রস্তুত আছেন।"

অমাত্য কহিল। "মহারাজ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন। তিনি অতি শীঘ্র পুরুষোত্তমে যাত্রা করিবেন। বোধ হয় সৈন্য সামন্ত অধিকাংশ রায়গড়ে রাখিয়া, কেবল তোমার হাজার অশ্বারোহী লইয়া সপ্তাহের মধ্যে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন।"

হজুরমল বলিল। "গত সন্ধ্যায় রাজার নিকট গিয়াছি-ছিলাম; কিন্তু তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল না, শুনিলাম, তিনি অসুস্থ আছেন; তবে আজ কেন সৈন্য দেখ্‌বেন বলে আদেশ বেরুলো?"

অমাত্য উত্তরিল। "রাত্রে আমি যখন রাজসম্মুখে গেলাম, তখন মহারাজ কহিলেন, 'বিজয়কৃষ্ণ! আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে, চল যে উদ্দেশে যশোর হইতে আসিয়াছি, সেখানে যাই। পুরুষোত্তম অতি পবিত্র স্থান, তিন মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিব।' তাহাতে আমি কহিলাম, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য ; কিন্তু এত সৈন্য সামন্ত কোথায় লইয়া যাইবেন? ইহারা কি যশোরে ফিরিয়া যাইবে? তাহাতে রাজা উত্তর করিলেন 'না, আমি কেবল হজুরমলের সহস্র অশ্বারোহী লইয়া পুরুষোত্তমে যাইব ; তোমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে। তোমার পুত্র মালিকরাজ তোমার দুই সহস্র সৈন্য লইয়া যশোরে ফিরিয়া যান। কৃষ্ণনাথ অপর সমস্ত সেনা লইয়া রায়গড়ে আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করুন।' আমি বলিলাম, রায়গড়ে যে কৃষ্ণনাথকে আপনার এত সৈন্য সমেত থাকিতে কহিলেন, তাহাতে অনঙ্গপাল আপত্তি করিতে পারে। মহারাজ কহিলেন 'কেন আপত্তি করিবে? রায়গড় কি আমার অধিকারের অন্তর্গত নহে? আর অনঙ্গপালই বা কে? আমি তাহাকে রায়গড়ের দেওয়ানি দিই নাই'। আমি বলিলাম, মহারাজ! সত্য আপনি তাহাকে দেওয়ানি দেন নাই, কিন্তু রায়গড় ও বহুদিন অবধি আপনার অধীন বলিয়া স্বীকার করে না। আপনার সিংহাসনে অভিষেকের পূর্ব, আপনার খুড়া ৺বসন্তরায় মহারাজ রায়গড়ে বাস করেন ও অত্রত্য বর্দ্ধমানাধিপতির দখলের অনেক মহল তাঁহার নিকট হইতে ক্রয় করিয়া, কতক বা নবাবের অনুমতি ক্রমে, আর অনেক আকবর পাতসাহের ফরমান্ বলে, দখল

করেন। ইহাতে মহারাজ কহিলেন 'সে কথা পরে হইবে, এক্ষণে কল্য আমার সৈন্যবল দেখিব ; দুই প্রহরের প্রাক্কালে সকলকে প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা দাও'। সেই আজ্ঞামত আমরা সকলে প্রস্তুত হইতেছি। তিনি শারীরিক অসুস্থ আছেন। কিন্তু অতি শীঘ্র বোধ হয় সৈন্যদল বিদায় দিয়া পুরুষোত্তমে যাইবেন। আমার বোধ হয় তাহার পূর্বে একবার রায়গড়েও যাইবেন ও লস্করপুরে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।"

হজুরমল বলিল। "মহারাজের বর্দ্ধমানাধিপের সহিত কি কিছু প্রয়োজন আছে? না কেবল আত্মীয়তা প্রকাশ মাত্র।"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "নিতান্ত অনাবশ্যক নহে। বোধ হয় কোন প্রয়োজন আছে ; শুনিলাম আরাকানের অধিপতির ভ্রাতা অনুপরাম এক্ষণে বর্দ্ধমানের মহারাজের সহিত আ-ছেন।"

হজুরমল বলিল। "বর্দ্ধমানের রাজার আরাকানের রাজার ভ্রাতার সহিত কিছু পরামর্শ আছে ; নতুবা সেই বা কেন এখানে আসিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "ঐ নাও সূর্যকুমার আসিতেছে।" সূর্যকুমারের প্রতি। "এস! এত বিলম্ব কেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! নমস্কার! হজুরমল যে, তুমি কতক্ষণ? আমি এই তোমার তামু দিয়া আইলাম, শুনিলাম, তুমি অতি অল্পক্ষণ হইল তোমার হাজারের দিগে গিয়াছ। তবে বিজয়কৃষ্ণ! এখনও যে ঘরে বসে? রাজার বাহিরে আসিবার কি সময় হয় নাই? এখন যদি না আইসেন, তবে

কি বৈকালে সৈন্য দেখ্‌বেন। অদ্য সন্ধ্যার সময় চন্দ্র নাই যে জ্যোৎস্নায় আমরা বেড়াইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তা তোমার এত ভাবনা কেন? আর এখনই বা বৈকাল কোথা, সবে এই দেড় প্রহর মাত্র। কই হুজুরমলের তো কিছু চিন্তা হচ্চে না।"

সূর্যকুমার বলিল। "হুজুরমল গাধা চালাবেন, তাতে রাত্রি হইলেই ভাল। আমার তো তা নয়। রাত্রে আমার হুজুরমলের মত চক্ষু জ্বলে না। প্রকৃত যোদ্ধা কখন অন্ধকারে ঢেলা মারেন না।"

হুজুরমল বলিল। "মহাশয়! বাবাজির বড়াই টা শুনলেন। মোটে ওঁর গোটাকতক ছেঁড়া ঘোড়া, তারই এত গর্ব।"

সূর্যকুমার বলিল। "ছেঁড়া ঘোড়া! এঃ, আমার একটা ঘোড়ার বল তোমার সমস্ত সহস্র সহ্য করিতে পারে না। সে দিন যখন বসন্তরায়ের বাটী গিয়াছিলাম, তখন কে পেছিয়ে পড়্‌লো। সব ভুলিলে না কি?"

হুজুরমল বলিল। "হাঁ সেতো বড়ই বাহাদুরি। আমাদিগের ঘোড়া তো গোসাপ নয়, যে ধানের ভেতর দিয়ে জলসাঁতরে রাত্রিকালে যাবে।" (বিজয়কৃষ্ণের প্রতি) "আপনি সে দিন ছিলেন না। আঃ কি ভয়ানক, যখন মহারাজ আদেশ দিলেন যে অদ্যই বসন্তরায়ের বাটী এই পত্র লইয়া যাইতে হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাতে কি তোমাদের যেতে হল। কেন পত্র বহাতো সামান্য কায।"

সূর্যকুমার বলিল। "না মহাশয়! সে বড় সামান্য কায নয়।

যেতেন তো টের টা পেতেন। মহারাজ বসন্তরায়ের বাটী হইতে যে দিন ফিরিয়া আসিলাম, সেই দিন রাত্রি আড়াই দণ্ডের সময় আমাকে ও ঐ যোদ্ধা মশাইকে (বলিয়া হজুরমলের প্রতি ইঙ্গিত) ডাকাইয়া কহিলেন 'তোমরা দুই আমার প্রিয় পাত্র। তোমাদের দ্বারা এক কর্ম সমাধা করিতে চাহি, প্রস্তুত আছ?' ইহাতে হজুরমল কহিল 'আপনার কর্মে আমাদিগকে কবে অপ্রস্তুত পাইয়াছেন? আজ্ঞা বলুন।' আমি কিন্তু মুখে গো দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরে মহারাজ আমাদিগের উভয়কে বসিতে বলিয়া কহিলেন 'দেখ আমি তোমাদিগের যে কর্মে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করিতেছি তাহা আপাততঃ সামান্য লোকের কর্ম বোধ হইবে, কিন্তু ফলে তাহা নহে।' হজুরমল বলিল 'মহারাজ তাহার এত ভূমিকায় প্রয়োজন কি, আমরা আপনার আজ্ঞার বৈধাবৈধ কখন বিচার করি না—ও আপনার আজ্ঞার অতিরিক্ত কোন কর্মই করি নাই। তবে কেন এ সকল বিবরণ?' মহারাজ কহিলেন, 'আমি তা জানি কিন্তু এ সকল না বলিলে আমার মন সুস্থির হয় না—ইহাতে কিছু তোমাদিগের মানে খর্ব করিলাম না।' হজুরমল কহিল 'আজ্ঞা করুন' রাজা বলিলেন 'মহারাজ বসন্তরায় খুল্লতাতের দ্বিতীয় স্ত্রী শ্রীমতী বিমলা মাতার অত্যন্ত অসুখ হইয়াছিল। আমি যখন রায়গড় হইতে আসি, তখন, তিনি আমাকে আমার নিকটস্থ সৌগন্ধ্যার রায় মহাশয়ের ঔষধ পাঠাইতে অনুরোধ করেন। আমি সেই ঔষধ তোমাদের দ্বারা পাঠাইতে ইচ্ছা করি। ঔষধের সহিত ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা পত্র দিব, তাহা খুড়ী ঠাকুরাণীর হস্তে দিবা,

তিনি যাহা যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহা অবিচারে পালন করিবা। পথ অত্যন্ত দুরূহ, সাবধানে যাইবা, কল্য প্রাতে তাঁহার অনুমতি লইয়া যত শীঘ্র পার আমাকে সমাচার দিবা। ইহাতে তোমাদিগের কি মত?' মহারাজের কথা সাঙ্গ না হইতেই হজুরমল কহিল 'মহারাজের ইচ্ছাই আমাদিগের কর্ম করিবার প্রণালী, ইহাতে আমাদিগের মতামত নাই।' মহারাজ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন 'কেমন সূর্য-কুমার তুমি কি বল?' সূর্যকুমার কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, কহিলেন 'সূর্যকুমার মহারাজের আদেশ যত দূর পর্যন্ত ধর্মের সহিত সঙ্গত হয় ও সূর্যকুমারের নিজের স্বার্থের প্রতিকুল না হয় ততদূর অতিক্রম করেন না।' মহারাজ কহিলেন 'তোমার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আমি যাহা কহিলাম তাতে তোমার ধর্মের কিসে বিরুদ্ধ হইল। তুমি কি আমার বিত্তভোগী নও।' আমি মহারাজের এই কথায় কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম, আমি মহারাজের কিসে বিত্তভোগী? মহারাজ আমায় কিছু অতিথিশালার অন্নদান করিতেছেন না। মহারাজের দ্বারে আমি ভিক্ষুক নহি। মহারাজ পূর্ব পুরুষদিগের রাজ্য আমার অজ্ঞানাবস্থায় বলে অধিকার করিয়াছেন, আবার এক্ষণে আমি মহারাজের এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ বলিয়া আমাকে কিছু জায়গীর দিতেছেন। রাজা বলিলেন 'আমিত তোমাকে জায়গীর দিতে বাধ্য নহি। তাতে আবার তুমি যেরূপ সৈন্যাধ্যক্ষ তাহাতে তোমার পদোপযুক্ত জায়গীর হওয়া কর্ত্তব্য। তুমি দশজন অশ্বারোহীর অধ্যক্ষ, অতএব তোমার একশত বিঘা জায়গীর বিধেয়।

আমি কিন্তু তোমাকে অনুগ্রহ করিয়া দুই শত গ্রাম দিয়াছি। তাহাতেও তুমি অসন্তুষ্ট।' আমি কহিলাম, মহারাজ! দিল্লী-শ্বর যদি আপনার ছত্রদণ্ড বলপূর্বক লইয়া তাহার পরিবর্তে সহস্র গ্রামের জায়গীর দেন আপনি কি তাহাতে সুখী হন।' আমার সহিত এইরূপ বাক্‌বিতণ্ডা হইতে হইতে মহারাজের ক্রমে চিত্ত-চাঞ্চল্য হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন। 'আমি তোমাকে রাজ্যচ্যুত করি নাই। তোমার পিতার কাল হইলে, তুমি বালক, রাজ্য শাসনে অক্ষম, তোমার রাজ্যে অনেক বিদ্রোহ উপস্থিত হইতে লাগিল। তোমার রাজ্যে এমন লোক ছিল না যে, সে সকল উপদ্রব দমন করে। দেশের হিতসাধন উদ্দেশে, তোমাকে শিক্ষাদানাভিলাষে স্বয়ং তোমার রাজ্য ভার লইয়া শান্তি রক্ষা করিলাম। তো-মাকে শিক্ষা দিলাম। অবশেষে অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে দুই শত গ্রামের অধিকারী করিলাম। ইহাতেও তুমি অসন্তুষ্ট! রে কৃতঘ্ন! দুরাচার, আমার সম্মুখ হইতে বহিষ্কৃত হও।' বলিয়া চক্ষু দুটি রক্তিমা বর্ণ করিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেলেন। হজুরমল কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। কোপে আমার অধর কাঁপিতে লাগিল, আমি অন্ধকার দেখিলাম। ক্ষণেক পরেই প্রতাপাদিত্য আবার ঐ ঘরে ফিরিয়া আসিয়া হজুরমলকে 'ধর এই ঔষধটি নাও, এই পত্রটি বিমলাদেবীর হস্তে দিবে' বলিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তোমাদিগের এত হাঙ্গামা হইয়া-ছিল, তা আমিত কিছু শুনি নাই। তার পর?"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন হজুরমল রাজপত্র ও ঔষধ

লইয়া আপন শিবিরে আসিয়াই গমনের উদ্যোগ পাইলেন। আমি সেই ঘরেই কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। এক একবার আমার জীবনে ঘৃণা হইতে লাগিল ও এক একবার প্রতাপাদিত্যের উপর ক্রোধ জন্মিতে লাগিল। আমার ইচ্ছা হইল, তৎক্ষণাৎ তাহার ছাউনি ত্যাগ করিয়া যথেচ্ছা গমন করি। কখনও দিল্লীশ্বরের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। একবার ভাবিলাম, আপনার রাজ্যে যাই ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া তাহাদিগের নিকট আমার জীবন সমর্পণ করি। তাহারা আমার পিতার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া অবশ্যই আমার প্রতি দয়া করিবে ও আমাকে পুনর্বার সিংহাসনাভিষিক্ত করিবে। পরে এই পরামর্শই স্থির করিলাম ও বাদশাহ সন্নিধানে যাওয়া, প্রতাপাদিত্যের সেবাপেক্ষা হীন কর্ম জ্ঞানে মন্ত্রণা ত্যাগ করিলাম। যবনের উপর আমার জন্মাবধি জাতক্রোধ ছিল। (হজুরমল তুমি রাগ করিও না) প্রতাপাদিত্যের দৌরাত্ম্য আমার শতগুণে ভাল জ্ঞান হইল। এইরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিয়া আমি একা সেই ঘরে, করে নিষ্কোষিত অসি করিয়া পদচালন করিতে-ছিলাম, এমন সময় প্রতাপাদিত্য সেই খানে আসিয়া আমার স্কন্ধদেশে হস্ত ক্ষেপ করিলেন ও কহিলেন। 'সূর্যকুমার, বালস্বভাব-সুলভ উগ্রতা ত্যাগ কর। পূর্বের কথা বিস্মৃত হও। আমি কিছু তোমাকে কখন পীড়া দিতে ক্রোধকম্পা বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমি তখন কেমন হঠাৎ আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। ভাল করি নাই। এখন তোমার নিকট অপরাধী।' মহারাজের এই বাক্য শুনিবামাত্র আমার সমস্ত

মন পরিবর্ত হইয়া গেল। আমি আপনার অদৃষ্টকে দূষিলাম ও মহারাজের বালক কালের অনুগ্রহ সকল স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। কহিলাম, মহারাজ! আমার অপরাধ হইয়াছে। আমি অকারণ মহাশয়কে অবমাননা করিয়াছি, ক্ষমা করুন। মহারাজ আমার হস্ত ধরিয়া কহিলেন, 'সূর্য-কুমার! তুমি আমার প্রিয়পুত্র আমি তোমার অপরাধ দেখি না। তোমার রাগের কারণ আছে, কিন্তু এক্ষণে ক্ষুব্ধ হইও না। তোমার মঙ্গল চিন্তা আমার দিন রাতই লক্ষ্য। বীরবংশে জন্মিয়াছ। বীরস্বভাব বশত আপন রাজ্য লাভে যত্নবান্ হইয়াছ বলিয়া, আমি সন্তুষ্ট বই অসুখী নহি। তোমাকে আমি অপত্য বাৎসল্যের অধিক স্নেহে পালন করিয়াছি, অতএব প্রার্থনা করি, তুমি শীঘ্র কিরীটী হও।' আমি মহারাজের চরণদ্বয় মস্তকে রাখিতে গেলাম। মহারাজ আমাকে উঠাইয়া, বসিতে বলিলেন ও আপনিও বসিলেন। আমি বলিলাম, মহারাজ আমাকে মাংসপিণ্ড হইতে এত বড় করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন সর্বদা যত্নে, রাখেন, এক্ষণে আমার সকল অপরাধ ক্ষমা করুন, আমি এক্ষণে আপনার কর্মে যাই। আপনার ঔষধের নাম শুনিবামাত্র কেমন আমার মনে অনির্বচনীয় ঘৃণা উপজিল; তাহাতে আমি আপনাকে অযোগ্য রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম। এখন অন্যায়াচরণ করিয়াছি জ্ঞান হইতেছে। এই বলিয়া আমি দ্রুত পদে গৃহ হইতে নির্গত হইলাম। মহারাজ 'ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন' বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "তোমরা যে অতি সামান্য কথায়

বৃহৎ ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিলে। কি আশ্চর্য! দিন যায় তো ক্ষণ যায় না।"

হজুরমল বলিল। "মহাশয় সে দিন যদি সূর্যকুমারের মূর্তি দেখিতেন। সূর্যকুমার যেন প্রকৃত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছিলেন। গতিকে আমি বোধ করিয়াছিলাম, বুঝি সূর্যকুমার হইতে একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের অভিরুচি।"

বিজয়কৃষ্ণ হাসিয়া চারপাই হইতে উঠিলেন ও বলিলেন। "চল একবার রাজ শিবিরে যাই।" সূর্যকুমার ও হজুরমল তাহার অনুগমন করিল। শিবিরে মহারাজ এখন আসেন নি দেখিয়া তাহারা আবাসে চলিল। কিছু পথ যাইয়া বিজয়কৃষ্ণ সূর্যকুমারকে কহিল। "তোমার ঘোড়ার বড়াই কি হলো?।"

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ আমি রাজদ্বার হইতে বাহিরে আসিয়া আমার শিবিরে যাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া হজুরমলের নিকটে গেলাম। দেখি মিয়াসাহেব বসিয়া চা খাইতেছেন। বিবিজান পাশের মোড়ায় বসে ঘাড় হেঁট করে আছেন। মিয়াজি নিতান্ত উদাস। আমি যাইতেই কহিলেন 'সূর্যকুমার তুমি ভাল বলিয়াছ। রাজার কিছু বিবেচনা নাই। এই অন্ধকার রাত্রে জলা দিয়ে পত্র লইয়া যেতে হবে। কেন আমি কি পত্রবাহক। মহারাজের এত পত্রবাহক থাকিতে আমাকে পাঠান কি বিবেচনার কায। আমার হাজারেরা আর আমাকে মানিবে না। আমি যাইব না, ঐ চিঠী, আর একজন সোওয়ার দিয়া পাঠাইব, কি বল?' আমি বলিলাম, কেন অন্ধকারে কি ভয় হইল?

না বিবির অনুমতি হল না। বিবিজানকে ছেড়ে যেতে বুঝি ইচ্ছা হচ্চে না। ভাল, ভয় কি? তুমি যাও, আমি বিবি-জানের পাহারায় রহিলাম। হাজারাধ্যক্ষ বলিলেন। (হজুর-মলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া গোষা করিবেন না।) 'তোমার সকল সময়েই তামাসা, ঐ তামাসার দোষে তখন ধমক খাইয়াছ। কিন্তু তুমি অত কঠিন কঠিন বলিলে কেন? তোমার কি সাহস! মহারাজ যত বলিতে লাগিলেন, তুমি ততই ফুলিতে লাগিলে' আমি বলিলাম হজুরমল এখন যাইবে, কি না, কি স্থির করিলে? হজুরমল বলিলেন। 'আমি যাইব না; অথচ মহারাজের কর্ম সমাধা করিব। হেকমতে মারিব। এক জন চাষা-লোককে পাঠাইব। আর কাল প্রাতে মহারাজের নিকট তাহার সমাচার লইয়া যাইব।' আমি বলিলাম, সেটা ভাল হয় না। মহারাজ অন্য লোক দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তোমাকে দিবার কোন বিশেষ কারণ আছে। অতএব তুমি যাও। আমি শিবিরে থাকিব। বিবিকে লইয়া আমোদ প্রমোদে রাত্রি কাটাইব। বিবি এক দণ্ডের তরে তোমার অভাব জানিতে পারিবেন না। বিবিকে কহিলাম। কি বলেন বিবি-জান! বিবি হাসিয়া উত্তর দিলেন। 'তাহাতেই বা ক্ষতি কি?' আমি বলিলাম। তবে আর কি। হজুরমল! উঠ পোষাক লও, চাহ তো সঙ্গে এক জনা অশ্বারোহী লইয়া যাও, আমি বিবির এই খানেই রহিলাম। বিবিজান পোলাও হুকুম দিবেন। বিবি কহিলেন 'সূর্য্যকুমার! তুমি যদি আমা-দের* পোলাও এক দিন খাও, তবে আর কখন এরূপ উপ-

হাস করিবে না।' আমি বলিলাম, ঠিক বলিয়াছ, তোমা-দিগের পলাণ্ডু গন্ধি পোলাও খাইলে আর কথা সর্ বে না, তার কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তুমি কি কখন পলাণ্ডু খাও নাই?"

সূর্যকুমার বলিল। "আপনার মহারাজের অন্তঃপুরে কি পলাণ্ডু যায়, যে একথা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন?"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "কেন তুমি কি অন্য কোথাও ভোজন কর নাই?"

সূর্যকুমার বলিল। "কৈ, আপনি ত কখন নিমন্ত্রণ করেন নাই?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "ভাল তার পর?"

সূর্যকুমার বলিল। "তার পর হজুরমল বলিল 'উপহাস ত্যাগ কর, এক্ষণকার উপায় কি?' আমি বলিলাম কেন, তুমি যাও না? তাহাতে হজুরমল বলিল 'আমি তা পারিব না' আমি বলিলাম, তবে কেন রাজ-সমীপে স্বীকার পাইলে, স্পষ্ট বলিলে তিনি কিছু মাথাটা কাটিয়া ফেলিতেন না। হজুর-মল বলিল 'সে যা হবার তা হইয়াছে, এক্ষণে কি উপায়?' আমি বলিলান, চল আমিও যাইব। হজুরমল কিছু আনন্দিত হইল ও মুখ তুলিয়া বলিল। 'সত্য? তবে ভাল হইল, দুই জন পরস্পরের রক্ষা করিব।' আমি বলিলাম সে বিবেচনা পরে হইবে; এক্ষণে উঠ। হজুরমল বিবির নিকট বিদায় লইয়া গাত্রোত্থান করিল। উভয়ে অশ্বারোহী হইয়া ঔষধ ও পত্র লইয়া ছাউনীর বার হইলাম। বাহিরে যাইয়া হজুরমল বলিল 'তুমি মত ফিরাইয়া ভাল করিয়াছ। রাজা তোমার

শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমাকে অত্যন্ত যত্ন করেন। তাঁহার মতানু-যায়ী হইলে তোমার কুশল হইবে।' আমি বলিলাম, যাহা হউক তাঁহার মতের বৈপরীত্যাচরণ আমার কর্তব্য নহে।"

"এইরূপ কথা বার্তা হইতে হইতে আমরা উভয়ে রাজমার্গ দিয়া অতিবেগে পার্শ্বাপার্শ্বি করিয়া চলিলাম। রাত্রি যখন দেড় প্রহর, তখন আমরা গঙ্গারামপুরের মাঠে নামিলাম। নিবিড় অন্ধকার, গ্রীষ্মকাল—এক স্পন্দমাত্র বাতাস নাই, শব্দ নাই, সেই জনশূন্য-মাঠে কেবল আমাদিগের অশ্বের পদাঘাত শব্দ। মাঝে মাঝে শৃগাল, কুকুরের ভীষণ ক্রন্দন শুনিতে পাওয়া যাইতে লাগিল। কি ভয়ানক শব্দ! মনে হইলে হৃৎকম্প হয়। আমি বনে ব্যাঘ্র-শীকার করিয়াছি, তাহার ঘোর-গভীর বজ্রাঘাত-শব্দ শুনিয়াছি, তাহার বিকট যমদ্বার-তুল্য মুখে কঠিন অর্গলসম দংষ্ট্রা দেখিয়াছি। আমার হস্ত স্পন্দমাত্র হয় নাই, আমার বাহুর শীরা শিথিল হয় নাই। আমি স্থিরসন্ধানে তাহার অগ্নিকুণ্ড চক্ষুর্দ্বয় শরে ভেদ করিয়াছি। আমি মদমত্ত বারণের পর্বতগুহাজাত ভীম-নিনাদে, অকুতোভয়ে তাহার শুণ্ড ধারণ করিয়া তেগা দিয়া ছেদ করিয়াছি। মুহূর্তের জন্য চঞ্চল হই নাই। তাহার গিরি-রাজশৃঙ্গ-তুল্য দশন ও অনায়াস-সিংহস্কন্ধমাথী ভীষণস্তম্ভা-কার পাদোত্তোলনে তাহা শেলবিদ্ধ করিয়া আমার মস্তক হইতে অপসৃত করিয়াছি। আমি অস্ত্রশিক্ষার্থে যখন পশ্চিমরাজ্যে গিয়াছিলাম, তখন আকবর সম্রাটের সেনাপতির অনৈসর্গিক তুমুল যুদ্ধ ও রণ দুর্মদ অগ্ন্যুদ্গারক বিকট-বজ্রপাতাধিক পঁচিশ তোপধ্বনি এককালে শুনিয়াছি; তাহাতে ধরা কাঁপিয়া

উঠিয়াছে ও পর্বতাস্থি পাতিত হইয়াছে, কিন্তু আমার উৎসাহ বৃদ্ধি বই আর কমে নাই। আমার ওষ্ঠ তাহাতে কাঁপে নাই ও চক্ষুর নিমেষমাত্র পড়ে নাই। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ! হজুরমলকে জিজ্ঞাসা কর, সেই জনশূন্য নিরয়ান্ধকার-মাঠে ভয়াবহ অথচ দুঃখপ্রকাশক খাঁরোদন কি প্রকার। আমি মরিতে ভয় করি না, কিন্তু সেই শব্দ, যমদূতের ধ্বনির মতন বিভীষিকা দেখাইয়াছে। আমার কর্ণকুহরে কি প্রবেশ করিয়াছে!। আমার হৃৎকম্প হইল। আমরা দুই জনে শিহরিয়া উঠিলাম। আমাদিগের মন শূন্য হইল। অশ্ব কর্ণদ্বয় উচ্চ করিল। তাহার স্কন্ধের কেশরগুলি শশককণ্টের মত ঊর্দ্ধমুখ হইল। অশ্বদ্বয় পুচ্ছ তুলিয়া, কলিজার ভিতর হইতে ঘর ঘর্ করিয়া শব্দ করিল। বল্গা মানিল না। চার পা তুলিয়া এমনি বেহিসাবে দৌড়িতে লাগিল যে, আমাদিগের প্রতিপদেই বোধ হইতে লাগিল ঠিক্‌রিয়া পড়িব। আমরা পদদ্বয় অশ্বের পার্শ্বে বদ্ধ করিলাম ও নিতান্ত অধৈর্য হইয়া অশ্বগ্রীবা ধারণ করিলাম। কিছু দূর যাইলে অশ্বের গ্রীবা ত্যাগ করিয়া বল্গা ধারণ করিয়া তাহার বেগ সংযত করিতে চেষ্টা করিলাম। চতুর্দিকে দেখিলাম যে কোন্ দিকে যাইতেছি। অন্ধকারে নিকটে পোল ও দ্বারীর জাঙ্গাল দেখা গেল। অশ্বের বেগ সংযম করিতে করিতে অশ্বদ্বয় খালের জলে গিয়া ঝাঁপ দিল। অমনি আমরা উভয়েই অশ্বদ্বয়ের সহিত জলে ডুবিলাম। মুহূর্তে জীবনাশা ত্যাগ করিলাম। হতজ্ঞান হইয়া অচেতন হইলাম। ধন্য রে অশ্ব! তার পর ক্ষণেই দেখিলাম, আমরা সেই ক্ষুদ্র খাল পার, দ্বারির জাঙ্গালের উপর।

চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিলাম। স্থির বোধ হইল না যে রায়গড় বামে, কি দক্ষিণে। বহুক্ষণের পরে বামে দূরস্থ দীপালোক দেখিয়া নিশ্চয় করিলাম, যে রায়গড় বামেই বটে। অমনি সেই দিগে ধাবমান হইলাম। কিছু দূর পূর্ব্বমুখ যাইতেই হজুরমলের অশ্ব দক্ষিণ দিকে ঝোঁক দিয়া এককালে জাঙ্গাল হইতে নামিল। ধান্যক্ষেত্রে গিয়া পড়িল। যদিচ চৈত্রমাস, সে ক্ষেত্রে তখনও প্রায় দেড় হাত জল ছিল। জলে পড়িয়া হজুরমলের অশ্বের পা আর কোন মতে উঠিল না। যত চেষ্টা করে, তত প্রতি পদেই অধিকতর কাদায় পা বসিয়া যায়। হজুরমল বলিল 'সূর্য্যকুমার আমার অশ্ব আর চলিবে না। যেরূপ পাঁক, বোধ হয় আর কিছু দূর যাইলে বসিয়া পড়িবে'। আমি হজুরমলের কথা শুনিয়া, আমার অশ্বকে চলিতে দেখিয়া তাহার অশ্ব চলিতে পারে জ্ঞানে সেই দিকে অশ্ব চালাইলাম। আপনি অগ্রসর হইয়া হজুরমলকে তাহার অশ্ব চালাইতে কহিলাম। হজুরমলের অশ্ব আমার অশ্বের পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া অতি ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। কিছু দূর যাইয়া শ্রান্ত হইয়া দাঁড়াইল। পরে আমি আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া হজুরমলের সাহায্যে তাহার অশ্বকে সে পাঁক হইতে বহিষ্কৃত করিলাম। কিছুক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিলাম। পরে উভয়ে রায়গড়াভিমুখে পুনরায় অশ্বারোহী হইয়া চলিলাম। রাত্রি দুই প্রহরের পর রায়গড়ের দ্বারে উপনীত হইলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "তোমরা কখন ফিরিলে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমি পত্র ও ঔষধ দিয়া রাণী বি-

মলার উত্তর লইয়া এক প্রহর রাত্রি থাকিতে রায়গড় হইতে বহির্গত হইলাম। হজুরমল রাণীর অনুরোধ বলে তিন দিন তথায় বাস করিল ও তৃতীয় দিনের বৈকালে যমুনা পরুইয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের মৃত্যুসম্বাদ আনিল। বসন্তরায় কি রাজাই ছিল। যেমন দেখিতে শ্রীমান্ বীর, তেমনি জ্ঞানে ও বিদ্যায় জগজ্জয়ী পণ্ডিত। আমাকে কত যত্নই করিলেন। আমি প্রতাপাদিত্যকে উত্তর দিতে চলিয়া আইলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি বসন্তরায় মহারাজকে বেশ জানিতাম ও তাঁহার নিকট দুই বৎসর কর্ম করিয়াছিলাম। প্রতাপাদিত্য তখন যুবরাজ। তাঁহার তুল্য রাজকর্মে নিপুণ আর রাজা দেখিব না। তাঁহার শাসনে যশোহর ইন্দ্রপুরী হইয়াছিল।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার পিতার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও বহুমতে তাঁহার চরিত্র প্রশংসা করিয়া অবশেষে তাঁহার অকাল মৃত্যুতে কতই খেদ করিলেন। মহাশয় কি আমার পিতাকে দেখিয়াছিলেন।"

হজুরমল বলিল। "বিজয়কৃষ্ণ বোধ হয় দেখেন নাই; কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত যুদ্ধও করিয়াছি। বলিতে কি, পরাস্তও হইয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিকট পরাজিত হওয়ায় মান বৃদ্ধি ব্যতীত অপমানের কথা নহে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহারও রাজ্য প্রণালীর অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। হজুরমল! তুমি তাঁহার সহিত কবে যুদ্ধ করিলে?"

হজুরমল বলিল। "কেন আমি যখন নবাব কুতব কুলিখাঁর

অধীনে সেনাপতি ছিলাম। তখন তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করি।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “হাঁ যে যুদ্ধে যের-আফগান বড় রথী বলিয়া গণ্য হয় ও বাদসাহ হইতে খেলাত পায়।”

হজুরমল বলিল। “হাঁঃ।”

এই কথা অতীত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা ছাউনির বাহিরে আসিয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল। দ্বারে দাঁড়াইয়া কথা হইতেছিল। কথাবসানে দ্বারে প্রবেশ করিল। ছাউনিতে ঘন ঘন তূরী বাজিতে লাগিল। সেনাপতিরা আপন আপন সৈন্য একত্রিত দেখিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

" পশ্যেন্নৃপো হস্তিরথাশ্বচর্য্যাং সামুহিকং যোধগণং পৃথক্ চ।"

রাজ দ্বারে পঞ্চাশটি হাতি সসজ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের গলে রৌপ্যখচিত ঘণ্টা মালা। মস্তক খড়ি রেখায় অঙ্কিত। কর্ণদ্বয়ে সিন্দূর লিপ্ত ও কুম্ভদ্বয় মধ্যে এক প্রকাণ্ড সিন্দূর কৌটা। পৃষ্ঠের উপর দেহোপযোগী আমাড়ি। বন্ধরজ্জুগুলি রক্তবর্ণ। স্কন্ধের উপর খর্বপ্রায় মাহুত। তাহার হস্তে যমদণ্ড স্বরূপ বক্র অঙ্কুশ। আমাড়ির উপর চারিজন করিয়া সসজ্জ যোদ্ধা। কোন হস্তির গলদেশে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা। হস্তির গলচালনে দূরভেদী নিনাদ করিতেছে। হস্তি-গুলি দুই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্বারের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছে। তাহার পরে চক্রদ্বয় যুক্ত প্রায় দুই শত রথের সেইরূপ দুই পঙ্‌ক্তি। তাহার পরে সহস্র অশ্বারোহী। এ সকলের পশ্চাৎ পাঁচ হাজার পদাতি। মাঝে মাঝে এক একটা নিশান উড়িতেছে। অন্তরে থাকিয়া একদল বাদ্যকারেরা তূরী, ভেরী, জয়ঢাক নাগড়া প্রভৃতি যন্ত্রে জয়বাদ্য বাজাইতেছে। দ্বারের অনতিদূরে ছত্রদণ্ড প্রভৃতি রাজচিহ্ন। একজনার হাতে একটি রূপার দাণ্ডিতে রেশমের নিশান, তাহে পারস্য সিন্ অক্ষর জরির কাযে লেখা। আর একজনের হাতে রূপার বড় পানপাত্রাকৃতি বিচিত্র অভয়। দ্বারের সম্মুখেই একটি

উচ্চ শ্বেতবর্ণ অশ্ব। তাহাতে নানা রত্ন শোভা সম্পাদন করিতেছে। অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। তাহার খলীন সোণার ও বল্‌গা জরির। রেকাব রূপার। অশ্বটা অত্যন্ত তেজস্বী। গ্রীবা বক্র। কর্ণদ্বয় উচ্চ। পদবিক্ষেপে ধরা খনন করিতেছে। অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া এক জন সুসজ্জিত রাজপুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বাম দিকে আর এক জন একটা স্বর্ণ দণ্ডে প্রকাণ্ড রেশমের পতাকা ধরিয়া আছে। পতাকায় মধ্যাহ্ন-সূর্য্য চিহ্ন। সকলেরই বাম কক্ষাল হইতে সকোষ তীক্ষ্ণ খড়্গ ঝুলিতেছে। মাঝে মাঝে এক এক জন উচ্চপদাভিষিক্ত অশ্বারোহী শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যস্থ পথ বহিয়া যাতায়াত করিতেছে। সেতুর উপর উঠিলে তাহাদিগের শোভা চতুর্দিকে বিস্তৃত হইতেছে। সেনা পংক্তিতে শব্দমাত্রটি নাই। সকলে নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে কর্তৃপক্ষ অশ্বারোহীর তূরীধ্বনি। দ্বারের ভিতর রূপার আশা ও সোঁটাধারী বিশ জন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বে শটুকা ধরিয়া একটি সুবেশী সুন্দর বালক দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পার্শ্বেই আর দুইটী বালক শ্বেত চামরধারী। তাহারাও সুন্দর।

কিছু ক্ষণ পরেই দুইটি তোপের শব্দ হইল। অমনি সকলে নিশ্বাস ধরিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টি করিল। তূরী রাজদ্বার হইতে বাজিলে দূরস্থ বাদ্যকারেরা স্থির হইল। দ্বারস্থ পতাকাধারীরা পতাকা উঠাইতে লাগিল। ক্রমে শেষ পতাকা উঠাইলেই অমনি দুটি তোপের শব্দ এককালে শুনা গেল। আবার দুটি তোপ। আবার দুটি। দ্বারস্থ ছত্রধারী ছত্র উচ্চ করিয়া দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইল। আবার দুটি তোপ।

জোড়ার উপর ওড়ণা গায়ে, মাথায় পাগড়ি, পায়ে লপেটা জুতা পরা নকীব বাম হাতে রুমাল লইয়া বাহির হইল। আবার দুটি তোপ। তুরী বাজিল। নকীব ফুকারিতে লাগিল।

"যশোরনগর ধাম, প্রতাপ আদিত্য নাম, মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ। নাহি মানে পাতসায়, কেহ নাহি আঁটে তায়, ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥ বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর, বাহান্ন হাজার যার ঢালী। ষোড়শ হলকা হাতি, অযুত তুরঙ্গ সাতি, যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

নকীব থামিল। অমনি আবার দুটি তোপ। তাহার পরেই দুই জন স্বর্ণের আশা ও সোঁটা লইয়া দ্বার হইতে বাহির হইল। তাহার পরেই দুই জন স্বর্ণশেলধারী। আবার দুটি তোপ। তাহার পরই প্রভাময় সমপ্রভা অতীব বলবান্ তেজস্বী দীর্ঘাকার প্রতাপাদিত্য সৈন্যদলের দৃষ্টিমণ্ডলে উদিত হইলেন। বাদ্যকারেরা তাল পরিবর্ত্ত করিল। "জয় প্রতাপাদিত্যের জয়" বলি সৈন্যরা এককালে শব্দ করিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি গগনে স্পর্শ করিল। সৈন্যেরা জয়ধ্বনি করিয়া আপন আপন অসি নিষ্কোষ করিয়া একবার শিরোদেশে উঠাইয়া এককালে ভূমিতে ঠেকাইল। অস্ত্র সঞ্চালনে এক আশ্চর্য শব্দ উদ্ভাবিত হইল ও বক্র সূর্যের আরক্ত রশ্মিতে জ্বলিয়া উঠিল। আবার দুটি তোপ। হস্তীর উপরস্থ যোদ্ধারা আপন আপন তূরী বাজাইল ও মাহুতের অঙ্কুশাঘাতে হস্তীগুলি শুণ্ড গুলি মাথার উপর উঠাইয়া গর্জ্জন করিল। শারদ জলদেরই বা কি গর্জন। গর্জনে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। মহারাজ

শুভ্রবস্ত্র পরিয়াছিলেন। মহারাজের উষ্ণীষ শুভ্র, শুভ্র অশ্বে এক লম্ফে আরোহণ করিলেন। রাজপুরুষ মহারাজের হস্তে বল্‌গা তুলিয়া দিল। অশ্বটা গ্রীবা আরও বক্র করিল। বিট চর্ব্বণ করিতে লাগিল, পদ বিক্ষেপে ধূলি উড়াইল ও আগে আগে চারি দিগে ঘূরিতে লাগিল। সৈন্যেরা পুনর্ব্বার জয় উচ্চারণ করিল। আবার দুটি তোপ। বাদ্যকারেরা জয় বাদ্য বাজাইল। হস্তী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যোদ্ধারা তূরীধ্বনি করিল। এই সকল শব্দে তুমুল হইল। মহারাজ অশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া পার্শ্বস্থ দণ্ডায়মান ফিরিঙ্গি এক জনকে অশ্বারোহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। রাজপুরুষ এক জন এক অশ্ব আনিল। ফিরিঙ্গি সেই অশ্বে এক লম্ফে আরোহণ করিল। পরে মহারাজ সূর্য্যকুমারকে অশ্বারূঢ় হইয়া তাঁহার বামপার্শ্বে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। সূর্য্যকুমার ইঙ্গিতমাত্র আপনার বলবান্ অশ্ব রাজপথে লইয়া গেল। ফিরিঙ্গি দক্ষিণে অশ্ব লইল। মহারাজ মধ্যস্থ হইলেন। আবার দুই তোপ। কৃষ্ণনাথ রাজ সন্নিধানে আসিয়া যথাবিধি আবেদন করিয়া পুনরায় দৌড়িয়া অগ্রসর হইলেন। মহারাজের পশ্চাৎ অমাত্য ও অপরাপর আমীরেরা স্ব স্ব অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন। রাজা এক বার বেগে এক বার ধীরে অশ্বচালন করিতে লাগিলেন। স্বর্ণ আশা ও সোঁটাধারিরা অগ্রে অগ্রে অশ্বারূঢ় হইয়া চলিল। তাহার অগ্রে পতাকাধারিরাও অশ্বে চলিল ও তাহার অগ্রে নকীব এক সাদা টাটু চড়িয়া রুমাল অশ্বের গলদেশে বাঁধিয়া চলিল। বালকদ্বয় ছোট ছোট টাটু চড়িয়া রাজার পশ্চাতে চামর

লইয়া চলিল। ছত্রধারী অশ্বারূঢ় হইয়া তাহাদিগের পশ্চাতে চলিল। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে রৌপ্য আশা ও সোঁটা-ধারী অশ্বে চলিল। আবার দুই তোপ। সর্ব্ব পশ্চাতে দুই শত রাজপ্রহরী রজ্‌পূত নিষ্কোষিত তলবারী করে অশ্বে চলিল। তাহার পরে এক ছোট হস্তিতে মহারাজের শট্‌কা লইয়া বালক চলিল। অপর একটি ছোট হস্তিতে তাম্বুল-করঙ্কবাহী। অপর একটী সেইরূপ ছোট হস্তিতে রাজার অন্যান্য ভৃত্যগণ। তাহার পশ্চাতে কুড়ি খানি শিবিকা চলিল। তাহার রক্ষার্থে দুই শত অশ্বারোহীও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। আবার দুই তোপ। সৈন্যেরা দুই পংক্তি ক্রমে অগ্রসর হইল। মধ্যে ফাকা জমি কেবল প্রায় তিরিষ বিঘা অন্তরে বাদ্য দল দুই পংক্তি যোগ করিয়াছে। রাজসৈন্য যেন বিগত তুফানের স্থির সাগরোর্ম্মির ন্যায় দুলিতে লাগিল। মহারাজের অশ্ব নাচিতে নাচিতে চলিল। মহারাজের বাম পার্শ্বের সুবর্ণমণ্ডিত খড়্গকোষ দুলিতে লাগিল। মহারাজ একবার অশ্বচালন করিয়া পংক্তিদ্বয়ের মধ্য দিয়া দৌড়িয়া গেলেন আবার ফিরিঙ্গি ও সূর্যকুমার কুড়ি হাত যাইতে না যাইতে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ ক্ষণে বেগচালনে সৈন্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিলেন।

ফিরিঙ্গি বলিল। "মহারাজ আপনার সেনা সব অতি সুশিক্ষিত দেখিতেছি। যেন আমাদিগের দেশের সেনার মত।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় এ সকল ৺ মহারাজ বসন্ত-রায়ের কীর্ত্তি। তিনিই এ সকল প্রণালী প্রচার করেন। কৃষ্ণ-

নাথ তাঁহারই রণশাস্ত্রে ছাত্র ও যুদ্ধকৌশলে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করাতে ‘রণবীর বাহাদূর’ উপাধি পান।”

ফিরিঙ্গি বলিল। “এতদ্দেশে বর্দ্ধমানাধিপও সৈন্য শিক্ষায় পটু শুনিলাম। এক জন আমাদিগের স্বজাতী সৈন্য শিক্ষার জন্য বেতন ভোগ করেন।”

সূর্যকুমার কহিল। “হাঁ শুনিয়াছি সে ব্যক্তি এ সকল কর্মে দক্ষ, কিন্তু আপনাদের দেশেও কি এইরূপ লস্কর।”

ফিরিঙ্গি কহিল। “প্রায় এইরূপই বটে, কিন্তু আমরা যুদ্ধে হস্তী বা রথ লইয়া যাই না। আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা রথ ব্যবহার করিতেন।”

সূর্যকুমার বলিল। “যক্ষপুরের সৈন্য দেখিয়াছেন, সে কি রূপ।”

ফিরিঙ্গি কহিল। “তাহাদেরও প্রায় এইরূপ, কিন্তু তাহাদিগের হস্তী অনেক ও আগ্নেয়াস্ত্র এত নাই। কেবল সম্প্রতি দুই ফউজে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। তোমাদিগের তোপ কিছু ঘন ঘন ছোড়া হইতেছে। এত ঘন ঘন আকুবার সম্রাটের সৈন্যে ছুড়িতে পারে না। তোমাদিগের এক তোপ প্রহরে কতবার ছুড়িতে পারে?।”

সূর্যকুমার উত্তর করিল। “প্রহরে চারি বার অনায়াসে হয়। কখন কখন ছয়বারও হইয়া থাকে। মহারাজের অনেক তোপ থাকাতে এত শীঘ্র শীঘ্র ছোড়া হইতেছে।”

প্রতাপাদিত্য ফিরিঙ্গির নিকটে আসিয়া কহিলেন। “শিবাঝিন্ কি বলিতেছ?।”

ফিরিঙ্গি বলিল। “মহারাজের সৈন্যের প্রশংসা করিতেছি।”

মহারাজ বলিলেন। "এ সৈন্য সকল তোমারই, ইহার মধ্যে যাহাকে প্রয়োজন হয় সঙ্গে লইবে।"

আবার দুই তোপ।

ইঁহারা এ রূপ কথোপকথন করিতে করিতে সৈন্যবেষ্টিত হইয়া চলিলেন। ক্রমে দূরস্থ চন্দ্রাতপের পতাকা দেখা গেল। অন্তর হইতে চন্দ্রাতপের দক্ষিণস্থ মাঠ কেবল পদাতী, রথী, অশ্বারোহী ও হস্তীতে আবৃত। সৈন্যকিরীটের বন হইল, বল্লমের বন, হস্তির তরঙ্গ ও রথের ঘূর্ণা। পতাকা মেঘে গগন আচ্ছন্ন করিল। বাদ্যে কর্ণ কুহর পূরিয়া উঠিল। সাহস উত্তেজিত হইল। মৃত্যুভয় সকলের হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। সকলেরই নেত্রে উৎসাহ দৃষ্ট হইল। যতক্ষণ ইঁহারা পদে পদে চন্দ্রাতপের দিগে যাইতে লাগিলেন, ততক্ষণ ইঁহা-দিগের মনে অন্য কোন ভাব স্থান পাইল না, কেবল বীরত্ব, বীরযুদ্ধ, শত্রুক্ষয়ই মূল চিন্তা।

চন্দ্রাতপের পশ্চিম দিকে আর একটা ছোট চন্দ্রাতপ পড়িয়াছে। তাহার তিন দিকে কানাত কেবল পূর্ব দিকে চিক। চিকের ভিতর কতকগুলি আসন পড়িয়াছে। বড় চন্দ্রাতপের দুই পার্শ্বে দুই হস্তীর উপর নহোবত বাজিতেছে। অপর হস্তির উপর ডঙ্কা। সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড ধ্বজায় রৌপ্য শৃঙ্খলে এক ব্যাঘ্র বাঁধা। ব্যাঘ্রটি ধ্বজার নিচে চার পা পাতিয়া বসিয়াছে। জিহ্বা বাহির করিয়া নাড়িতেছে। জিহ্বা পুট হইতে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম পড়িতেছে। ব্যাঘ্রের পূর্বদিকে আটজন প্রায় উলঙ্গ মল্ল যোদ্ধা। তাহাদিগের শরীর যেন লৌহ নির্মিত, বক্ষস্থল বিশাল ও উচ্চ। বাহুমূল কঠিন ও স্কন্ধ হইতে মাংস-গুচ্ছদ্বয়

বাহির হইয়া বাহুমূলকে স্কন্ধের সহিত দৃঢ় বন্ধনে বাঁধিয়াছে। বাহুর মধ্যস্থল স্থূল, করের মাংস সব পাকান। অঙ্গুলি গুলি মোটা। তাহাদিগের মস্তক কেশহীন ও ক্ষুদ্র। স্থানে স্থানে উচ্চ ও নীচ। কটিদেশ ক্ষীণ। উরুদ্বয় অত্যন্ত স্থূল ও মূল হইতে ক্রমে সরু হইয়াছে। পা গুলি বাঁকান। তাহাদিগের কটিদেশে লঙ্গোটী মাত্র আছে। সমস্ত অঙ্গ ধূলিলিপ্ত। ললাটে চন্দনের ত্রিবলী। কর্ণ দ্বয় ক্ষুদ্র ও চেপটা। ঘাড় ছোট ও মোটা, পৃষ্ঠদেশে কতই টোল খাল। সমস্ত শরীর মাংসের পাকে টোল খাওয়া। তাহারা বুক ফুলাইয়া মুখটা পশ্চাদ্ভাগে ফেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগের পার্শ্বেই আট জন দীর্ঘ-কায় আজানুলম্বিত বাহু। তাহাদিগেরও বক্ষস্থল প্রশস্ত, কিন্তু তাহাদিগের শরীর তত স্থূল নহে। পা গুলি সরল ও দীর্ঘ। মস্তকে দীর্ঘ কেশভার। ললাট দেশ হইতে টানিয়া পশ্চাৎ ভাগে ফেলাতে প্রায় স্কন্ধ পর্যন্ত ঢাকিয়াছে। এক একটা অপ্রশস্থ রুমালে ললাট হইতে কর্ণাগ্র পর্যন্ত গিয়া পশ্চাৎভাগের কেশরাশি বাঁধা। তাহাদিগের হাতে এক একটা সাড়ে আট হাত লম্বা, পাকা, রাঙ্গা, সরল, গাটাল বাঁশের লাঠি। তেলেতে পাকিয়া চক চক করিতেছে। দূর হইতে বোধ হয় যেন পুরাতন হাতির দাঁতের লাঠি। তাহাদিগের দক্ষিণ পাদ গুলি কিছু অগ্রসর। মুখ কিছু দক্ষিণ দিকে বাঁকান। তাহারা, তাহাদিগের মাংসল, দীর্ঘ দক্ষিণ হস্ত মস্তকের কিছু উচ্চে মস্তক হইতে প্রায় এক হাত দক্ষিণে লাঠিগুলি ধরিয়া, দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় যেন প্রকাণ্ড প্রস্তরময় পুত্তলিকা। তাহার পরে ছয় জন ধানুকী। তাহারা প্রায় মল্ল যোদ্ধা-

দিগের মত বরং আরও খর্ব। কিন্তু তাহাদিগের বক্ষ প্রশস্ত, বাহু মাংসল ও দীর্ঘ। তাহাদিগের বাম হস্তে শরীর তুল্য দীর্ঘ ধনুক। ধনুকের অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। তাহাদিগের পৃষ্ঠে খরশান শর পূর্ণ তূণদ্বয়। তাহাদিগের কটিবন্ধে খড়্গা ঝুলিতেছে। তাহাদিগের উষ্ণীষে মস্তক শোভা সম্পাদন করিতেছে। উষ্ণীষ উপর বক্র এক একটি কাক পক্ষ লাগান। তাহার পরে চারি খানি দুই চক্র রথ। দুই চক্রের মধ্যগত দণ্ডের উপর আঁটা প্রায় দেড় হাত প্রশস্ত ও আড়াই হাত দীর্ঘ তক্তা। তক্তার নিচে হইতে লাঙ্গল জোয়ালের মত এক দীর্ঘ বাঁকান কাঠ। তাহাতে এক যোত দুই অশ্বের পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে। তক্তার পশ্চাৎ দিকে ফাক। দুই পার্শ্ব হইতে কাষ্ঠের বেড়া ক্রমে উচ্চ হইয়া সম্মুখে প্রায় সেই তক্তাস্থ দণ্ডায়মান রথীর কটিদেশ পর্যন্ত উঠিয়াছে। চক্রনেমীদ্বয়ে দুই খড়্গা লাগান। রথের অশ্বের সাজ সব স্বর্ণনির্মিত। রথীর দক্ষিণ হস্তে ভীষণ শেল। বাম হস্তে অভেদ্য চর্ম। পৃষ্ঠদেশে দুই তূণ। বাম কটিদেশে তীক্ষ্ন খড়্গা। সম্মুখস্থ কাষ্ঠের বাড়ে ধনুক দ্বয়। তাহার দক্ষিণ দিকে কিছু অগ্রসর হইয়া সারথী লাগাম আকর্ষণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পর আট জন অশ্বারোহী। অশ্বগুলি কৃষ্ণবর্ণ, পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার পৃষ্ঠে রক্তবর্ণ আসন। আসনে জরির কায। তাহার গলায় পুরাতন স্বর্ণ মুদ্রার মালা। অশ্বারোহীও সসজ্জ। দক্ষিণ করে বল্লম। বামে বল্গা। বাম কটিতে তলবারী। পৃষ্ঠদেশে বন্দুক। মস্তকে উষ্ণীষ। তাহাদিগের প্রকাণ্ড দাড়ি রুমাল দিয়া বাঁধা। তাহার পরে অন্যান্য বিবিধ সাজ-

পুরুষ ও যোদ্ধারা দাঁড়াইয়া আছে। সকলের পরে দশ জন। বন্দুকধারী। দীর্ঘ-কায়। দীর্ঘ-শ্মশ্রু। দীর্ঘ-হস্ত। বাম করতলে দীর্ঘ বন্দুক। বন্দুকের শিরোভাগে দীর্ঘ সাঙ্গিন-ফলা। পশ্চাদ্ভাগে চামড়ার তোষদান। তার পরে কুড়িটা তোপ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সসভা রঙ্গভূমির নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবার দুটি তোপ। মহারাজ রঙ্গভূমিতে যাইবামাত্র ভেরি বাজিল, দামামা বাজিল ও ধ্বজার পতাকাটা টানিয়া ভাল করিয়া উঠান হইল। প্রকাণ্ড পতাকা থাকিয়া থাকিয়া পত পত শব্দ করিতে লাগিল। বাদ্যদল রঙ্গ-ভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র ব্যাঘ্রটা দাঁড়াইল ও একবার দক্ষিণে একবার বামে হেলিতে লাগিল। তাহার কর্ষণে রৌপ্য শৃঙ্খলটা বোধ হইল বুঝি ছিঁড়িয়া যায়। আবার দুটি তোপ। মহারাজ অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইলেন ও চন্দ্রা-তপের ভিতর যাইয়া মধ্যকার চৌকিতে বসিলেন। গঞ্জালিস দক্ষিণে ও সূর্য্যকুমার বামে চৌকিতে বসিলেন। পূর্ব্বদিক এক কালে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ধূম তুলারাশির মত গড়া-ইতে গড়াইতে অন্ধকার করিল ও তাহারই অতি অল্প পরে এক কালে বিরাট কুড়ি তোপের শব্দ হইল। ব্যাঘ্রটা ঠায় দাঁড়াইয়া পুচ্ছটি ঘুরাইয়া উর্দ্ধমুখে তাহার পরই একটি ভীষণ গর্জ্জন করিল। দূরের মেঘে শব্দ নাচিতে লাগিল। রঙ্গভূমি একেই মহারাজের রাজ দ্বার হইতে নিঃসৃত হওয়া অবধি চন্দ্রাতপের সিংহাসনে বসা পর্য্যন্ত প্রতি পাঁচ পলে যুগ্ম তোপের ধূমে অন্ধকার ছিল আবার এক কালে বিংশতি তোপের ধূম। বারুদের গন্ধ চারি দিকে ছুটিল। ধূমগুলি ক্রমে

হেলিতে হেলিতে উপরে উঠিয়া গেল। দক্ষিণ পবনে চন্দ্রাতপের উপর দিয়া দৃষ্টির অগোচর হইল। সমস্ত রঙ্গভূমি নিস্তব্ধ হইল। দূরস্থ সৈন্যস্রোত ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। নহোবত বাজা বন্ধ হইল। এক মুহূর্তের জন্য সকলে বাক্‌হীন। কেবল দূরস্থ অশ্বের পদশব্দ, রথচক্রের ঘর্ঘর ঘোষ ও অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।

সোণার আশাসোঁটাধারিরা চৌকির দুইপার্শ্বে দাঁড়াইল। সোণার শেলধারী রাজার পশ্চাতে ও চামরধারী বালকেরাও সেই খানে দাঁড়াইল। রূপার আশাসোঁটাধারিরা চন্দ্রাতপের বাহিরে দাঁড়াইল। মন্ত্রী বিজয়কৃষ্ণ দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইল। অপর অপর আমীরেরা আপন আপন স্থানে হাত নামাইয়া ভূমদৃষ্টিতে দাঁড়াইল। রাজার সঙ্গের লোক লস্কর কতক চন্দ্রাতপের মধ্যে কতক বা তাহার বাহিরে পার্শ্বে দাঁড়াইল। ছত্রধারী ছত্র ধরিল। বালকেরা চামর ঢুলাইল। ভাটে গান গাইতে লাগিল। মহারাজের ইঙ্গিত মাত্রে সট্‌কাবর্‌দার সট্‌কা লইয়া পার্শ্বে দিল। অমনি আর এক জন পানের বাটা সামনে ধরিল। মহারাজ পান খাইলেন ও সট্‌কার নল ধরিলেন। বাম পার্শ্বস্থ একা যোধেরা হটিয়া গেল। ক্রমে দূরস্থ সৈন্যস্রোত সে দিক দিয়া বহিতে লাগিল। প্রথমে তোপ পংক্তি সমূহ, তাহার পর হস্তী হলকা, তাহার পর রথ-পংক্তি, তাহার পর অশ্বারোহী শ্রেণী, তাহার পর বন্দুকধারী পদাতি, তাহার পর ঢালী, তাহার পর ধানুকীদল ও তাহার পর লাঠিয়াল দল চলিল। বিংশতি জন করিয়া এক এক পংক্তি। এই রূপ পঞ্চাশৎ পংক্তিতে এক ফউজ। তাহায়

পঞ্চাশ জন নায়েব ও একজন ফউজদার। ফউজদারটি অশ্বা-রোহী। প্রতিফউজে দশটি তোপ, চারিটি হস্তী, এক শত রথ ও এক শত বন্দুকধারী। বাকী সব ঢালী। এরূপ ফউজের নাম হজুরী ফউজ। ইহাদিগের সেনাপতির নামে ফউজের নাম। ফউজের প্রথমে পাঁচটি তোপ চলিল। তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি হস্তী। তাহার পশ্চাৎ এক পংক্তি ঢালী। ঢালীদিগের পংক্তির শেষে দুইজন বন্দুকধারী ও তাহার দুই পার্শ্বে দুটি রথ। এরূপে পঞ্চাশটি পংক্তি সাজান। সকলের পাঁচটি তোপ ও দুইটি হস্তী। প্রতি পংক্তির দক্ষিণে করে তলবারি ও শেলধারী নায়েব। এ সকলের অগ্রে অশ্বারোহী ফউজদার। তাহার অগ্রে পঁচিশ জনায় দলবদ্ধ ফউজের বাদ্যকারেরা। প্রতি নায়েবের শেলের উপর ছোট ছোট নিশান ও নিশানে ফউজের নাম। বাদ্যকার দলের মধ্যে একজন একটা প্রায় চারহাত উচ্চ ধ্বজাধারী। তাহায় প্রায় চতুর্দ্দিগে আড়াই হাত পরিমাণে এক পতাকা। তাহাতে জরির কাযে ফউজের নাম ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মধ্যাহ্ন সূর্য্যের চিহ্ন। বাদ্যকারগণের কটিদেশে তলবারি। বাদ্য যন্ত্র দামামা দুইটা, তাসা চারিটা, নাগাড়া চারিটা, জগঝম্প দুইটা, জয়ঢাক দুইটা, কাংস্য দুইটা, তূরী ছয়টা, ভেরী একটা ও দগড়া একটা।

মহারাজের দশটি হজুরী ফউজ ছিল। তাহারা এরূপ দলবদ্ধ হইয়া ক্রমে রাজ সম্মুখ পার হইল। তাহার পর শুদ্ধ রথীদল, শুদ্ধ অশ্বারোহী, শুদ্ধ ধানুকী, শুদ্ধ ঢালী, শুদ্ধ বন্দুকী ফউজ এইরূপ বাদ্য ও নিশান সঙ্গে চলিয়া গেল।

তাহার পর শুদ্ধ তোপের ফউজ চারিটি চলিয়া গেল। তাহার প্রতি তোপের সঙ্গে কুড়ি জন পদাতি, চারিটি অশ্ব ও দুই জন অশ্বারোহী পতাকাধারী। তাহার পর রায়বাঁশধারী ফউজ চলিয়া গেল। ইহাদিগের একমাত্র বাদ্য ঢক্কা। তাহার পর আমীরের সৈন্য। সর্ব প্রথমে হজুরমলের সহস্র অশ্বারোহী। তাহার পর বলরামসিংহের সহস্র পদাতি। তাহার পর শত্রুমর্দনের পাঁচ শত ধানুকী চলিল। এরূপ কত সৈন্য তাহার সংখ্যা হয় না। ইহাদিগের প্রত্যেকেরই বাদ্যকার দল ও পতাকী আগে আগে চলিল। ইহাদিগের পদচালনে গগণমণ্ডলে ধূলি উঠিল ও চতুর্দিক আগত ঝড়ের পূর্ব অন্ধকারের মত হইল। ক্রমে সকল সৈন্য একবার রাজসম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। মহারাজের সম্মুখীন সেনানী কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর মহারাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তূরী বাজাইলেন। অমনি সৈন্যেরা দৌড়িতে আরম্ভ করিল ও এককালে ধূলিরাশির মধ্য দিয়া অদৃশ্য হইল।

ইতোমধ্যে শিবিকাগুলি ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে রাখিয়া বেহারারা বাহিরে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে শিবিকা বাহিরে লইয়া অন্তরে চলিয়া গেল। শিবিকা রক্ষক দুই শত অশ্বারোহী চন্দ্রাতপের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কঙ্কণের ঝঞ্ঝনা শুনা গেল, মলের মধুরধ্বনি শুনা গেল। কিছুক্ষণ পরেই মেঘমধ্য হইতে যেন আচ্ছন্ন চন্দ্র দেখা দিল। চিকের ভিতর হইতে মহিলাগণকে আসনে উপবিষ্ট হইতে দেখা গেল।

সকল সৈন্য মহারাজের নয়ন অগোচর হইলে মহারাজ চৌকি ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সকলে সসম্ভ্রমে পশ্চাতে

সরিয়া গিয়া স্থান দিল। গঞ্জালিস উঠিল। সূর্য্যকুমারও রাজার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। মহারাজ ক্রমে চন্দ্রাতপের বাহিরে আসিলেন। অতিদূরে প্রকাণ্ড রাজধ্বজা। ধ্বজাটি তিন ভাগে বিভক্ত। নীচের ধ্বজাটি ঘেরে প্রায় সাত পোয়া। তিরিশ হাত উচ্চ। ইহার ঊর্দ্ধদেশে দুইটি লোহার কড়া লাগান। তাহাতে অপর একটি ধ্বজা। সেটি প্রায় কুড়ি হাত উচ্চ। আবার তাহার উপর একটি প্রায় চৌদ্দ হাত ঊর্দ্ধ। ইহার উপরে পতাকা। পতাকাটি চতুষ্কোণে প্রায় আট হাত প্রস্থ। ধ্বজাটি চারি দিকে রেশমের রজ্জু দ্বারা কঠিন বাঁকান খোঁটায় বাঁধা। ক্রমে ধ্বজার নিকটে উপস্থিত হইলেন। ধ্বজাকে বাম হস্তে ধরিলেন ও দক্ষিণ হস্তের তল বিস্তারিয়া ব্যাঘ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। ধন্য রে কৃতজ্ঞ সের! ব্যাঘ্র অমনি আস্তে আস্তে আসিয়া তাহার মস্তক সেই কর-তলে অর্পণ করিল। মহারাজ তাহার মস্তক চুলকাইতে লাগি-লেন। পরে রণবীর-বাহাদুর অশ্বে রাজ সন্নিধানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যকুমার তাহার অশ্বের গ্রীবায় ভর দিয়া রণ-বীর-বাহাদুরের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক মধ্যে ধূলিরাশি পবন সঞ্চারণে অপসৃত হইলে মহারাজ দক্ষিণ দিকে নেত্রপাত করিলেন ও দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে যুদ্ধক্ষেত্র। তাঁহার সৈন্যেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রতি ফউজ দুই ভাগ হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মাঠ আশ্রয় করিয়াছে। স্থানে স্থানে ব্যূহ করিয়া উভয় দলের সৈন্যেরা অবস্থান করিয়াছে। রণবাদ্য বাজিতেছে। এক দলের দক্ষিণ পক্ষ ক্রমে প্রধান দল হইতে অন্তর হইল। অতি মন্দগতিতে

ক্রমে অনেক দূরে গেল। এমন কি, তখন এক এক ঢালী বা পদাতি আর দেখা যায় না। সেই খানে গিয়া এক চতুষ্কোণ ব্যূহ করিয়া অবস্থান করিল। যে দল হইতে তাহারা চলিয়া গিয়াছিল, তাহারা ক্রমে পংক্তি পাতলা করিয়া দীর্ঘে বিপক্ষ দলের মত হইল। এমন সময় হজুরমল আপন অশ্বারোহণ করিয়া মহারাজের পার্শ্ব হইতে নক্ষত্রবেগে দৌড়িয়া গেল ও সৈন্য হইতে প্রায় দশ রশি অন্তরে থাকিয়া তূরীধ্বনি করিল। অমনি পশ্চিমের দলের ধানুকীরা আপন আপন ধনুতে বাণ যোজনা করিয়া বিপক্ষদলের প্রত্যেক লোককে লক্ষ্য করিল। আবার আকর্ণ পূরিয়া গুণ টানিল। বোধ হইল যেন একটিমাত্র ধনুর্গুণ টানা হইল। বাণ ছাড়িল। নিমেষ পড়িতে না পড়িতে গগণদেশ আচ্ছন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ শর শন্ শন্ শব্দে চলিল। দর্শকমাত্র এক নিমেষে দেখিতে লাগিল। ভাবিল এ কি বিপদ! ইহারা আপনা আপনি মারামারি করিয়া কেন মরে? বোধ হইল এ বাণগুলি বিপক্ষদল ভেদ করিয়া চলিল। সকলে চমৎকৃত হইল। কি বেগে শর নিঃক্ষিপ্ত হইয়াছে? সকল মনুষ্য ভেদিয়া বাণ সমবেগে যাইতেছে, কিন্তু পরক্ষণই দর্শকগণ যখন দেখিল যে শর বিপক্ষ-সৈন্য-শরীর ভেদ করিয়াছে, কিন্তু কেহ নিপতিত হইল না, তখন তাহাদের আর আশ্চর্যের সীমা রহিল না। সকলেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কিছুই বুঝিতে পারিল না। ছোট চন্দ্রাতপের মহিলাগণ শরনিঃক্ষেপমাত্রে এককালে চিৎকার করিয়া উঠিল। আবার পরক্ষণে বিপক্ষদলের সকলকে স্ব স্ব স্থানে থাকিতে দেখিয়া বাক্য রহিত, স্পন্দ রহিত হইল।

গঞ্জালিস কহিল, ধন্য মহারাজ ধন্য! সূর্যকুমারের হৃদয় ফুলিয়া উঠিল, সাহঙ্কারে সৈন্যদিকে দৃষ্টিপাত করিল ও রণবীর-বাহাদুরের অশ্ব আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দীপ্তিমান স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইল। রণবীর-বাহাদুর অশ্বগ্রীবায় ভর দিয়া কটিদেশ বাঁকাইয়া মস্তক নত করিয়া সূর্যকুমারের সহিত কথা কহিতেছিলেন, সরল হইলেন ও বাম হস্তের তল উল্টাইয়া আপন জানুমূলে রাখিলেন। বক্ষঃস্থল বিস্ফারিত হইল। বদন ঈষৎ বামপার্শ্বে হেলিল। নেত্রদ্বয় স্থির অগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য ব্যাঘ্র মস্তক হইতে দক্ষিণ হস্ত অপসৃত করিলেন। হস্তটি আপন কাঁকালে রাখিলেন। মাথাটি ঈষৎ বাঁকাইলেন। ব্যাঘ্রের দিকে এক নিমেষে দৃষ্টিপাত করিলেন। ব্যাঘ্রটিও এমনি সুশিক্ষিত, অমনি মুখের দিক নামাইল। সম্মুখের বামপদ ভূমে পাতিল ও তাহার উপর সম্মুখের দক্ষিণ পাদ রাখিল। সম্মুখের পদদ্বয় যেখানে মিলিয়াছে, তাহার উপর দক্ষিণ কর্ণে ভর দিয়া মাথাটি রাখিল ও জিহ্বা অল্প বাহির করিয়া অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে মহারাজের মুখশ্রী দেখিতে লাগিল। মহারাজও অমনি আস্তে আস্তে আপনার দক্ষিণপদ তাহার পতিত মস্তকের উপর রাখিলেন। রঙ্গভূমি কি শোভিল! দীর্ঘ উন্নত প্রশস্ত সপতাকধ্বজামূলবামহস্তাশ্রিত, শ্বেতবসনশোভিত, শুভ্র-উষ্ণীষ, কিরীটধারী, দীর্ঘ-বপু, তেজস্বী, বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজ প্রতাপাদিত্য মধ্যাহ্ন সূর্যোপম। তাঁহার পদতলে ভূস্থিত হস্তদ্বয়োপরি বিন্যস্তশির প্রকাণ্ড শার্দূল। হজুরাল পশ্চিমস্থ সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়া ঘন ঘন তূরী বাজাই-

তেছেন। অপর দলের মধ্যে মালিকরাজ। রণক্ষেত্রে যেন দুই সূর্য্যোদয় হইল। উভয়েই তুরী নিনাদ করিতেছে ও উভয় দলেরই সৈন্যেরা শরসমূহ নিক্ষেপ করিতেছে। ক্ষণ-কাল কেবলই শরের শন্ শন্ শব্দ ব্যতীত আর কিছুই শোনা গেল না। আর শূন্যমার্গে সপুচ্ছ বাণমালা ব্যতীত আর কিছুই দেখা গেল না। মালিকরাজের সৈন্যেরা শর নিক্ষেপ করিতে করিতে পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল। ক্রমে যখন এক পোয়া পথ অন্তরে পৌঁছিল, তখন তূরীশব্দে দুই ভাগ হইয়া দুই পার্শ্বে চলিয়া গেল, অমনি পশ্চাৎ হইতে ঢালীরা 'মালিকরাজের জয়' বলিয়া মধ্য দিয়া নিষ্কোশিত অসি করে অতিবেগে দৌড়িয়া পশ্চিমস্থ দলকে আক্রমণ করিল। তাহা-দিগের পদধূলিতে আর কিছুই দেখা গেলনা। কেবল তল-বারীর ঝঞ্ঝনা শুনা গেল। অতি অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেল হজুরমলের সৈন্যের অধিকাংশই গোল হইয়া চতুর্দ্দিকে মুখ করিয়া মধ্যে তলবারী চালাইতেছে। তাহার চতুর্দ্দিকে ব্যালের মত মালিকরাজের সৈন্য খড়্গ চালাইতেছে। একবার বোধ হইতেছে যেন হজুরমলের সৈন্য মালিকরাজের সৈন্য ভেদ করিবে। আবার বোধ হয় যেন মালিকরাজের সৈন্য বুঝি হজুরমলের সৈন্যকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া পদে নিষ্পে-ষিত করিবে। মালিকরাজ পুনরায় তুরী বাজাইল। তাহার তোপদল এককালে তোপধ্বনি করিতে লাগিল। অমনি তোপ সম্মুখস্থ মালিকরাজের ঢালিরা দুইপার্শ্বে চলিয়া গেল। ক্ষণে আবার তূরীধ্বনি হইবামাত্র দূরস্থ হজুরমলের সৈন্য মালিকরাজের তোপের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিল

ও সম্মুখস্থ সৈন্যেরা পার্শ্বদ্বয়স্থ মালিকরাজের সৈন্যের উপর দ্বিগুণ বলে অস্ত্র চালন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হজুর-মলের তোপ সকলও আসিয়া পড়িল। উভয় পক্ষের তোপ-ধ্বনিতে প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইল। ধূমে ভূমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল। তোপধূম আকাশে ব্যাপিল। ক্রমে বায়ু সঞ্চালনে চন্দ্রাতপ আচ্ছন্ন করিল ও ক্রমে নয়নপথের অগোচর হইল। তখন আর কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে যে স্থলে উভয় পক্ষের সৈন্যে যুদ্ধ করিতেছিল, তথায় একটি লোকও নাই। মাঠ শূন্যাকার। পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তরে দূরস্থ বাদ্যের শব্দ পাওয়া যাইতে লাগিল ও সাগরপ্রবাহের ন্যায় উভয় পার্শ্বের সৈন্যস্রোত দুলিতে দুলিতে ক্রমে মধ্যে আসিতে লাগিল। ক্ষণকালে উভয়দল আসিয়া মিলিল ও একদল হইয়া পূর্বের মত চলিতে লাগিল। শ্রেণীর পর শ্রেণী, পংক্তির পর পংক্তি, মালার পর মালা, কেবলই সৈন্য, কেবলই বাদ্য, কেবলই পতাকা। ক্রমে তাহারা চলিয়া গেল। পরে পশ্চাৎ হইতে অশ্বে মালিকরাজ ও হজুরমল পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া চন্দ্রাতপের সম্মুখস্থ ধ্বজাটির নিকট আসিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে অভ্যর্থনা করিল। মহারাজ পশ্চাৎভাগে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেই তাম্বূলকরঙ্কবাহী বাটা লইয়া ধরিল। প্রতাপাদিত্য উভয়কে আপন হস্তে পান দিলেন। উভয়েই নতশিরে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া রাজদত্ত পান গ্রহণ করিলেন ও শিরে স্পর্শ করিয়া কিছু দূর পশ্চাতে যাইয়া পান চর্বণ করিতে লাগিলেন। ভাট আসিয়া মহারাজের জয় উচ্চারণ করিল। পরে রণবীর-বাহাদুর রাজ সন্নিধানে আসিয়া আবে-

দন্ড করিলেন ও পরক্ষণেই শির নত করিয়া চলিয়া গেলেন মহোবত বাজিতে লাগিল। পরে মল্লযোদ্ধাদিগের মধ্য হইতে এক জন রঙ্গভূমিতে আসিয়া শির নত করিয়া মহা-রাজকে নমস্কার করিল ও পরে ভূমি স্পর্শ করিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া দাঁড়াইল। ভাট উর্দ্ধস্বরে বলিল, "কেহ মল্লযুদ্ধে বেচু সিংহের সহিত বল পরিমাণ করিতে চাহ, তবে অগ্রসর হও, মহারাজ জয়ীর মান দিবেন" এই কথা বলিতেই আর এক জন রঙ্গভূমিতে আসিল। মহারাজকে নমস্কার করিল। ভূমি স্পর্শ করিল ও বেচু সিংহের অপর দিকে প্রায় এক রশি অন্তরে দাঁড়াইল।

উভয়েই স্থূলাকার, উভয়েই খর্ব-গ্রীব, উভয়েই উলঙ্গ-প্রায়, উভয়েই ধূলি-রঞ্জিত, উভয়েই পরস্পরের দিকেঅগ্নি-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। উভয়ের বাহ্বাস্ফোটে বিকট শব্দ হইল। উভয়েই দক্ষিণ পদ অগ্রসর করিল। বিপরীত দিকে দাঁড়াইল। পরস্পরের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে মন্দ মন্দ পদ বিক্ষেপে উভয়ে বিপ-রীত দিকে কিছু দূর যাইয়া পুনরায় মুখ ফিরাইল। পরেই উভয়ে পুনরায় বাহ্বাস্ফোট করিল। কটিদেশ বাঁকাইল। দুই হস্ত ভূমি দিকে ঝুলাইয়া দুলাইতে দুলাইতে এক এক দীর্ঘপদে রঙ্গভূমি সমস্তই প্রায় বেড়াইল। উভয়েরই দৃষ্টি উভয়ের দিকে। উভয়েরই লক্ষ্য উভয়ের হস্ত পদাদি চালনে। ক্রমে এইরূপ কিছুক্ষণ পরস্পর পরস্পরের হস্ত পদাদি চালন দৃষ্টি করিলে বেচু সিংহ এক লম্ফে আসিয়া তাহার বিপক্ষের স্কন্ধের উপর দিয়া দক্ষিণ হস্ত কঠিন করিয়া তাহার বিপক্ষের

পশ্চাতের কটিস্থ লাঙ্গোট-বন্ধনের স্থূল রজ্জু ধরিল ও আপনার দক্ষিণ অঙ্গের উপর বিপক্ষের সমস্ত শরীরের ভর রাখিয়া দক্ষিণ পাদ কিছু উচ্চ করিল ও বাম পদ ভূমি হইতে তুলিয়া বাম হস্ত ভূমির দিকে বিস্তারিয়া বিপক্ষকে শূন্যে তুলিবার উপক্রম করিল। বিপক্ষ কঠোর সিং অমনি আপনার বাম পদদ্বারা বেচুর দক্ষিণ পদ আকর্ষণ করিয়া বেচুকে বামপার্শ্বে করিয়া বাম হস্তে তাহার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া সজোরে ভূমিতে পাড়িল। বেচু অমনি তাহার কটিদেশ ত্যাগ করিল। এক টানে তাহার হস্ত আপন কটি হইতে অপসৃত করিল। তাহার দক্ষিণ বাহুর নিম্ন দিয়া আপনার দক্ষিণ বাহু চালাইয়া তাহাকে উল্টাইয়া ফেলিবার জন্য হাঁটু গাড়িল। কঠোর তাহার জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে হস্ত দিয়া তাহাকে ভূমিসাৎ করিল। এই রূপে একবার বা বেচু ভূমিসাৎ একবার বা কঠোর ভূমিসাৎ হইল। ক্রমে তাহারা মুণ্ডে মুণ্ডে, হস্তে হস্তে, পদে পদে, কটিতে কটিতে বদ্ধ হইল ও একের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বল অপরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বলে যোজনা করিল। ক্রমে উভয়ের শরীর ঘর্মাক্ত হইল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। বহুক্ষণের পর কঠোর অতি বিষম শ্রমে বেচুকে পরাস্ত করিল। দামামা বাজিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অগ্রসর হইয়া কঠোরের হস্ত ধরিয়া তাহাকে চন্দ্রাতপের মধ্যে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণনাথ-রণবীর-বাহাদুর তথায় উপস্থিত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণও গেলেন। সূর্য্যকুমার কেবল ব্যাঘ্রের নিকট দাঁড়াইয়া রহিলেন। মহারাজ পান দিলেন। কঠোর সযত্নে শিরে স্পর্শ করিল।

পরে মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে কহিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ!

বেলা প্রায় এক দণ্ড মাত্র আছে, এখন প্রত্যেক যোদ্ধার বলবীর্য দেখিবার আর সময় নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “না আমার তো বোধ হয় এইক্ষণেই সকলকে যথাযোগ্য পুরস্কার দিয়া বিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাদিগের সেনানীদের বল ও যুদ্ধকৌশল আপনার দেখা কর্ত্তব্য।”

মহারাজ কহিলেন। “তাহা দেখিবার কি সময় আছে?।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “এক উপায় আছে। প্রত্যেক সেনানীকে একা একা যুদ্ধ করিতে না দিয়া দুই দল করিয়া যুদ্ধ করাইলে ভাল হয়।”

মহারাজ তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ চন্দ্রাতপের বাহিরে গিয়া ভাটকে ডাকিয়া কহিলেন।

ভাট রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিবামাত্র দামামা থামিল। সকলে কৌতূহল দৃষ্টিতে তাহার দিকে এক নিমেষে চাহিল। চিকের ভিতরে মহিলাগণ নিস্তব্ধ হইল। মহারাজকন্যা বিদ্যুৎ-দ্যুতি সরমা ব্যাঘ্রের দিকে এক নিমেষে দেখিতে ছিলেন।

রাণী বলিলেন। “সরমা! কি দেখিতেছ, এ দিকে এস, ঐ দেখ ভাট আবার কি বলে।”

সরমা কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন। “কি মা! ভাটে কি বলিবে?।”

রাণী কহিলেন। “শুন না কি বলে।”

ভাট বলিল। “যশোহরাধিপ মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখে সভাস্থ আমীর ওমরাওরা দুই দল ভুক্ত হইয়া আপন আপন বল প্রকাশ করুন। জয়ী রাজসম্মান পাইবেন।”

এই বলিয়া ভাট ক্ষান্ত হইল। তূরী বাজিল। তূরীও ক্ষান্ত হইল।

রাণী বলিলেন। "সরমা! বল দেখি, কোন্ কোন্ আমীর একদলভুক্ত হইবে?।"

সরমা বলিলেন। "বোধ হয় হজুরমল এক বর্গ ও কৃষ্ণনাথ অপর বর্গের অধ্যক্ষ হইবেন।"

রাণী বলিলেন। "বোধ হয় কৃষ্ণনাথ রঙ্গভূমিতে নামিবেন না। মালিকরাজ ও হজুরমলেই তুমুল যুদ্ধ হইবে।"

সরমা বলিলেন। "কেন মা! কৃষ্ণনাথ কেন নামিবেন না?।"

রাণী বলিলেন। "কৃষ্ণনাথ বালকবৃন্দের সহিত অসি চালনাতে জয়ী হইলেও মান নাই জ্ঞান করেন।"

সরমা বলিলেন। "কেন মা! হজুরমল তো পুরাতন যোদ্ধা, আক্‌বর সম্রাটের এক জন প্রধান সেনানী ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করা বড় সামান্য কায নহে।"

সহচরী মালতী বলিল। "হজুরমলের মত যোদ্ধা বোধ হয় আমাদিগের মহারাজের সভায় আর নাই। দেখিলে না কিরূপ করিয়া সৈন্যচালন করিলেন। যখন সৈন্যমধ্যে তলবারী করে অশ্বে ফিরিতে লাগিলেন, তখন যেন তাঁহার শরীর হইতে জ্যোতি ছুটিল। যত সেনাপতি ছিল, কেহই তেমন শোভিল না।"

রাণী বলিলেন। "ও সব প্রকৃত বলের চিহ্ন নহে। কৃষ্ণনাথ কেমন গম্ভীর হইয়া সিংহের ন্যায় দাঁড়াইয়া ছিল।"

সরমা বলিলেন। "কেন সূর্য্যকুমারই বা কি মন্দ?।

মালতি! দেখ বীরের নিকট হিংস্রক জন্তু ও বশীভূত হয়। ব্যাঘ্রটি কি প্রকারে তাহার পা চাটিতেছে। মহারাজ যখন ব্যাঘ্রের দিকে চাহিলেন, তখন ব্যাঘ্রটা তাঁহার হাতে মাতা দিল বটে, কিন্তু সে যেন তাঁহার বিত্তভোগী বলিয়া অগত্যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন যেন সূর্য্যকুমারের বলাধিক্য ও বীর্য্য স্বীকার করিয়া তাহাকে মান্য করিতেছে।"

রাণী অপর মহিলার সঙ্গে কথায় ব্যস্ত ছিলেন, সরমার কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

মালতী বলিল। "সূর্য্যকুমার এক জন বীর বটে, কিন্তু বড় ধীরস্বভাব। হজুরমলের মত উগ্র নহেন ও কোন কর্ম্মেই অগ্রসর হন না।"

সরমা বলিলেন। "যাহারা প্রকৃত বীর হয়, তাহাদিগের আচরণই ঐরূপ। তাহারা আত্মাভিমানে বড় রত থাকে না। উন্নত্যুৎসুক লোকের মত আপনার ক্ষমতার বৃথা আস্ফালন করে না। ঐ দেখ কেমন স্থির দৃষ্টিতে বাঘের দিকে চাহিতেছেন ও কেমন স্নেহ প্রকাশ করিয়া তাহার মস্তকে হাত দিলেন।"

মালতী বলিল। "সরমা! সত্য সূর্য্যকুমারের কেমন একটু মোহিনী ক্ষমতা আছে, যাহাকে দেখেন অমনি তাহাকে বশীভূত করেন।"

সরমা বলিলেন। "আমার চক্ষে তো তাঁহার তুল্য আর কেহই ঠেকে না। মহারাজ আপনি বলিয়াছেন যে, সূর্য্যকুমার প্রকৃত বীর। বীরপুত্র, কেনই বা না হইবে।"

মালতী বলিল। "দেখ সরমা! সূর্য্যকুমার আমাদিগের

দিকে দেখিতেছেন। বাহির হইতে কি আমাদিগকে দেখা যায়?।”

সরমা বলিলেন। “কেনই বা না যাইবে? তবে বড় স্পষ্ট দেখা না যাইতে পারে, যদি দেখা যাইত, তবে চিকের কি প্রয়োজন?।”

মালতী বলিল। “সরমা! সূর্য্যকুমার একদৃষ্টে আমাদিগের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছেন। কেমন শূন্য দৃষ্টি! আহা মুখটি কিছু বিমর্ষ হইয়াছে, বোধ হয় কিছু ভাবিতেছেন।”

সরমা বলিলেন। “দেখেছ সুন্দর পুরুষকে ঈষৎ বিমর্ষ হইলে কেমন ভাল দেখায়। ঈষৎ মলিন হইলে পুরুষ-স্বভাব-কাঠিন্য কোমল হয়।”

রঙ্গভূমিতে কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুর নামিলেন। অমনি তাহার সঙ্গে মালিকরাজ, হজুরমল, ফতেসিং, তেজখাঁ ও চেত সিং ও নামিলেন। ইহারা সকলেই একদল হইয়া রঙ্গভূমি অতিক্রম করিয়া পশ্চিম দিকে দাঁড়াইলেন। সকলেই বীর, সকলেই অশ্বারোহী, সকলেই শেলধারী, সকলেই দীর্ঘবপু, সকলেরই বামে অসি ঝুলিতেছে, সকলেরই পৃষ্ঠদেশে কঠিন দুর্ভেদ্য চর্ম্ম। সকলে যেন তেজঃপুঞ্জ ভানুষট্‌কের মত অবস্থান করিলেন। রঙ্গভূমি উজ্জ্বল হইল। তুরী বাজিল। দামামা বাজিল। ভেরীও বাজিল।

রাণী বলিলেন। “সরমা! অদ্যকার যুদ্ধ কিছুই হইল না।”

সরমা বলিলেন। “কেন মা?।”

রাণী বলিলেন। “দেখনা, মহারাজের শ্রেষ্ঠ রথী কয় জনেই একদলে বদ্ধ হইল। আর কে আছে যে উহাদিগের সম্মুখীন

হয়। কৃষ্ণনাথের ইহাতে মান বৃদ্ধি হইল না। মালিকরাজের কর্ত্তব্য হয় নাই।"

মালতী বলিল। "মালিকরাজের দোষ কি? সে যখন কৃষ্ণনাথের অনুবর্ত্তী হইল, তখন কিছু সে জানিত না যে সকলেই সেই দিকে যাইবে।"

রাণী বলিলেন। "যাহা হউক সকলেরই ভ্রম।"

সরমা বলিলেন। "কাহার ভ্রম নহে। সকলেই রণবীর-বাহাদুরের যুদ্ধবিক্রম জানিয়া ভয়ে তাহার বিপক্ষ হইতে পারিল না। ইহাতে কৃষ্ণনাথের মানবৃদ্ধি বই আর হ্রাস হইল না।"

রাণী বলিলেন। "তা বটে কিন্তু মহারাজ আজ বোধ করি সভাতে আর বসিবেন না।"

সত্যবতী বলিল। "মহারাজেরই লাভ। কাহাকেই আজ পুরস্কার দিতে হবে না।"

রাণী বলিলেন। "বেশ বলেছ ছাতু। কিন্তু এত যে লোক সমাগম হল, তাদের কি লাভ। তারা বহুদিন যুদ্ধাভিনয় দেখে নাই। অত বড় আশা করিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু কিছুই হইল না। বৃথা শ্রম।"

যোদ্ধারা রঙ্গভূমীতে অবতীর্ণ হইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্য কিছু বিষণ্ণ হইলেন। দেখেন আর তাঁহার এমন সেনানী কেহই নাই যে, ইহাদিগের সম্মুখীন হয়। সমস্তদিনের আয়োজন নিষ্ফল হইল। বিজয়কৃষ্ণের মুখশ্রী ম্লান হইল। তিনি একদৃষ্টে তাহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। যোদ্ধারাও রঙ্গভুমিতে অবতীর্ণ হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন ও এককালে বাক্যরহিত হইলেন।

প্রত্যেকেই ভাবিতে লাগিলেন, এ কি! আমি মনে করিয়াছিলাম, অন্য চারি জন কৃষ্ণনাথের বিপক্ষ হইবেন। এ কি হইল! এক্ষণে প্রত্যাগমন কথা যুদ্ধ নিয়মের বহির্ভূত কর্ম ও যে প্রত্যাগমন করিবে, ভাটেরা চিরকালের মত তাহার বংশের মুখে কালী দিবে। ইহা চিন্তিয়া কেহ একপাদ মাত্র সরিল না। ক্ষণকালের জন্য রঙ্গভূমি নিঃশব্দ হইল। প্রধান ভাট, বিপক্ষ যোদ্ধার কিছু ক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া আবার পরিমিত গভীর স্বরে বলিল। "কেহ বীর থাক তো এই ছয় ভীষ্ম যোদ্ধার সম্মুখীন হও, মহারাজ জয়ীর পুরস্কার করিবেন।" আবার তূরী বাজিল। তূরীও থামিল। রঙ্গভূমি তেমনি আছে। কেহই আইসে নাই। সে ছয় জন মূরতের মত দাঁড়াইয়া আছে। সকলেই নতশির।

প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া কহিলেন। "কি কর্তব্য? আমার রাজ্যে কি এই ছয় জন ব্যতীত আর যোদ্ধা নাই? এ ছয় জনেরই বা কি বিবেচনা? ইহারা সকলেই এক দলবদ্ধ হইল। কিছু মনে ভাবিল না, যে ইহাতে মহারাজের অপমান করা হইল। কৃষ্ণনাথেরই বা কি আচরণ? তাঁহার কখন প্রথমে অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল না। সকলেই একতন্ত্র হইয়াছে! আমি ইহাদিগের সকলকেই উচিত দণ্ড দিব। এক্ষণেই এ সৈন্যদল বিদায় দাও?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপন আজ্ঞা শিরোধার্য, কিন্তু এক্ষণে সৈন্যদলকে বিদায় দিয়া অভিনয় ভাঙ্গিলে—"

প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া কহিলেন। "অভিনয় কোথায় যে ভাঙ্গিবে?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এক্ষণে অভিনয় না হইয়া সৈন্যদল বিদায় দিলে গঞ্জালিস কি মনে করিবেন? তিনি ভাবিবেন, মহারাজের রাজ্য এমনি অপটু ও বিশৃঙ্খল যে যুদ্ধাভিনয়ে নায়ক মিলিল না ও মহারাজকে দূষিবে যে মহারাজ পরামর্শ করিয়া আপনার সৈন্যের বৃথা মান রাখিলেন।"

মহারাজ ব্যস্ত হইয়া কহিলেন। হাঁ আমি সে সব বুঝি, কিন্তু এক্ষণকার উপায় কর। যাহাতে মান রক্ষা হয়, তাহা কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যে ছয় জন যোদ্ধা রঙ্গভূমিতে যুদ্ধ প্রার্থনায় অবতীর্ণ হইয়াছে, আপনার সমস্ত লস্কর মধ্যে এমত কেহ নাই যে তাহাদিগের সম্মুখীন হয়। যুদ্ধের কথা কি?।"

রাজা বলিলেন। "এমত যদি জানে, তবে কেন ছয় জনই একপক্ষ হইল?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! তাহারা কেহই জানিত না যে অপর চারি জন কৃষ্ণনাথের বিপক্ষ হইবে না। সকলেই পরস্পর মনে করিল যে, রণবীর-বাহাদুর ও সে অপর চারি জনের সমকক্ষ হইবে। তাহা হইলে তুমুল যুদ্ধ হইবে ও হয়তো রণবীর ও সে উভয়ে অপর চারি জনাকে পরাস্ত করিয়া রাজ পুরস্কার পাইবে ও জগম্মান্য হইবে।"

রাজা বলিলেন। "হাঁ তা তো শোনা গেল, এক্ষণে কি করিবে?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "এক্ষণে ঐ ছয় জনের মধ্যে কেহই

বিপক্ষ দলভুক্ত হইতে পারিবে না। প্রথম আশ্রিত দল ত্যাগ করিলে তাহার মানের হানি হইবে ও মহারাজ আপনিও অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে তিরস্কার করিবেন।"

রাজা কহিলেন। "তা তো যুদ্ধেরই নিয়ম। স্বদল ত্যাগ করা পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু সে কথায় ফলোদয় কি?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! তাহাতে ফলোদয় দূরে থাকুক, যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, ইহাতে আপনার মান রক্ষা দুর্লভ।"

মহারাজের মলিন মুখচন্দ্র আরও ম্লান হইল। বিন্দু বিন্দু ঘর্ম ললাটে দেখা দিল ও হতাশ হইয়া আপন চৌকির পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া এলথেল হইয়া বসিলেন। তাঁহার হস্তদ্বয় চৌকির দুইপাশ দিয়া ঝুলিয়া পড়িল ও শূন্য দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। গঞ্জালিস মহারাজের অবস্থা দেখিয়া হেট মুণ্ড হইয়া অন্যমনস্কের মত রহিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের পশ্চাৎভাগে গিয়া শিরোনত করিয়া বলিল। "মহারাজ! গঞ্জালিস বর্দ্ধমানাধিপের নিকট যাইয়া যখন এই কথা বলিবে, তখন বর্দ্ধমানাধিপই বা কি কহিবেন?।"

মহারাজ করতল উল্‌টাইয়া বলিলেন। "কি বলিব?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আরাকানের রাজার ভ্রাতা অনুপরাম এক্ষণে লস্করপুরে আছেন। তিনি অবশ্যই এ কথা শুনিবেন।"

মহারাজ নিস্তেজ হইয়া বলিলেন। "শুনিবেন বই কি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! অনুপরাম অবশ্য দেশে গিয়া এ কথা প্রচার করিবেন।"

মহারাজ কলের মত প্রতিধ্বনি করিলেন। "করিবেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনার লস্করেরাও আপনা আপনি এ কথা রটনা করিবে।"

মহারাজ পুত্তলিকার মত উত্তর দিলেন। "করিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যশোহরে একথা অবশ্যই রটিবে। ইহা নিবারণের আর উপায় নাই।"

মহারাজ নিতান্ত উদাস হইয়া মন্ত্রীর কথায় সায় দিলেন। "উপায় নাই" ও ক্রমে আপনার মনে এ সকল দুর্নামের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে আরও দমিয়া গেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এ কথা দিল্লীতেও ক্রমে কালে রটিবে ও দিল্লীশ্বর শুনিলে আপনাকে ঘৃণা করিবেন।"

মহারাজ এই কথায় নিতান্ত অধৈর্য হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার এরূপ বর্ণনার কি লাভ? ইহাতে আমার ক্লেশ বৃদ্ধি বই আর হ্রাস পাইতেছে না। ইহাতে উপস্থিত বিপদের উপায় মাত্র বলিলে না। উপদেশ দিতে অক্ষম হও স্থির হইয়া থাক। নিষ্প্রয়োজনে অনর্থ বলিলে কি হইবে?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা শিরোধার্য, কিন্তু সমস্ত অবস্থা জ্ঞাত না হইলে উপায় চিন্তা করা যায় না।"

রাজা কহিলেন। "এখন অবস্থা তো অবগত হইলে উপায় চিন্তা কর।"

বিজয়কৃষ্ণ কহিল। "মহারাজ! ছয় অশ্বারোহীকে ধনলোভ দেখাইয়া এই ছয় জনের বিপক্ষ করিয়া দিলে ভাল হয় না ?।"

রাজা কহিলেন। "তাহাই কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! দ্বাদশ জন হইলে আরও ভাল হয়। তাহারা অবশ্যই পরাজিত হইবে। তাহা হইলেই আপনার ছয় সেনানীর মান্য বৃদ্ধি হইবে।"

মহারাজ বলিলেন। "ভাল তাহাই কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তবে আমি সেই চিন্তায় যাই।"

বিজয়কৃষ্ণ এ কথা কহিয়া চন্দ্রাতপের বাহিরে আইলে ভাট আবার কহিল। "কেহ যোদ্ধা থাক এই ছয় জনের সম্মুখীন হও। মহারাজ জয়ীর মান্য করিবেন। এক জন হও বা বহু জন হও সম্মুখীন হও। মহারাজের রাজ্যে কি এই ছয় জন ভিন্ন আর বীর নাই? এ রঙ্গভূমে কি আর কেহ বীর নাই, যে এই ছয় জনকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সম্মান লয় ? ।"

ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে রাণী সরমাকে কহিলেন। "সরমা! কি দেখিতেছ? এ ছয় জনের সম্মুখীন হয় এমত লোক এ অগণ্য লস্করের মধ্যে দেখিতেছি না। বোধ হয় আজ মহারাজ অপমানিত হইবেন। ফিরিঙ্গি গঞ্জালিস কি মনে করিবেন? দেখিতেছ না? মহারাজ কেমন বিমর্ষ হইয়া বসিয়া আছেন ? ।"

সরমা বলিলেন। "মা! রাজার মুখ দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। এ রূপ তো কখনই ঘটে নাই। গতবার যশোহরে যখন রণাভিনয় হয়, তখন মালিকরাজ ও হজুরমলে যুদ্ধ করিয়াছিল। চেত সিং কৃষ্ণনাথের সহিত ও ফতে সিং তেজ খাঁর সহিত যুঝিয়াছিল। এবার এমন হইল কেন ? ।"

রাণী বলিলেন। “ঐ দেখ, ভাট ঘন ঘন ডাকিতেছে। তূরী বাজিতেছে। তথাপি কেহ দেখা দিতেছে না। বেলাও আর অধিক নাই, বোধ করি আজ সকলকে বিমর্ষ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে।”

সরমা বলিলেন। “এস আমরা পুরস্কার অর্পণ করি। তাহা হইলে মানের জন্য ও ধন লোভে অবশ্যই কেহ না কেহ অগ্রসর হইবে।”

রাণী বলিলেন। “ভাল বলিয়াছ। যমুনা!।”

যমুনা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

রাণী বলিলেন। “যমুনা! তুমি রঙ্গভূমিতে যাও ও বল, যে কেহ এই ছয় জন যোদ্ধার সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিবে, তাহাদিগকে আমার গলের এক হীরক হার দিব ও বহু মান্য করিব।”

সরমা কহিলেন। “আমারও হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিব ও আমিও তাহাকে বহু সম্মান করিব।”

ইহা বলিয়া সরমা আপন কণ্ঠ হইতে দুই আভরণ খুলিয়া যমুনার হস্তে সমর্পণ করিলেন। রাণীও মালতীকে কহিলেন। “মালতি! আমার ভাল হীরকের হার এক ছড়া যমুনাকে দাও।”

যমুনা ও মালতী উভয়ে চন্দ্রাতপ হইতে বাহিরে গেল ও রাণীর শিবিকার নিকট যাইয়া তাহার মধ্য হইতে বাক্স লইল। মালতী বাক্স খুলিল ও বাছিয়া উৎকৃষ্ট হীরকের হার এক ছড়া যমুনার হস্তে দিল। যমুনা হার লইয়া যায়।

মালতী বলিল। “যমুনা! রঙ্গভূমিতে তোমার এ বেশে যাওয়া উচিত নহে। তুমি বেশ বদল কর।”

যমুনা এক শিবিকা মধ্যে গিয়া আপনার বেশ পরিবর্তন করিল। মস্তকে উষ্ণীষ বাঁধিল। তাহার উপর কিরীট দিল। বক্ষস্থলে কাঁচুলি আঁটিল। তঙ্গ পাজামা পরিল ও দক্ষিণ দিকে অসি ঝুলাইল। বামে তূরী ঝুলাইল। দক্ষিণ হস্তে অন্তঃপুরের শ্বেত পতাকা ধরিল ও অশ্বারোহী হইয়া রঙ্গভূমিতে যেখানে ভাট ডাকিতেছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বাম হস্তে তূরী উঠাইয়া বাজাইল। সকলের নেত্র সেই দিকে গেল। তূরী বাজাইলে পর কহিল। "মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক।" আবার তূরী বাজাইল। পরে বলিল। "যে কেহ এই উপস্থিত ছয় জন যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে অস্ত্র পরাজয় করিবে, মহারাণী তাহাদিগের প্রত্যেককে এমত হীরকের হার দিবেন ও যথেষ্ট মান্য করিবেন।"

আবার তূরী বাজাইল। পরে বলিল। "মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জয় হউক। যে কেহ অদ্য উপস্থিত ছয় জন যোদ্ধাকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাজয় করিবে, তাহাদিগের প্রত্যেককে রাজকুমারী সরমা এইমত হীরকের হার ও মুক্তার কণ্ঠী দিবেন ও বহু সম্মান করিবেন। বীর থাক অগ্রসর হও।"

এ দিকে মন্ত্রী আসিয়া মহারাজকে নিবেদন করিল। মহারাজ! কেহই সাহস করিল না। মহারাজ এককালে জ্বলন্ত হুতাশনের ন্যায় হইলেন। আপন চৌকি ত্যাগ করিয়া ধ্বজার নীচে আসিলেন ও কহিলেন। "আমার অধিকারে কি এমত বীর নাই যে ছয় জন যোদ্ধার অগ্রসর হয়।" কেহই উত্তর দিল না। মহারাজ পুনর্বার বলিলেন। "এ রঙ্গভূমিতে কি বীর

নাই যে ছুয় জনের সম্মুখীন হয়। এক জনে হয় বা বিশ জনে বা এক শত জনে এই ছুয় জনকে পরাস্ত করিলেই আমার নিকট সম্মান পাইবে।” কেহ উত্তর করিল না।

যমুনা আবার তূরী বাজাইল ও পুনরায় যোদ্ধা আহ্বান করিল ও শ্বেতপতাকা ভূমিতে পুতিয়া তাহার উপর আভরণ রাখিয়া নীচে দাঁড়াইল। কেহই অগ্রসর হইল না। মহারাজ হতাশ হইয়া মস্তক নত করিলেন ও ব্যাঘ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

সূর্যকুমার ক্রমে মহারাজের নিকটস্থ হইয়া যোড় করে বলিল। “মহারাজ আমার এক নিবেদন আছে।”

রাজা উত্তর করিলেন। “সূর্যকুমার! তোমার কথা শুনিতে আমার কর্ণদ্বয় সদাই অভিলাষ করে। বল কি বলিবে।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কাপুরুষ কলঙ্কে আমার পবিত্র কুল মান দূষিত করিব না। বীর বংশে জন্ম। আমি আর থাকিতে পারি না! আজ্ঞা করেন তো রঙ্গভূমিতে যাই।”

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার! তুমি রাজপুত্র, তদুপযুক্ত বীর বাক্যই বলিলে, কিন্তু তুমি বালক, নবীন যোদ্ধা, একাকী এ ছুয় জন প্রৌঢ় যোদ্ধার সম্মুখীন হওয়া কেবল পরাস্ত হই-বার কারণ মাত্র। অতএব ক্ষান্ত হও, বারান্তরে যখন একাকী মালিকরাজ যুদ্ধে আহ্বান করিবে তখন যাইও।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! আপনার আশীর্বাদে কোন কর্মেই পরাস্ত হইব না। আপনার ভাট তিনবার ডাকিয়া ক্ষান্ত হইয়াছে, কেহই অগ্রসর হয় নাই। আপনিও ডাকিলেন, কেহ

অগ্রসর হইল না। আবার মহারাণী ও রাজকুমারী-সরমা যমুনা দ্বারা ডাকিতেছেন। আমার আর অবস্থান করা মানের জন্য নহে। নমস্কার! আশীর্বাদ করুন।” ইহা বলিয়া এক লম্ফে রঙ্গভূমিতে পড়িল ও আপন অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া পূর্বদিকে দাঁড়াইল। অমনি দক্ষিণ হইতে সর্বাঙ্গ লৌহবর্মে আচ্ছাদিত অপর এক জন অশ্বারোহী সতেজে রঙ্গ-ভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার অশ্বের ঘর্মাক্ত কলে-বর দেখিয়া বোধ হয় অনেক দূর হইতে দৌড়িয়া আসিতেছে। সে অশ্বারোহীও পূর্বদিকে সূর্যকুমারের বামপার্শ্বে দাঁড়াইল। ভাট তূরী বাজাইল। যমুনাও তুরী বাজাইল। হস্তির উপরের ডঙ্কা বাজিল। নাগাড়া বাজিল। ভেরীও বাজিল।

সূর্যকুমার এত শীঘ্র চলিয়া গেল, যে মহারাজ আপত্তি করিতে সময় পাইলেন না। তাঁহার কখন স্বপ্নেও বোধ হয় নাই যে সূর্যকুমার যুদ্ধে নামিবেন। বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া বলি-লেন। “বিজয়কৃষ্ণ! আজ কি কুপ্রভাত! দেখ হয়তো সূর্যকুমার হইতে আমাদিগের মাতা কাটা যায়। সে বালক, উগ্র স্বভাব, নিবারণ মানিল না। দম্ভ করিয়া অভ্যস্ত যোদ্ধাদিগের সম্মু-খীন হইল। এক্ষণেই পরাস্ত হইবে। তখন আর আমার অপমানের সীমা থাকিবে না। আমার এত কালের পোষিত আশা উন্মূলিত হইল। মনে করিয়াছিলাম, কতই সুখ পাইব। যাহা হউক যাহাতে সূর্যকুমারের জয় হয়, তাহার উপায় কর।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! আর জয়ের উপায় নাই। যোদ্ধৃসিংহোপম ছয় জনের সহিত যখন সূর্যকুমার একাকী রণ প্রার্থনা করিল, তখন আপনি জয়াশা পরিত্যাগ করুন।”

চন্দ্রাতপের ভিতর রাণী সূর্যকুমারকে বিপক্ষদলে একাকী যাইতে দেখিয়া ভীত হইলেন ও কহিলেন। "সরমা! দেখ সূর্যকুমার একা ছয় জনের সঙ্গে যুদ্ধাশয়ে যাইতেছে। কি নির্বোধ! তাহার কি জ্ঞান হইল না যে, এ অবস্থায় তাহার জয়ের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই?।"

সরমা ভীত হইলেন ও রঙ্গভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বাক্যরহিত হইলেন। তাঁহার কণ্ঠ শুকাইয়া গেল। ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। রাণীর কথায় কোন উত্তর দিলেন না। মালতীর হাত ধরিয়া কিছু অন্তরে গেলেন ও কিছুক্ষণ তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। অবশেষে বিন্দু বিন্দু জলও পড়িতে লাগিল। বলিলেন। "মালতি! কি বিপদ! দেখ সূর্যকুমার নিতান্ত আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছেন। অমূলক অহ-ঙ্কারে ভর দিয়া রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। একবারও ভাবিলেন না যে, তথায় তাঁহার পক্ষে কেবল পরাজয় আছে। ভাবিলেন না যে, পরাজিত হইলে মহারাজের অপ-মান ও হয়তো তিনি মত বদলাইবেন। অভাগার অদৃষ্টে কতই কষ্ট আছে! মালতি! আমি সকল শূন্য দেখিতেছি। আমার ভবিষ্যত আর ভাবিতে পারি না। আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে। এমনি পোড়া অদৃষ্ট ও এমনি আমার দৃষ্টি কদর্য যে, যাহার সুখে সুখী হই, বিধাতা তাহারই মন্দ বিধান করেন। আমি অর্থ প্রার্থনা করি না, যশ চাহি না, রাজ্যভোগ চাহি না, কেবল মনে মনে ভাল বাসিব, কিন্তু দুষ্টগ্রহে ভাল বাসিতেও দিবে না। সূর্যকুমারের একবার ভাবা কর্তব্য ছিল।"

মালতী বলিল। "সরমা! বৃথা কেন আপনাকে কষ্ট দাও। সূর্যকুমার অবশ্যই আপনার বল জানিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। সূর্যকুমার বালক নহেন। যুদ্ধার্থী বীরগণের ক্ষমতাও জ্ঞাত আছেন।"

সরমা বলিলেন। "মালতি! তুমি যেন অপর লোকের মত কথা বলিলে।"

মালতী বলিল। "কেন সরমা? আমি কি অন্যায় বলিলাম? তোমরা স্নেহে অন্ধ হও। ইচ্ছা করিয়া অভিলাষ প্রতিকুল সত্য কথাও শুনিতে চাহ না।"

সরমা বলিলেন। "আমার যে মন কেমন হইতেছে। ইচ্ছা হয় এক্ষণি সূর্যকুমারের হাত ধরে লয়ে আসি।"

মালতী বলিল। "ভাব কেন। ঈশ্বর অবশ্যই সাহসীর মান রাখিবেন। সূর্যকুমার জয়ী হইবেন ও দ্বিগুণ জ্যোতির সহিত তোমার নিকট মান নিতে আসিবেন।"

সরমা বলিলেন। "তাই হউক। মালতি! তোমার কথা যদিচ অমূলক বলে জানিতেছি, তথাপি আমার শুনেও প্রীতি জন্মাচ্ছে।"

রাণী বলিলেন। "সরমা! ঐ দেখ সূর্যকুমারের দলে আর একজন যোদ্ধা দাঁড়াইয়াছে।"

সরমা বলিলেন। "ওটি কে?।"

রাণী বলিলেন। "তা আমি জানি না। মালতী! জান ও যোদ্ধাটি কে?।"

মালতী বলিল। "আমি উঁহাকে কখন দেখি নাই। তাতে আবার যে বর্মে সর্বাঙ্গ ঢাকা, চেনা যায় না।"

রঙ্গভূমিতে নামিয়া সূর্যকুমার স্থির দৃষ্টিতে আপন বিপক্ষ-দলের প্রত্যেককে দেখিলেন ও আপন তূরী লইয়া এমন বলে বাজাইলেন যে, বিপক্ষের অশ্বগুলি চমকিয়া উঠিল। তাঁহার তূরীর শব্দ প্রান্তর পার না হইতে হইতেই পার্শ্বস্থ অজ্ঞাত যোদ্ধাও আপন তূরী বাজাইল। দুই তূরীর গভীর নিনাদে দশ দিক পূরিল। তূরীশব্দ ক্রমে দূরের বনে প্রবেশ করিল। আর কিছুই শুনা যায় না। তখন দক্ষিণ দিক হইতে আর এক জন যোদ্ধা রঙ্গভূমিতে অশ্ব চালাইল। সেটি মহারাজের সহস্র পদাতির অধ্যক্ষ। তাহার নাম মীরণ। তাহার পশ্চাতে আর তিন জন অশ্বারোহীও রঙ্গভূমিতে নামিল। তাহারা রঙ্গভূমিতে নামিয়া একবার স্থির হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিল ও পরেই অতিবেগে সূর্যকুমারের পার্শ্বে আসিয়া দলভুক্ত হইল। কিছুক্ষণ পরেই তাহারা প্রত্যেকে তূরী বাজাইল। রণবীর-বাহাদুরের দলস্থ সকলে স্ব স্ব তূরী বাজাইল। তূরীর শব্দ তুমুল হইল। তূরী শব্দ থামিলে ভাট আবার গভীর স্বরে বলিল। "এক্ষণে আমার তিন বার ডাকা হইয়াছে। যাঁহারা আসিবার তাঁহারা আসিয়াছেন। ন্যায় যুদ্ধ হইবে। ইহাতে যে কেহ জয়ী হইবেন, তাঁহারা রাজসন্নিধানে মান পাইবেন ও মহারাণী ও রাজকুমারী দত্ত আভরণ ও মানও পাইবেন। পরাজিত যোদ্ধা আপনার অশ্ব, অস্ত্র, অলঙ্কার ও বস্ত্র জয়ীকে দিবেন। যুদ্ধের অন্যান্য নিয়ম যেমন সর্বত্র আছে, এখানেও তেমনি। পরাজয় স্বীকার করিলে তাহার উপর কেহ অস্ত্র চালাইতে পারিবেন না ও মহারাজের ভেরী বাজিলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে হইবে।

এক্ষণে যোদ্ধাদিগের যে যে অস্ত্রে যুদ্ধেচ্ছা হয় ও প্রকৃত কি অস্ত্র স্পর্শমাত্র যেরূপ যুদ্ধে অভিলাষ হয়, তাহা যোদ্ধারা প্রকাশ করুন।” ভাট থামিল। আবার ভূরী বাজিল।

সূর্যকুমার অগ্রসর হইলেন ও আপনার বল্লমের শাণিত অগ্রদেশ দিয়া প্রথমে কৃষ্ণনাথের ও ক্রমে বাকি পাঁচ জনার হৃদয়দেশ স্পর্শ করিলেন। তাঁহার দলস্থ সকলেই সেইরূপ করিল।

সকলে সিহরিয়া উঠিল। মহারাজ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন ও বিজয়কৃষ্ণ প্রতি বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! দেখ নির্বোধ বালক কি হাঙ্গাম উপস্থিত করিল। অনর্থক রক্তস্রাব করিবে ও হয়তো এই অকারণ আপ্তরণে আমার উৎকৃষ্ট সেনাপতি কয় জন নষ্ট হইবে। এ অর্বাচীনটার কি মৃত্যুভয়ও নাই?।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এতকালের পর হয়তো মণিরাম-রাজ নির্বংশ হইলেন।”

ওদিকে ছোট চন্দ্রাতপের মধ্যে সরমা অধৈর্য হইয়াছেন। তাঁহার মৃদু মৃদু শ্বাস মাত্র বহিতেছে। মুখে বাক্য মাত্রটি নাই। মালতী তাঁহাকে স্থির হইতে পরামর্শ দিতেছে। রাণী নিতান্ত বিষণ্ণা।

এ দিকে দামামা বাজিল ও নহোবতও বাজিল। কিছুক্ষণ পরেই সকল বাদ্য থামিল। ক্রমে যোদ্ধাদিগের অশ্ব অস্থির হইল। বিকট বলে ঘন ঘন খলীন চর্বণ করিতে লাগিল। ফেনসঙ্কুল মুখ শুভ্রীকৃত হইল, পদাঘাতে ভূমি চষিয়া ফেলিল, ধূলি রাশি গভীর তোপোদ্গারিত ধূমচয়ের

ন্যায় গড়াইতে লাগিল। এক একবার সম্মুখের পদাঘাৎ কোন প্রস্তরখণ্ডে লাগিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। পরে মহারাজ আপন হস্তে তূরী লইয়া এক অশ্বে আরোহণ করিয়া ব্যাঘ্রের অগ্রভাগে গিয়া মন্দে একবার ধ্বনি করিলেন।

সূর্যকুমারের দল ক্রমে অল্প পাদবিক্ষেপে অশ্ব লইয়া রঙ্গভূমির দক্ষিণ প্রান্তে গেল। কৃষ্ণনাথও দক্ষিণ প্রান্তের পশ্চিম দিক আশ্রয় করিলেন। মহারাজ আবার তূরী বাজাইলেন। অমনি কৃষ্ণনাথ ও সূর্যকুমার আপন আপন শেল বক্ষস্থলে রাখিলেন। তখন তাহাদিগের অশ্ব আর স্থির হয় না। যোদ্ধার মনও আর স্থির হয় না। উভয়েই দক্ষ অশ্বারোহী, উভয়েরই দক্ষিণ হস্তে শেল, বাম কটিতে তলবারী ও বাম বাহুতে চর্ম। উভয়ে যেন উন্মত্ত সিংহদ্বয়ের ন্যায় পরস্পরের উপর অগ্নি দৃষ্টিপাত করিল। দর্শকগণ উৎসুক হইয়া অবলোকন করিতে লাগিল।

কৃষ্ণনাথ বলিল। "সূর্যকুমার! তোমার বৈতরণী করিয়াছ? পিতৃতর্পণ করিয়াছ? না করিয়া থাক তো একবার তর্পণ করিয়া লও। তোমার পিতৃলোকেরা অদ্য শেষ গণ্ডূষ জল পাইবেন। এখনো বলি, পরাজয় মানিয়া ফিরিয়া যাও।"

সূর্যকুমার কিছুই বলিলেন না। উত্তর দিবার মধ্যে দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া একবার হুঙ্কার দিল।

কৃষ্ণনাথের অন্য পাঁচ জন যোদ্ধা কৃষ্ণনাথের পশ্চাতে দাঁড়াইল। সূর্যকুমারের চারি জন এক শ্রেণীতে দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাৎ অজ্ঞাত অশ্বারোহী দাঁড়াইল।

মহারাজ স্বহস্তে তূরী লইয়া আবার বাজাইলে অমনি কৃষ্ণ-

নাথ ও সূর্যকুমার উভয়েই বিদ্যুদ্বেগে অশ্ব চালনা করিলেন। ধূলি উড়িল। কিছুই দেখা গেল না। সরমার প্রাণও ধূলির সঙ্গে উড়িল। চেতনাহীন। চিত্র পুত্তলিকার মত একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। অনিমেষ বিস্ফারিত লোচন। ঈষৎ উন্মীলিত ওষ্ঠদ্বয়। বক্ষের ঘন ঘন হিন্দোল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ যেন বজ্রপাতের মত একটি ঝঞ্ঝনা শুনা গেল। তাহার পরেই দেখা গেল যে, উভয় অশ্বারোহীর শেলদণ্ড ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়াছে। যোদ্ধারা আবার পশ্চাদ্ভাগে গিয়া পূর্বস্থান আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সরমারও সহসা মুদ্রিতনেত্র সতৃষ্ণে সূর্যকুমারের মুখশ্রী লক্ষ্য করিতেছে। কপোল হইতে ঝঞ্ঝনা শ্রবণমাত্রে বিলুপ্ত-রাগ আবার ক্রমে পবিত্র কমলপ্রভ মুখকে আক্রমণ করিল। দলস্থ অন্য যোদ্ধারা স্ব স্ব স্থানেই দাঁড়াইয়াছিল। রাজপুরুষেরা অমনি উভয় যোদ্ধাকে নূতন শেল দিল। মহারাজ বিশ্রামের জন্য অল্পক্ষণ দিয়া আবার তুরী বাজাইলেন। অমনি দুই যোদ্ধা পরস্পরের বিপক্ষে দৌড়িল। আবার একটি ঝঞ্ঝনা শুনা গেল। আবার সরমা সংজ্ঞাহীন। বাষ্পাকুল ললাট। কৃষ্ণনাথ সূর্যকুমারের অসহ্য বলে আপন অশ্ব হইতে নিপাতিত হইয়াছিলেন; কিন্তু পরক্ষণেই দাঁড়াইয়া আপন কটিদেশ হইতে তলবারি লইয়া অতিবেগে চালাইতে লাগিলেন। সূর্যকুমার কৃষ্ণনাথকে নিরশ্ব দেখিয়া আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও তলবারী লইয়া কৃষ্ণনাথকে আক্রমণ করিলেন। কৃষ্ণনাথের হাত শিথিল হইল। সূর্যকুমার কৃষ্ণনাথের আঘাত অতিক্রম করিয়া তাহার শিরোদেশে খরতর অসি বিকট

বিক্রমে উঠাইলেন ও এক আঘাতে তাহার স্কন্ধদেশ হইতে দক্ষিণ বাহু ও মুণ্ড ভিন্ন করিতেন কিন্তু পশ্চাৎ হইতে হজুরমল আসিয়া এমত বেগে সূর্য্যকুমারের বধোদ্যত-হস্তের উপর অসি মারিলেন যে, সূর্য্যকুমারের কঠিন বর্ম্ম ঠন্ ঠন্ করিয়া উঠিল ও হস্ত অবশ হইয়া ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু হজুরমলের অসিও বর্ম্মে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইল। সূর্য্যকুমার ক্ষণেকের জন্য জ্ঞানশূন্যপ্রায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। হজুরমলও হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণনাথ অসি লইয়া ছেদোদ্দেশে হস্ত উঠাইলেন। অমনি মালিকরাজ দৌড়িয়া খড়্গ উঠাইলেন ও সূর্য্যকুমারকে আঘাতাশয়ে চলিলেন। দর্শকগণ এককালে চীৎকার করিয়া বলিল। "সূর্য্যকুমার! মালিকরাজকে দেখ।" সরমা অমনি চক্ষুর্দ্বয় ঘুরাইয়া বিদ্যুতের মত হস্ত-সঞ্চারণ করিলেন। অঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইলেন। সূর্য্যকুমার শব্দমাত্র জ্ঞান পাইয়া যেমন দেখিলেন অমনি আপনার বাম হস্তে কুঠার লইয়া শিরোদেশে এক আঘাতে কৃষ্ণনাথকে অচেতন করিয়া রণভূমিতে পাড়িলেন। অমনি ফিরিয়া মালিকরাজকে লক্ষ করিতেই মালিকরাজ বিদ্যুতের মত তাহার শিরোদেশে খড়্গ চালাইল। দূরস্থ অজ্ঞাত যোদ্ধা অমনি আসিয়া মালিকরাজকে আপনার তলবারির এক আঘাতে ভূমিশায়ী করিলেন। মালিকরাজ অচৈতন্যে মৃৎপিণ্ডের মত অশ্ব হইতে ঝুলিয়া পড়িলেন। কৃষ্ণনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিল। সূর্য্যকুমারও চৈতন্য পাইলে এক লম্ফে আপন অশ্বে বসিলেন। হজুরমল, ফতে সিং প্রভৃতি কৃষ্ণনাথের দল

সূর্যকুমারের দলের উপর আক্রমণ করিল। ক্ষণকাল ঘোর যুদ্ধ হইল। কে কাহাকে মারে, কে কোথায় অশ্ব চালায়, কিছুই দেখা যায় না, কিছুই শোনা যায় না। কেবল ধূলী মেঘ, অশ্ব পদাঘাত গর্জন ও অস্ত্রের চাকচক্য। অজ্ঞাত বীর কিন্তু কাহাকেও আক্রমণ করিলেন না। কেবল অন্যান্য যোদ্ধারা আক্রমণ করিলে অস্ত্রচালন দ্বারা তাহাদের ফিরাইয়া দিলেন। ক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনটি রথী পড়িল। তাহার পরক্ষণেই সূর্যকুমার হজুরমলকে নিরস্ত্র করিয়া আপনার প্রকাণ্ড কুঠারাঘাতে তাহাকে ভূমিশায়ী ও মালিকরাজকেও সেই অবস্থায় রাখিয়া কৃষ্ণনাথের শিরোদেশে শেল লক্ষ্য করিয়া বিষমবেগে আঘাত করিলেন। কৃষ্ণনাথ অশ্ব হইতে পাতিত হইলেন। অমনি সূর্যকুমার আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণনাথের বক্ষস্থলে দক্ষিণ পাদ দিয়া তলবারী উঠাইয়া কহিলেন। "পরাজয় স্বীকার কর। নতুবা তোমাকে যমালয় পাঠাই।" কৃষ্ণনাথ কহিল। "কি! তোর কাছে পরাজয়?।"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপনার সেনাপতির অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধ ভঙ্গের ভেরী বাজাইলেন ও কহিলেন। "সূর্যকুমার! উহাকে প্রাণে মারিও না, ও পরাস্ত হইয়াছে। অদ্যকার যুদ্ধে তুমিই বীর।" সূর্যকুমার আপন পাদ উঠাইয়া অন্তরে গেলেন। রাজপুরুষেরা মৃত তিন যোদ্ধার শব উঠাইল। দেখে তেজ খাঁ, চেত্রু সিং ও অপর একটি সূর্যকুমারের দলস্থ সেনাপতি। সূর্যকুমারের দলস্থ যোদ্ধারা যুদ্ধকালীন প্রায় অন্তরে ছিল বলিয়া আর কেহই আঘাত পায় নাই। মহারাজ বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। "তুমি সূর্যকুমারের তিন

জন অশ্বারোহীকে মান্য কর। আমি সূর্যকুমার ও অজ্ঞাত যোদ্ধাকে আনি।” এই বলিয়া রঙ্গভূমিতে নামিলে দেখেন, অজ্ঞাত অশ্বারোহী দক্ষিণদিকে আপন অশ্ব অতিবেগে চালাইয়া মাঠের প্রায় মাঝে গিয়াছে। তাহাকে আহ্বান করিলেন, কিন্তু সে শুনিল না। আপন মনে একবেগেই চলিল। আবার তূরীও বাজাইলেন, সে শুনিল না। পরে এক জন অশ্বারোহী রাজপুরুষকে তাহাকে ডাকিতে বলিলেন, কিন্তু সে যাইতে যাইতে অজ্ঞাত অশ্বারোহী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া গেল। আর লোক প্রেরণ করা বৃথা জ্ঞানে রাজপুরুষকে ডাকিলেন। ও দিকে বিজয়কৃষ্ণ তিন জন যোদ্ধাকে চন্দ্রাতপের নিকট রাখিয়া আপন পুত্র মালিকরাজের নিকট আসিলেন। মালিকরাজ চেতনা পাইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া রঙ্গভূমি ত্যাগ করিয়া আপন শিবিরের দিকে চলিয়া গেল। হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ চৈতন্য পাইয়া আপন শিবিরে গেলেন। মহারাজ সূর্যকুমারকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া স্বয়ং অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া চন্দ্রাতপের ভিতর লইয়া গেলেন। জয়ঢক্কা বাজিল। নহোবত বাজিল। তূরী বাজিল ভেরী বাজিল।

সরমার আর আমোদের সীমা নাই। সরমা প্রেমে দ্রবীভূত। সুখ উথলিল। মালতীর কণ্ঠধারণ করিলেন। আহা প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হইল বটে, কিন্তু তাহে উভয়েরই সুখ উপজিল। মালতী বুঝিল। সরমা পাইল। মালতীরও মন মজিল। আধ-মুদ্রিত নেত্রদলের লোম সরমার কোমল কপোলে মিলিল। সরমার উচ্ছ্বাসিত মনের উল্লাসিতোর্মি

তুঙ্গস্তন-দ্বয়ের আস্ফালন মালতীর সমতুঙ্গস্তন-যুগলে লাগিয়া দ্বিগুণ বলে প্রতিঘাত হইতে লাগিল। কি পবিত্র প্রেম! কি সাদর প্রার্থনীয় সুখ!

পরে মহারাজ আপন চৌকিতে সূর্যকুমারকে বসাইয়া আপনি এক রাজপুরুষ আনিত অশ্ব লইয়া তাহাকে দিলেন ও উত্তম উষ্ণীব, উত্তম বর্ম ও উত্তম অস্ত্র সকল তাহাকে দিয়া পুরস্কার করিলেন। দর্শকেরা স্ব স্ব স্থানাভিমুখে চলিয়া গেল। মহারাজ, সূর্যকুমার, গঞ্জালিশ ও অন্যান্য রাজ-পুরুষেরা দলবদ্ধ হইয়া রাজবাটির দিকে চলিল। পথে গঞ্জা-লিশ সূর্যকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল। "সূর্যকুমার! দিল্লীশ্বরের সহিত মহারাজের কি প্রকার প্রণয়?।" মহারাজ বলিলেন। "সূর্যকুমার! গঞ্জালিশ তোমাকে কি বলিতেছে?।"

গঞ্জালিশ বলিল। "মহারাজ পুর্বে শুনিয়াছিলাম যে পঞ্জা, অভয়, নহোবত প্রভৃতি কতিপয় রণ-সরঞ্জাম কেবল দিল্লীশ্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন অন্য কেহই ব্যবহার করিতে পারে না। আপনার সৈন্য মধ্যে সেই সকলের ব্যবহার দেখিয়া সূর্যকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম যে আপনি কি দিল্লীশ্বরের অনুমতি লইয়াছেন?।"

মহারাজা সাহঙ্কারে বলিলেন। "কি! দিল্লীশ্বরের অনু-মতি! কেন অভয়, নহোবত অন্যে ব্যবহার না করিবে?। বাদসাহের নিবারণের কি ক্ষমতা আছে। তাঁহার অনুমতিতে ব্যবহার করা অপেক্ষা না করা ভাল।"

এইরূপ কথোপকথনে সকলে রাজপুর প্রবেশ করিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

"লঙ্কান্তরেহর্কশ্চ জলেষু পদ্মম।"

রণাভিনয়ের পর মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন ঘরে আসিয়াই বিজয়কৃষ্ণকে ডাকিলেন। বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত হইলে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কৃষ্ণনাথ সেনাপতির কুশল বল। সূর্যকুমারের সহিত রণে তাহার কোন সাংঘাতিক চোট লাগে নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজের পুণ্যপ্রতাপে কৃষ্ণনাথ সুস্থ শরীরে আছেন। আপনার সাক্ষাতে আসিতেছিলেন। কিন্তু পথ হইতে ফিরিয়া গেলেন। বলিলেন, 'আমি আর এ মুখ কি করিয়া মহারাজকে দেখাইব। যুদ্ধে কেন আমার মৃত্যু হইল না। আমার কোন অঙ্গেই চোট লাগে নাই, অথচ আমি পরাজিত হইলাম।' যাহা হউক সূর্যকুমার দিল্লী হইতে ভাল যুদ্ধ কৌশল শিখিয়াছে। মহারাজ! কৃষ্ণনাথ নিতান্ত বিমর্ষ হইয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ এখনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে বলে, 'যুদ্ধে জয় পরাজয় অবশ্যই আছে। আমাদিগের ক্ষোভাপেক্ষা সন্তুষ্ট হওয়া কর্তব্য। আমাদিগের মহারাজের প্রিয় পাত্র এমত যোদ্ধা হইয়াছে যে আমাদিগের ছয় জনকে একাই পরাস্ত করিল।'"

মহারাজ বলিলেন। "সূর্যকুমার তাহার পিতার ন্যায় বীর হইল। বিজয়কৃষ্ণ এক্ষণে তাহাকে বশীভূত রাখিতে

পারিলেই আমরা অক্লেশে মানসিংহকে তাড়াইয়া দিব। কেমন তোমার লোক বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “না আজও আসে নাই। অদ্য বর্দ্ধমান হইতে কতকগুলি ব্যবসাই আসিয়াছে, তাহাদের মুখে যা শুনিলাম, তাহা বড় সুখদ সমাচার নহে।”

রাজা বলিলেন। “তাহারা কোন গ্রামে বাস করে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “এক জন বসন্তরায়ের এলাকায় থাকে, বাকি কেহ বর্দ্ধমানাধিপের প্রজা, কেহবা বালেশ্বরের বাসীন্দা। আর দুই জন যশোরের লোক ও ছয় জন ঢাকার।”

রাজা বলিলেন। “যশোরের লোক দুটি কে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “রামপ্রসাদ বাবুর লোক। ইহারা সর্বদাই বর্দ্ধমানে যাতায়াত করে।”

রাজা বলিলেন। “তাহারা কি সমাচার দিল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তাহারা বলিল, দিল্লী হইতে ফৌজ আসিয়া বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়াছে। দিল্লীতে এক্ষণে জাহাঙ্গীর বাদসাহ হইয়াছেন। কুলিখাঁ নবাব বর্দ্ধমানাধিপের নিকট দিল্লীর লস্করকে রসত দিতে পত্র দিয়াছেন। লস্কর অতি অল্প দিন তথায় অবস্থান করিয়া হয় পূর্বরাজ্যে নয় তো উড়িষ্যায় যাইবে।”

রাজা বলিলেন। “তবে অদ্য বর্দ্ধমান রাজের নিকট যাইব। সেখানে অবশ্য সকল সমাচার পাইব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “দেখিবেন কোন মতে আপনার মনের কথা যেন বর্দ্ধমানরাজ না বুঝিতে পারেন। তাহার মত জয়কেতে লোককে এক্ষণে আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

রাজা বলিলেন। "তোমার সন্দেহের কি কিছু কারণ আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সাবধানের মার নাই। আর আপনার মন্ত্রণা সকলকে প্রকাশ করা উচিত নয়।"

রাজা বলিলেন। "সে চিন্তা করিও না, আমি কিছু বালক নহি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "যক্ষরাজ ভ্রাতা অনুপরাম কি সত্য লস্করপুরে আছেন?"

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানাধিপতো আমায় এমত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পত্রের মর্ম্ম সব আমি বুঝিলাম না। তিনি আমার পত্রের উত্তর দেন নাই, কেবল অন্য কথা লিখিয়া শেষে আমার সহিত সাক্ষাত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন যে অনুপরামও তথায় আছেন; কিন্তু অনুপরামের আগমনের কারণ কি ও আমারই বা সঙ্গে তাঁহার কি প্রয়োজন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি বোধ করি অনুপরামও আপনাদিগের পক্ষ। স্মরণ হয় না, পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন যে অনুপরামের ভ্রাতা রাজ্যাভিষিক্ত হওয়াতে অনুপরাম রাজসভা ত্যাগ করিয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "আমরা যদ্যপি গঙ্গালিশকে আমাদিগের দলভুক্ত করিতে পারি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনার এ সময় রায়গড়ের বিষয়ে হাত দেওয়া ভাল হয় নাই।"

রাজা বলিলেন। "কেন রায়গড়ে আমার অন্য মন্ত্রণার কি ক্ষতি হইতে পারে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "স্পষ্ট ক্ষতি এখন কিছু দেখা যাই-তেছে না, কিন্তু যখন একটা হাঙ্গাম উপস্থিত, তখন অন্যান্য বাজে কাযে ব্যস্ত থাকিয়া সময় নষ্ট করা কি বিধেয়।"

রাজা বলিলেন। "অতুরে কি বিধি আছে। আমিও সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়াছি। কমলা কোন মতেই রাজি হন না। সহজে কর্ম সিদ্ধ হইল না বলে, কি নৈরাশ হয়ে ত্যাগ করবো। নৈরাশ ত কতবার হয়েছি। তোমার কথা শুনে কতবার প্রতিজ্ঞা করেছি যে আর ভাবিব না। কিন্তু ভাবনা যেন কোথা থেকে এসে। সে, যে, মুখ তা কি কখন ভুলতে পারি। তাতে আবার যখন জানি যে সেটি আমার জন্যই যত্ন করে প্রতিপালিত হয়েছে। আমি বরাবর মনে কর্তাম যে সে আমারি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ কেন ইন্দুমতিকে বলে পাঠান না, তাতে দেখুন না তাঁর কি মত। আর তাঁর অমতে-রই বা কারণ কি। আপনি রাজপুত্র, যোগ্য পাত্র, বলবান রূপবান্ তাতে আবার এক্ষণে স্বয়ং রাজা। তিনি রায়গড়ের চেয়ে অবশ্যই সুখে থাকবেন।"

রাজা বলিলেন। "আমি কি বলতে বাকি রেখেছি? প্রথমবার বসন্তরায় বর্দ্ধমানে যখন রায়গড়ে যাই, কেন তুমিও জান, আমার সে বার রায়গড় যাইবার উদ্দেশ্যই তাই ছিল। নতুবা খুড়া বসন্তরায়ের সঙ্গে দেখা করা আমার তত প্রয়ো-জন ছিল না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "হাঁ, তাহে ইন্দুমতীও কিছু স্পষ্ট বলেন নাই।"

রাজা বলিলেন। "স্পষ্ট বলিবেন না কেন। স্পষ্টই বলেছেন। তিনি বলিলেন 'মহারাজ আপনি রাজবংশী, রাজা, তাহে আবার রূপযৌবন সম্পন্ন। আপনার মত স্বামী পাওয়া আমার পক্ষে মান্যকর বটে, কিন্তু ইহা কোন ক্রমে সুখকর হইবে না। আপনি ক্ষান্ত হউন। আমার অপেক্ষা রূপসী কত শত দাসী আপনার আছে ও মনে করিলেই পাইতেও পারেন। আমার আপনার সহিত কখনই মিলন হইবে না; আমি এক প্রকার বিবাহিত বলিলেই হয়।' তাহাতে আমি বলিলাম যদি বিবাহিত জ্ঞান কর, তবে আমার বোধ হয় তুমি বিধবা। সাহঙ্কারী কচুরায়ের আর সমাচার পাওয়া যায় না। আমার বোধ হয় সে আকবর সম্রাটের কোন যুদ্ধে দেহত্যাগ করিয়াছে। বিজয়কৃষ্ণ! ইন্দুমতী আমার কথাটি শুনে অমনি মাতা নোয়াইলেন, আর তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল। তাঁহার মুখ দেখিয়া আমি আপনাকে ধিক্কার দিলাম ও সে স্থান ত্যাগ করিলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ তবে আবার এত অধৈর্য হন কেন। তাহার চিন্তা মন হইতে দূর করুন। আপনার মত বীর পুরুষ কি অতি সামান্যা স্ত্রীর নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে?"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ ইন্দুমতীর চিন্তা দূর করিতে বলা অতি সহজ বটে, কিন্তু সে মুখশ্রী কি আমি কখন ভুলিব। সে শ্রী আমার অস্থিতে চিহ্নিত হয়েছে। আমি অবশ্যই

তাহাকে আমার অধীন করিব। প্রেমে জয় করিতে পারি নাই, এবার বল ও কৌশলে অবশ্যই কৃতকার্য হইব। তুমি পুনঃ পুনঃ আর আমাকে বিরত হইতে কহিও না। আমার তোমার কথা শুনিলে রাগ জন্মে। আমার আর বিরত হইবার সময় নাই।”

বিজয়কৃষ্ণ অতি চতুর রাজমন্ত্রী। মহারাজকে যতবার সময়ে সময়ে এইরূপ নিবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিয়াছে, ততবারই মহারাজের বিরক্তি দেখিয়াছে। ভূয়োভূয়ঃ প্রতাপাদিত্যের মত স্বার্থপর ও সাহঙ্কার রাজার বিপরীতাচরণে আপনার অমঙ্গল জ্ঞানে ক্ষান্ত হইল। মনে মনে প্রতাপাদিত্যকে নিন্দা করিয়া এককালে মত বদলাইয়া কহিল “মহারাজ আমি কেবল আপনার প্রেমের বল পরিমাণ করিতেছিলাম। এক্ষণে বুঝিলাম, আপনি নিতান্ত অনিবার্য। অতএব মহারাজ যে পরামর্শ করিয়াছেন, তাহাতেই আমার মত। কিন্তু আপনি যে বর্দ্ধমানাধিপের নিকট যাইবেন, আপনার সঙ্গে কি লস্কর যাইবে?”

রাজা কহিলেন। “না, কেবল আমি, গঞ্জালিস ও কৃষ্ণনাথ তিন জনে অশ্বে যাইব। আমাদিগের সঙ্গে আর কাহাকেও যাইতে হইবে না। কৈ এখন গঞ্জালিস আইল না কেন? দেখ কাহাকে বল, গঞ্জালিসকে ডাকিয়া দেয়।”

বিজয়কৃষ্ণ রাজার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল। মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন সরমা ও মহারাণী বসিয়া আছেন। রাজমহিলাগণ আহারের উদ্যোগ করিতেছে। রাজাকে দেখিয়া রাণী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইলেন। বলিলেন, “আপনি কি এক্ষণে আহার করিবেন।”

মহারাজ বলিলেন। "না আমি অদ্য সায়ংকালের পর আহার করিব। কৈ সূর্যকুমার এখানে আসে নাই। তাহাকে অদ্য যত্ন করিয়া খাওয়াইও।" রাজা বাহিরে চলিয়া গেলেন। পথে সূর্যকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে বলিলেন। "সূর্যকুমার এক্ষণে আমার অবকাশ নাই. আমি বর্দ্ধমানাধিপের নিকট চলিলাম। যাও তুমি একাকী খাও। সায়ংকালে একত্রে খাইব। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। তোমার কর্মোপযোগী পুরস্কার হয় নাই। তুমি প্রকৃত বীরের কায করিয়াছ। আমি তোমার নিকট বাধ্য আছি। তুমি অতি শীঘ্র কিরীটি হইবে।"

সূর্যকুমার মস্তক নত করিয়া নমস্কার করিল; অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বলিল। "মালতী কোথায়, কৈ যমুনাকে ডাক, আমার হার ও মাল্য চাই। রাণীকে গিয়া বল। সরমা কোথায়?" মালতী দূর হইতে উত্তর করিল "মহাশয় আপনি ঐ পূর্বদিকের দালানে যান সকলকেই পাইবেন। আমি যাই-তেছি। আমাকে পুরস্কার দিতে হইবে।" সূর্যকুমারের শব্দ পাইয়া সরমা হাসিয়া আপন ঘরে গেলেন। সূর্যকুমার রাণীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাণী বলিলেন, "সূর্যকুমার এত বিলম্ব কেন? আমরা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম" সূর্যকুমার রাণীকে প্রণাম করিয়া বলিল, "কৈ সরমা কোথায়।"

রাণী বলিলেন। "এই তোমার শব্দ পাইয়া উঠিয়া গেছেন। আমি ডাকিতেছি।" সরমাকে আহ্বান করিলেন।

সরমা বলিলেন। "মা আমি এখন যাইতে পারিব না, একটা কার্যে ব্যস্ত আছি।"

রাণী বলিলেন।"সূর্যকুমার আহারের কিছু বিলম্ব আছে, তুমি দেখ, সরমা কি কর্মে ব্যস্ত যে, উঠিয়া আসিতে পারেন না।" সূর্যকুমার গমনোন্মুখ হইয়া বলিল, "আমার কি পুরস্কার ও মান্য করিবেন, স্থির করিয়াছেন।"

রাণী বলিলেন। "আমি তোমাকে কি দিতে বাকি রাখিয়াছি, তুমি বল দেখি, কি দিলে তোমার ভাল হয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "আপনার ভাল হার টি কি যথেষ্ট হইল ?।"

রাণী বলিলেন। "আমার কণ্ঠের হারটিই দিব" সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল " আমি সেটি কণ্ঠেই রাখিব।"

সূর্যকুমার সরমার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখেন, সরমা এক খাটের উপর বসিয়া একটি কাগজে চিত্র আঁকিতেছেন। সূর্যকুমারকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কাগজটি আপন বাক্সের ভিতর রাখিলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "সরমা কি কর্মে ব্যস্ত!।"

সরমা বলিলেন। "তুমি আবার এখানে কেন এলে? আমি কিছু ব্যস্ত আছি, একবার এখান থেকে যাও।" সূর্যকুমার হাসিয়া বলিল "না কথায় যাইব না, আমাকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দাও। নতুবা এই আমি বসিলাম।" সরমা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বস, আমার তাতে বিশেষ ক্ষতি নাই।"

সূর্যকুমার বলিল। "ঠিক আমাকে কি পুরস্কার দিবে দাও।"

সরমা বলিলেন। "মা তোমাকে কি দিলেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "তিনি আমাকে তাঁহার কণ্ঠের হার দিবেন বলিয়াছেন। এক্ষণে তুমি কি দিবে তা বল।"

সরমা বলিলেন। "আমি তোমাকে কি দিব, তা এখনও স্থির করিতে পারি নাই। তুমি বল দেখি আমি কি দিব?"

সূর্যকুমার মৃদু মন্দে হাসিল ও সরমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, সরমা একবার চক্ষু দিয়া সূর্যকুমারের প্রতি দেখিলেন। চারি চক্ষে মিলিল। আহা! উভয়ের কি দিব্য আনন্দ জন্মিল। উভয়েই পরস্পরের মুখ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাইল না। আর কোন চিন্তাই মনে নাই, মনে আর কোন ভাবই নাই। কোন শব্দই আর কর্ণে যায় না! সরমা কিছুক্ষণ সূর্যকুমারের চক্ষের দিকে দেখিয়া অমনি নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কিছুই দেখিতে পান নাই। স্পন্দরহিত হইয়া উভয়ে রহিলেন. কিছুক্ষণ থাকিয়া সূর্য-কুমার যেন চমকিয়া উঠিয়া বলিল। "সরমা কি দিবে তা বলিলে না।"

সরমা বলিলেন। "আমি তোমাকে যা দিব তা তুমি কাল জানিতে পারিবে, দেখ না রাজাই বা কি পুরস্কার করেন।"

মালতী ঘরে আসিয়া বলিল। "সূর্যকুমার! আহার প্রস্তুত হইয়াছে, এস রাণী ডাকিতেছেন।" সূর্যকুমার আর একবার সরমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। সরমা তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইলেন।

প্রতাপাদিত্য যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন দুই বৎসরের বালক সূর্যকুমারকে আপন গৃহে আনেন ও আপনার স্ত্রী এক্ষণকার রাণীর নিকট পালন করিতে দেন। রাণীর সন্তান না থাকাতে রাণী পুত্রবাৎসল্যে তাহাকে প্রতিপালন করেন। পরে সরমা জন্মিলেও সূর্যকুমার যেন জ্যেষ্ঠ সন্তানস্নেহে

পালিত হন। সূর্য্যকুমারের বয়ক্রম এখন প্রায় বাইশ বৎসর, তিনি সরমা অপেক্ষা প্রায় পাঁচ বৎসরের বড়। কিন্তু চির-কাল সরমার সহিত একত্রে খেলা করিয়াছে ও সরমাকে যেন আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত দেখিত। অদ্য মহারাজের দুই তিন বার কথাপ্রণালী শুনিয়া ও রাণীরও ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহার মনে কেমন নুতন ভাব জন্মিয়াছিল। আবার এক্ষণে সরমার প্রতি দৃষ্টি হওয়ায় কেমন হৃৎকম্প হইতে লাগিল। সরমা যদিচ বালিকা, কিন্তু প্রায় এক বৎসরের অধিক হইল সূর্য্যকুমারকে দেখিলেই কিছু লজ্জিতা হইতেন ও কখন কখন তাহার কোমল গণ্ডদেশ আরক্ত হইত। অদ্যকার চক্ষুমিলনে তাহার সেই ভাব আরও বাড়িল ও পূর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যকুমারের আহারের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিলেন। যদিচ তিনি স্বয়ং কিছু বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু ধূর্ত্তা মালতী সেটি লক্ষ্য করিয়াছিল।

সূর্য্যকুমার আহারান্তে সরমার ঘরে পান খাইয়া কিছুক্ষণ অবস্থান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইল। দেখে রাজা নাই। তিনি বর্দ্ধমানাধিপের নিকট গিয়াছেন। সভায় বিজয়কৃষ্ণ বসিয়া আছেন। বিজয়কৃষ্ণ সূর্য্যকুমারকে দেখিয়া বলিল। "সূর্য্যকুমার! যুদ্ধের পর তোমার সহিত কৃষ্ণনাথের সাক্ষাৎ হইয়াছিল?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "না কৃষ্ণনাথ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই আমার নিকট তাহার অশ্ব ও বর্ম ও অস্ত্রাদি-সকল পাঠাইয়াছিল, কিন্তু আমি সে সকল ফিরাইয়া দিয়াছি, তাহাতে তাহার লোক আমাকে তদ্‌পরিবর্ত্তে পণ ধার্য্য করিতে কহে।

আমি দুঃখিত হইয়া তাহার শিবিরে যাই, কিন্তু শুনিলাম, সে শিবিরে নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমার পুত্র তাহার অস্ত্রাদি পাঠান নাই?।"

সূর্যকুমার বলিল। "পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তদ্‌পরিবর্তে আমি একটি থান মোহর মাত্র লইলাম। সেই রূপেই অন্য কএক জনার সঙ্গে হিসাব চুকিল। কৃষ্ণনাথ আমার বোধ হয় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। মৎকর্তৃক পরাজিত হওয়ায় তাঁহার দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। জয় পরাজয় কাহারও হাত নহে, দৈবের কর্ম। ঐ দেখ মালিকরাজ আসিতেছেন।"

মালিকরাজ যুদ্ধের পর রাজার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই বলিয়া রাজসভায় আইলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "এস ভাই কোলাকোলি করি।"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের সমবয়স্ক ও বাল্যাবধি বরাবর সূর্যকুমারের সঙ্গে একত্রে পাঠ ও দিল্লীতে অস্ত্রশিক্ষা বশত দিবা রাত্রি একত্রে বাস করেন। ফলে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ এক শিবিরেই থাকিতেন, কেবল আহারের সময় রাণীর অনুরোধ বশত রাজবাটীতে যাইতেন, কিন্তু মাসের মধ্যে প্রায় বিশ দিন মালিকরাজকে সঙ্গে লইয়া রাজবাটীতে আহারার্থ আসিতেন।

মালিকরাজ বাহু প্রসারিয়া সূর্যকুমারকে আলিঙ্গন করিল ও উভয়েই হাত ধরাধরি করিয়া একত্রে সে গৃহ হইতে বাহিরে গেল।

মালিকরাজ স্বভাবতঃ উদার। সূর্যকুমারের সহিত তাহার

যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। এমন কি, সূর্যকুমারকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না। সূর্যকুমারও মালিকরাজকে সমুচিত স্নেহ করিত, পরস্পরের প্রেম দেখিয়া অন্যে জ্ঞান করিত, ইহারা দুই ভ্রাতা।

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার আমি তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, শুনিলাম, তুমি রাজবাটীতে আসিয়াছ। কৃষ্ণনাথের সহিত তোমার দেখা হইয়াছে?"

সূর্যকুমার বলিল। "না তুমি তাহাকে দেখিয়াছ?।"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ। কৃষ্ণনাথ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিয়াছে। চল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিগে।" ইহা বলিয়া উভয়ে পরস্পরের স্কন্ধ দেশে হস্ত রাখিয়া রাজবাটীর বাহিরে আসিল; দেখে দূর হইতে তিনজন অশ্বারোহী সেই দিকে আসিতেছে।

সূর্যকুমার বলিল। "ঐ দেখ মহারাজ আসিতেছেন। সঙ্গে গঞ্জালিস। আর ওটি কে?।"

মালিকরাজ বলিল। "কৃষ্ণনাথ না? যেন তাহারই মত বোধ হইতেছে।" ক্রমে তাহারা নিকটস্থ হইলে সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ কৃষ্ণনাথই তো বটে।"

ক্রমে অল্পক্ষণেই তিন জন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অশ্বগুলি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়াছে। মুখ ফেনে পূর্ণ। শরীর ঘর্মাক্ত। মহারাজ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন। "সূর্য-কুমার! তোমার সহিত কোন প্রয়োজন আছে, আইস।" সূর্যকুমার মালিকরাজকে অপেক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়া রাজাকে অনুসরণ করিল। কৃষ্ণনাথ ও গঞ্জালিস রাজার

পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। পথে সূর্য্যকুমার কৃষ্ণনাথকে কহিল, "আমি মহাশয়ের শিবিরে যাইতেছিলাম" কৃষ্ণনাথ সূর্য্যকুমারকে কোন উত্তর না দিয়া রাজার সঙ্গে চলিয়া গেলেন। সূর্য্যকুমার মনে করিল, কৃষ্ণনাথ শুনিতে পান নাই।

তখনকার যুদ্ধাভিনয়ের প্রথাই এই ছিল। যোদ্ধারা যুদ্ধান্তে যেন সহোদরের মত ব্যবহার করিতেন। পরাজিতের লেশমাত্রও মনে থাকিত না যে, তিনি পরাজিত হইয়াছেন। অন্য সময়ে যেমত ভদ্রের সহিত ভদ্রের আচরণ করিতে হয়, সেই মতই হইত। কেবল যখন রণক্ষেত্রে মিলিত হইতেন তখনই যাঁহার যত বীর্য্য, তাহা বিপক্ষকে শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিতেন না। এইরূপ উদার স্বভাব কেবল হিন্দুদিগের মধ্যেই ছিল। রণ-ক্ষেত্র অতীত হইলে বিপক্ষদলের সেনারা ও সেনাপতিরা একত্রে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করিত। কেহ কদাচ বিশ্বাস-ঘাতক হইত না। এক্ষণে হিন্দুরাজ্য শিথিল হওয়াতে ও মুসলমানদিগের দৌরাত্ম্যে প্রায় এক প্রকার সে প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল; কেবল রণাভিনয়ে তাহার ছায়াস্বরূপ দেখা যাইত।

পরে সূর্য্যকুমার রাজসভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ সূর্য্যকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন। "সূর্য্যকুমার গঞ্জালিস তোমার রণ-প্রণালী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমিও যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়াছি, তুমি আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছ, বর্দ্ধমানাধিপ গঞ্জালিসের নিকট তোমার বীর্য্য শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন ও বলিলেন আমি সূর্য্যকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিব। পরশ্ব দিবস বোধ হয় তিনি আমার নিকট আসিবেন,

তোমার যশঃজ্যোতি এ অঞ্চলকে ব্যাপিয়াছে। কৃষ্ণনাথ কিছু অপমানিত বোধ করিয়াছে। তুমি তাহার সহিত আলাপ কর।” সূর্যকুমার, মহারাজের কথা সাঙ্গ না হইতেই কৃষ্ণ-নাথের সম্মুখীন হইয়া বলিল। “মহাশয়! আমি আপ-নার শিবিরে গিয়াছিলাম, দেখা পাই নাই, আবার যাইতে ছিলাম।”

কৃষ্ণনাথ “আমি শিবিরে ছিলাম না” বলিয়া অতি কষ্টে আপনার মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন। “আমিও তোমার যুদ্ধকৌশল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।”

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার! তোমার অদ্যকার তেজ দেখিয়া সকলেই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। গঞ্জালিসের সহিত তোমার বিশেষ আলাপ নাই।” গঞ্জালিস সসম্ভ্রমে অগ্রসর হইয়া আপন দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া দিয়া কহিল “মহা-শয়ের সহিত আমার পরিচয় হওয়াতে অদ্য আমি আপ্যা-য়িত হইলাম।”

সূর্যকুমার কহিল। “উভয়তই। মহাশয়কে সন্তুষ্ট করি-য়াছি জ্ঞানে আমার যৎপরোনাস্তি সুখ বোধ হইল। মহাশয় বীর, আপনাদিগের মনোনীত হইতে পারিলেই আমি আত্মাকে সার্থক জ্ঞান করি।”

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার তোমার সহিত আমার কিছু প্রয়োজন আছে।” সূর্যকুমার অমনি মহারাজের পার্শ্বে দাঁড়াইল। মহারাজ তাহার হস্ত ধরিয়া গৃহান্তরে গেলেন। গৃহে যাইয়া এক চৌকিতে বসিলেন ও অপর চৌকির উপর সূর্যকুমারকে বসিতে অনুমতি দিলেন। সূর্যকুমার বসিলে

রাজা আপনার মনের কথা কি প্রকারে আরম্ভ করেন ইহা চিন্তা করিতে কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন। সূর্যকুমারও এক দৃষ্টে ভূমি দেখিতে লাগিল। রাজা "সূর্যকুমার!" বলিয়া কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হইয়া রহিলেন। ভাবিয়া কিছুমাত্র স্থির করিতে পারিলেন না, যে কি বলিয়া আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। "সূর্যকুমার আমি তোমাকে পুত্র বাৎসল্যে বালক কাল অবধি পালন করিয়াছি; কখন তোমাকে অসন্তুষ্ট হইবার অনুমাত্রও কারণ দিই নাই। তোমার মঙ্গল প্রার্থনা দিবারাত্র করি। ঈশ্বর করুন তুমি অতি শীঘ্র কিরীটী হও।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আমি সতত আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করি, যথাসাধ্য আপনার আজ্ঞাও প্রতিপালন করি, আমি কিছু কৃতঘ্ন নহি।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! আমি তোমাকে আমার মনের ভাব বলিতে সাহস করিতেছি না।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! আজ্ঞা করুন, সাধ্যমত হয় ও ধর্মবিরুদ্ধ না হয় ত এ দীন শরীর ধারণ করিতে আপনার কর্ম অসিদ্ধ থাকিবে না।"

রাজা বলিলেন। "আমি তোমার গুণে বাধ্য হইয়াছি ও দেখিতেছি যে, তুমি স্বরাজ্য শাসনে দক্ষ; অতএব তোমাকে তোমার রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে বাসনা করি, কি বল।" সূর্যকুমার এককালে যেন মহারত্ন পাইল, অমনি অষ্ঠীবতে ভর দিয়া সযত্নে মহারাজের পাদদ্বয় হস্তে ধরিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় দিয়া সুখবারি পড়িতে লাগিল। গদ গদ বচনে বলিল, "মহারাজ! আপনার মতই কর্ম হইয়াছে। আমার

স্বপ্নেও ছিল না যে, এ হতভাগ্য আবার আপন রাজত্বে পুনরভিষিক্ত হইবে। আমার আশার অধিক দান করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “সূর্য্যকুমার! তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র, তোমার হস্তে তোমার রাজত্ব সুখে থাকিবে। প্রজারা ধনী হইবে ও ব্যবসায় বৃদ্ধি পাইবে। আমি এ মনন আজ প্রায় ৩।৪ বৎসর করিয়াছি; কিন্তু সময় পাই নাই বলিয়া তোমাকে অবগত করাই নাই। এক্ষণে তোমার পুরস্কারের কাল আসিয়াছে, কি পুরস্কার দিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। মনে করিলাম, তোমার রাজ্য তোমাকে দিয়া তোমাকে ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে সন্তুষ্ট করিব। দৈবে উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছি, সে সুযোগ ত্যাগ করিব না। তুমি রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অবশ্যই সুখে প্রজা পালন করিবে। তোমার রাজত্ব দিল্লীশ্বরের অধীন নহে; তুমি মনে করিলেই চিরকাল স্বাধীন থাকিতে পারিবে অতএব তোমার পার্শ্বস্থ অন্যান্য রাজার সহিত তোমার আত্মীয়তা রাখা বিধেয়।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমারও কোন রাজার সঙ্গে কিছুই বিবাদের কারণ নাই; কিন্তু আপনার সৎপরামর্শের জন্য বাধিত আছি। আমার জন্মেও কখন ইহা পরিশোধ করিতে পারিব না।”

রাজা বলিলেন। “সূর্য্যকুমার! আমার বহুকাল অবধি একটি মনের আশা আছে। বোধ করি এত কাল পরে তোমার দ্বারাই আমি সুখী হইব।”

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আজ্ঞা করুন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! প্রেম কি বস্তু তা জান? তুমি কি কখন কাহাকে ভাল বাসিয়াছ? ভাল বাসিয়া থাকত জানিতে পারিবে। তবেই তুমি আমার কষ্টের পরিমাণ পাইবে। সে যে কিরূপ কষ্ট ও সে কষ্টের কি খরতর দর্শন, তাহা ভুক্ত-ব্যক্তিই জানে। তুমি বালক, তোমার এখনও মনে সে ভাব উঠে নাই!" (সূর্যকুমার রাজার কথায় কিছু আশ্চর্য হইল। বুঝিতে পারিল না যে কি উদ্দেশে এ কথার প্রস্তাব হইতেছে। মনে ক্রমে সরমার কথা উঠিল। ভাবিল, বুঝি মহারাজ সূর্যকুমারকে অরসিক জ্ঞান করেন। আবার মনে করিল, বুঝি মহারাজ সরমার প্রতি স্নেহের পরিমাণ বুঝিতেছেন। আবার ভাবিল, বুঝি মহারাজ কোন অপ্রিয় বলিবেন। বুঝি সূর্যকুমারের সুখনাশক কথা। ভয় পাইল। বুঝিল না কি জন্য ভয়। ক্রমে রাজার কথার ভঙ্গীতে সূর্যকুমারের মনে নূতন ভাবের উদয় হইল। সরমার প্রেম উদয় হইল। সূর্যকুমার কিছু লজ্জিত হইল। মহারাজের বাক্য স্রোত বহিতেছিল; তাহার প্রতি ঊর্মিতে সূর্যকুমার একবার উত্তোলিত একবার পাতিত হইতে লাগিল। আহা নবীন প্রবৃত্তি কি কষ্টই সহ্য করিল। কখন মনে এরূপ চিন্তা উপস্থিত হয় নাই। অন্য মন কেমন উদাস হইল। বুঝিতে পারিল না, মন উচ্চাটিত হইল. কি কারণ উচ্চাটিত হয়। কিসেই বা উপশম হয়, তাহা জানে না। নূতন তপস্বী যোগের নিয়ম জ্ঞাত নহে। নিতান্ত ব্যবচ্ছিন্ন হইল।) "তোমার আর দুই চারি বৎসর মধ্যে সেইরূপ কষ্ট জন্মিবে।"

(সূর্যকুমার মনে ভাবিল "জন্মিবে কেন ? জন্মিয়াছে। মহারাজ অবগত নহেন যে, পবিত্র প্রেম কত শীঘ্র এত নবীন আশ্রয়ে বদ্ধমুল হয়। আর কি বলেই বা বুদ্ধিকে পায়।") "তখন তুমি আমার এখনকার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে। আমি নিতান্ত নির্বোধ নহি।" (সূর্যকুমার ভাবিল, "হাঁ ইনি কোন প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়াছেন।") "আমি বিষয় কর্মও ত্যাগ করি নাই, দিবা রাত্রি কিছু সেই চিন্তায় নিমগ্ন নহি।" (সূর্য-কুমার ভাবিল, "ইহাঁর প্রেম তত বদ্ধমুল নহে। বুঝি প্রেম পবিত্র না হইবে, নতুবা কেন দিবানিশি উদিত থাকে না।") "তথাচ আমার প্রতি কর্মে, প্রতি পদে যেন সেই ভাবই উদয় হইতেছে। যেন আমার মন সে উদ্দেশেই সকল কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সূর্যকুমার তুমি বালক, তোমাকে বলিতে আমার লজ্জা হইতেছে। লজ্জাই বা কি ? যখন আমার প্রাণ সংশয়, তখন রোগের শান্তি যাহাতে হয়, তাহা করা কর্তব্য। অন্যায়ই বা কি, আমাদিগের পূর্ব পুরুষেরা বল পূর্বক কন্যা গ্রহণ করিয়া বিবাহ করা মান্যকর বলিয়া গিয়াছেন। ভীষ্ম এত বড় যোদ্ধা ও ধর্মশীল, ভ্রাতার নিমিত্ত অম্বালিকাকে বল পূর্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। কায়স্থের অস্ত্রচালনই ব্যবসা। অসি আমাদিগের জীবনোপায় ও উপার্জনের যন্ত্র।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! একালেত প্রায় স্বয়ম্বর ও বলপূর্বক স্ত্রী গ্রহণ দেখা যায় না। তবে আপনার জন্য যদ্যপি আমার প্রাণ পর্যন্ত দিতে হয়, তাতে আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজ! আজ্ঞা করুন, কোন্ রাজার কন্যাকে আপনার জন্য আনিতে হইবে, আমি তাহার নিকট যাই ও আপনার

মত প্রকাশ করিলে যদ্যপি তাহাতে সম্মত না হয়, তবে তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার কন্যাকে অদ্যই আনিয়া দিব।”

রাজা সূর্যকুমারের স্বভাব ভাল জানিতেন বলিয়া সূর্য-কুমারের এরূপ প্রতিজ্ঞা শুনিয়াও সন্তুষ্ট হইলেন না। মনে জানিতেন যে, যখন সূর্যকুমার তাঁহার মনের কথা শুনিবে, তখনই সে বক্র হইবে, কিছুতেই তাহাকে ফিরাইতে পারি-বেন না। অদ্যই তাঁহার সূর্যকুমারের সহায়তা আবশ্যক। বিশেষত গঞ্জালিস সূর্যকুমারকে সঙ্গে লইতে একান্ত মত প্রকাশ করিয়াছে। তাহাকে কোথায় যাইতে হইবে ও কোন্ রাজ-কন্যাকে অপহরণ করিতে হইবে, তাহা না ভাঙ্গিয়া বলিলে সূর্যকুমারের প্রকৃত সাহায্য পাইবেন না। বলিলেন “সূর্যকু-মার! তোমার এরূপ উদার চরিত্রে আমি অত্যন্ত সুখী হই-লাম। এ কন্যাটি ফলে রাজকন্যা নহে। এটি এক রাজার পালিত। ইহার পিতা মাতা কেহই নাই। রাজ সংসারে বাল্যকালাবধি প্রতিপালিত। ফলে বলিতে কি আমার খুড়া মহারাজ বসন্তরায় ইহাকে কোন বন হইতে কুড়াইয়া পাই-য়াছেন। জনশ্রুতি, এটি কোন রাজকন্যা। রায়গড়ে এক্ষণে বাস করিতেছে।”

সূর্যকুমার বলিল। “কি ইন্দুমতী মহারাজের প্রেমাস্পদ?”

রাজা বলিলেন। “হাঁ সেই কোমল মাধুরীই।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! ইহা কোন বিচিত্র কথা। আমি অদ্যই রায়গড়ে যাইব ও আপনার খুড়ীদ্বয় কমলা ও বিমলাকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিব। তাঁহারা কোন

ক্রমেই অমত হইবেন না। আপনি বিনা যুদ্ধে আপনার হৃদয়েপ্সিত ইন্দুমতীকে পাইবেন।”

রাজা বলিলেন “সূর্যকুমার! তুমি বালক, স্বভাবত সরল। সমস্ত সংসারও এই রূপ সরল বুঝিতেছ। ফলে তাহা নহে! সংসার একটি কণ্টকময় বন। আমরা যাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানি, তাহারাই আমাদিগের পরম শত্রু। সংসারে কেহ কাহাকে মনে মনে বিশ্বাস করে না, কেবল মৌখিক আত্মীয়তা ও বিশ্বাস প্রকাশ মাত্র করে। কেহ কোন কর্ম করিতে বলিলে অমনি মনে করে যে পরামর্শকের বুঝি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে, নতুবা কেন এমত উপদেশ দেন। আমি ইন্দুমতীকে পাইবার জন্য মাতা কমলাকে বলিয়াছিলাম। কমলা মনে করিলেন বুঝি আমার ইহায় কোন গুহ্য অর্থ আছে। অমনি অমত প্রকাশ করিলেন। ফলে তিনি যাহা ভয় করিতেছেন, তাহা হইতে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারিবেন না। স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র কিছু তাঁহার মতানুযায়ী হইবেনা। তিনি মনে করেন যে, আমি ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া রায়গড় দখল করিবার এক ছলনা সংগ্রহ করিব। কি নির্বোধ! ইন্দুমতী কিছু রায়গড়ের অধিকারিণী নহেন। তাহার পাণিগ্রহণে আমি কিছু রায়গড়ের স্বত্বাধিকারী হইব না। আমার খুড়ার মৃত্যুর পর তাঁহার আর কেহ উত্তরাধিকারী না থাকাতে রায়গড় আমারই হইয়াছে।”

সূর্যকুমার এই সকল কথায় কিছু চমৎকৃত হইল। বিশেষ যত্নে রাজার কথা শুনিতে লাগিল। প্রতি কথায় যেন জগৎ পরিষ্কার হইল।

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেন মহারাজ বসন্তরায়ের পুত্র কচু-রায় কি নাই?"

রাজা বলিলেন "কচুরায় আমার খুড়ার বর্ত্তমানে ১১।১২ বৎসর হইল দেশত্যাগ করিয়া কোথায় গিয়াছে কেহই জানে না। আমার বোধ হয় এক মাস হইল দেশস্থ সকলে দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার প্রতীক্ষা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিয়াছে। এক্ষণে ধর্ম্মত আমিই রায়-গড়ের অধিকারী।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আপনার অপর খুড়ী বিমলা মাতার আমার বোধ হয় মত আছে। গতবার যখন আমি আপনার পত্র লইয়া গিয়াছিলাম বিমলা তো আপনার প্রতি যথেষ্ট স্নেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"

রাজা বলিলেন "বিমলার সম্পূর্ণ মত আছে। কেবল কমলাই বিপক্ষ।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজ তবে সে ভার আমার। আমি বুঝাইয়া তাঁহার মত করিব। আপনাকে তাহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না। কমলা মাতা অত্যন্ত সুমতি। তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্ন করেন। তিনি আমার কথা কখন অন্যথা করিবেন না। আমি তাঁহার পদদ্বয় শিরে লইয়া বলিব, মাতা আমাকে এই দান টি দাও। আর তাঁহার ইচ্ছাতেই বা কি আপত্ত থাকিতে পারে? ইন্দুমতির বিবাহের বয়স হই-য়াছে, আপনিও রাজা, আপনাপেক্ষা সুপাত্র আর কোথা পাইবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, তিনি কখন অসম্মত হইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার তুমি তাঁহার স্বভাব জান না। তিনি যাহা একবার বলেন, তাহা তাঁহার জন্মেও কখন অন্যথা করেন না। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহারই কুমন্ত্রণায় মহারাজ বসন্তরায় আমার সঙ্গে বিবাদ করিয়াছিলেন ও আমাকে আমার পিতার ধর্ম্মসিংহাসন দিতে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ বসন্তরায় ত কদাচ আপনাকে রাজ্য দিতে অসম্মত ছিলেন না। সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করে, আমি শুনিয়াছি, মহারাজ যে দিবস তাঁহার নিকট আপ-নার সিংহাসন প্রার্থনা করিলেন, তিনি সেই দিনই আপনাকে সিংহাসন দিয়া নিজ রাজ্য রায়গড়ে গেলেন। গত বার রায়গড়ে যখন গিয়াছিলাম, তখন তিনি আপনার কথা কতই জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই স্নেহসূচক বাক্য কহিলেন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার তাঁহার মুখটি বড় মিষ্ট ছিল। তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিত না। তিনি অন্তরে অত্যন্ত ক্রূর ছিলেন। তিনি আমাকে রাজ্য ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, এমন কি নবাব কুত্তবকুলী খাঁকে দিল্লীশ্বরের নিকটে জানাইতে বলিয়াছিলেন। তিনিইত দিল্লীশ্বরকে আমার জাতশত্রু করিয়া দেন। তিনি লুকাইয়া আমার কতই নিন্দা করেন। কত শত পাপ, যাহা আমি স্বপ্নে দেখিলে শিহরি, আমাকে করিতে দেখিলেন। তাঁহার আন্ত-রিক হিংসা আমার উপর কতই কুকর্ম্ম লাগাইল। দিল্লীশ্বর তাঁহার পত্র হইতে আমার নিন্দা শুনিলেন। আমার উপর জাতক্রোধ হইলেন। তিনি আমার প্রেমলাভের কণ্টক

ছিলেন। আমি তাঁহার বর্ত্তমানে ইন্দুমতীকে তাঁহার নিকট হইতে চাহিতে, তিনি কটুবাক্যে আমায় বলিলেন, 'পামর! ইহার প্রতি আর দৃষ্টি করিও না। যাহা করিয়াছ, তাহা তোমার স্বর্গের পথে যথেষ্ট কাঁটা দিয়াছে ও ইহার পিতার যথেষ্ট অপকার করিয়াছে। এক্ষণে ইহাকে সুখী হইয়া আমার নিকট মরিতে দাও। অবোধ বালা যদি তোমার প্রতি কখন প্রেম করে, কিন্তু আমার বোধ হয় না সে তোমার প্রেম জানিবে; সে প্রেম তুমি জানিও, অজ্ঞতা। সে তোমার আচরণ জানিলে শিহরিবে। আমি সব জানি, আমার বাক্যে প্রতিবাক্য বলিও না। যাও আপন গৃহে, যাও।' আরও তিনি কতই বলিলেন, আমি তার কিছু অর্থই বুঝিলাম না। আর আমি যে কি প্রকারে সেই বালার পিতার মন্দ করিয়াছি, তাহাও জানি না। আমার বোধ হইল এ সকল তাঁহার বার্দ্ধক্যমতিভ্রমের চিহ্ন, তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত। আমি তাহায় বলিলাম, মহাশয়! আপনি কি হেঁয়ালি বলিলেন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলিলেন, 'নরাধম! আর সে কথা উত্থাপন করিও না। এ বালিকা তাহা কিছুমাত্র জানে না। কেন আমার মুখ হইতে আমার অনিচ্ছায় সকল ব্যক্ত করাইবে ও জনমের মত বালিকার সুখের মাথা খাইবে। যাও আপন রাজ্য শাসন কর। কখন যদি সে বালকটিকে পাও তো যত্নে রাখিও। দেখ যেন তাহাকে তাহারই পিতার পথে পাঠাইও না'।"

রাজা প্রতাপাদিত্য যত এইরূপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মন বিচলিত হইল। ততই তাঁহার চক্ষু-

দ্বয় উন্মীলিত হইতে লাগিল, ক্রমে বোধ হইল, যেন তাহারা স্ব-গহ্বর হইতে লম্ফ দিবে। রাজা যদিও স্বভাবত অত্যন্ত ধূর্ত ছিলেন, কিন্তু স্বভাবচাঞ্চল্য বশত সর্বদা ইচ্ছার অধিক বলিতেন, এমন কি প্রয়োজনাতিরিক্ত বলাতে সকলেই তাঁহার সরল বাক্যকেও অন্যভাবাপন্ন জ্ঞান করিত। সম্প্রতি কিন্তু সরল সূর্যকুমার কেবল মহারাজের প্রেমাধিক্যই বুঝিল।

রাজা কিছুক্ষণ থামিয়া আরম্ভ করিলেন।

"সূর্যকুমার! আমার মন নিতান্ত উচ্চাটিত হইয়াছে। আমি সে বালা ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র না দেখিলে থাকিতে পারি না। আমার এক্ষণে এমত জ্ঞান হইতেছে যে, তাহাকে না পাইলে আমার রাজকার্য ত্যাগ করিতে হইবে ও বোধ হয় অতি অল্প দিনের মধ্যে উন্মাদ হইব। তুমিই এক্ষণে আমার একমাত্র আশ্রয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আজ্ঞা করেন ত আমি একবার ইন্দুমতীর মন টা বুঝিয়া আসি, বোধ হয় আমি তাহাকে আপনার করিতে পারিব।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার! আমার সে আশালতারও মূল উচ্ছেদ হইয়াছে। সেখানে আর আমার আশার অঙ্কুর-মাত্র নাই। আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই, কোন পাথরও তুলিতে ভুলি নাই, কিন্তু সর্বত্রই হতাশ হইয়াছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! কি ইন্দুমতীকে বলিয়াছিলেন?"

রাজা বলিলেন। "আমি আপনিই বলিয়াছিলাম, তাহাতে সে বলিল, 'মহারাজ আপনার সহিত মিলনে আমার সুখ

হইবে না।' আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কোন্ পক্ষে সুখের অভাব হইবে ও কেনই বা হইবে, ইন্দুমতীর বা উদ্দেশ্য কি? আমার বোধ হয়, তাহার অন্য কাহার উপর লক্ষ্য আছে। কিন্তু রায়গড়ে ত তাহার উপযুক্ত লোক দেখিতে পাই না। কচুরায় আজ ১২ বৎসর রায়গড়ে নাই। ইন্দুমতী কি বাল্যাবধি তাহাকেই স্বামী রূপে লক্ষ্য করিয়াছে? ইহার ত বয়স যে ২১।২২ বৎসর। সে কি ১০।১১ বৎসর বয়সে প্রেম বুঝিয়াছিল? ইহা ত অসম্ভব। তাতে আবার কচুরায় যদি বাঁচিয়া থাকে। নবীন বয়স্ক তাহারই বা কিসের বয়েস? সে ১৮ বৎসর বয়সে রায়গড় ত্যাগ করিয়াছে। অত অল্প বয়সেই বা কি গুণে ইন্দুমতীকে মোহিত করিয়াছে। আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমি শেষবার যখন সেবক পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতেও সে বলিল, ইন্দুমতীর সেই মন আছে। তাহাতে আমার লোক, কচুরায় নাই বলিলেও সে মত পরিবর্ত্ত করিল না। আমি আপনিই বলিয়াছিলায়, তুমি বিধবা। তাতেও সে বলিল। 'মহারাজ! তবে বিধবাকে কি বলিয়া প্রেয়সী করিতে চাহেন?' ”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহারাজ! তবে তাহাকে লইয়া কি সুখী হইবেন? সে যখন আপনার প্রেমের কণামাত্রও স্বীকার করে না। তাহাকে বলপূর্ব্বক আনার ত মহাশয় সুখী হইবেন না।”

রাজা বলিলেন। “কি সে নয়; সে যখন আমার বাটীতে বাস করিবে, তখন সে ত আমারই হইল। সে যখন দেখিবে যে, আমার অধীন হইতে হইয়াছে, তখন অবশ্যই বশীভূত

হইবে। বশীভূত না হয়, তাহাকে বিভীষিকা দেখাইব। সে ভার আমার।”

সূর্যকুমার বলিল। “তবে আজ্ঞা হয় ত আমি দুই শত অশ্বারোহী লইয়া এক্ষণেই তথা যাইব।”

রাজা বলিলেন। “না, সে মতে তুমি পারিবে না। রায়-গড় অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার নহে।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহারাজ! আপনার দুই শত অশ্বা-রোহীকে পরাঙ্মুখ করিতে রায়গড়ের দুই সহস্র অশ্বারোহী চাহি। তাহাদিগের তাহা নাই।”

রাজা বলিলেন। “তুমি রায়গড়ের অবস্থা জান না। রায়-গড়ে সচরাচর ১০ জনের অধিক পদাতিক থাকে না। এক জনাও অশ্বারোহী নাই। কিন্তু রামনারায়ণ, বাসুদেবপুর প্রভৃতি গ্রামে বসন্তরায়ের বন্দোবস্তে ন্যূনসংখ্যা চারি সহস্র অশ্বারোহী যোদ্ধা ও দশ সহস্র পদাতি ঢালী আছে। তাহারা প্রয়োজন হইলেই উপস্থিত হইবে ও প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে। এমনি বসন্তরায়ের প্রণালী যে, লেশমাত্র বিপদ উপস্থিত হইলে অমনি রায়গড়ের মুরচা হইতে তূরী বাজিবে ও উচ্চপ্রদেশে অগ্নি জালা হইবে। চতুষ্পার্শ্বে গ্রামের প্রজারা শুনিবামাত্র সাস্ত্র রায়গড়ে আসিবে। অত-এব দিবাভাগে সম্মুখ যুদ্ধে রায়গড় অধিকার করা বড় সুক-ঠিন। আমি মন্ত্রণা করিয়াছি যে, রাত্রিযোগে হঠাৎ তুমি, গঞ্জালিস, অনুপরাম প্রভৃতি কয় জনা, চল্লিশ জন উত্তম যোদ্ধা লইয়া উপস্থিত হইবে ও ছল করিয়া রায়গড়ে প্রবেশ করিয়া ইন্দুমতীকে হরিবে। গঞ্জালিস তাহাকে লইয়া নৌ-যানে

আসিবে। তোমরা যেমন অশ্বে যাইবে, অমনি অশ্বে আসিবে। কর্ম্মটি এমনি সন্তর্পণে সম্পাদন করিতে হইবে যে, কেহ না জানে যে, ইহা আমার কর্ম্ম। গঞ্জালিসের সৈন্যেরা লোকের ভ্রম জন্মাইবার জন্য দ্রব্যাদিও কিছু লইবে, গ্রামস্থ সকলে জানিবে যে, ইটি ডাকাইতের কর্ম্ম। তুমি ইহাতে কি বল? যদি যাইতে হয় ত অদ্যই সায়ংকালে তথায় যাইতে হইবে। গঞ্জালিসের সঙ্গে পরামর্শ কর, হয় ত সেও তোমার সঙ্গে যাইবে। আর কোন্ স্থান পূর্ব্বে তাহার সৈন্যের সঙ্গে মিলনের স্থির করিয়াছে, তাহাও তোমায় বলিয়া দিবে। কি বল?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহারাজ আমি এক দণ্ডের মধ্যে মহারাজকে আসিয়া বলিতেছি। আমার এক্ষণে মতের স্থির নাই। এক বার শিবির হইতে আসি।" সূর্য্যকুমার চলিয়া গেল।

মহারাজ চৌকি হইতে উঠিলেন। সভায় আসিয়া দেখেন, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ, হজুরমল, গঞ্জালিস, অনুপরাম ও অন্যান্য সভাসদ্ সব বসিয়া আছেন। সভায় আসিয়া অনুপরামকে বলিলেন। "যক্ষরাজ! কতক্ষণ আগমন হইয়াছে?"

অনুপরাম বলিল। "মহারাজ! এই আসিতেছি।"

রাজা বলিলেন। "তুমি প্রস্তুত আছ ত?"

যক্ষরাজ বলিল। "না থাকিয়া আর কি করি, আমার প্রস্তুত হওয়া কেবল মহারাজকে প্রস্তুত করিবার জন্য।"

রাজা বলিলেন। "তুমি তাহাতে চিন্তিত হইও না, তোমার মঙ্গল চিন্তা আমার আপনার চিন্তার অপেক্ষা বলবতী আছে। আমি কখন অন্য ভাবি না। অদ্য এই সামান্য ব্যাপারটি সাঙ্গ হইলে কল্য প্রাতে আমার সৈন্যেরা

প্রস্তুত হইবে ও দুই তিন দিনের মধ্যে তোমাকে অনুসরণ করিবে। আমি ইত্যবসরে পুরুষোত্তমে যাইব, হয়ত তোমার সনদ্বীপেও একবার যাইব। তুমি সৈন্যদল কি রূপে পাঠাইবে, স্থির করিলে ?”

অনুপরাম বলিল। “সনদ্বীপে আপনার সৈন্যরা সব একত্রিত হইলে গঞ্জালিস আপনার জাহাজ সকল একত্র করিবেন ও আশা আছে উড়িষ্যা হইতেও পাঠানরা দশ বার খানা জাহাজ দিবে। এই সকল জাহাজে অল্প অল্প করিয়া সৈন্য ক্রমে বোঝাই দিয়া, নামাইয়া দিব। তাহারা সেই খানে গুপ্তভাবে থাকিবে, ক্রমে সকল সৈন্য একত্র হইলে এক কালে যক্ষপুর আক্রমণ করিব।”

রাজা বলিলেন। “তোমার সৈন্যের রসদ কোথা হইতে আসিবে ?”

অনুপরাম বলিল। “তাহা এক প্রকার স্থির হইয়াছে, বর্দ্ধমানাধিপ তাঁহার আপন সৈন্যের রসদ দিবেন। তৎপরিবর্ত্তে যক্ষপুর অধিকার হইলে তাঁহাকে ১০ সহস্র মোহর দিতে হইবে। গঞ্জালিসের ও পাঠান সৈন্য আপনাদিগের রসদ যক্ষপুরে করিয়া লইবে। কেবল আপনার সৈন্যের রসদ আমায় দিতে হইতেছে।”

রাজা বলিলেন। “তাহা কোথা হইতে দিবে।”

অনুপরাম বলিল। “অদ্য সায়ংকালে আমি যেমন করে পারি রায়গড়ে সংগ্রহ করিব। বসন্তরায় অত্যন্ত ধনী ছিলেন, তাঁহার অনেক জহরাত ভাণ্ডারে আছে। সে সকল আমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে।”

রাজা বলিলেন। "তবে রায়গড়ের ব্যাপারে কি আমার এক কন্যামাত্র লাভ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সেত বড় ভাল কথা নহে। গঞ্জালিস ও অনুপরাম উভয়ের কোষ পূর্ণ করিলে রায়গড়ে আর কি থাকিবে?"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ! রায়গড় এক্ষণে আপনার অধিকার, সেখানকার ভাণ্ডার আপনার, তাহা যদ্যপি ইহাঁরা উভয়ে লএন, তবে সে আপনারই বলে।"

হজুরমল বলিল। "এক উপায় আছে। আমার সৈন্যরা যক্ষপুরে আপন রসদ সংগ্রহ করিয়া লইবে, কেবল পাথেয় খরচ অনুপরাম রাজকে সহিতে হইবে।"

রাজা বলিলেন। "অনুপরাম! তুমি কি পাথেয় দিতে পার না?"

অনুপরাম দেখিল যে, এক্ষণে সত্য আপনার অবস্থা প্রকাশ করিলে কোন মতেই স্বকার্য সিদ্ধ হইতে পারে না। বলিলেন, "তবে তাহাই হইবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে মহারাজের সহিত সূর্যকুমারের কি কথা হইল? তিনি কি এক্ষণেই যাইবেন?"

রাজা বলিলেন। "আমার বোধ হয়, সে এক্ষণেই যাইবে, আপন শিবিরে গেল। বলিল, এক দণ্ড মধ্যে প্রত্যাগমন করিতেছি।"

গঞ্জালিস বলিল। "এরূপ ব্যাপারে এক এক যোদ্ধার বলাধিক্য আবশ্যক। সূর্যকুমার ও কৃষ্ণনাথ হইলেই ভাল হয়।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "কৃষ্ণনাথ সর্ব্ব-চিহ্নিত; তাহাকে এ বিষয়ে পাঠান ভাল হয় না বরং হজুরমল ও সূর্য্যকুমার যান।"

হজুরমল বলিল। "আমি প্রস্তুত আছি। মহারাজের আজ্ঞা হইলেই অগ্রসর হই।"

রাজা গাত্রোত্থান করিয়া হজুরমল ও বিজয়কৃষ্ণকে লইয়া বাহিরে গেলেন; কিছু অন্তরে যাইয়া বলিলেন। "দেখ হজুরমল! আমার রায়গড়ে তোমাকে পাঠাবার কারণ ইন্দুমতীহরণ, দেখ যেন অনর্থক রায়গড় না লোটা হয়। রায়গড়ের ভাণ্ডার আমারই, তাহা কিছু শত্রুর নহে, অতএব তাহা লুঠিলে আমার ক্ষতি হইবে। দেখিও গঞ্জালিস যেন যথাসর্ব্বস্ব না লয়। তাহাকে অল্পই দিবে। বাকি যদ্যপি লোটে, তাহা তুমি লইয়া আসিবে। ইন্দুমতীকে তোমার সঙ্গে আনা বিধেয় হইতেছে না। গঞ্জালিস নৌকার উপর রাখিলে তুমি চলিয়া আসিবে। গঞ্জালিস দ্বারীর-জাঙ্গালের খাল দিয়া চড়েলের খালে পড়িবে। লোকে জানিবে, সে দক্ষিণ দিকে গেল। পরে কাটীগঙ্গায় ওজন বাহিয়া মনিখালির খাল দিয়া এখানে আসিবে। গোপনে যত শীঘ্র কর্ম্ম সাধিতে পার, সাধিবে। বহু বিলম্ব করিলে রায়গড়ে ফৌজ সমাগম হইবে, তবেই তোমাদিগের পলায়নের আর উপায় থাকিবে না। দেখ যেন প্রকাশ না পায় যে তোমরা আমার লোক।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "অনুপরাম অর্থসংগ্রহে ব্যস্ত থাকিবেন। কৌশলে ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে বিরত করিবে।"

হজুরমল বলিল। "সে ভার আমার উপর থাকিল। সূর্য্যকুমারকে এ সকল ভাল করিয়া বলিয়া দিবেন ও তাহাকে

আমার আজ্ঞানুবর্তী হইতে বলিবেন। বিপদের সময় মতামত হইলে কর্ম সুশৃঙ্খলে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সূর্যকুমার এখনি আসিবে, তোমার সম্মুখে তাহাকে উপযুক্ত আদেশ দেওয়া হইবে। তাহাতে চিন্তিত হইও না, সে বালক তাতে বড় সুবোধ, তাহাকে যদ্যপি বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে, এটি বীরের কর্ম, তাহা হইলে সে সকল পরামর্শ গুরুআজ্ঞা বলিয়া মানিবে।"

রাজা বলিলেন। "সে এবার বুঝিয়াছে যে, এ কর্মটি আমার মঙ্গলকর আর তাহারও মনোনীত। তাতে আবার তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আশা দিয়াছি। সে সম্প্রতি কোন মতে আমার মতের বিপরীত ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সূর্যকুমার কিন্তু লোভে ভুলিবার নহে। তাহার কর্মটি মনোনীত না হইলে সে কোন ক্রমে কর্মে হস্তক্ষেপ করিবে না।"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ সে আপনার কথায় কি প্রকার ভাব প্রকাশ করিল।"

রাজা বলিলেন। "প্রথমে অত্যন্ত উৎসুক হইল, পরে যখন ক্রমে সকল বিষয় শুনিল, তখন যেন জড় হইয়া শুনিল।"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ তাহাকে কি সকল ভাঙ্গিয়া বলিয়াছেন? সে কি ভাল হইল।"

রাজা বলিলেন। "আমি তাহাকে সকল ভাঙ্গিয়া বলি নাই। কিন্তু অনেক বলিয়াছি। তাহা না বলিলে সে কোন মতে সম্মত হইবে না। সে যে এক প্রকারের মানুষ।"

হজুরমল বলিল। "আজ্ঞা হয় ত আমি শিবির হইতে

ফিরিয়া আসি। সূর্যকুমারের আসিবার পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইব।"

রাজা অনুমতি দিলেন ও হজুরমল অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। হজুরমল চলিয়া গেলে রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! অদ্যকার কর্মটি সুশৃঙ্খলে সমাধা হইলে আমি তোমার মত সুখী হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ তাহাই হউন, কিন্তু আমার বড় ভয় হয়। আমার বোধ হইতেছে, ইন্দুমতী কখনই আপনার বশীভূত হইবে না। অনুপরাম ও গঞ্জালিস লুটিতে ক্রটি করিবে না। আমার কেমন এ কর্মটায় মন উঠিতেছে না। আবার আপনি অনুপরামকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। সেই বা কি? কেন অপরের জন্য আপনার সৈন্যক্ষয় ও একজন ছত্রী রাজার সঙ্গে বিবাদ। দিল্লীশ্বর যদিচ যক্ষপুর পর্যন্ত আপনার তলবারী লইয়া যান নাই, তথাপি এ সকল রাজবিদ্রোহ তাঁহার কর্ণগোচর অবশ্যই হইবে। তিনি কিছু নিশ্চিন্ত থাকিবেন না। গঞ্জালিসের নামও তাঁহার কর্ণে উঠিয়াছে। গঞ্জালিসের দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ রাজ্য এককালে জনশূন্য হইয়াছে। এ সকল কিছু দিল্লীশ্বর শুনিয়া স্থির নহেন।"

রাজা বলিলেন। "দিল্লীশ্বরকে আমার ভয় করিবার কারণ কি? আমি তাঁহার অধিকার মধ্যে নহি, তিনি আমার উপর কি করিবেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনার পাঠানদিগের সঙ্গে মিলিয়া যক্ষপুরে সৈন্য পাঠান বড় সুবিধার কথা নহে। পাঠানদিগের

উপর দিল্লীশ্বরের সতত দৃষ্টি আছে, তাতে আবার সম্প্রতি শুনিতেছি, মানসিংহ বাহাদুর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছেন। তিনি শুনিলে অবশ্য আপনাকে নাড়া না দিয়া যাইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "আমার সহিত যুদ্ধ করিতে কিছু তাহার প্রভুর আজ্ঞা নাই। আর দিল্লীশ্বরেরও এমত অভিলাষ নহে যে, তিনি নূতন রাজ্য অধিকার করিবার আশয়ে শত্রুবৃদ্ধি করেন। তাঁহার অধিকারস্থ রাজাদিগের শাসন করুন, সে কর্ম্মে তাঁহার যাবজ্জীবন নিযুক্ত থাকিবে। পাঠানেরা যতবার পরাজিত হইয়াছে, ততবার আবার তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিয়াছে, তাহাদিগের জয় করাই এখন মানসিংহের কর্ম। এখন আমাকে ত্যক্ত করিবেন না। আমার কথাই বা তাঁহার নিকট কিসে উঠিল।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "দিল্লীশ্বরের আপনার উপর চিরকাল নজর আছে। তাতে আবার তিনি যদি শুনিতে পান যে, আপনি গঞ্জালিসদস্যুকে সাহায্য করিয়াছেন ও পাঠানের সঙ্গে মিলিয়াছেন; তবে আর আপনার পরিত্রাণের উপায় নাই। শুনিয়াছি, দক্ষিণস্থ ফিরিঙ্গী দস্যুদল পরাজয় করা মানসিংহ মহারাজের এক প্রধান উদ্দেশ্য।"

রাজা বলিলেন। "তাহাতেই বা কি ভয়। মানসিংহের সাধ্য হইবে না যে, গঞ্জালিসকে জয় করে। গঞ্জালিস যুদ্ধ-প্রণালীতে বিশেষ নিপুণ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "নিপুণই হউন আর দক্ষই হউন। বলের সম্মুখে কিছুই থাকিবে না। সম্রাটের ফৌজের কেমন

বিভীষিকা শক্তি আছে, শত্রুদল দেখিলেই ভীত হয়, তাতে আবার সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ।”

রাজা বলিলেন। “তুমি ভয় পাইয়া থাক ত পলায়ন কর। আমার ভীত মন্ত্রীতে প্রয়োজন নাই, অকারণ কেবল ভয়ে জড় হইলে প্রকৃত বিপদ্ হইতে উদ্ধারের কি উপায় আছে। মানসিংহের নামেই তুমি পরাজিত হইয়াছ।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! পরাজিতের কথা নহে। আমি ভয়ও প্রকাশ করিতেছি না। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি বটে, কিন্তু আপনার যুবা সেনানী অপেক্ষা সাহসী, ও বোধ করি, এখনও কৃষ্ণনাথকে রণে পরাস্ত করিতে পারি। কিন্তু সে কথায় প্রয়োজন নাই। ভয় আমার মন্ত্রণার কারণ নহে। আমি যুদ্ধকে ভয় করি না। আপনার মঙ্গলই সদা চিন্তা করি। যাহাতে আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন, সেই আমার অভিলাষ ও তদুদ্দেশেই আমি মহারাজকে পরামর্শ দিতেছি। আপনি ইহাতে বিরক্ত হন, আমাকে বাক্যরোধ করিতে হইবে; কিন্তু আমার মনের চিন্তা দূর হইবে না। আমি আপনার পিতার সময়ের লোক। মহারাজ বসন্তরায়ের নিকট কর্ম শিক্ষা করিয়াছি। আপনার যাহাতে ভাল হয়, সে চেষ্টা আমাকে কায়মনোবাক্যে করিতে হইবে। ইহাতে আমি ধর্মের পথ পরিষ্কার করিব।”

রাজা বলিলেন। “খুড়া বসন্তরায়ের রাজ্য কৌশল অতি হীনবৃত্তি লোকের মত ছিল। তিনি আপন ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া সিংহাসনে বসা সুখ জ্ঞান করিতেন। তাঁহার কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহার মত কাপুরুষ যশোরের সিংহা-

সন আর কেহ অপবিত্র করে নাই। তিনি বিনা যুদ্ধে দিল্লী-শ্বরকে পত্র লিখিয়া দিলেন ও তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিলেন। যশোরের স্বাধীনতা এক কালে নষ্ট করিলেন।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “তিনি অন্যায় বা মানহীনের কর্ম করেন নাই। তখন যেরূপ বঙ্গের অবস্থা, তাহাতে প্রকৃত বুদ্ধিমানের মতই কর্ম করিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “হাঁ বড় বুদ্ধিমান্। কাপুরুষেরা যুদ্ধকে ভয় করিয়া বুদ্ধিমানের কায করে ও সাহসী পুরুষকে অবোধ, গোঁয়ার বলে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ বিচার করুন। যখন আপনার পিতার কাল হইল। তখন আপনি বালক, রাজ্যের চির-পরিচিত নিয়মে তিনি সিংহাসনারূঢ় হইলেন। আমি তখন একজন সামান্য কর্মচারী।—”

রাজার একথাটি অসহ্য হইল, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, “চিরপরিচিত নিয়মটা কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ ক্রোধ করিবেন না। আপনার বংশের নিয়ম বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও পর্য্যায়শ্রেষ্ঠ অগ্রে রাজ্যভার পান। আপনার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের কাল হইলে আপনার পিতা সিংহাসনে বসেন। আপনার জ্যেষ্ঠ-তাতের পুত্র যুবরাজ নৃসিংহ বর্ত্তমান, তিনি দেশের প্রণালী মানিয়া ক্ষোভ ত করিলেন না। আপনার পিতা মহারাজের স্বর্গ যাত্রার পর বসন্তরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। তিনি দেখিলেন, সে সময় পরিবর্ত্ত হইয়াছে। হিন্দুদিগের একতা নাই, বিশেষতঃ বঙ্গে হিন্দুরা ক্রমে বলহীন হইতেছে।

এ অবস্থায় অন্যান্য ক্ষণস্থায়ী বঙ্গরাজদলে ভুক্ত হইয়া অসহ্য দিল্লীশ্বরের তোপের মুখে যাওয়া পরাস্ত হইবার কারণ। আবার রাজ্যবিদ্রোহ উপস্থিত করিলে প্রজাবর্গের ধন-প্রাণ নাশ ও কষ্টেরই, সুখকর নহে। তাতে আবার তিনি জানিতেন যে, দিল্লীশ্বরের বিপক্ষ হইলেও কিছু স্বাধীনতা স্থাপনে কৃতকার্য হইবেন না। এ সমস্ত অবস্থায় দিল্লীশ্বরের সহিত প্রীতি রাখা ব্যতীত আর কি সুবুদ্ধির কায ছিল। বিনা বিবাদে তিনি দিল্লীশ্বরের নিকট লোক পাঠাইলেন। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল দেব দিল্লীতে যান ও সেই খানে সম্রাট্‌শ্রেষ্ঠ আকবর সাহাকে উপঢৌকনাদি দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বন্ধু বলিয়া স্বীকৃত হন। সন্ধিপত্রে কর দিবার নাম মাত্র ত নাই ও তিনি কখন কর ত দেন নাই, আকবর সম্রাট্ যশোরের রাজাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। পরস্পর রায়গড়ের বিপদের সময় সাহায্য দানে বদ্ধ হইলেন। তদবধি যশোরের মান বৃদ্ধি হইল। কণ্টক চ্ছেদিত হইল।"

রাজা বলিলেন। "আহা কি বুদ্ধিমানেরই কায। অনর্থক দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যশোরের বন্ধুতায় কি লাভ হইল? জাতশত্রু মুসলমানকে আপনার হস্ত দিলেন ও হিন্দুধর্মের বিপরীত আচরণ করিলেন। হিন্দুদিগের মস্তকচ্ছেদ করিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি বিস্মৃত হইতেছেন। আর কি সে দিন আছে যে দিল্লীর সিংহাসনে হিন্দুরাজ বসিবেন। আমাদিগের সে মান রাখা বৃথা, মানসিংহ যখন স্বয়ং দিল্লীশ্বর আকবরকে ভগিনী দিলেন, তখন আর অন্যের কথা কি। এক্ষণকার কৌশলই এই। দিল্লীশ্বরের সহিত

মিলিয়া থাকিতে পারিলেই দেশের মঙ্গল। হুমো বাদসাহ যখন রাজ্যচ্যুত হইয়া আবার বীর পুত্র আকবরের বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, তখন জানিবেন, দিল্লীশ্বর অজেয়। বসন্তরায় মহারাজ মহাযুক্তি করিয়াছিলেন, তাহাই দেশের পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনিও সুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু আমি ভাবিতে সাহস করি না যে, আমাদিগের এ সকল বিদ্রোহী কৌশল কোথায় ক্ষান্ত পাইবে?"

রাজা বলিলেন। "ভাল যথেষ্ট হইয়াছে। তোমার ভয় নিবারণ করিতে পারি না। তুমি আপনার উপায় দেখ। এ বিদ্রোহ মধ্যে তোমার থাকায় অমঙ্গল ঘটিবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ যদি ক্রুদ্ধ হন তবে, আমি নাচার। আমি কিছু আমার চিন্তায় চিন্তিত নহি। আপনি বার বার কেবল ঐ কথাই বলিতেছেন কেন?।"

রাজা বিজয়কৃষ্ণের বাক্যে উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মূঢ়! আপনার স্বার্থ বোধ নাই, হয় ত এই সামান্য স্ত্রীর জন্য রাজ্যচ্যুত হইবে। বলিলেই রাগ করে ও কেবল আমাকেই ভীত কাপুরুষ জ্ঞান করে।" কৃষ্ণনাথকে নিকটে আসিতে দেখিয়া বলিল। "কৃষ্ণনাথ! তোমার সমাচার কি?"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ আমায় রায়গড়ে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছিলেন, আবার কি মনে হইল? বলিলেন, 'না তোমায় কষ্ট পাইতে হইবে না' রাজার রায়গড়ে ব্যাপারটা কি?।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "কেন তুমি কি জান না?"

কৃষ্ণনাথ বলিল। “আমার বিশ্বাস হয় না যে, একটা স্ত্রীর জন্য এত করিবেন?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “স্ত্রীই ত সকল বিপদের মূল। রাজা তাহার জন্য এমত অধীর হইয়াছেন যে, তাঁহার চৈতন্যমাত্র নাই।”

কৃষ্ণনাথ বলিল। “কই সে ত তাঁহারে চাহে না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “এত আশ্চর্য্য!” ক্রমে গঞ্জালিস আসিয়া উপস্থিত হইলে বিজয়কৃষ্ণ ও কথা ত্যাগ করিয়া অপর কথা আরম্ভ করিল।

---

(১৮)

ষষ্ঠ অধ্যায়।

"অবিজ্ঞাতেঽপি বন্ধৌ হি বলাৎ প্রহ্লাদতে মনঃ।"

এদিকে সূর্যকুমার রাজসভা ত্যাগ করিয়া অতি দ্রুত বেগে আপন শিবিরে আসিয়া দেখেন, মালিকরাজ তাঁহার বিছানায় শয়ন করিয়া আছে। মালিকরাজকে নিদ্রা হইতে জাগাইতে কিছু সন্দিহান হইলেন। মনে করিলেন, বুঝি কোন অসুখ হইয়া থাকিবে। সেই বিছানার একদেশে করতল-ন্যস্ত কপোলদেশ হইয়া বসিলেন। তাঁহার মনস্থির নাই। এক এক বার সরমার মুখশ্রী মনে উদয় হইতেছে, অমনি এক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন ও বলিতেছেন। "আমার কি এত সৌভাগ্য হইবে। মহারাজ ত আমাকে আমার রাজত্ব দিবেন, এখন সে সিংহাসনে আমার কি সুখ হইবে? সরমা ব্যতীত কি সে সিংহাসন শোভা পাইবে? আমি রাজকর্ম হইতে অবকাশ পাইলে, কিরূপে সে বিষয় কর্মের বিকট শ্রম দূর করিব? কেই বা আমার আহারের নিকট বসিয়া আমার আহার দেখিবে? আমার এ সংসারে আর কেহই নাই। আমি সিংহাসনে বসিব সত্য, কিন্তু রাজকার্যান্তে কি করিব! একা কি করে বসিয়া কাল কাটাইব! সে বড় বিপদ, আমা হইতে তাহা সহ্য হইবে না। মালিকরাজ কি তাঁহার পিতার নিকট ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যাইবেন? কেনই বা

যাইবেন? তাঁহার যশোর রাজ্যে কত উচ্চপদাভিষিক্ত হইবার সম্ভাবনা। যশোরের একজন সামান্য সেনাপতি, জয়ন্তী রাজ্যের প্রধান অমাত্য অপেক্ষা লক্ষগুণে মানী ও ধনী। আমার মা নাই, কিন্তু বাল্যকালাবধি মাতৃহীন বলিয়া আমার বোধ হইত না। রাণী কেমন যত্ন করিতেন। অদ্য আমি সংসার শূন্য দেখিতেছি। আমি রাজসমীপ ত্যাগ করিলে ইহারা ভুলিবে। কাহাকেই আর দেখিতে পাইব না। যদি সরমা—তা কি আমার হতভাগ্যে আছে? আমি এ কষ্টে রাজ্য ইচ্ছা করি না। আমি চিরকাল সরমার শ্রী চক্ষে দেখিব। কেবল দেখিব। মহারাজ আমার অন্য কিছু পুরস্কার দিন। রাজ্য লইয়া কি করিব। হয় ত জয়ন্তীতে রাজবাটীও নাই মহিলাগণের কথা কি? আমি কতকাল মহারাজের নিকট আছি, তাহাও জানি না। মহারাজ বলিলেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর আমি রাজ্যপালনে অক্ষম বলিয়া আমার রাজ্যভার গ্রহণ করেন ও আমাকে প্রতিপালন করেন। জয়ন্তী ত যশোর হইতে অনেক দূর। উভয় রাজ্যের মধ্যে কত রাজা আছেন, তাঁহারাই বা কেন রাজ্যভার লইলেন না। প্রতাপাদিত্যই বা কেন এত উৎসুক হইলেন। আমার মাতারই বা কতদিন মৃত্যু হইয়াছে। আমি এ সকল কিছুই জানি না, আমার মন কেমন করিতেছে। এ সংসারে আমাকে এ সকল বিষয় অবগত করায়, বোধ হয় এমন কেহই নাই। হা বিধাতঃ! আমার সুখে কণ্টক দিলে! কেন আমাকে রাজবংশে জন্ম দিয়াছিলে। আমি সামান্য রাজপুরুষ হইলে বোধ করি অধিক সুখী হইতাম।

রাজা আমার রাজ্য দানে অসুখীই করিলেন। রাজ্যে আমার প্রয়োজন নাই। আমি যশোরের রাজার ক্রীতদাস হইয়া কাল কাটাইব। আমি রাণীকে মা বলিব ও সরমা আমার সম্মুখে থাকিয়া সদা সুখ-বর্দ্ধন করিবে। প্রিয় মালিকরাজের সহিত সমস্ত দিন যাপন করিব। আমি এক্ষণেই রাজাকে গিয়া সব বলিব। এখন মালিকরাজ উঠিলে তাঁহাকে অবগত করাইয়া যাই। ডাকিব—?” বলিয়া একটু ভাবিলেন। আবার বলিলেন “না অসুস্থ না হইলে কখন বৈকালে নিদ্রা যাইত না।” আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মালিকরাজের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, দেখেন মালিকরাজ জাগ্রত আছেন।

সূর্য্যকুমার বলিল। “কিতবরাজ! উঠ, আর শয়নে প্রয়োজন নাই, যথেষ্ট নিদ্রা হইয়াছে।”

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। “কি রাজ্যের কথা আপনাআপনি বলিতেছিলে? আমি জানি, আমরা নিদ্রিত হইলে স্বপ্ন দেখি, তুমি যে আবার জাগ্রত স্বপ্ন দেখ। কে তোমায় রাজ্য দিল, আর কেনই বা তুমি সে রাজ্য অপ্রয়োজন জ্ঞানে ত্যাগ করিতে উদ্যত হইতেছ?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ সমূহ বিপদ উপস্থিত। এক্ষণে তোমার পরামর্শ আবশ্যক। বল দেখি কি করি? আমি অনেক ক্ষণ তোমার জাগরণের আশয়ে বসিয়াছিলাম। যদি জানিতাম যে, তুমি নিদ্রিত নহ, তবে আমি তোমাকে ডাকিতাম। এক্ষণে উঠ।”

মালিকরাজ বলিল। “রাজা কি তোমায় তোমার রাজ্যে পুনর্ব্বার অভিষিক্ত করিয়াছেন?”

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনি অদ্য আমায় ডাকিয়া বলিলেন 'তোমাকে তোমার রাজ্য দিব।' কিন্তু আমার রাজ্য পাওয়ায় কি লাভ? আমার রাজ্যে সুখ হইবে না। আমি একা জয়ন্তী পর্বতের উপরে থাকিয়া কি করিব। আমার অন্তঃপুর নাই, মহিলা নাই, কে বা আমাকে যত্ন করিবে। কে আমার রোগে সেবা করিবে। আমি সরমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিব না। তুমি কিছু আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার এ রূপ বনে রাজত্বের প্রয়োজন নাই।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার রাজ্যে যদি কেবল মহিলাগণের অভাব থাকে ও রোগে সেবাই প্রয়োজন থাকে, তবে ভাবিও না। তুমি সিংহাসনে বসিলেই তোমার আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিবে ও তোমায় যত্ন করিবে, সেবাও করিবে। ইহার জন্য কেন চিন্তিত হও। আমার মত শত শত আত্মীয় উপস্থিত হইবে। রাজার আত্মীয় অনেক হয়, কিন্তু আমি হতভাগ্য, কি করিব, তাহাই ভাবিতেছি। চিরকাল তোমার সঙ্গে আছি, এখন তোমাকে ছাড়িয়া কি করে থাকিব। কাহারও সঙ্গ আমায় ভাল লাগে না। ইচ্ছা, কেবল দিবারাত্রি তোমারই মুখশ্রী দেখি। কিন্তু বিধাতা বাম হইলেন। আমার অতিদীন সুখে বিঘ্ন দিলেন। সূর্যকুমার! সিংহাসনে বসিলে তোমার অন্য অন্য চিন্তা উপস্থিত হইবে, অনায়াসে সময় বহিয়া যাইবে। কিন্তু তোমার বিচ্ছেদ যাতনা শেলের মত আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিবে! আমার ভাবিতে মন কেমন হইতেছে। সূর্যকুমার! আমি তোমার সঙ্গে যাইতাম, কিন্তু আমার বৃদ্ধ পিতার একমাত্র আমি আশ্রয়। তাঁহার অসময়ে আমার

তাঁহাকে ত্যাগ করা নারকী কর্ম। ধর্ম রক্ষার্থে আমাকে তোমার সঙ্গ ছাড়িতে হইল। কি করি আমার কষ্ট আমিই সহ্য করিব। কিন্তু সূর্যকুমার! আমাকে মনে রাখিও। আমি ঈশ্বরের নিকট সতত তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিব। দেখিও, যেন দ্রুপদরাজের মত দীনবন্ধুকে বিস্মৃত হইও না।” সূর্যকুমারের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার ঈষৎ ক্ষুব্ধ মুখ দেখিয়া বলিল, “সূর্যকুমার! আমি তোমার সৌহার্দ্য সন্দেহ করিতেছি না। তোমায় আমি ভাল জানি। তুমি আমার পরম সুহৃৎ, কিন্তু রাজকর্মের বিষমজালে পাছে পত্র লিখিতেও ভুলিয়া যাও। সূর্যকুমার! যে যাহাকে ভাল বাসে, তাহার সম্বন্ধীয় কিছু পাইলেই তাহাতে আপ্যায়িত হয়। তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না যে, তোমার হস্তলিপি পাইলে আমি কত সন্তুষ্ট হইব। ইচ্ছা হইবে, সেটি পুনঃপুন পড়ি। আবার তোমার প্রতি অক্ষরে ও প্রতি চরণে যেন আত্মীয়তা প্রকাশ পাইবে। হয় ত তুমি যখন লিখিবে, তখন কিছু এত মনে করিয়া লিখিবে না, কিন্তু সেই সকল বাক্যের অমৃতময় অর্থ আমার মনে উঠিবে। সামান্যত পত্রে স্বাক্ষরের স্থানে ‘নিতান্ত তোমারই’ লিখিবে। এ পাঠ সকলে সকলকেই লেখে, কিন্তু আমার চক্ষে তাহার প্রকৃত অর্থই লাগিবে।”

সূর্যকুমার বলিল। “সত্য বলিয়াছ। আমারও মনে এইরূপ ঘটিতেছে। আমি এক্ষণে যেন সরমার হস্তলিপি পাইলেও অত্যন্ত আপ্যায়িত হই। প্রেমে মানুষকে হীনবল করিয়া ফেলে; আমার বীরত্ব যেন সেই কোমল সরমার নিকট হ্রাস পাইতেছে। আমি পরাজিত হইয়াছি। আমি বালকের

মত হীনবুদ্ধি হইয়াছি। আমার এখন বিশ্বাস হইতেছে যে, রাধার কোকিলের স্বর শুনিলে ও কৃষ্ণবর্ণ পক্ষী দেখিলে কৃষ্ণ মনে পড়িয়া কষ্ট হইত। যেন তমাল তরু দেখিলেই কৃষ্ণ মনে পড়ে ও অসহ্য বেদনা পান। মালিকরাজ! আমরা উভয়ে এক্ষণে ঐ কথা গুলির ভাব ভাল বুঝিয়াছি। কিন্তু প্রেম কি বীরের ধর্ম। আমি সরমাকে আর ভাবিব না। আমার মন হইতে দূর করিব। যখন লাভের কোন উপায় নাই, আর সম্ভাবনাও নাই, তখন তদভাবে যে প্রকারে পারি, সন্তুষ্ট হইতে হইবে।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! তোমার অদ্য কিছু মনের ভাবের ব্যত্যয় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তোমার ত সরমার উপর এরূপ ভাব ছিল না। তুমি অদ্য যেন পুরাতন বিরহ সহিষ্ণু প্রেমিকের মত কথা কহিতেছ। তোমার সঙ্গে কি সরমার কোন কথা হইয়াছিল? সরমা কি তোমার প্রেমাস্পদ হইয়াছেন ও সরমাকে কি তুমি মহিষী করিতে অভিলাষ কর?"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমার কেমন হইয়াছে। আমি চিরকাল সরমাকে আপনার কনিষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাসিতাম। কিন্তু তোমাকে বলি নাই, আজ প্রায় এক বৎসর হইল। তাহার চক্ষে আমার চক্ষু মিলিলে অমনি যেন উভয়ে ঈষদ্ লজ্জিত হইয়া অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করি। অমনি যেন সরমার গণ্ডদেশ ঈষদ্ রক্তিমা বর্ণ হয়। আমার ত সেই সময়ে নাড়ি কিছু দ্রুত বেগে চলে। এই রূপেই প্রায় এক বৎসর গেল। অদ্য রাজবাটীতে গিয়া

সরমার ঘরে বসিলাম। সরমা আমার প্রতি স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেন ও আমিও যেন অবোধের মত তাঁহার রসপূর্ণ মুখ-পদ্ম একতান দৃষ্টিতে শুষ্কতালু মশকের মত পান করিতে লাগিলাম। পরে আমার শরীর শিথিল হইয়া প্রত্যঙ্গ অবশ হইল। যে বাহু কৃষ্ণনাথের বিষম খড়্গ ভাঙ্গিয়াছিল, সে বাহু আর নড়ে না, স্পন্দ রহিত। সরমাও সেই রূপ স্পন্দ-রহিতা। কিছু ক্ষণ পরস্পরের নেত্র মিলিত ছিল। মালিক-রাজ! বিশ্বাস করিবে না, তোমার নেত্রে আমার নেত্র মিলিত হইলে যে রূপ হয়, যেন ততোধিক আমার মন সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর আর ক্ষণমাত্র আমি কিছুই দেখিতে পাই না, আমার কেমন হইতে লাগিল। দেখিলাম, সরমা হেটমুখ হইয়া ভাবিতেছেন। সরমার বক্ষস্থল ঘন ঘন নিশ্বাসে দুলিতেছে; যেন তিনি কি পরিশ্রম করিয়াছেন। হায় সে মুহূর্ত্ত কাল পুনর্লাভে আমি আমার জীবনের সুখে বিরত হইতে পারি।”

মালিকরাজ সূর্যকুমারের দক্ষিণ কর আপনার করে লইল ও এক দৃষ্টে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিল। “সূর্যকুমার! ভালই হইয়াছে। আমার চির পরিচিত সখা সহচরী পাইয়াছেন। ভাল, সখী বলিয়াও আমি তাঁহার সহিত আলাপ করিলে সুখী হইব। ঈশ্বর করুন, তোমার শীঘ্র মিলন হউক, আমিই যেন সে মিলন দেখি ও যুগল রূপ দেখিয়া জীবন চরিতার্থ করি। সত্য সূর্যকুমার! তোমার উপ-যুক্ত মিলিয়াছে। এটি বিধির মহান্ অনুগ্রহ। মনের মত প্রেয়সী পাওয়া অতি সুকঠিন, তাতে আবার যখন সে প্রেয়সী তোমার প্রেমের প্রেমিক। আঃ! এ যে সুখের একশেষ হইল।

সূর্যকুমার! তোমার সুখ চন্দ্রোদয়ে আমার মন পর্যন্ত প্রফুল্ল হইল। যখন প্রেমিক দ্বয়ের মনের মিল হইয়াছে, তখন আর কোন বাধাই দাঁড়াইবে না। অবশ্যই মিলন হইবে। বুঝিয়াছি তুমি সরমাকে ভাল বাস। সুখের কথা, সরমাও তোমায় ভাল বাসে। তবে তোমাদিগের মধ্যে কোন কথা বার্তা হইল না?"

সূর্যকুমার বলিল। "কৈ এমন কিছু কথা বার্তা হয় নাই, তবে আমি পুরস্কার চাহিলে সরমা বলিল, 'বল দেখি, আমি কি দিব'। আহা! কি মিষ্ট স্বরেই সে শব্দগুলি আমার কর্ণকে মোহিত করিল। আমি মোহিত হইলাম।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! রাজা তোমাকে যখন স্বেচ্ছায় রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন, তখন বোধ করি, তোমার অপর অভিলাষটিও পূর্ণ করিবেন। তাহা হইলেই ভাল হয়।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার অপর অভিলাষ কি? ও তাঁহারই বা সে অভিলাষ পূর্ণ করণে কি ক্ষমতা আছে?"

মালিকরাজ বলিল। "কেন তোমাকে তিনি সরমা দান করিবেন মনে করিয়াছেন; আমার ত এমত বোধ হয়। রাণী তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "রাণী ওবিষয়ে কিছুই বলেন নাই, কেবল আমি পুরস্কার চাহিলে তিনি বলিলেন, 'আমি তোমায় আমার কণ্ঠের হার দিব'। ইহার ভাব কি? তিনি কণ্ঠের উপর জোর দিয়া বলিলেন। আমি বুঝিলাম যে, সরমাকেই লক্ষ্য করিলেন। তোমার কি বোধ হয়? ইহাতে কি সরমার উপর লক্ষ্য বোঝায়?"

মালিকরাজ বলিল। "আমারও তাহাই অনুমান হই-তেছে। ভাল, অপেক্ষা কর, দেখ কি হয়।"

সূর্যকুমার বলিল।"অপেক্ষা না করিয়া কি করিব? এক্ষণে ঐমাত্র আত্মসন্তুষ্টির উপায়। আশায় বদ্ধ হইয়া থাকি। আশালতা বড় কঠিন, যাহাকে বদ্ধ করে, জীবনান্তেও তাহাকে ছাড়ে না। আবার প্রতাপাদিত্যেরও সেইরূপ ঘটিয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল। "তাঁহার আবার কি? তিনিও কি কাহারও প্রেমে বদ্ধ হইয়া আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনি আমারই অবস্থা পাইয়া-ছেন। কেবল তাঁহার উগ্র স্বভাবে প্রতীক্ষা সহ্য হয় না।"

মালিকরাজ বলিল। "কেন কাহার উপর তাঁহার নজর পড়িয়াছে। আমি ত আমাদিগের মধ্যে এমত কোন কন্যা দেখিতে পাই না। সে সৌভাগ্যবতী কে?"

সূর্যকুমার বলিল। "সে দুর্ভাগ্যা রায়গড়ের ইন্দুমতী। মহারাজ তাহার রূপে মোহিত হইয়াছেন, তাঁহার ইচ্ছা, বলপূর্বক তাহাকে হরণ করিবেন। ইন্দুমতী তাঁহার প্রেমের প্রেমিকা নন। মহারাজ তাহা জানিয়াও ক্ষান্ত হইবেন না। মানুষেও ক্ষান্ত হইতে পারে না। আমার ইহা কিছু অন্যায় বোধ হইতেছে না।"

মালিকরাজ বলিল। "বলপূর্বক আনিতে আজ্ঞা? এ কি অরাজক! এমন ত কখন শুনি নাই। কিন্তু রায়গড় বড় সামান্য দুর্গ নহে। মুহূর্ত্ত বার্তায় প্রস্তুত হইতে পারে, এমত দশ সহস্র অশ্বারোহী তাহার বশীভূত আছে। তাতে আবার অনঙ্গপাল দেব একটি প্রকৃত যোদ্ধা, যুদ্ধ কৌশলে এমন

নিপুণ! আমি জানি, মহারাজ বসন্তরায় বলিতেন যে, আমার দুর্গস্থ দশ সহস্র অশ্বারোহীতে পঞ্চাশ সহস্র আক্রমী অশ্বারোহীর বিক্রম সহ্য করিতে পারে। সত্য বটে গড়টীর চারি দিকে যে গভীর পগার, বার মাস তাতে জল থাকে আবার তার পাড় এমত সোজা যে, পদাতি দাঁড়াইয়া উঠিতে পারে না। তুমি দেখ নাই। সেরূপ দুর্গম দুর্গ আমি আর কুত্রাপি দেখি না। গড়ের চারি দ্বার। প্রতি দ্বারের উপর পুল, টানিলেই উঠিয়া পড়ে ও দুর্ভেদ্য কবাট হয়। তাতে মহারাজ বসন্তরায়ের স্বহস্তের গুলম্যাক মারা। এক একটি গুলের মাতা প্রায় চারি অঙ্গুল প্রশস্ত। তাহার মধ্যে লৌহের পতর। মহারাজ বসন্তরায় কবাট প্রস্তুত করিয়া তাহার উপর তোপ মারিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন, এক স্থানে দ্বাদশ বার আঠার সেরা পড়িয়াছিল। তাতেও সে টস্কায় নি। দুর্গের চতুর্দিকের পাড় দুই শত হাত উচ্চ ও অত্যন্ত মোটা। ক্রমে উপরে সমতল হইয়াছে। উপরের অধিত্যকায় চারি জন অশ্বারোহী পার্শ্বাপার্শ্বী করিয়া যাইতে পারে।”

সূর্যকুমার বলিল। “তাহাতে কি তোপ আছে?”

মালিকরাজ বলিল। “তোপ কি আছে! এত তোপ আছে যে, তোমার প্রতাপাদিত্যের প্রত্যেক ঢালীর উপর এক এক তোপ যোজনা করিতে পারে। আশ্চর্য, চতুর্দিকের পাড়ে কত কোণ! এক একটি কোণ পাড়ের ব্যাস হতে প্রায় ২৮০ হাত বাহির হইয়াছে। তাহার দুই দিকে অন্তরে অন্তরে তোপ বসান। আবার এমনি গঠন কৌশল, যে গড়ের খালের অপর পাড় হইতে শত্রু-তোপের গোলা কোন মতেই উচ্চ-

পাড়ের শৃঙ্গস্থ সৈন্যের গায়ে লাগে না, কিন্তু সেখানকার তোপের গোলা অক্লেশে বিপক্ষ সৈন্যের উপর পড়ে। আর তোপেরই বা কি জোর। দুই কোণের মধ্যস্থ স্থানে থাকিলে উভয় কোণ হইতে তোপ খাইতে হইবে। এই পাড়ের ভিতর পাকা ইটের প্রাচীর। তাহার উপর স্থানে স্থানে মুরচা। মুরচার বাহিরের দিকে ভাল করে মাটি দেওয়া। কেবল মাঝে মাঝে গোলা ও গুলী চালাইবার রন্ধ্র। বিপক্ষের তোপের গোলা মুরচায় পৌঁছিলেও মাটিতে বসিয়া যায়, প্রাচীরে আঘাত লাগে না। বসন্তরায়ের যে পরিমাণের গড়, অন্যের সে পরিমাণের গড়ে ৫০ হাত অন্তর করিয়া যত তোপ রাখা যায়; বসন্তরায়ের গড়ে তাহার অপেক্ষা ন্যূন সংখ্যা ৩২ গুণ তোপ ধরে। অথচ রায় দুর্গের তোপ সব অত্যন্ত অন্তর অন্তর বসান। এমন কি প্রত্যেক তোপের মধ্যে প্রায় ৮০ হাত জমী আছে।”

“ইটের প্রাচীরের ভিতর দিকে মাঝে মাঝে এক একটা মাটির প্রকাণ্ড চতুষ্কোণতলসমন্বিত স্তূপ। তাহার ভিতর আয়ুধাগার। বারুদ, গোলা, শর প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে পরিপূর্ণ। বাহিরের পাড়ের ভিতর দিকে প্রাচীর ভেদ করে এক এক দ্বার। সে দ্বার দিয়া পাড়ের ভিতরের ঘরে যাওয়া যায়। ঘরের অপর দিকে এক একটি গবাক্ষ খালের উপর খুলিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যে এক একটি তোপের চোঙ্গা দেখা যায়। প্রতি প্রকাণ্ড গবাক্ষদ্বারের দুই পার্শ্বে ছোট ছোট ছিদ্র, সেই খান দিয়া মহারাজের গোলন্দাজেরা লক্ষ্য করে। ধানুকী ও বন্দুকীরা গুলী ও বাণ চালায়। এরূপ গবাক্ষ-

শ্রেণী, সমস্ত পাড়ে তিন সার। নিম্নস্থ সারের দুই গবাক্ষের মধ্যে উচ্চস্থ সারের এক এক গবাক্ষ। একুনে পাড়ের অধিত্যকা লয়ে চার সার তোপ গড়কে রক্ষা করিতেছে। সে কি সামন্য গড়!”

সূর্যকুমার বলিল। “এ সকল কৌশল চালাইতে তো গড়ে অনেক সৈন্যের আবশ্যক। তা রায়গড়ে কি তত সৈন্য আছে?”

মালিকরাজ বলিল। “না এক্ষণে তত কেন, কিছুই নাই। সর্বসহিত বুঝি ২০। ২৫ জন হইবে। তাহারা আবার সামান্য ভৃত্যের কায করে। কিন্তু বসন্তরায়ের এমনি বন্দোবস্ত যে, তাঁহার খানসামা ও পাচক পর্যন্ত অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষ। বাটীর দাসীরা অস্ত্রধারিণী। সেখানে অতি সহজে কোন কর্মই হইতে পারিবে না। আবার রাজা বসন্তরায়ের সময় এমনি বন্দোবস্ত ছিল যে, গড়ের মুরচা হইতে তূরী বাজিলেই তাহার নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের জায়গীরদারেরা আপন আপন সৈন্য লইয়া উপস্থিত হয়। এরূপ প্রণালী আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই। আমার সন্দেহ হয় যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্য সে গড়ে বল করিতে পারিবেন কি না? পারিতেন ত বসন্তরায় বর্তমানে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন না, কিন্তু এখনও পারিবেন না। অনঙ্গপাল দেব যদিচ রাজপুরুষ ও প্রজাবর্গের উপর অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন, কিন্তু তিনি জানেন, কি রূপে তাহাদিগকে বশীভূত রাখিতে হয়। প্রজারা সকলেই তাঁহার উপর বিরক্ত কিন্তু সে বিরক্তিতে তাহারা কখনই রায়গড়ের আক্রমণে স্থির হইয়া থাকিবে না। শুনিয়াছি, কমলা রাণী

সকলকেই অত্যন্ত যত্ন করেন। তাতে আবার ইন্দুমতীর অলৌকিক দয়া ও নম্রতায় সকলে ক্রীত হইয়াছে। যেখানে স্ত্রীলোকে আপনারা স্বয়ং অস্ত্র ধরে, আবার দয়া বিতরণে সৈন্য-প্রীতি লাভ করে, সেখানে কোন শত্রুই দন্তস্ফুট করিতে পারিবে না।"

সূর্যকুমার বলিল। "কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য যুদ্ধ-কৌশলে ভীষ্মদেব। তাতে আবার আমি যাইতেছি।"

মালিকরাজ বলিল। "তুমি যাইও না। কেন বৃথা অপমান ক্রয় করিবে। রায়দুর্গ, তোমার সাধ্য নহে যে, দখল কর।"

সূর্যকুমার বলিল। "কি! আমি আপনার মত সৈন্য পাইলে পৃথিবীর কোন দুর্গই ভেদ করিতে ভয় করি না।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার অদ্যকার ব্যাপারে তোমার যথেষ্ট যশোরাশি উপার্জন হইয়াছে, অনেক আশা করিতে গিয়া কেন তাহা কলঙ্কিত করিবে।"

সূর্যকুমার বলিল। "কি! পরাজিত হইব ভয়ে আমি যুদ্ধে অপ্রস্তুত হইব? বরং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইব, বন্দী হইব। তথাপি নিশ্চয় পরাজয় জ্ঞানে পরাঙ্‌মুখ হইব না। রণ প্রার্থনা করিলে সূর্যকুমার কখন অস্বীকার করিবে না। মালিকরাজ তুমি বীর হইয়া কেন এমত বলিতেছ।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার আমি কাপুরুষ নহি। যদ্যপি মনুষ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তোমার এরূপ বলিতাম, তবে তোমার তিরস্কার উপযুক্ত হইত। কিন্তু গড়ের সঙ্গে যুদ্ধ। ইহাতে তুমি নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। কিছুই করিতে পারিবে না।"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন যদি গড়ের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি?"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ! যদি পরাজয় করিতে পার। কিন্তু কি প্রকারে প্রবেশ করিবে।"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন গুপ্তভাবে প্রবেশ করিব।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে ত যোদ্ধার মত হইল না। সে ত চোরের কায। ভাল তাই বা কি প্রকারে সম্ভব।"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন গঞ্জালিস বলিয়াছে আমরা অতিথি হইয়া প্রবেশ করিব।"

মালিকরাজ বলিল। "ভাল এই ত বীরেরই কায। আশ্রয় দাতার বিশ্বাস নষ্ট করিবা! গঞ্জালিসের উপযুক্ত পরামর্শ। নিজে দস্যুশ্রেষ্ঠ, দস্যুর মত বলিল।"

সূর্যকুমার বলিল। "তুমি তাহাকে কেন অকারণ দোষী করে আপনি পাপী হইতেছ। সে কি দস্যু?"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার তুমি তাহাকে চেন না। সে ফিরিঙ্গী। তাহার নাম সিবাষ্টিন গঞ্জালিস। সনদ্বীপে তাহার প্রধান অবস্থান। সে বোম্বেটের দল লইয়া সমস্ত দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য করিয়াছে। গ্রামকেগ্রাম বন হইয়াছে। সম্রাট্ আকবর তাহার শাসন জন্য মহারাজ মানসিংহকে পাঠাইয়াছেন। তাতে আবার জিহাঙ্গির সাহ তক্তে বসিয়াই মানসিংহকে ফিরিঙ্গী দস্যুদল এক কালে নির্মূল করিতে আদেশ দিয়াছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "কি মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে আমাকে দস্যুদলে পাঠাইতেছেন। আমি কখনই যাইব

না। আমার বল ও বীর্য কখন নীচ কর্মে যোজিত হইবে না।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমাকে কি মহারাজ গঞ্জালিসের সঙ্গে যাইতে বলিয়াছেন।" সূর্যকুমার 'হাঁ' বলিয়া আনুপূর্বিক মহারাজের আদেশ সব মালিকরাজকে বলিল।

মালিকরাজ শুনিয়া বলিল। "সব বোঝা গেল, কেন মহারাজ তোমায় রাজ্য দিতে চাহিয়াছেন, ওত তাঁহার রাজ্য দেওয়া নয়। তোমার অপকৃষ্ট কর্ম করার বেতন। আমার বোধ হয়, মহারাজ কেবল স্বকর্ম সাধনেচ্ছায় তোমায় লোভ দিয়াছেন। ও সকলে ভুলিও না।"

সূর্যকুমার বলিল। "তুমি কি আমাকে এত নীচবুদ্ধি পাইলে? আমি এই বিষয়েই তোমার পরামর্শ লইতে আসিয়াছিলাম, এক্ষণে যাই। মহারাজ আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। গিয়া বলি যে, আমা হইতে মহারাজের এ কর্মটি হইবে না। মালিকরাজ বলিল, চল আমিও যাই।"

এই বলিয়া উভয়ে রাজসভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখে তাহার আগমনে বিলম্ব দেখিয়া হুজুরমল, গঞ্জালিস ও অনুপরাম তিনে অশ্বারোহণ করিয়া দ্বারে গমনোন্মুখে দাঁড়াইয়াছেন। মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদুর দ্বারের প্রত্যোদদেশে আছেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে আগত দেখিয়া, রাজা বলিলেন। "ঐ সূর্যকুমার আসিতেছে, ভাল হইল। মালিকরাজও যান।"

পরে সূর্যকুমার নিকটস্থ হইলে বলিলেন "এত বিলম্ব কেন? মালিকরাজকেও লইয়া যাও; আমার আদেশ সব

স্মরণ থাকে। প্রত্যাগমন করিলেই তোমাকে জয়ন্তী রাজ্যের সিংহাসনের ফরমান্ দিব।"

সূর্যকুমার কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল। "মহারাজ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন।"

রাজা বলিলেন। "ক্ষমা করিলাম, প্রস্তুত হইতে বিলম্ব প্রায় হয়, তাহাতে বড় দোষ নাই, বিশেষত অদ্য যেরূপ শ্রম করিয়াছ।"

মালিকরাজ মহারাজের ভ্রম বুঝিল। সূর্যকুমারের অগমনের কারণ ক্ষীণবল চিন্তিয়া অগ্রসর হইল। কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। "মহারাজ! সূর্যকুমার অদ্যকার পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছে। আমিও একান্ত হীনবল হইয়াছি। সূর্যকুমারের এমত বল নাই যে, অশ্বে আরোহণ করে? আপনার নিকট লজ্জায় বলিতে পারে নাই। আপনার নিকট হইতে শিবিরে যাইয়া একান্ত অস্থির হইল। এক্ষণে আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে ও শিবিরে গিয়া নিদ্রা যাইতে অনুমতি চাহে।"

আদৌ মহারাজের সূর্যকুমারকে এ ব্যাপারে পাঠাইতে কোন মতেই মত ছিল না, কেবল গঞ্জালিসের অনুরোধেই সূর্যকুমারকে বলিয়াছিলেন। বিশেষত তিনি সূর্যকুমারের মত পরিবর্তনের ভয় সর্বদাই করিতেন। ভাবিতেন পাছে সেখানে গিয়া ইন্দুমতীর ক্রন্দনে মোহিত হয়, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিবে না, আর হয় ত বিপক্ষ দলভুক্ত হইবে। এখন সূর্যকুমারের অসুস্থতায় তাহাকে বিশ্রামের অনুমতি দিলেন। গঞ্জালিসকে বলিলেন "তুমি আপনি অদ্যকার পরিশ্রম দেখিয়াছ।

সূর্য্যকুমার অশ্বে আরোহণ করে এমত শক্তি নাই। অতএব এরূপ হীনবল যোদ্ধায় তোমার কোন প্রয়োজন নাই।” গঞ্জালিস বিলম্ব হইতেছে জ্ঞানে উত্তর দিল “মহারাজ হজুরমল হইতে সকল কর্ম্মই সমাধা হইবে।”

মহারাজ বলিলেন। “কালী তোমাদিগের ত্বরিত করুন।” গঞ্জালিস আপন অশ্ব চালাইল। হজুরমল ও অনুপরামও বেগে অশ্ব চালাইল। অশ্বত্রয় বেগে চলিল। গঞ্জালিস দূর হইতে আপনার টুপি হস্তে উঠাইয়া মহারাজকে বিদায় অভিবাদন করিল। মহারাজ দক্ষিণ হস্ত শিরোদেশে তুলিলেন ও আপন রুমালের কোণ হাতে লইয়া উচ্চ করিয়া দুলাইয়া উত্তর দিলেন।”

গঞ্জালিস নয়নপথের বহির্ভূত হইলে মহারাজ সূর্য্যকুমারকে বলিলেন। “এক্ষণে শিবিরে বিশ্রাম কর, আহারের সময় রাজবাটীতে আসিও।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “অদ্য রাত্রে আহার করিব না।” মহারাজ “তবে বিশ্রাম করগে।” বলিয়া সভাসদ সকলকে লইয়া রাজবাটীতে গেলেন। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ পরস্পরের স্কন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া শিবিরাভিমুখে চলিল।

সূর্য্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! তোমার বড় প্রত্যুৎপন্নমতি, তুমি কেমন মহারাজের ভ্রম আশ্রয় করিয়া উত্তর দিলে।”

মালিকরাজ বলিল। “কেন সুযোগ ছাড়িব। দস্যুর সঙ্গে যাইব না, স্পষ্ট মহারাজকে বলিয়া রুষ্ট করায় লাভ কি?”

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজের গঞ্জালিসের সঙ্গে কিমতে আলাপ হইল ; গঞ্জালিস দস্যু, তাতে আবার ফিরিঙ্গী।"

মালিকরাজ বলিল। "অনুপরামের দ্বারা মহারাজের সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ হইল। অনুপরাম যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা। ইহাঁর জ্যেষ্ঠ রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, ইনি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া যক্ষপুর ত্যাগ করেন ও গঞ্জালিসের সঙ্গে কিছু দিন দস্যুবৃত্তি করেন। ধনহীন, ফৌজহীন হইয়া যক্ষপুর অধিকার করিতে অক্ষম। মহারাজের সাহায্য লাভাশায় যশোরে যান। তথায় মহারাজের সঙ্গে অনুপরামের আলাপ হয়। মহারাজ হেঙ্গামা ভাল বাসেন, ইহাঁকে সাহায্য দিতে স্বীকার করিয়াছেন। পরে রায়গড় অধিকারাশয়ে যমুনাতে সসৈন্য আইলেন। ইতিমধ্যে ধূর্ত্ত অনুপরাম একক মহারাজের আশ্বাসে না ভুলিয়া বর্দ্ধমানাধিপের নিকট গিয়া অবস্থান করে ও ক্রমে তাঁহাকে সাহায্য দিতে অনুরোধ করে। বর্দ্ধমানাধিপও সাহায্য দিতে স্বীকার পান। ইত্যবসরে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রায়গড় দখল ও ইন্দুমতী লাভেচ্ছা জন্মে। অনুপরামের পরামর্শে গোপনে উভয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া গঞ্জালিসকে ডাকান ও তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া অদ্যকার ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়াছেন। ইহা হইলে কল্য প্রাতে মহারাজ লোকমুখে রায়গড়ের অবস্থা শুনিয়া যেন তত্ত্বাবধানার্থ রায়গড়ে উপস্থিত হইবেন ও পরে এমত ঘটনা না হয়, এই আশয়ে আপনার সমস্ত সৈন্য কৃষ্ণনাথের অধীনে সেই দুর্গে রাখিয়া আপনি উড়িষ্যা দেশে যাত্রা করিবেন"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজের উড়িষ্যাতেই বা গমনের উদ্দেশ্য কি?"

মালিকরাজ বলিল। "পাঠানদিগের সঙ্গে সন্ধি। প্রতাপাদিত্য অত্যন্ত দুষ্ট রাজা, স্বরাজ্যে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করেন, বঙ্গের অপর একাদশ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরের কোপ জন্মিয়াছে। তাতে আবার অনুপরামকে সাহায্য দিতে স্বীকার হইলেন। এ সমাচার আমাদিগের রাজ্যে প্রকাশ না হইতে হইতেই দিল্লীশ্বরের কর্ণে উঠিল। দিল্লীশ্বর ক্রমে শুনিলেন যে, পাঠানদিগের লোক যশোরে যাতায়াত করে। ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া মহারাজ মানসিংহকে উড়িষ্যায় পাঠান শাসন, ফিরিঙ্গী-দস্যুদল নষ্ট ও প্রতাপাদিত্যের ব্যবহার ও রাজনীতি লক্ষ্য করিতে পাঠান। লোকপরম্পরায় শুনিলাম, এমত অনুমতি আছে যে, মহারাজের দোষ দেখিলে তাঁহার রাজ্যে আসিয়া শাসনও করেন। মহারাজ মানসিংহ এই অনুজ্ঞা লইয়া বাঙ্গালায় রওয়ানা হইলে পর, সম্রাট্শ্রেষ্ঠ আকবরসাহের কাল হয়। জিহাঙ্গিরসাহ তক্তে বসিলে মহারাজ মানসিংহ বৰ্দ্ধমানে অবস্থান করিয়া নূতন বাদশাহের অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছেন। এক্ষণে দিল্লী হইতে সমাচার আইলেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। দিল্লী হইতে সমাচার আসিবার সময় হইয়াছে। বোধ করি, আজ কালের মধ্যে সমাচার আসিবে। তখনই প্রতাপাদিত্যের হয় ত পালা সাঙ্গ হইবে।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমাদিগের রাজার মাতুলের বিষয়ে

কিছু অতিরিক্ত নজর। ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত পীড়নে অসন্তুষ্ট হইয়াছে। আর এই বা কি কথা যে, এক বিপণী দ্রব্য উৎপত্তি স্থান হইতে ব্যবহারের স্থানে পোঁছিতে ৯ বার মাস্থল দিবে।”

মালিকরাজ বলিল। “মাস্থল তো ধনের উপর দৌরাত্ম্য বই নহে। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অন্যান্য দৌরাত্ম্য শুনিলে কর্ণে হাত দিতে হয়। এখনও মহারাজ তোমাকে তোমার রাজ্যে যদি পুনর্বার অভিষিক্ত করেন, তবে তাঁহার বহুল পাপের মধ্যে একের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কিন্তু আমার এমত বোধ হয় না যে, তিনি তোমারে অকারণে রাজ্য দেন।”

সূর্যকুমার বলিল। “তিনি আমায় সহজে রাজ্য না দেন, তবে আমার এ স্থান হইতে পলাইতে হইবে। একবার দেশে গিয়া দেখিব, প্রজাবর্গের কি মত। কিন্তু সরমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে।„

মালিকরাজ বলিল। “সে দিকে নিশ্চিন্ত থাক, সরমা তোমারই হইয়াছে।”

সূর্যকুমার বলিল। “আমায় রাজ্যদান করিলে মহারাজের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইল?”

মালিকরাজ বলিল। “সে বিষয় পরে বলির। এক্ষণে এস বসা যাগ। এই বলিয়া উভয়ে শিবিরে প্রবেশ করিয়া এক আসনে বসিলেন।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিরাজ আমার গঞ্জালিসের যুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। ইন্দুমতীর সে মুখশ্রী গঞ্জালিস

যে তাহাকে অপহরণ করিয়া ম্লান করিবে, তাহা আমার সহ্য হইতেছে না। চল আমরা রায়গড়ে যাই।”

মালিকরাজ বলিল। “আমাদিগের সেখানে যাওয়া উচিত নহে। আমরা মহারাজের বিত্তভোগী। তিনি আমাদিগের সেখানে যাইতে বলিলেন, আমরা তাহে রোগচ্ছলে না যাইয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালন করিলাম না। আবার তাঁহারই ইচ্ছার বিপক্ষ কায করা কি ভাল হইবে। এটি ধর্ম্ম সঙ্গত নহে। বিত্তভোগীর এ কি কর্ত্তব্য। তাহা হইলে আমাদিগের বিশ্বাসঘাতক হইতে হইবে।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আঃ বড় ধর্ম্মের কথা কহিলে। একটি কন্যাকে তাহার ইচ্ছার বিপরীতে বল পূর্ব্বক হরণ করিতেছেন? আমরা তাহা জানিয়াও নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিব।”

মালিকরাজ বলিল। “হাঁ যাহা বলিলে তাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য হইত না, যদি আমরা দেশের অধিকারী হইতাম। কিন্তু মহারাজ অধিপতি। তাঁহার কর্ম্মের ভাল মন্দ বিচার করা ও ধর্ম্মাধর্ম্মের শাসনের অধিকার, আমাদিগের নাই।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “কি আমাদিগের জ্ঞাতসারে একের চিরকালের মত ধর্ম্ম ও সুখ নষ্ট হইবে? আমরা তাহাকে সতর্ক পর্য্যন্ত করিব না? এ কি প্রকার ধর্ম্ম?”

মালিকরাজ বলিল। “হাঁ তুমি অপর এক জনার সুখের জন্য মহারাজের সুখ নষ্ট করিতে প্রস্তুত হইতেছ। তুমি যাহার পালিত, তোমার কর্ত্তব্য তাহারই সুখ বৃদ্ধি করা। তা না করিয়া কে একটা সামান্য স্ত্রীর সুখের দিকে তোমার দৃষ্টি হইল।”

সূর্য্যকুমার বলিল। "ইহাতে মহারাজের কি সুখ হানি? তাঁহার রাজমহিষী কিছু কুৎসিতা নহেন, কুৎসিতা হইলেও ধর্ম্মপত্নী। আবার তার পর তাঁহার আর কত মহিলা আছে।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্য্যকুমার! সংসারে ত কত রূপসী স্ত্রী আছে, তাহাদিগের সকলকে ত্যাগ করিয়া তুমি সরমার জন্য এত ব্যাকুল হইলে কেন? মহারাজেরও সেইরূপ।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমাদিগের প্রেম জন্মিয়াছে। মহারাজের তো প্রেম নহে, কেবলই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করা।"

মালিকরাজ বলিল। "সে যাহা হউক আমাদিগের তাহাতে হস্তক্ষেপ করা বিধেয় নহে। আমরা যখন সে কর্ম্মে মহা-রাজের সহায় হই নাই, তখন আবার তাঁহার বিপক্ষে হস্তো-ত্তলন করা নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম। এস এখন ক্ষান্ত হও, বিশ্রাম কর, অদ্য যে পরিশ্রম হইয়াছে তাহাতে আমি ত আর বসিতে পারি না।"

সূর্য্যকুমার মালিকরাজের হস্ত ধরিয়া বলিল, "ভিরু, চতুর! আমি তোমার ছলে প্রতাপাদিত্যের মত ভুলিব না। উঠ চল আমরা এক্ষণেই রায়গড়ে যাই। বিলম্ব হইলে কি জানি নরাধম গঞ্জালিস কি করিবে। আমার মন স্থির হই-তেছে না। আমার বাম-চক্ষু-স্পন্দন হইতেছে। আর আমার এক দণ্ডও এখানে অবস্থান করিতে মন যাইতেছে না। আমার বোধ হইতেছে যেন গঞ্জালিসের হস্তে আমার বিষম বিপদ আছে।"

মালিকরাজ হাসিল। আবার ক্ষণেক পরেই তাহার চক্ষু-র্দ্বয় অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইল। কি ভাবিল সে বলিতে পারে।

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল। "বিধাতার ভবিতব্যতা অবশ্যই হইবে। প্রতাপাদিত্যের প্রাগ্লব্ধ যেরূপ। আমি কি বলিব। স্নেহটি ঈশ্বরের নিবন্ধন। আপনার পাত্রকে খুঁজিয়া লয় ও আকর্ষণ করে। সূর্যকুমার তোমার মতেই আমার মত; চল যাইতে হয়ত শীঘ্র চল, কিন্তু আমার এক বার মালতীকে দেখিতে ইচ্ছা হইতেছে। পিতার সঙ্গেও একবার দেখা করিতে মন যাইতেছে। হয় ত আমাদিগের আর এ শিবিরে আসিতে হইবে না। চল যাই। যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে।" বলিয়া একলম্ফে আসন ত্যাগ করিল ও অতি শীঘ্র পদে অপর ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিতে লাগিল। সূর্যকুমার মালিকরাজের কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। মৌন রহিল। আপনার ঘরে গিয়া বস্ত্র পরিল। শীঘ্র সসজ্জ হইয়া বাহির হইল। উভয়ে শিবিরের বাহিরে আসিয়া আপন আপন অশ্বে আরোহণ করিল। ক্রমে ছাউনি দিয়া মাঠাভিমুখে চলিল। রাত্রি তখন ৩॥ দণ্ড হইয়াছে, ছাউনিতে প্রহরীরা পাহারা দিতেছে, সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে এই বেশে রাত্রিতে বাহির হইতে দেখিয়া বলিল "মহাশয়েরা কোথায় যাইতেছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "প্রয়োজন আছে এখনি আসিব।"

সপ্তম অধ্যায়।

"কান্তাং সুপ্তে সতি পরিজনে বীতনিদ্রামুপেয়াঃ।"

এ দিকে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, সূর্যকুমার ও মালিক-রাজকে বিদায় দিয়া আপন ঘরে গেলেন। কৃষ্ণনাথ মহা-রাজকে আপন ঘরে বসিতে দেখিয়া বিদায় লইল। বিজয়কৃষ্ণ বিদায় চাহিলে মহারাজ বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ! কিছু কথা আছে, অপেক্ষা কর।" বিজয়কৃষ্ণ আদেশ মত বসিল। অন্যান্য সভাসদ সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলে, মহারাজ বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ! এক্ষণে গঞ্জালিস ত গেল, তোমার বোধ হয় কি, কৃতকার্য হইবে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! কৃতকার্য হইতে বাধা ত কিছুই দেখি না, তবে ভবিতব্যতা।"

রাজা বলিলেন। "হজুরমল এক জন প্রকৃত যোদ্ধা, অবশ্যই আমার কার্য সিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "গঞ্জালিসের চতুরতা ও হজুরমলের বল একত্র হইলে কোন কর্মই অসিদ্ধ থাকে না। কিন্তু সতর্কে কর্ম করিলেই সফল হইবার সম্ভাবনা। রায়গড় বড় কঠিন স্থান। অনঙ্গপাল অত্যন্ত বহুদর্শী।"

রাজা বলিলেন। "উড়িষ্যা হইতে এখনও আমার পত্রের উত্তর আইল না কেন। বহু দিন হইল আমার লোক উড়িষ্যায় গেছে। উত্তর না পাইলে আমি কোন মতে রওনা হইতে পারি না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমার বোধ হয়, উত্তর আজ কালের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিবে। দেখুন কল্য প্রাতে রায়গড় হইতে কি সমাচার আইসে।"

রাজা বলিলেন। "এখন সূর্যকুমারকে কি করা যায়?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহাকে যত শীঘ্র এ স্থান হইতে অন্তর করেন, ততই ভাল।"

রাজা বলিলেন। "এত তাড়াতাড়িতে প্রয়োজন কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আপনি জানেন না যে, সূর্য-কুমার এখানে থাকিলে কত বিপদ্ ঘটিতে পারে। সে যেরূপ যোদ্ধা ও অস্থিরবুদ্ধি।"

রাজা বলিলেন। "অস্থিরবুদ্ধি হইয়া আমার কি ক্ষতি করিতে পারে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সূর্যকুমারকে সহজে বিদায় না দিলে সে অতি শীঘ্রই আপনার সভা ত্যাগ করিয়া দিল্লীতে যাইবে। তাহার যেরূপ রাজ্য লাভে উৎসাহ জন্মিয়াছে, সে আর মহারাজের অধীন থাকিতে সন্তুষ্ট নহে।"

রাজা বলিলেন। "কই আমিত তাহার অসন্তোষের চিহ্নও দেখি না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আরও এক সন্দেহ আছে। এমত যুবা পুরুষকে আপনার অন্তঃপুরে সর্বদা গমন করিতে দেওয়া বিধিবিহিত কর্ম হইতেছে না।"

রাজা বলিলেন। "কেন, কিসে অবৈধ? সূর্যকুমার বালক-কাল অবধি আমার বাটীতে পালিত হইয়াছে, তাতে আবার মহিষী তাহাকে পুত্রবাৎসল্যে যত্ন করেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আপনার সরমা এক্ষণে আর বালিকা নাই। আমি প্রায় বৎসরাবধি উভয়ের মনের ভাব লক্ষ্য করিতেছি। কিছু বাল্যকালের সরল প্রীতির বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি। আপনি কি লক্ষ্য করেন নাই?"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমারের সে ভাবোদয়ে তাহার স্বভাব বা আচরণের ব্যত্যয় হয় নাই। যদিচ তাহার সরমার প্রতি ভগিনী ভাবের কিছু চাঞ্চল্য হইয়াছে, তথাপি বিমল প্রেম ব্যতীত আর ত কিছুই আমার চক্ষে লাগে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সরমা দেবীরও মনশ্চাঞ্চল্য লক্ষ্য হয়।"

রাজা বলিলেন। "সরমা বালিকা, শৈশবাবধি সূর্যকুমারের সঙ্গে প্রায় চিরকাল একত্রে বাস করিয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সে যাহা হউক, সরমা দেবী বিবাহোপযোগী হইয়াছেন। তাঁহার পরিণয়ের কিছু চিন্তা করিয়াছেন?"

রাজা বলিলেন। "তুমি কি কোন পাত্র স্থির করিয়াছ?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ বর্দ্ধমানাধিপের বয়স অল্প। তাহাকে কি বলেন?"

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানরাজ অল্পবয়স্ক বটে, কিন্তু তাহার বিবাহও হইয়াছে। সরমাকে আমি সপত্নীর কোলে সমর্পণ করিব না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তবে আমি ছত্রধারী পাত্রত দেখি না।"

রাজা বলিলেন। "আবার বর্দ্ধমানরাজকে আমার কন্যা-দানে আর একটি বিশেষ বাধা আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনি কি আপনার পুত্র হইবে না ভাবিতেছেন?"

রাজা বলিলেন। "সে কি সামান্য ভাবনা? বর্দ্ধমানরাজ যশোরকে আপনার অন্যান্য সামান্য গ্রামের মত ব্যবহার করিবে, তাহা হইলেই আমার পূর্বপুরুষদিগের নাম লোপ পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহা নিঃসন্দেহ হইবে। কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া আপনি আর কোথায় উপযুক্ত পাত্র পাইবেন।"

রাজা বলিলেন। "সূর্যকুমার কিছু অপাত্র নহে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আজও যে, আপনার পূর্বকার টান সূর্যকুমারের উপর আছে। কিন্তু যদি সূর্যকুমার সকল জানিতে পারে, তবে কি আপনার দান গ্রহণ করিবে?"

রাজা বলিলেন। "তাহা জানিবার কি উপায় আছে? আর পূর্বকার স্নেহই বা কেন? সূর্যকুমার সুপাত্রত বটে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এ বিবেচনাটি ভাল হইয়াছে। কিন্তু যাহাতে অতি শীঘ্র উভয়ের মিলন হয়, তাহায় আমাদিগের যত্নবান্ হওয়া উচিত। আপনি উড়িষ্যায় রওনা হইলে, আসিতে কত বিলম্ব হইবে, তাহার স্থির নাই, অতএব আমার অভিপ্রায় উভয়ের মিলনান্তে আপনি উড়িষ্যা যাত্রা করেন।"

রাজা বলিলেন। "কিন্তু আমার মনে মনে এক পণ আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "কি পণ?"

রাজা বলিলেন। "আমি ছত্রহীন পুরুষকে কন্যাদান করিব না। সূর্যকুমার এক্ষণে ছত্রহীন। আমার ইচ্ছা তাহাকে অগ্রে ছত্র ও দণ্ড দিয়া জয়ন্তীর সিংহাসন দিব, পরে তাহাকে কন্যা দিব। ইহাতেই বিলম্ব হইতেছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সে ত আপনার উড়িষ্যা গমনের পূর্বে হইতে পারে না। আপনার এ বিষয়ে মহারাণীর সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। দেখুন তিনিই বা মনে মনে কাহাকে জামতা স্থির করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "তবে তাই চল তুমিও আপনি শুনিবে, দেখ তাঁহার কি মত হয়।"

রাজা এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনিই যান।" রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অন্তঃপুরে সরমা আপন গৃহে মালতীকে ডাকিয়া তাহার স্বহস্ত চিত্রিত একটি চিত্রলিপি দেখাইতেছেন, এমত সময় রাণী সরমার গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাণী প্রবেশ করিতেই সরমা কিছু ব্যস্ত হইয়া কাগজটি লুকাইলেন। রাণী বলিলেন। "সরমা! উটি কি? ছবি নাকি।"

মালতী বলিল। "ওটি আমাদিগের সূর্যকুমারের প্রতিমূর্তি।"

রাণী বলিলেন। "দেখি। কে আঁকিল?"

সরমা লজ্জিতা হইয়া আস্তে আস্তে কাগজটি লইয়া রাণীর হস্তে দিয়া ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। অবনতমুখী সরমা লজ্জায় মধ্যাহ্ন সূর্যের প্রখর তাপে ম্রিয়মাণা কুমুদিনীর

মত হইলেন। তাঁহার গণ্ডদেশ ঈষদ্ আরক্ত হইল। অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রদ্বয় নীচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। মুখটি ঝুলিয়া পড়িল। হাত দুটি শরীরের দুই পার্শ্বে ঝুলিল। ওষ্ঠদ্বয়ে কিন্তু ঈষদ্ হাস্যের আভা দিল।

রাণী চিত্রপটটি হাতে লইয়া বলিলেন। "মালতি! সরমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। এ যুগলমূর্ত্তি বড়ই শোভা পাইতেছে। সরমা বীরপত্নী বটেন। ব্যাঘ্রটি কি পরিষ্কার হইয়াছে। আহা! সূর্যকুমার কেমন ভঙ্গি করিয়া ব্যাঘ্রের মস্তকে পা দিয়াছেন। আমার সরমা যেন মাধবী লতার মত দীর্ঘ বপু সূর্যকুমারের বিশাল স্কন্ধদেশ আশ্রয় করিয়া কেমন ভাবে দাঁড়াইয়াছেন, সরমার কল্পনাটি বেশ। আমি মহারাজকে অদ্যই দেখাইব ও সূর্যকুমার আহার করিতে আইলে তাঁহাকেও দেখাইব। আমার ইচ্ছা হয় যেন, এই চিত্রের প্রকৃত আদর্শকে এই ভাবে দাঁড়াইতে দেখি।" ফলে সরমা যে চিত্রটী রাণীর হস্তে দিয়া ঘরের বাহিরে গেলেন, সেটি সূর্যকুমারের প্রতিমূর্ত্তি। বীরপুরুষ সূর্যকুমার যুদ্ধবেশে দক্ষিণ পদটি নতশির ব্যাঘ্রের মস্তকে দিয়া প্রকাণ্ড ধ্বজের নীচে দাঁড়াইয়াছেন। তাঁহার বামকটিতে রত্নমণ্ডিত সকোষ তলবারী। সম্মুখের কটিবন্ধে পেষ-কবচ। মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ। উষ্ণীষের উপর সুললিত হোমার পর, হীরক জড়িত দীর্ঘ শিরপেচ কলকার উপর দুলিতেছে। কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল। কণ্ঠে বড় বড় মুক্তার কণ্ঠী। দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ্ব করিয়া দীর্ঘ শেল ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পদের নীচে একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র সম্মুখের পাতিত হস্তদ্বয়ের উপর আপন মস্তক

রাখিয়াছে। সূর্যকুমারের বামস্কন্ধে ভর দিয়া সরমা শরীর বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়াছেন। সূর্যকুমার বামহস্তে আলম্বিতা সরমার কটিদেশ ধারণ করিয়াছেন। সরমার উন্নত কোমল বক্ষ সূর্যকুমারের প্রশস্ত কঠিন বর্মাচ্ছাদিত বক্ষের বাম দিকে ঠেকিয়া কি শোভা সম্পাদন করিতেছে। রাণী এই মূর্ত্তি দেখিয়া এক কালে মোহিতা হইলেন ও ভূয় ভূয় ভিন্ন ভিন্ন আলোকে সেই চিত্রপটটি ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন। "মালতি! এ পটটি বড় মনোহর।"

মালতী বলিল। "মনের ভাব লোকের সকল কর্ম্মকে স্পর্শ করে। সরমার প্রেম সরমাকে আচ্ছন্ন করিয়া এই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর মূর্ত্তি তুলী হইতে নিঃসৃত করিয়াছে। সরমা অন্য কোন পদার্থ ইহার অর্দ্ধেক শোভার সহিত লিখিতে পারিবেন না!"

রাণী বলিলেন। "সত্য বলিয়াছ, কিন্তু চিত্রকরেরা এমত লিখিতে পারে না। ভাল হইল, সূর্যকুমারকে সরমার সহিত এই পটটি দিব। আর মহারাজ জয়ন্তীরাজ্যের ফরমান্ দিবেন। তবেই সূর্যকুমারের অদ্যকার বীরত্বের যথেষ্ট পুরস্কার হইবে।"

এক জন দাসী আসিয়া বলিল। "আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আজ্ঞা হইলে মহারাজকে সংবাদ দি।"

রাণী বলিলেন। "অমনি সূর্যকুমারকে ডাকিতে পাঠাও।"

দাসী আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। রাণী সরমার ঘর হইতে চিত্রটি লইয়া বাহিরে আইলেন। সহচরী মহারাজকে অন্তঃপুরে আসিতে দেখিয়া বলিল। "মহারাজ! আহার

প্রস্তুত হইয়াছে। রাণী আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমি সূর্যকুমারকে ডাকিতে বলিতে চলিলাম।”

রাজা বলিলেন। “সূর্যকুমার অদ্য অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।”

সহচরী রাজার বাক্যে নিবৃত্ত হইল ও মহারাজের পশ্চাৎ-বর্তী হইল। মহারাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে রাণী অগ্র-সর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন। “মহারাজ! কৈ সূর্যকুমার আইলেন না।”

রাজা বলিলেন। “তোমার সহচরীকে আমি নিবৃত্ত করি-লাম, সূর্যকুমার অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।”

রাণী বলিলেন। “তাঁহার কি হইয়াছে?”

রাজা বলিলেন। “সে অদ্যকার পরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়াছে। আপন শিবিরে বিশ্রাম করিতেছে।”

রাণী বলিলেন। “মহারাজ! দেখদেখি এ চিত্রপটে কাহার মূর্তি?” রাজা চিত্রপটটি হাতে লইয়া অমনি সিহরিলেন। ক্ষণেক এক দৃষ্টে দেখিয়া বলিলেন, “এটি কাহার কর্ম?”

রাণী বলিলেন। “যাহার কর্ম হউক, কেমন শোভি-য়াছে বল।”

রাজা বলিলেন। “এ শিল্পী আপন কর্মে বিশেষ পটু, দিব্য ভাব শুদ্ধ পট লিখিয়াছে।”

রাণী বলিলেন। “এ যুগল মূর্তি দর্শনে তোমার অভিলাষ হয় না?”

রাজা বলিলেন। “আমি তোমাকে অদ্য আমাদিগের বিষয় কর্মের এক কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছি।”

রাণী বলিলেন। "মহারাজ! আগে এ পটের কথাটি সাঙ্গ করুন।"

রাজা বলিলেন। "আমি ঐ পটেরই কথা বলিতেছি শুন। সরমা বিবাহের উপযুক্তা হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার যোগ্য বর অনুসন্ধান আবশ্যক।"

রাণী বলিলেন। "মহারাজ! চিত্রপটটি দেখুন, ইহা-পেক্ষা যোগ্যে যোগ্যা মিলন আর কোথা সম্ভবে?"

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানাধিপের সহিত সরমার বিবাহ হইতে তোমার কি মত? বর্দ্ধমানাধিপ অল্পবয়স্ক, সদ্বংশজাত ও মান্য রাজা।"

রাণী বলিলেন। "মহারাজ! সূর্যকুমার কি অসদ্বংশ-জাত?"

রাজা সিহরিয়া বলিলেন। "সূর্যকুমারও সদ্বংশজাত বটেন, কিন্তু সূর্যকুমার ছত্রধারী নহেন।"

রাণী বলিলেন। "কেন তাহাকে ত তাহার পৈতৃক রাজ্য দিতে স্বীকার করিয়াছ। এক্ষণে তাহাকে রাজ্যাভি-ষিক্ত কর ও আপন প্রিয়তমা কন্যা সরমাকে বামে বসাও।"

রাজা হাসিয়া বলিলেন। "তবে দেখিতে পাই তোমার সূর্যকুমারের প্রতি সম্পূর্ণ ইচ্ছা।"

রাণী কিছু লজ্জিতা হইয়া বলিলেন। "শুদ্ধ আমার কেন ঐ চিত্রপটই প্রমাণ, যে সরমার অপ্রিয় নহে।"

রাজা বলিলেন। "তবে এ পটটি কি সরমার লেখা?"

রাণী বলিলেন। "হাঁ, সরমা নির্জনে বসিয়া স্বকল্পনায় এ চিত্রটি লিখিয়াছেন।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে তাই হউক।"

রাণী বলিলেন। "কালী উভয়কে সুখে রাখুন।"

মালতী স্বস্তি বলিয়া হুলু দিল, পার্শ্বস্থ সহচরীচয় হুলু প্রতিধ্বনি করিল। প্রৌঢ়া মহিলাগণ শঙ্খ বাজাইল। রাজবাটী মঙ্গল শব্দে ফুলিয়া উঠিল। লোকপরম্পরায় শব্দ ও সমাচার ছাউনিতে গেল। ক্ষণেক পরেই ছাউনিতে 'জয় কালী' শব্দে তুমুল হইল। নহোবত বাজিল। বিজয়কৃষ্ণ অকাল নহোবত ও শঙ্খধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন যে, অন্তঃপুরে মহারাজের মতের সহিত রাণীর মত ঐক্য হইয়াছে, সরমা ও সূর্যকুমারের মিলন ধার্য হইল।

স্বস্তিবাচনাদি শব্দ থামিলে রাণী মালতীকে বলিলেন। "মালতি! দেখ, সূর্যকুমার কিরূপ আছেন, যদ্যপি একান্ত অসুস্থ না থাকেন, তবে বলিবে যেন যুদ্ধবেশে অন্তঃপুরে এক্ষণেই আইসেন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। মালিকরাজকেও সঙ্গে আসিতে বলিবে। আর মহারাজের সেনানী কৃষ্ণনাথ রণবীর-বাহাদুরকে আমার আশীর্বাদ দিবে, আর বলিবে ব্যাঘ্রটি ও একটি প্রকাণ্ড ধ্বজা অন্তঃপুরের প্রাঙ্গনের ভিতর পাঠাইয়া দেন, বিলম্ব করিতে নিষেধ করিবে। বিজয়কৃষ্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান অমাত্যগণ স্ব স্ব বেশে অন্তঃপুরে এক্ষণেই আইসে।"

মালতী রাণীর আজ্ঞা লইয়া দ্রুতপদে চলিল।

রাণী অপর এক সহচরীকে ডাকিয়া বলিলেন। "দেখ, সরমাকে উত্তম বেশভূষা করিতে বল ও মালতী প্রত্যাগমন করিলে তাহাকেও ভাল করিয়া বেশভূষা করিতে কহিবে।

অন্তঃপুরের দাসীদিগকে বল, অদ্য প্রাঙ্গনে উৎসব হইবে, ভাল করিয়া সাজায় ও আলোক দেয়। সূপকারকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে বল।”

কিছুক্ষণ মধ্যেই মালতী ফিরিয়া আইলে, রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এত শীঘ্র যে ফিরিলে।” মালতী বলিল। “সূর্যকুমারের শিবিরে প্রথমে যাইয়া দেখিলাম যে, সূর্য-কুমার শিবিরে নাই। তাঁহার দাসকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, ‘সূর্যকুমার ও মালিকরাজ উভয়ে যুদ্ধবেশে অশ্বারোহণ করিয়া কোথায় গেলেন, বলিয়া গেলেন যে, আমরা বোধ করি অদ্য আসিতে পারিব না। কল্য সায়ংকাল অবধি আমাদিগের অপেক্ষা করিবা। না আসি ত চিন্তিত হইও না। পরশ্ব দিবস অবশ্য অবশ্য আসিব।’ অতএব আপনার আজ্ঞা না পাইয়া কৃষ্ণনাথ ও বিজয়কৃষ্ণের নিকট যাইতে পারি না ”

রাণী বলিলেন। “ভাল করিয়াছ। সূর্যকুমার অবর্ত্তমানে কাহারও প্রয়োজন নাই। তবে তুমি সহচরী ও সূপকারকে আয়োজন করিতে নিষেধ করিয়া আমার নিকট অতি শীঘ্র আইস।”

মালতী চলিয়া গেলে রাণী সরমার ঘরে গিয়া বলিলেন। “ওমা! সরমা! তুমি কি জান, সূর্যকুমার কোথায় গিয়াছেন?”

সরমা বলিলেন। “না, তিনি আমাকে ত কিছুই বলেন নাই। তিনি কি আপন শিবিরে নাই?”

রাণী বলিলেন। “না, মালতী শিবির হইতে এই আইল।”

সরমা বলিলেন। “তাঁহার হৃদয়সখা মালিকরাজ কোথায়?

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবে। সূর্যকুমার মালিকরাজকে না বলিয়া কোন কর্মই করেন না?"

রাণী বলিলেন। "সে মাণিক-যোড় কখন অন্তরে থাকে না। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ উভয়েই অদ্য সায়ংকালের পর যুদ্ধবেশে অশ্বারোহী হইয়া কোথায় গিয়াছে, কেহই জানে না। তাহার ভৃত্যকে বলিয়াছে যে, পরশ্ব অবশ্য অবশ্য আসিবে। একি বিপদ! দেখ কোথায় দুইজনে গেল। কোথায় বা যুদ্ধ উপস্থিত। আর এমত কি সহসা বিপদ হইল যে তাহারা মহারাজকে না বলিয়া চলিয়া গেল।"

সরমা বলিলেন। "মহারাজ কি জানেন না?"

রাণী বলিলেন। "মহারাজ যখন বাটীর ভিতর আহারের জন্য আসিয়াছিলেন তখন বলিলেন 'সূর্যকুমার অসুস্থ আছেন, আহার করিবেন না।' হাঁ মা তুমি আজ রাজার আহারের সময় কেন যাও নাই? রাজা কত জিজ্ঞাসা কল্লেন। খেদ করে বল্লেন, সরমা কি আমাদিগের ত্যাগ করিতে না করিতে ভুলিল।"

সরমা অমনি ফুলকামুখী হইয়া রাণীর গলদেশে বাহু দিয়া ঘেরিলেন ও রাণীর মুখের দিকে ঘাড় তুলিয়া বলিলেন। "মা ওমা।" সরমার ওষ্ঠদ্বয় ঈষদ্ উলটিয়া পড়িল, চক্ষুদ্বয় জলে পূর্ণ হইল। আধ দুঃখ, আধ অভিমানে মাতার নয়নে নয়ন মিলাইলেন। রাণী অমনি করতলদ্বয়ে সরমার মুখপদ্ম ধারণ করিয়া সরমার মুখ নিরীক্ষণ করিলেন ও তাহার নিষ্কলঙ্ক ললাটে চুম্বিলেন। সরমার বাক্য রহিত দৃষ্টিতে পাষাণ দ্রব হয়, তা মায়ের মন। একেবারে গলিয়া গেল। রাণী আর থাকিতে

না পারিয়া অশ্রু পাত করিলেন। এইরূপ ক্ষণকাল স্নেহ পাশে উভয়েই বদ্ধ হইয়া রহিলেন। ক্রমে সরমাকে অলসাঙ্গী দেখিয়া রাণী ক্রমে খাটের দিকে গিয়া বসিলেন। সরমা মাতার বক্ষস্থলে মস্তক দিয়া থাকিলেন। কিছুক্ষণ পরেই বালিকা সরমা মাতার বক্ষে সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। রাণী কতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া অতি অল্পে অল্পে সন্তর্পণে সরমার মস্তক হইতে আপনি সরিয়া তাহার মস্তকে বালিস দিলেন ও ময়ূর-পুচ্ছের পাখা দিয়া অল্পে অল্পে সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সরমা গাঢ় নিদ্রাভিভূতা হইলে রাণীও খাটের এক পার্শ্বে শুইলেন। দাসীরা বাতাস করিতে লাগিল। ক্ষণকালের পরে সরমা নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ ফুঁপিয়া কাঁদিয়া উঠি-লেন।

রাণী চমকিয়া সরমার বক্ষস্থলে করতল চাপিয়া দিয়া বলিলেন। "কি মা, ভয় কি? সরমে! এই যে আমি আছি।" সরমা আবার নিদ্রায় অভিভূতা হইলেন। ঘন ঘন সুনিশ্বাস বহিতে লাগিল। রাণী কতক্ষণে ক্ষান্ত দেখিয়া আবার শয়ন করিলেন। মালতী সরমার আলুলায়িত কেশপাশে হস্ত দিয়া আস্তে আস্তে নাড়িতে লাগিল। কতক্ষণে বোধ হইল যেন সরমার সুখনিদ্রা হইতেছে। এই রূপে প্রায় এক প্রহর কাল অতীত হইলে রাণীও চিন্তাশ্রান্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন। মালতী আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহিরে গিয়া মহারাজ প্রতা-পাদিত্যকে আনুপূর্বক সমস্ত ঘটনা বলিল। মহারাজ বিজয়-কৃষ্ণকে ডাকাইয়া পরামর্শ করিয়া রাজচিকিৎসক হরিশ্চন্দ্র রায়কে লইয়া অন্তঃপুরে গেলেন। দেখেন সরমা আলু-

লায়িতকেশে আপনার পর্য্যঙ্কে শয়ান আছেন, তাঁহার পার্শ্বে রাণী সরমার বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া নিদ্রিতা। দাসীরা চামর ব্যজন করিতেছে। রাজা অতি মন্দপদ বিক্ষেপে সতর্কে পর্য্যঙ্কের নিকট গেলেন। সহচরী একটি ওড়না লইয়া সরমার গাত্রে ঢাকা দিল। পরে চিকিৎসক গম্ভীর হইয়া পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে সরমার মুখে রোগের লক্ষণ সকল দেখিতে লাগিল কিন্তু মনে মনে মুখশ্রী প্রশংসা করিতে ভুলিল না। অনেক ক্ষণ এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া হস্ত ধরিয়া নাড়ি দেখিল। সরমা হস্ত ধারণে জাগ্রত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন ও আপনার অঞ্চল লইয়া মুখে আবরণ দিলেন।

কবিরাজ প্রায় এক দণ্ডের পর বলিল। "নাড়ির অত্যন্ত বেগ। কিন্তু সেটি জ্বরের বেগ নহে; বোধ হয় মনে কোন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের এস্থলে থাকা উচিত নহে। গাত্রের বস্ত্র খুলিয়া ইহাকে বায়ু সেবন করান বিধেয়। অল্পক্ষণেই সুনিদ্রা হইবে। বোধ করি নিদ্রা হইলেই আরোগ্য হইবেন।"

রাণী এই কথাগুলি শুনিয়া জাগ্রত হইলেন ও উঠিয়া বসিলেন। কবিরাজ ও বিজকৃষ্ণ গৃহের বাহিরে গেলেন।

রাণী মহারাজের নিকট যাইয়া বলিলেন। "সূর্য্যকুমার কোথায়? মালতী তাহার শিবিরে গিয়াছিল; দেখা পায় নাই; শুনিল যে মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার উভয়ে অস্ত্রবদ্ধ হইয়া কোথা গেছেন। তোমার কি রাজ্যের কোন অংশে উপদ্রব সম্ভবনা আছে?"

রাজা বলিলেন। "আমিও মালতীর প্রমুখাৎ শুনিয়া ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। দেখি বিজয়কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করি। তুমি সরমাকে বাতাস করিতে বল।"

রাজা সভায় আসিয়া চিকিৎসককে বিদায় দিয়া বিজয়-কৃষ্ণকে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ শুনিয়াছ, তোমার পুত্র ও সূর্যকুমার কোথায় গিয়াছে?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "না আমি তাহা জানি না। তাহারা ত এই আপনার নিকট বিদায় লইয়া বিশ্রাম করিতে গেল। ইহার মধ্যে আবার কি হাঙ্গামা উপস্থিত। ও দুটির মত স্বেচ্ছাচারী বালক আর আমি কুত্রাপি দেখি নাই। কি মনের ভাব হইল; তাহারাই জানে। সূর্যকুমারের স্বভা-বই ঐ মত; দেখিতে অতি শিষ্ট ও ধীরস্বভাব। ফলে অন্য বিষয়ে সদাই ধীর। কোন কর্মেই আগ্রহ নাই। আবার মত এমত অস্থির, যে অল্পেই জ্বলিয়া উঠে আবার অল্পেই নিবিয়া যায়।"

রাজা বলিলেন। "হাঁ, গতবার যখন তাহাকে রায়গড়ে যাইতে কত বলিলাম, কোন মতেই স্বীকার পাইল না। আবার সহসা আপনি গেল। আমার বোধ হয় সে অদ্য সেইখানেই গিয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সূর্যকুমার যদি সেখানে গিয়া থাকে তবে ভাল হয় নাই। সে গঞ্জালিসকে দস্যু জানিলে আপ-নার কর্মে ব্যাঘাত জন্মাইবে। কোন ক্রমে তাহাকে সাহায্য দিবেনা, বরং যাহাতে গঞ্জালিস নিষ্ফল হয় তাহার চেষ্টা পাইবে।"

রাজা বলিলেন। "তাহা জানিবার তাহার কোন উপায় নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মালিকরাজ কোন বিষয়ে অজ্ঞাত নাই। মালিকরাজ অবশ্যই বলিবে। কি বিপদ হইল! মহারাজ আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম যে রায়গড়ের ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করায় আপনার লাভ নাই। আপনি তাহা শুনিলেন না। আমার উপর বিরক্তি প্রকাশ করিলেন।"

রাজা বলিলেন। "আমার কি বালককে ভয় করিয়া চলিতে হইবে? একি পাপ! সে বালক দ্বয় হইতে কি ঘটিতে পারে। তাহাদিগকে আমার নিকটে আবার আসিতে হইবে। তাহাদিগের কি মনে ভয় নাই?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সে বালক ভয়ে নম্র হয় না। যত বিপদ উপস্থিত হয় সে ততই আনন্দিত হয়।"

রাজা বলিলেন। "এক্ষণে ভাবিলে আর কি হইবে কাল প্রাতে উপায় দেখা যাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ বোধ করি তাহারা কল্য প্রাতে আসিবে। এক্ষণে বিদায় হই।"

রাজা বলিলেন। "আচ্ছা।"

বিজয়কৃষ্ণ রাজ গৃহ হইতে যেমন বহির্গত হইলেন, অমনি দেখেন দ্বারে একজন অশ্বারোহী আসিয়া পৌঁছিল। তাহার অশ্বটি ঘর্মে স্নাত হইয়াছে। অতি ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছে ও নিশ্বাস প্রশ্বাসের ধমকে তাহার সমস্ত শরীর দুলিতেছে। অশ্বারোহী পুরুষটি অতি কষ্টে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল। তাহারও শরীর ঘর্মাপ্লাবিত ও শ্রান্ত হইয়াছে।

বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া শির নোয়াইল। আপনার অঙ্গত্রাণের ভিতর হইতে এক খানি পত্র লইয়া বিজয়কৃষ্ণের হস্তে দিল ও বলিল। "মহাশয় অনেক সমাচার আছে, কিছু শ্বাস পাইয়া বলিতেছি।"

বিজয়কৃষ্ণ তাহাকে বিশ্রাম করিতে বলিলে সে বসিয়া জল-পান করিল। পরে তমাক খাইয়া বলিল, "মহাশয়! শুনুন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "চল রাজসম্মুখে বলিবে।" পত্রবাহক বিজয়কৃষ্ণের অনুমত্যনুসারে বিজয়কৃষ্ণের পশ্চাতে রাজসভায় চলিল। রাজা সভাত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরে যাইতেছিলেন, বিজয়কৃষ্ণকে দেখিয়া ফিরিয়া সভায় বসিয়া বলিলেন, "বিজয়-কৃষ্ণ! আবার কি, সকল কুশল ত?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনার বংশ দিন দিন বৃদ্ধি হউক। বর্দ্ধমান হইতে আমাদিগের পত্রবাহক পত্র আনিয়াছে, মৌখিক সমাচারও আনিয়াছে, আজ্ঞা হয়ত শুনাই।"

রাজা বলিলেন। "পত্র অবগত হইয়া আমায় মর্ম্ম বল।"

বিজয়কৃষ্ণ পত্রটির আদ্যোপান্ত পড়িল, পড়িয়া ক্ষণেক মৌন হইয়া রহিল। আবার পত্রটি আদৌ আরম্ভ করিয়া যত্ন পূর্ব্বক সমস্ত পড়িল, পড়িয়া কিছু বিষণ্ণ হইল।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কি সমাচার, কাহার পত্র?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! পত্রটি মেহের-উলন্নিসার জবানি, কিন্তু কোন মুন্সীর হস্তলিপি। নীচে নুরজিহানের পত্র মেহের-উলন্নিসার স্বাক্ষর দেখিতেছি।"

রাজা বলিলেন। "কেমন ষের-আফগাণের কি সমাচার?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ষের-আফগাণ আর নাই। কুতবউদ্দিন-কোকলতাষও পরলোক গিয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "সে কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! মেহের-উলন্নিসা লিখিতেছেন যে, তাঁহার পূর্ব স্বামী ষের-আফগাণের কাল হওয়াতে দিল্লীশ্বরই তাঁহার স্বাভাবিক স্বামী হইয়াছেন; অতএব দিল্লীশ্বরের বিপক্ষে কোন মন্ত্রণা তিনি আপনার সঙ্গে করিতে ইচ্ছা করেন না।"

রাজা বলিলেন। "ইহার অর্থ কি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ইহার অর্থ, আপনি যে রাজবিদ্রোহ পরামর্শ করিয়া ষের-আফগাণকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা ষের-আফগাণের মৃত্যুর পর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হয়। তৎকালে বর্দ্ধমানে মেহের-উলন্নিসা না থাকাতে, তথাকার লোকে সে পত্র দিল্লীতে পাঠায়। দিল্লীতে মেহের-উলন্নিসা বর্ত্তমান বাদসাহ জিহাঙ্গির সাহের প্রধান বেগম নুরজিহান হইলেন। তাঁহার নিকট আপনার পত্র পৌঁছিলে তিনি এই বই আর কি উত্তর দিবেন।"

রাজা বলিলেন। "কি সর্বনাশ! তবে আমার পত্র দিল্লীশ্বরের চক্ষে পড়িয়াছিল।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "নিঃসন্দেহ জিহাঙ্গির সাহ আপনার পত্রপাঠ করিয়াছেন।"

রাজা বলিলেন। "এই জন্যই আমার উত্তরের এত

বিলম্ব হইল। ভাল, ষের-আফগাণ ও কুতবউদ্দিন-কোকলতাব কিরূপে পঞ্চত্ব পাইল?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ সে খানে শুনিলাম যে এক দিন সামান্য হাঙ্গামে উভয়েরই কাল হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "ভাল, এক্ষণে বর্দ্ধমানের আর কি সমাচার আছে?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ আমার আগমনের ছয় দিন পূর্বে মহারাজামানসিংহ সসৈন্য বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক লস্কর। শুনিতেছি, তিনি আপনি পূর্বরাজ্যের কোন রাজাকে বদ্ধ করিয়া লইতে আসিয়াছেন। সে রাজা বদ্ধ হইলে, তথা হইতে উড়িষ্যার আফগানদিগকে দমন করিয়া, দক্ষিণ রাজ্যের ফিরিঙ্গি নির্মূল করিবেন; অবশেষে একবার আরাকাণেও যাইবেন।"

রাজা বলিলেন। "ভাল তাঁহার লস্কর কত, তাহার কিছু তত্ত্বাবধারণ করিতে পারিয়াছ?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ! তাঁহার লস্করের শেষ নাই। আমি যে কয়েক দিন তথায় ছিলাম, সে কয়েক দিনই তাঁহার লস্করের আমদানি হইতেছিল। আমার আগমনের পরও শুনিলাম, আরও লস্কর আসিবে। এক্ষণে স্থির নাই, মহারাজ মানসিংহ কোথায় অগ্রে যান ও কোন্ দিকেই বা স্বয়ং যাইবেন। শুনিতেছি, তাঁহার পুত্র জগৎসিংহ এক দিকে ও তাঁহার কচুরায় নামক এক জন সেনানী অপর দিকে যাইবেন। সকলেই বোধ করিতেছে তিনি স্বয়ং উড়িষ্যায় যাইবেন।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! এ কচুরায় কি আমাদিগের কচুরায়?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "বলিতে পারি না। হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বসন্তরায়পুত্র কচুরায় যদি হন, তবে বোধ করি তিনিই পূর্ব্ব রাজ্যে আসিবেন।"

রাজা বলিলেন। "তাহা হইলে আমরা নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিব, সে বালকের আমাদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ দিতে সাহস হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ পত্রবাহককে বলিল। "ভাল তুমি কি কচুরায়কে দেখিয়াছ?"

পত্রবাহক বলিল। "না, যে কএক দিন আমি বর্দ্ধমানে ছিলাম, তাহার মধ্যে কচুরায়কে একদিনও দেখি নাই। আমি প্রত্যহই অপরাহ্নে দুগ্ধ বিক্রয় ছলে মহারাজমানসিংহের ছাউনিতে যাইতাম কিন্তু একদিনও কচুরায়, মানসিংহ, কি অপর কোন কর্ত্তৃপক্ষকে দেখি নাই। শুনিলাম কচুরায় অহর্নিশি রাজামানসিংহের সঙ্গেই থাকেন। তাঁহারই পরামর্শে রাজামানসিংহ সকল কর্ম করেন।"

রাজা বলিলেন। "তুমি কি কাহার মুখে শোন নাই যে কচুরায় কোন দেশীয় লোক?"

পত্রবাহক বলিল। "মহারাজ তাহাও তত্ত্বাবধারণ করিতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু কেহই তাহার বিষয় কিছু বলিতে পারে না। সকলেই বলে কচুরায় মহারাজ মানসিংহের দক্ষিণ হস্ত। মহারাজমানসিংহ কচুরায়কে জগৎসিংহের অপেক্ষা অধিক যত্ন করেন, এমন কি কচুরায়ের সরল ধীর

স্বভাবে তাহাকে মান্যও করেন। সকলে বলে কচুরায় রাজপুতনার কোন উচ্চবংশীয় রাজপুত্র; কোন দেশের রাজা হইবেন।”

রাজা বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর; কল্য প্রাতে আমার সভায় উপস্থিত থাকিও। তুমি কি উড়িষ্যার কোন সমাচার পাইয়াছ?”

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ আমি উড়িষ্যার কোন সমাচার জানি না। কেবল এই লস্করপুরে শুনিয়া আইলাম যে পথের মধ্যে উড়িষ্যা হইতে আগত এক অশ্বারোহীকে দস্যুরা বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে। পান্থ একজন তাহা দেখিয়া ফাঁড়িতে সমাচার দিল, কিন্তু তাহারা অগ্রাহ্য করিল।”

রাজা বলিলেন। “তুমি শুনিলে না যে, সে লোকটি কে, কাহার সমাচার লইয়া কোথায় যাইতেছে?”

পত্রবাহক বলিল। “মহারাজ আমি তাহা শুনি নাই।”

রাজা বলিলেন। “ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর।”

পত্রবাহক শির নোয়াইয়া চলিয়া গেল।

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এ সমাচার ত অত্যন্ত বিপদসূচক হইল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! এত স্বয়ং আপন স্কন্ধে আনিয়াছেন।”

রাজা বলিলেন। “আমি কিসে স্বয়ং আনিলাম? ষের-আফগাণের উপর জিহাঙ্গির যেরূপ লাগিয়াছিলেন, তাহাতে কোন্ ভদ্র রাজা নিশ্চিন্ত হইয়া পরিদর্শকের ন্যায় থাকিতে পারে?।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! দিল্লীশ্বরত আপনার অধীন রাজা নন, যে আপনি তাঁহার রীতি নীতির বৈধাবৈধ বিচার করিবেন ও কর্মের মত ফল দিবেন।"

রাজা বলিলেন। "কেন, রাজসভার নিয়মই এই। একের দৌরাত্ম্যে অপরের দৃষ্টি থাকিলে, কেহ কাহার রাজ্যে অন্যায়াচরণ করিতে পারেন না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ গোস্তাকি মাপ করিবেন। আপনি রায়গড়ের যে ব্যাপারটি উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা দিল্লীশ্বর শুনিলে, কি করিবেন বোধ হয়?"

রাজা বলিলেন। "আমি ত একের পরিনীতা স্ত্রীর উপর দৃষ্টি করি নাই। আর তাহার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত লক্ষ্য করি নাই। অবিবাহিতা ইন্দুমতী লাভে সকলেরই সমান অধিকার আছে। জিহাঙ্গির বাদসাহ এক্ষণকার নুরজিহান লাভেচ্ছায় কি কি কুকর্ম না করিয়াছেন? যের-আফগাণকে হস্তিপদে পাঠাইয়াছেন। একাকী নিরস্ত্র করিয়া বিকট ব্যাঘ্রের সম্মুখে পাঠাইয়াছেন। আবার নির্জনে সুপ্ত যের-আফগাণকে নষ্ট করিবার জন্য ছয় জন অস্ত্রধারী লোককে তাহার গৃহে পাঠাইয়াছেন। দৈববলে দলস্থ বৃদ্ধের শব্দে যের-আফগাণ জাগ্রত হইয়া, তাহাদিগকে আপনার বলে ও বীর্যে নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। আমিত এ সব করি নাই। যাহা হউক এক্ষণে সমূহ বিপদ উপস্থিত।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আমার পরামর্শে অদ্য রাত্রিতেই কৃষ্ণনাথকে ডাকাইয়া বর্দ্ধমান অঞ্চল হইতে যমুনা পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রহরী রাখা কর্তব্য ও বর্দ্ধমানে চারি পাঁচ

জন্য চরও পাঠান উচিত। মানসিংহের চলন সব লক্ষ্য করিলেই আমরা সতর্ক হইতে পারিব।"

রাজা বলিলেন। "ভাল বলিয়াছ। আর যশোরে সমাচার পাঠাও, যে যত সৈন্য বাকি আছে, তাহা সব এই স্থানে অতিশীঘ্র আসিয়া উপস্থিত হয়।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "যশোর এককালে সেনাবলহীন করা বড় বুদ্ধি বিহিত হইতেছে না। কি জানি যদ্যপি অন্য কোন দিক হইতে শত্রু আইসে। দিল্লীশ্বরের অধিকার সর্বত্রেই আছে। তাঁহার সৈন্য সর্ব স্থানেই আছে। অনুমতি ও সুযোগ পাইলেই যশোর আক্রমণ করিতে পারে। অতএব যাহারা যশোরে আছে তাহাদিগের সেই স্থানেই থাকা উচিত। বরং এ স্থান হইতে যশোর রক্ষার্থে মালিকরাজকে পাঠান যাগ।"

রাজা বলিলেন। "তবে তাই হউক; কিন্তু বীর্যনন্ত একাই যশোর রক্ষায় দক্ষ, সে তাহার মৃত পিতা কালীসেনানী তুল্য যুদ্ধকৌশলে পারগ। উড়িষ্যার সমাচার না পাইলে আমায় করবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমার বোধ হয় উড়িষ্যার পাঠানরা আপনার দল ভুক্ত থাকিবে। কিন্তু তাহাদিগের হইতে আপনার কি উপকার সম্ভাবনা?"

রাজা বলিলেন। "কেন তাহারা যদ্যপি এক্ষণে মানসিংহের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া অগ্রসর হয় তাহা হইলে আমিও সাহস করিয়া মানসিংহের সেনার পশ্চাদ্ভাগে আক্রমণ করিতে পারি। মানসিংহ দুইদিক হইতে আক্রান্ত হইলে

কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারিবে না। তাহা হইলেই আমরা জয়ী হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ঢাকায় যে দিল্লীশ্বরের সৈন্য আছে তাহার উপায় কি করিলেন? মানসিংহ কিছু তাহাদিগের ভুলিয়া যান নাই। তিনি অবশ্য তাহাদিগকে কোন আদেশ দিয়া থাকিবেন। পত্রবাহক প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম ও মেহের-উলন্নিসার পত্র লিখিবার ভাবে যাহা দেখিলাম, তাহায় সমূহ বিপদ বুঝিতে হইবে। মানসিংহ আপনাকে একবার না নাড়া দিয়া ক্ষান্ত হইবেন না।"

রাজা বলিলেন। "বর্দ্ধমানরাজ কি করিবেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনি যাহা বোঝেন! বর্দ্ধমানরাজ স্পষ্ট আপনার দলভুক্ত হইতে পারিবেন না। তিনি চতুর; মনে মনে যদিচ দিল্লীশ্বরের বিপক্ষ হইতে ইচ্ছা আছে, তথাপি স্পষ্ট তাঁহার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিতে সাহস করেন না। তিনি বোধ করি গোপনে মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া থাকিবেন।"

রাজা বলিলেন। "যাহা হউক, আমাকে প্রস্তুত হইতে হইবে। কৃষ্ণনাথকে ডাকিতে বল।"

বিজয়কৃষ্ণ উপস্থিত প্রহরীকে কৃষ্ণনাথ রণবীর বাহাদুরকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন।

রাজা বলিলেন। "এক্ষণে সূর্য্যকুমার থাকিলে অনেক কর্ম দেখিত?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহা হইতে আপনার কি উপকার হইত?"

রাজা বলিলেন। "কেন যুদ্ধকালে সে এক দিক ও হজুরমল অপর পার্শ্ব রক্ষা করিত। সে যুদ্ধ কৌশলে প্রায় কৃষ্ণনাথের মত নিপুণ, বরং কোন কোন স্থানে অধিক বুদ্ধিজীবির মত কর্ম করে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আপনার হজুরমল বোধ করি কল্য প্রভাতে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

রাজা বলিলেন। "তাহাকে ত এইরূপ বলিয়া দিয়াছি কিন্তু সূর্যকুমার ও মালিকরাজের জন্য আমার চিন্তা হইতেছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ, তাহারা আসিবার হয় পরশ্ব দিবস আসিবে। কিন্তু এই সময় গঞ্জালিসের কিছু ফৌজ আনিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে। ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ কৌশলে অত্যন্ত দক্ষ, তাহাদিগের অধিক পুরস্কারের লোভ দেখাইতে হইবে।"

রাজা বলিলেন। "শুদ্ধ পুরস্কার কেন, তাহারা আমার দলভুক্ত হইলে তাহাদিগের স্বার্থ লাভও হইবে। উভয় সৈন্য একত্র হইয়া সাধারণ শত্রুকে পরাস্ত করিব। দিল্লীশ্বর আমার ও গঞ্জালিসের সমান বৈরী।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তাহা সত্য বটে, তথাপি গঞ্জালিসের লোক সব দস্যু; তাহাদিগের সাধারণের স্বার্থাপেক্ষা, তাহারা স্ব স্ব লাভ কিছু ভাল বোঝে। মহারাজ, কুলোকের প্রেম ক্ষণ-স্থায়ী, কেবল ধনই লোককে এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতে পারে।"

রাজা বলিলেন। "তাহাদিগকে ধন দিয়া আপন কোষ এক্ষণে শূন্য করাওত যুক্তিবিহিত হইতেছে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ এক উপায় আছে। রায়গড়ের ভাণ্ডারে অনেক ধন আছে। সে ধন যদ্যপি আপনার প্রাপ্য

বটে কিন্তু এক্ষণে আপনার নহে; তাহা হইতে কিয়দংশ গঞ্জালিসের লোকদিগকে দিতে স্বীকার করিলে, তাহারা প্রাণপণে আপনার কর্মে নিযুক্ত হইবে।”

রাজা বলিলেন। “সে ধন আমার দিতে মায়া হইতেছে বটে, কিন্তু সে বৃথা মায়া। তাহাই ফিরিঙ্গি সৈন্যে বিতরণ করিব।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “কৃষ্ণনাথ উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাহাকে কি কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন?”

রাজা বলিলেন। “কৃষ্ণনাথ! আমার জ্ঞান হইতেছে, দিল্লীশ্বর আমার চতুর্দিক ঘিরিয়াছে। বর্দ্ধমানে মানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিলাম, তাঁহার পূর্ব-রাজ্য শাসন করা উদ্দেশ্য। ঢাকাতে দিল্লীশ্বরের যথেষ্ট লস্কর আছে, অনুমতি পাইলেই তাহারা যশোর আক্রমণ করিবে। এক্ষণে আমি মনন করিয়াছি যে, বর্দ্ধমান হইতে এ মোকাম পর্যন্ত, স্থানে স্থানে প্রহরী বসাই। তাহারা রাজা-মানসিংহের গতি লক্ষ করিবে ও সর্বদা আমাকে সমাচার দিবে। নিজ বর্দ্ধমানেও চার, পাঁচ জন চর পাঠাইয়া দেও। যশোরে হজুরমল বা মালিকরাজকে যাইতে বল। তুমি আপন সৈন্যে ইতিমধ্যে যুদ্ধের উদ্যোগ কর। এ বড় সামান্য যুদ্ধ নহে। দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। ভাণ্ডারে রসত কত আছে তাহা তত্ত্ব লও। যথেষ্ট না থাকে, সরকারে সমাচার দিলে, রাজপুরুষেরা সংগ্রহ করিবে। গঞ্জালিসের ফিরিঙ্গি সৈন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি। তাহারা উপস্থিত হইলে কোন্ ফৌজভুক্ত হইবে, তাহা বলিয়া দিব। ইতিমধ্যে যদ্যপি উড়িষ্যা হইতে সমাচার আইসে, তবে আমরা

ত্বরায় পশ্চিম অঞ্চলে রওয়ানা হইব ও মানসিংহের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "লস্করপুরে একজন চর পাঠাইয়া বর্দ্ধমানাধিপের মানস বোঝা উচিত বোধ হইতেছে।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "আমারও সেই মত। অতএব মহারাজার অনুমতি পাইলেই সে কর্ম্মেও লোক নিযুক্ত করি।"

রাজা বলিলেন। "আমার তাহাতে অমত নাই।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ রায়গড় হইতে কিছু রত্ন আনাইলে ভাল হয়।"

রাজা বলিলেন। "তাহাও আমি মনন করিয়াছি, কিন্তু হজুরমল না আইলে সে কর্ম্মে মতামত স্থির করিতে পারি না। এক্ষণে যাহা যাহা বলিলাম, তাহায় নিযুক্ত হও।"

কৃষ্ণনাথ বলিল। "মহারাজ আমি অদ্যই স্থানে স্থানে উপযুক্ত লোক রাখিব। কল্য প্রাতে ভাণ্ডারে তত্ত্ব লইব।"

মহারাজ সমস্ত দিবসের ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়াছিলেন, বলিলেন। "তবে এক্ষণে তোমরা উভয়েই বিদায় হও, আমি একটু বিশ্রাম করি। কল্য প্রাতে আবার পরামর্শ হইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ উভয়ে বিদায় হইলে মহারাজ একাকী আপন পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। শয়নে ক্রমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল। ক্রমে উপস্থিত বিষয় একে একে মন হইতে অপসৃত হইতে লাগিল। ক্রমে মন প্রায় নিশ্চিন্ত হইল। মহারাজের নেত্র ক্রমে মুদিত হইতে লাগিল। মহারাজ তখন নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অচেতন হন, এমন সময় বৈতালিকেরা শেষ গান ধরিল। দূরস্থ নহোবতে বংশী বাজিতে

লাগিল। নহোবতে ও বৈতালিকে একতান হইল। দূরস্থ লোকেরা বুঝিতে পারিল না, যে যন্ত্রে, কি স্বরে, শব্দ হইতেছে। মহারাজের কর্ণ কুহরে প্রতি শব্দ যেন দিব্যস্বরে স্পর্শ করিতে লাগিল। নির্জন নিশীথে সুমিষ্ট দূরভেদী তানলয়-বিশুদ্ধ ভাবপূর্ণ বিরহগান মহারাজকে মোহিত করিল। মহারাজ রাজকর্ম বিস্মৃত হইলেন। উপস্থিত বিপদমালা তাঁহার মন হইতে অপসৃত হইল। আপনার প্রেমোদয় হইল। ইন্দুমতীর মুখচন্দ্র তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। এককালে অধীর হইলেন। কতক্ষণ তাহাই চিন্তা করিলেন। সেক্ষণে রায়গড়ে কি ব্যাপার হইতেছে তাহাও মনে মনে কল্পনা করিলেন। কিন্তু এক দণ্ডের তরে ইন্দুমতীর মনের ভাব ভাবিলেন না। কেবল আপনি কৃতকার্য হইবেন, ইন্দুমতী লাভ করিবেন, কল্য প্রাতেই ইন্দুমতী তাঁহার হইবে, তাঁহার মহিলাগণ মধ্যে গণ্য হইবে, তাহাকে লইয়া মহারাজ দিবারাত্রি আমোদে রত থাকিবেন, এই সকল সামান্য ইন্দ্রিয়সুখস্বপ্নে রাত্রি কাটাইলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

"হৃদিস্থঃ শোকাগ্নির্ন চ দহতি সন্তাপয়তি চ।"

যে দিবস যমুনা পরুইয়ে এই ব্যাপার সব উপস্থিত হয়, সেই দিন প্রত্যূষে, সনদ্বীপে পূর্ব্বদিক রক্তিমা বর্ণ হইয়াছে। পক্ষিগুলি কেহ আপন বাসা ছাড়িয়া, নিকটস্থ উচ্চ শাখায় বসিয়া, কেহ বা বাসায় থাকিয়াই, চঞ্চুপুট-দ্বারা পক্ষগুলি আঁচড়াইতেছে ও স্ব স্ব স্থানে পরিপাটি করিয়া বসাইতেছে, কখন বা পক্ষের ভিতর মাতাটি দিয়া নীচের পালকগুলি পরিষ্কার করিতেছে ও হয়ত একটি অসাবধানপক্ষকীটকে চঞ্চুদ্বয়ে ধরিয়া অমনি উদরস্থ করিতেছে। মাঝে মাঝে এক একবার দূরস্থ পক্ষির সুমধুর ডাকে উত্তর দিতেছে ও প্রতিক্ষণে চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। ঈষৎ দক্ষিণ বায়ু সঞ্চারে পত্রাগ্রস্থ আলম্বিত মুক্তার মত জলবিন্দু গুলি পড়িতেছে। দূরস্থ তরুগুল্মাদির অস্পষ্ট অবয়ব সূক্ষ্ম বাষ্প রাশিতে আরও জড়ীভূত করিয়াছে। ঝোপের ভিতর হইতে একটি পুংস্কোকিল, বার দুই কুহু দিয়া, ফর ফর করিয়া উড়িয়া উচ্চ শাখা আশ্রয় করিল। বোধ হয় কোন হতভাগ্য নিদ্রাহীন পুরুষ অসময়ে সে দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সনদ্বীপ বঙ্গোপসাগরের উত্তর, মেঘনা নদীর মোহানার দক্ষিণ ও পূর্ব্বে। এটি প্রায় বার ক্রোশ দীর্ঘ, পাঁচ ক্রোশ

প্রশস্ত। দ্বীপটি কেবল ছোট ছোট ঝোপে পরিপূর্ণ। স্থানে স্থানে দুই একটি বড় আম্র বা অশ্বত্থগাছ আছে। দ্বীপে নারিকেল গাছ অনেক, এমন কি দ্বীপের প্রধান ফসলই তাই। সনদ্বীপে ফিরিঙ্গি বাসিন্দাই অনেক। একটি ফিরিঙ্গি গিরজা আছে; গিরজার অধীন একটি মঠও আছে। সনদ্বীপ যদিচ দিল্লীশ্বরের অধীন বটে; কিন্তু শাসন নাই; ফিরিঙ্গিরাই বলবান্। অধিক খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী, বাকি ইতর জাতির বাস। দ্বীপের মধ্যে একঘর মাত্র কায়স্থ আছে। গৃহকর্ত্তার নাম বৈদ্যনাথ। সে কায়স্থটি অত্যন্ত ধনী। নিকটস্থ দ্বীপ সকলে ও পার্শ্বস্থ গ্রামে তাহার বহুল জমিদারী থাকাতে ও আরাকাণ, বর্ম্মা ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি দেশে ব্যবসা থাকাতে, তাহার ভৃত্যবল অত্যন্ত অধিক; এমন কি তখন তাহার সহস্র অশ্বারোহী প্রহরী ছিল। দ্বীপের দক্ষিণ অংশে সমুদ্র হইতে প্রায় একক্রোশ অন্তরে তাহার ভদ্রাসন। ভদ্রাসনটি দক্ষিণ দ্বারী। দ্বারের সম্মুখেই একটা পরিষ্কার তৃণচয়ে পূর্ণ প্রায় বিশ বিঘামাঠ। মাঠের মধ্যে একটিও বন নাই, কেবল দীর্ঘ প্রায়-কৃষ্ণবর্ণ দূর্ব্বা। মাঠের পরেই একটি প্রায় বার হাত প্রস্থ সরকারী রাস্তা। রাস্তা হইতে তাহার ভদ্রাসনের দ্বার পর্যন্ত বাটীতে যাইবার একটি পরিষ্কার প্রায় ছয় হাত চৌড়া রাস্তা। রাস্তার দুই পার্শ্বে দুই সার ছোট ছোট বকুল ও চাঁপা গাছ। গাছগুলি যত্ন করিয়া ঝোপের মত করা, উর্দ্ধে প্রায় সাত হাত, অধিক ডাল; বোধ হয় প্রধান ডাল কাটিয়া দেওয়ায় গাছ গুলি গোল হইয়াছে। বাটীর দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাস্তা পার একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ। গাছটি একটি স্তূপের উপর আছে। গাছটি বহুকালের

পুরাতন। গাছের নীচে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ হই-য়াছে। গাছের ডালগুলি ভদ্রাসনের সামনের মাঠের উপর পড়িয়াছে। তাহায় একটি প্রকাণ্ড মাধবীলতা আশ্রয় করিয়া সুগন্ধ পুষ্পভারে গাছের শোভা সম্পাদন করিতেছে। গাছের নিকট হইতে রাস্তাটি ক্রমে নীচ হইয়া পশ্চিমবাহিনী চলিয়াছে। ভদ্রাসনের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর। দ্বার সম্মুখে প্রায় দুই হাত উচ্চ রক। রকটি প্রায় তিন হাত প্রশস্ত ও ভদ্রাসনের সামনের দৌড় বরাবর লম্বা। বাটীর দ্বারটি উচ্চ ও প্রশস্ত। প্রাঙ্গণটী অত্যন্ত প্রশস্ত। সামনেই প্রকাণ্ড পাকা কলাগেছে ঝাড়থাম যুক্ত দালান। গৃহকর্ত্তা আপনার প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া 'গোবিন্দ' বলিয়া ডাকিলে, পার্শ্বের ঘর হইতে এক জন যষ্টি হাতে, বাহিরে আইল।

বৈদ্যনাথ বলিল। "গোবিন্দ তোমার পাল সব বাহির হইয়াছে?"

গোবিন্দ বলিল। "আজ্ঞে, চাঁদা পাল লইয়া গেছে। আমি একবার গ্রামে যাইব। কাল সরকার মহাশয় আমাকে টাকা সাধিতে কএক খানা দাখিলা দিয়াছেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "একবার পঞ্চুকে ডাকিয়া দিও, আর ভজহরিকে জিজ্ঞাসা করিও কতগাঁট কাতা জাহাজে তোলা হইল।"

গোবিন্দ "যে আজ্ঞে।" বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ ক্রমে অল্পে অল্পে দ্বারের নিকট আইলেন। একবার চতুর্দ্দিক নজর করিয়া দেখিলেন। আপনার প্রশস্ত রাস্তায় পাদচালন করিতে লাগিলেন। বাটী হইতে একজন চাকর

আসিয়া একটা হুঁকা হাতে দিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ হুঁকায় তমাক খাইতে খাইতে অশ্বত্থ গাছের মূলে আইলেন। মাঠের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ ছিল। দেখেন যে পশ্চিম দিকের ঝোপের ভিতর হইতে কোকিল একটা উড়িয়া গেল, অমনি একটি স্ত্রীলোক সেই খান হইতে বাহির হইল।

বৈদ্যনাথ বলিল। "কে ও অরুন্ধতী নাকি? এত প্রত্যুষে কোথা হইতে? বনে কি করিতে গিয়াছিলে?"

অরুন্ধতীর তখন চব্বিশ বৎসর বয়স। অরুন্ধতী আকারে ঈষদ্ স্থূল। অতি দীর্ঘ নহে। তাহার মুখটি প্রায় গোল কিন্তু ক্রমে সরু হইয়াছে। নাশার মূল কিছু টেপা। নাসার অগ্রভাগ ছোট, রন্ধ্রদ্বয়ও ছোট। ওষ্ঠদ্বয় ধনুর মত। অধরটি ওলটান। চক্ষু কর্ণপর্যন্ত বটে কিন্তু কিছু গোল। গণ্ডদেশ স্থূল কিন্তু কোমল। অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গ ললিত ও গঠনটি ভাবশুদ্ধ। তাহার চক্ষুর কোণ হইতে যেন চতুরতা দেখা যাইতেছে। মুখটি বিশেষ লক্ষ করিয়া দেখিলে শরীর পরিমাণ হইতে কিছু ছোট বোধ হয়। মস্তকে কেশভার ঘন ও সূক্ষ্ম। কবরী বদ্ধ না থাকিলে বোধ হয় ললাটদেশ কেশপাশে প্রশস্ত ও উচ্চ দেখাইত। অরুন্ধতীর গলদেশ অত্যন্ত ভাবশুদ্ধ ও কি ভঙ্গি। বক্ষস্থল উচ্চ ও কুচদ্বয় কঠিন। স্কন্ধদেশ গলা হইতে ক্রমে ঢলিয়া পড়িয়াছে। বাহুমূল স্থূল ও গোল, ক্রমে সরু হইয়াছে। মণিবন্ধ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ললিত। অঙ্গুলাগ্র দীপশিখার ন্যায় ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়াছে ও নখগুলি আরক্ত। শরীর অত্যন্ত প্রশস্ত, কিন্তু কটিদেশে ক্রমে সরু। নিতম্ব

স্থূল। জানুদ্বয় স্থূল। ফলে অরুন্ধতীর সর্বাঙ্গে যেন প্রেম মাখা। অরুন্ধতী অল্পে অল্পে ঝোপ হইতে বাহির হইল ও নিতান্ত ম্লান ভাবে ভূদৃষ্টিতে বলিল। "বৈদ্যনাথ! আমার এক্ষণকার উপায় চিন্তা কর। তোমার আবাসে ও সাহায্যে এক প্রকার বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি। আর আমি বনে বনে একাকী অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। আমি গতরাত্রি এ ঝোপের ভিতর শয়ান ছিলাম। তোমার গোলা হইতে কিছু বিচালি আনিয়া শয্যা করিয়াছিলাম। সমস্ত রাত্রের হিমে আমার সর্বাঙ্গ ভারি হইয়াছে। আমি পদবিক্ষেপে অপটু।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তোমার এটি অন্যায় হইয়াছে। তুমি কেন আমার নিকট আইলে না? আমি কি তোমাকে স্থান দিতাম না। আমি তোমার অন্বেষণে গোবিন্দকে পাঠাইয়াছিলাম। গোবিন্দ তোমার দেখা পাইল না। কেমনেই বা পাইবে; তুমি যে স্থানে ছিলে, সেখানে ত মানুষে থাকে না।"

অরুন্ধতী বলিল। "কি করি, নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম, তখন মনুষ্যের নেত্রাতীত হওয়া শুভকর জ্ঞান করিলাম। তখন ভাবিলাম, তোমার বাটীতে যাই কিন্তু তোমার দ্বারে এত লোকের গোল ছিল যে সাহস করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলাম না। তোমার গোশালায় গিয়া রাত্রি কাটাইব মনে করিলাম। কিন্তু সেখানে সুবিধা বুঝিলাম না। ঘরে প্রত্যাগমন করিতে ভয় হইল, আর বিশ্বাসও করিলাম না। ঝোপের মধ্যে আসিয়া বিচালি পাতিয়া বসিলাম। তোমার

দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিলাম কিন্তু লোক সমা-গম কমিল না। ক্রমে চিন্তা ও শ্রমে শ্রান্ত হইয়া সেই খানেই সুপ্ত হইয়া পড়িলাম। রাত্রি প্রভাতে ঝোপের ভিতর হইতে তোমাকে দেখিয়া বাহির হইলাম।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "কাল তোমার সঙ্গে কি তাহার দেখা হইয়াছিল?"

অরুন্ধতী বলিল। "না, সে পাপ কল্য প্রাতেই বিবাহ করিয়া, ক্ষেমাকে আপন ঘরে রাখিয়া কোথায় গিয়াছে। এক্ষণে ক্ষেমা যদ্যপি কোন গোলযোগ না করে, তবেই আমি রক্ষা পাইব।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তাহার গোলযোগের কারণ ত কিছুই দেখি নাই। তাহার ইহাতে ত অলাভ কিছু বোধ হয় না।"

অরুন্ধতী বলিল। "অলাভ কোথা, তাহার স্বপ্নের অধিক সৌভাগ্য হইয়াছে; ইহাতে একটি মাত্র সন্দেহ।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "হাঁ! যদি জন বলে দেয়। কিন্তু জন আমার জমীদারীতে থাকিতে তাহা পারিবে না। তাতে আবার জন শুনিতেছি অতি শীঘ্র মান্দ্রাজে গিয়া বাস করিবে; তথায় তাহার কোন আত্মীয়ের কাল হওয়াতে সে অতুল্য বিষ-য়ের অধিকারী হইয়াছে।"

অরুন্ধতী বলিল। "সে কবে যাইবে তাহার কিছু সমাচার জান?"

বৈদ্যনাথ বলিল। "শুনিয়াছি অদ্যই জাহাজে চড়িবে। আমার দুইখানা জাহাজ আজকে হয়ত ছাড়িবে। সে আমার জাহাজেই যাইবে।"

অরুন্ধতী বলিল। "এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইলাম। এক্ষণে আমার উপায় কি? আমি আর অনাথার ন্যায় বেড়াইতে পারি না। আমার কপালে কি এই ছিল! কোথা আরাকাণের রাজবাটী, আর কোথা সনদ্বীপের বন। কোথা দাসদাসী সেবা, আর কোথা বন্য মশক ও কীটের দংশন। কোথা কাশ্মীরের সাল, আর কোথা ভূষার-দোপাটা। কোথা দুগ্ধফেণনিভ কোমল পর্য্যঙ্ক, আর কোথা বিচালির আঁটী। কোথা দেশের আমীরেরা আমার মুখাবলোকনে অক্ষম, আর কোথা মনুষ্যের নিকট মুখলুকান। যে বালা শতসহস্র দীনকে প্রত্যহ প্রাতে সহচরী দ্বারা কত শত মুদ্রা বিতরণ করিয়াছে, এখন সে আজ দুই দিন আহারাভাবে বায়ু সেবন করে। হায়! আমার অদৃষ্টে আর কি আছে তাহা সেই দুষ্ট বিধাতাই জানেন! পূর্ব-জন্মে কত পাপ করিয়াছিলাম, এখন তাহার ভোগ হইতেছে। অল্প বয়সেই মাতৃহীনা। আবার দুর্ভাগ্য বশত পিতৃহীনাও হইলাম। কুবুদ্ধি করিলাম, জ্যেষ্ঠের সহিত বিবাদে দেশত্যাগ করিলাম। তা আমিই বা কি করে জানিব যে অনুপ আমায় বিক্রয় করিবে? ভ্রাতার ত এ কাযই নয়। যখন আরাকাণ হইতে আমায় আনে, তখন কতই যত্ন করেছিল, কতই বলেছিল। হা বিধাতঃ! আমি কি এই দুষ্টবুদ্ধির হস্তে এককালে নিপতিত হইলাম! ধর্ম্ম গেল, জাত গেল, আবার আহারাভাবে প্রাণও যায়। বৈদ্যনাথ! দয়া কর। তোমার ত সংসার আছে, তুমিই জান যে আমার মনে কি ভাব উঠিতেছে। এক্ষণে আমার একটি উপায় বলিয়া দাও।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "অরুন্ধতি! আমি তোমায় অর্থ দিয়া

আরাকাণে পৌঁছিয়া দিতে পারি। ইতিমধ্যে তোমাকে আমার ঘরে থাকিতে হইবে। আমি তোমাকে স্পষ্ট রাখিতে পারিব না। তুমি আমার গোশালায় যেন গোসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া, যত কায কর, বা না কর, অন্যে জানিবে যে তুমি গোয়ালের পাটের জন্য আছ। যত দিন না আমার আরাকা-ণের জন্য জাহাজ প্রস্তুত হয়, ততদিন এই অবস্থায় থাকিতে হইবে। ইহাতে কি বল?"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি তাহা বই আর কি ইচ্ছা করিতে পারি। কিন্তু এক্ষণে একটিমাত্র আমার শঙ্কা আছে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "শঙ্কা কি? তুমি গোশালা হতে কখন বাহির হইও না। তাহা হইলেই তুমি নিষ্কণ্টকে থাকিবে। আমার গোশালায় অপর কেহ যাইতে পায় না।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি তাহার শঙ্কা ত করিতেছি না। আমার আরাকাণে যাইতেই ভয় হইতেছে। আরাকাণে গিয়া আমি কোথায় দাঁড়াইব। রাজা কখন আমাকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দিবেন না। আর দিলেও আমি সেখানে যাইতে পারিব না। বরং এই বনে শৃগালাদির দ্বারা চর্বিত হইব, ত সে রাজবাটী আর প্রবেশ করিতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "তবে আর কি উপায় আছে।"

অরুন্ধতী নিতান্ত অস্থির হইল ও কোন উত্তর না করিয়া একান্তে চিন্তিত হইল। বাম করতলের উপর দক্ষিণ করতল রাখিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে আকাশপানে চাহিল। বৈদ্যনাথ একবার অরুন্ধতীর দিকে দেখিয়া অপর দিকে দৃষ্টিপাত করিল। অরু-ন্ধতী কিছুক্ষণ এই ভাবে স্থির হইয়া রহিলে; তাহার চক্ষুর্দ্বয়

দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। পরে বৈদ্যনাথের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল। "বৈদ্যনাথ! তোমার দয়ায় আমি নিতান্ত বাধ্য আছি। তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব। দেখ এ বিদেশে আমার কেহই আত্মীয় নাই। তোমার সঙ্গে অতি অল্পদিনের আলাপে তুমি আমাকে যথেষ্ট উদ্ধার করিয়াছ। এক্ষণে আমায় একমাত্র ভিক্ষাদান কর, ইহাতে ভয় করিও না, আমি নিতান্ত অনাথা।"

বৈদ্যনাথ, অরুন্ধতীর হস্ত চালন ও বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া কিছু মোহিত হইল। তাহার স্বভাবত কোমল মনে দয়ার উদ্রেক হইল; বলিল। "অরুন্ধতি! তোমার কি ইচ্ছা আছে বল।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমাকে তোমার গোশালায় আমার ইচ্ছাধীন থাকিতে দাও, আমি তোমার গাভি সকলের সেবা করিব। আমাকে তোমার ঘর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিও না। আমাকে আরাকাণে আর পাঠাইও না; আমি সে দেশে মুখ দেখাইব না। যত কাল বাঁচি তোমার আশ্রয়ে গোসেবায় নিযুক্ত থাকিব। পরে সুবিধা পাই, পুরুষোত্তমে যাইয়া সেই কনকবালিতে শরীর ত্যজিব, আমায় এই ভিক্ষাটি দাও।"

এই কথাটি বলিয়া অরুন্ধতী দুই হাঁটু ভূমে গাড়িল ও আপনার অঞ্চল গলে লাগাইয়া করপুটে বৈদ্যনাথের পা ধরিতে বাহু প্রসারিল। আহা রসাল ঢলটান ওষ্ঠদ্বয় কি মৃদু-মন্দে কাঁপিতে লাগিল। চক্ষে কি দয়া বর্ষিল। ঊর্দ্ধ-মুখ হওয়ায় গ্রীবা বক্র হইলে কণ্ঠের লাবণ্য দেখা দিল। পূর্ণ-গণ্ডদেশ কি কোমল! বৈদ্যনাথ অমনি সিহরিয়া পশ্চাতে

গেল ও কহিল। "অরুন্ধতি! উঠ আমার অমঙ্গল করিও না। তুমি রাজকন্যা, তোমার এরূপ সম্ভবে না। তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও। আমি তোমার সুখবৰ্দ্ধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। উঠ, কেহ দেখিবে, আমাকে নিন্দা করিবে। চল আমার গোশালায় চল। তোমাকে আমি সেখানে ঘর দিয়া, আমি গৃহে গিয়া তোমার গৃহকর্মের দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিব।"

অরুন্ধতী যন্ত্রের মত গাত্রোত্থান করিয়া গোশালাভিমুখে চলিল। বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাদ্বর্তী হইল।

বৈদ্যনাথ স্বভাবত দয়াশীল। কিন্তু অত্যন্ত বিষয়কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত থাকাতে তাহার এই প্রবৃত্তিটি নিতান্ত মলিন হইয়াছিল। অদ্য প্রাতঃকালেই অরুন্ধতীর সহিত কথোপকথনে তাহার গুপ্ত প্রকৃতি জাগ্রত হইল। আবার কয়েক দিন অরুন্ধতীর হীনদশা দেখিয়া তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। অত্যন্ত রূপ-সম্পন্না ও পূর্ণ-যৌবনা, তাহাতে আবার রাজদুহিতা ও স্বজাতি। মনে মনে তাহাকে পুত্রবধূত্বে বরিয়াছিল, সেই স্বার্থ উদ্দেশে আরও প্রীতি জন্মিয়াছিল। যাইতে যাইতে অরুন্ধতীর অবস্থা মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিল ও ভাবিল 'বিধাতার কি অকাট্য নিবন্ধন। কাহার অদৃষ্টে কি লিখিয়াছেন তাহা তিনিই জানেন। কে বলিতে পারে যে আমারও এক দিন ঐ অবস্থা হইবে না।' মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে যাহাতে অরুন্ধতী আবার ভদ্রসমাজে গ্রাহ্য হন ও পূর্বাবস্থ হন তাহা অবশ্যই করিতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আপনার ভদ্রাসনের পশ্চিমধার দিয়া উত্তরমুখে চলিল। ক্রমে ভদ্রাসনের এলাকা

পার হইয়া খিড়কি পুষ্করিণীর পাড়ে গেলে; দেখে যে পুষ্করিণীর দক্ষিণের প্রধান ঘাটে তাহার স্ত্রী স্নান করিতেছেন। ক্রমে পুষ্করিণী পার হইয়া পুকুরের উত্তর পাড়ে গেল। চতুর্দিক নির্জন। কেবল ভাল ভাল ফলের গাছ ও ফুলের ছোট ছোট ঝোপ। তরুচয়ের নূতন পল্লবে টুন্‌টুনি, দয়েল ও খঞ্জন নাচিতেছে। পূর্বদিক্ অরুণোদয়ে উজ্জ্বল হইয়াছে। প্রজাপতিগুলি যেন অগ্রাহ্য করিয়া এ ফুল হইতে অপর ফুলে গিয়া বসিতেছে। আবার মনোনীত হইল না বলিয়া যেন আর একটির কাছে গেল। যেন তাহার নিকটস্থ হইয়াই লাফাইয়া উঃস্ব উঠিল ও আর একটিতে গিয়া বসিল। সেফুলটি যেন অমনি দুই চারিটি কথা কহিয়া প্রজাপতিটিকে বিদায় দিল। আবার দুর্ভাগ্য প্রজাপতি আর একটির উপাসনা করিতে নিযুক্ত হইল। হয়ত উভয়ের মিলন হওয়ায় প্রজাপতি সুখে বসিয়া মধুপান করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ সে স্থানটি ত্যাগ করিয়া ক্রমে ভদ্রাসনের বাগানের উত্তর সীমায় পৌঁছিল। সেথায় বাগানের উপর দিয়া একটি কাঠের পোল আছে। সেই পোলটি দিয়া অপর এক বন্ধ জমীতে পৌঁছিল। এ জমীতে প্রায় গাছ নাই, কেবল ঘাসের মাঠ। কদাচ দুই একটা অত্যন্ত পুরাতন তাল গাছ। কোন স্থানে চার পাঁচটি গাভি হেটমুণ্ড হইয়া দুই এক খাবল ঘাস খাইতেছে আবার সে স্থান হইতে অপর স্থানে যাইতেছে। অল্প বয়স্ক বৎসগুলি সুখে আনন্দে লম্ফ দিতেছে। একবার বা পুচ্ছ ঊর্দ্ধ করিয়া চারিপদ বিক্ষেপে বেগে এক রসিপথ চলিয়া গেল, আবার এক বিঘা জমী ঘুরিয়া গাভীর নিকট

আসিয়া উপস্থিত হইল। জমীবন্ধটি ন্যূন সংখ্যা চারশত বিঘা। চতুষ্পার্শেই দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেল গাছ। নূতন দক্ষিণে হাওয়ায় অধিকাংশ গাছে ফুল ফুটিয়াছে। ও শুষ্ক নিপতিত মোটা মোটা পাবড়িতে নীচের ভূমি আচ্ছাদন করিয়াছে। কোন জেঠ গাছে বা ছোট ছোট মুচি ধরিয়াছে। হয়ত ইন্দুরে তাহার মধ্য হইতে দুইটি কোমল নিষ্টোল মুচি কাটিয়া ফেলিয়াছে। মাঠের পূর্ব দিকে একতলা একসার লম্বা ঘর। ঘরের সামনে একটি প্রাঙ্গণ, বোধ হয় মাপে তিন বিঘা জমী হইবে। চতুর্দিকে উচ্চ প্রাচীর। প্রাচীরের পশ্চিম দিকে একটি দ্বার। রাত্রি হইলে গরুগুলি সেই প্রাঙ্গণে থাকে। দিবাভাগে মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘরগুলির ভিতর দিব্য পরিষ্কার। ঘরগুলির পোতা উচ্চ প্রায় চার হাত। একটি বড় ঘরে রাশীকৃত বিচালি গাদা দেওয়া রহিয়াছে। ঘরের দাওয়ায় চার পাঁচ খানা বড় বড় খড়কাটা বঁটি পড়ে আছে, আর আটটা বড় ওড়া। প্রাঙ্গণের তিন দিক প্রাচীরের ধারে প্রায় এক হাত উচ্চকরা মাটির ঢিপি, সেটি প্রায় আড়াই হাত চৌড়া। তাতে সারবন্দি বড় বড় মাটীর গামলা বসান আছে। সকল গামলাতেই বিচালির জাবনা। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটা পাঁচ হাত উচ্চ আল দেওয়া কূপ। তাহার দুই পার্শ্বে দুই মোটা খুঁটি পোতা। তাহায় একটা কাঠের চাকার উপর দিয়া দড়িতে গাঁথা একসার শুকনা তুম্বালাউ। তাহার ভিতর মাটি দিয়া ভারি করা। লাউগুলি ধরে টানিলেই ক্রমে অপর দিকের লাউগুলি কুপের জলে পড়ে, তার পর সামনে দিয়া হাতের কাছে জল ভরে উঠে। সেই খানে একটি নারিকেলের ডোঙ্গায় পড়িয়া নিকটস্থ

চৌবাচ্ছায় পড়ে। গোশালার অন্য অন্য গৃহে কৃষিকর্ম্মের যন্ত্র, বীজাদি থাকে। এক ঘরে বৈদ্যনাথের ভৃত্যেরা শয়ন করে। অপর তিনটি ঘর খালি ছিল।

অরুন্ধতী গোশালা প্রবেশ করিলে বৈদ্যনাথ বলিল। "অরুন্ধতি! ঐ উত্তর পার্শ্বে তিনটি ঘর আছে। উহার মধ্যের ঘর তোমার শয়নের জন্য রাখ। দক্ষিণের ঘরে রন্ধন করিবে ও রন্ধন দ্রব্য সব রাখিবে। উত্তরের ঘরে দিবাভাগে বসিও। তোমার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে না; আমি গোবিন্দকে এক্ষণেই পাঠাইয়া দিতেছি; সে আসিয়া তোমার সকল আয়োজন করিয়া দিবে। তোমার গোষ্ঠের কোন কর্ম্ম করিতে হইবে না। গোপালেরা ও আমার অন্যান্য কৃষীরা তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে। এক্ষণে ঐ রকে বসিয়া তিলেক বিশ্রাম কর। আমি গোবিন্দকে পাঠাইয়া দিই। প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে আমি আসিয়া দেখিয়া যাইব। ইতিমধ্যে আমার সঙ্গে দেখা করা প্রয়োজন হয়, এইখানকার ভৃত্য দিয়া বলিয়া পাঠাইও। দেখ যেন কোন বিষয়ের অভাব হইলে লজ্জায় চুপ করিয়া থাকিও না। এ ঘর তোমার ও এ সকল দাসদাসী তোমারই সেবাইত। ঈশ্বর তোমায় সুখে রাখুন।"

বৈদ্যনাথ চলিয়া গেল, অরুন্ধতী ক্ষণকাল চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিলেন। একবার বৈদ্যনাথের পশ্চাদ্ভাগে দৃষ্টিপাত করিলেন, পরে বৈদ্যনাথ দৃষ্টির অগোচর হইলে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ভুমির উপর নিরাসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ পরেই গোবিন্দ আর দশটি লোকে সংসারের সমস্ত দ্রব্যাদি

আনিল ও একজন তিনটি ঘর পরিষ্কার করিয়া গৃহকর্ম্মের দ্রব্যাদি সব স্থানে স্থানে রাখিতে লাগিল। অরুন্ধতী চিত্র-পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া দেখিতে লাগিলেন ; ক্রমে মকরের প্রখর রবি রশ্মি গোষ্ঠের প্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইল। একে একে সকল গাভিগুলি গোষ্ঠের মাঠ পার হইয়া অন্তরে গেল। একজন রাখাল একটি নারিকেল গাছের উচ্চ মূলে বসিয়া পাট কাটিতে লাগিল।

এদিকে বৈদ্যনাথের প্রধান ভৃত্য গোবিন্দ দুই তিন দণ্ডের মধ্যে তিনটী ঘর সুসজ্জিত করিয়া অরুন্ধতীকে বলিল। "মাতা গাত্রোত্থান করুন, আপনার ঘরগুলি দেখুন, আর কি প্রয়োজন হয় বলুন।"

অরুন্ধতী গোবিন্দের কথায় গাত্রোত্থান করিলেন ও একবার তিনটি ঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন। "যথেষ্ট হইয়াছে, বৈদ্যনাথকে আমার শত শত প্রণাম জানাইও, তোমাকেও আমি নমস্কার করিতেছি, আমি তোমাদিগের দয়ায় ক্রীত হইলাম। আমায় অনুগ্রহ করিও। আমি তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমি দীনা অনাথা।"

গোবিন্দ বলিল। "মাতা আমি আপনার আজ্ঞাবহ, আমাকে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, এক্ষণে বিশ্রাম করুন।"

অরুন্ধতী কাঁদিতে কাঁদিতে মধ্যের ঘরের পর্য্যঙ্কে গিয়া শয়ন করিলেন ও আপনার অঞ্চলে সেই কমলমুখ আবৃত করিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ ঘর হইতে বাহিরে গিয়া ভৃত্যদিগকে লইয়া চলিয়া গেল। অরু-

ন্ধতী এই অবস্থায় কিছুক্ষণ থাকিয়া ক্রমে অশ্রু মুছিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। "বিধাতঃ তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।" বলিয়া আবার অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন; তাঁহার মন খেদে পরিপূর্ণ হইল। থাকিয়া থাকিয়া যেন নিশ্বাস-রোধ হইতে লাগিল, এক একবার অত্যন্ত কষ্টে বক্ষ উচ্চ করিয়া মুখ খুলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কিছুক্ষণ ফুঁপিয়া ক্রন্দনে মনের যেন অনেক ভার দূরীভূত হইলে তিনি নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া অঙ্গুলটি মুখে দিয়া সুপ্ত হইয়া পড়িলেন। আহা সেই রূপরাশি অরুন্ধতী যেন গৃহ উজ্জ্বল করিতে লাগিল। ক্রমে নিদ্রাভিভূতা অরুন্ধতী অজ্ঞা-নত আপনার মুখের আবরণ খুলিয়া দিলেন। দুঃখিনী অরুন্ধতীর সুন্দর বদন কি শোভিল? ঈষদ চম্পক দলের ন্যায় মুখ-মাধুরীর উপর কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশ শোভিল।"

গোবিন্দ অরুন্ধতীকে এই অবস্থায় রাখিয়া গোষ্ঠের মাঠ দিয়া যাইতেছে, পথে বৈদ্যনাথের পুত্র বরদাকণ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বরদাকণ্ঠ গোবিন্দকে দেখিয়া বলিলেন। "গোবিন্দ এত লোক লইয়া কোথায় গিয়াছিলে?"

গোবিন্দ বলিল। "মহাশয় আমি গোলবাটীতে গিয়া-ছিলাম, অরুন্ধতী মাতার গৃহসামগ্রী সব রাখিয়া আসিলাম।"

বরদাকণ্ঠ কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন। "কি অনুপরামের অরুন্ধতী।"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ তিনিই।"

বরদাকণ্ঠ বলিলেন। "তাহার আসবাব এখানে কেন?"

গোবিন্দ বলিল। "কর্তা মহাশয় তাহাকে থাকিতে গো-

শালায় তিনটি ঘর দিয়াছেন। তাঁহার ঘর সাজাইতে দ্রব্য আমাদিগের বাটী হইতে আনিয়া দিলাম।"

বরদা বলিলেন। "তবে অরুন্ধতী কি এই খানেই বাস করিবেন।"

গোবিন্দ বলিল। "কর্ত্তা মহাশয় তাহাইত আজ্ঞা দিয়াছেন।"

বরদা বলিলেন। "কেন আমাদিগের ঘরে স্থান দিলে ত ভাল হইত।"

গোবিন্দ বলিল। "ঘরে রাখিতে সাহস করেন না, লোকাপবাদ ভয় করিয়া চলিতে হয়।"

বরদা বলিলেন। "কতদিন এরূপ থাকিবেন?"

গোবিন্দ বলিল। "আমি তাহা স্থির জানি না, বোধ করি দুই এক মাসের মধ্যে ব্যবস্থা লইয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত হইলে ঘরে গিয়া থাকিবেন।"

বরদা বলিলেন। "ভাল তিনি ত ধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই, তবে প্রায়শ্চিত্ত কিসের?"

গোবিন্দ বলিল। "সংস্পার্শ সন্দেহে প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়।"

বরদা বলিলেন। "গোবিন্দ! অরুন্ধতী এক্ষণে কোথায়?"

গোবিন্দ বলিল। "অরুন্ধতী মাতা ঐ ঘরেই আছেন।"

বরদা বলিলেন। "ভাল তুমি এক্ষণে আপন কর্ম্মে যাও, একবার অবকাশ মত আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও, কোন বিশেষ কথা আছে। নুতন বাগানে বেস নির্জ্জন স্থান আমি সেই স্থানের পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইব। তুমিও সেই খানে স্নানে যাইও। ভুলিও না।"

গোবিন্দ বলিল। "না মহাশয় ভুলিব না, অবশ্য অবশ্য যাইব। এক্ষণে একবার গ্রাম হইতে আসি।"

গোবিন্দ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। বরদা অল্পে অল্পে গোশালায় প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অরুন্ধতীকে দেখিতে পাইলেন না। ক্রমে অগ্রসর হইয়া উত্তরের ঘরে গেলেন। ঘরটি দিব্য সাজান কিন্তু কেহই নাই, সেথা হইতে বাহিরে আসিয়া তাহার দক্ষিণের ঘরে আসিয়া দেখেন যে অরুন্ধতী পর্যঙ্কে সুপ্তা আছেন। নিদ্রাবশে তাঁহার মুখ হইতে বস্ত্র খসিয়া পড়িয়াছে। কি সুন্দর মুখ চন্দ্র দেখা দিচ্ছে। তাহার মসীবর্ণ কেশে বদনের উজ্জ্বল লাবণ্য কি বৃদ্ধি করিয়াছে। নয়নদ্বয় মুদ্রিত, কিন্তু ওষ্ঠদ্বয় কিছু খোলা। বোধ হয় যেন তিনি কি ভাবিতেছেন। মুখটি মনের ও শরীরের কষ্টে কিছু মলিন হইয়াছে। বরদা অরুন্ধতীর প্রতি ক্ষণকাল এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত মোহিত হইলেন। তাঁহার ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। পর্যঙ্কের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে পর্যঙ্কের উপর হস্তটি দিলেন। ক্রমে হস্তে ভর দিয়া পর্যঙ্কের উপর শির নামাইলেন। তাঁহার নয়ন অনিমিষে সুপ্ত অরুন্ধতীর মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে অনিচ্ছায় তাহার মুখ নীচ হইতে লাগিল। এক্ষণে বরদার ঘন ঘন নিশ্বাস অরুন্ধতীর নিষ্কলঙ্ক রসপূর্ণ গণ্ডদেশে লাগিতে লাগিল। ক্ষণেক এই অবস্থায় থাকিয়া বরদা সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন। পরে কিছু ভাবিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। ঘরের রক হইতে গোশালার প্রাঙ্গণে নামিলেন। দু চার পা করিয়া প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়া

আবার দাঁড়াইলেন। একবার অরুন্ধতীর গৃহের দিকে দৃষ্টি-পাত করিলেন; আবার ফিরিয়া আস্তে আস্তে অরুন্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিয়া হস্ত দ্বারা অরুন্ধতীর পদধারণ করিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দুই তিনবার ডাকিলে অরুন্ধতীর চমক হইল। অরুন্ধতী গাত্রোত্থান করিলেন। চক্ষু মেলিলেই বর-দার সতৃষ্ণ নয়নে মিলিল; অমনি বলিলেন "বরদা তুমি কত-ক্ষণ আসিয়াছ? আমার বোধ হয় অনেকক্ষন অপেক্ষা করিতে হয় নাই।"

বরদা বলিল। "না আমি একবার তোমার ঘরে আসিয়া-ছিলাম, তোমাকে শয়নে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম, আবার ভাবিলাম, দিবানিদ্রায় শরীর অসুস্থ হইতে পারে, তাই তোমায় ডাকিলাম। এখনকার সমাচার কি। তুমি এখানে কেন? পাপী গঞ্জালিস কোথায়? তোমার ভ্রাতার কিছু সম্বাদ পাইয়াছ?"

অরুন্ধতী বলিল। "বরদা বস, অনেক কথা আছে।"

বরদা পর্যঙ্কের এক দেশে বসিলেন। অরুন্ধতী তাঁহার নিকটে সম্মুখীন হইয়া বসিলেন।

অরুন্ধতী বলিল। "আমি এক্ষণে কেবল তোমার চিন্তায় চিন্তিত। আমি সকল সহ্য করিতে পারি,। তোমার পিতা কোথায়?"

বরদা বলিল। "তিনি এক্ষণে বোধ হয় সদর বাটীতে আছেন। বিষয় কর্ম করিতেছেন। তোমার সঙ্গে কি তাঁহার দেখা হইয়াছিল, তিনি তোমাকে কোথা দেখিলেন? তুমি কাল কোথায় গিয়াছিলে, আমি কত অন্বেষণ করিলাম, তোমার

কিছুই সন্ধান পাইলাম না। ভাবিলাম, আমার বুঝি মৃত্যু উপস্থিত, নতুবা অরুন্ধতী অদৃশ্য হইলেন কেন।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি সেই নরাধমের ভয়ে বনে বনে ঝোপে ঝোপে লুকাইয়া ছিলাম, কল্য সমস্ত রাত্রি তোমার ভদ্রাননের পশ্চিমের ঝোপে কাটাইয়াছি।"

বরদা বলিল। "অরুন্ধতি! তোমার এ কথায় আমার মনে দুঃখ হইতেছে। তুমি আমাকে কি এত দুরাত্মা স্থির করিয়াছ। না আমাকে বিশ্বাস করিলে না।" এই কথা বলিতে বলিতে বরদার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল ও পবিত্র অভিমান ও খেদে মুখ এক প্রকার বিচিত্র ভাব ধারণ করিল। চতুরা অরুন্ধতী তাহা দেখিয়াই বুঝিল ও আপনার অসাবধান বাক্যে আপনাকে মনে মনে তিরস্কার করিয়া বরদার হস্তটি ধরিল ও বরদার মুখের প্রতি চাহিয়া বলিল। "বরদা তুমি রাগ করিও না, আমি দুঃখে কেমন অন্ধ হইয়াছিলাম। আমার তখন তোমাকে মনে পড়ে নাই, তাই আমি বনে রাত্রি কাটাইলাম।"

বরদা অরুন্ধতীর বাক্যে আরও চঞ্চল হইলেন। তাঁহার এবার মুখশ্রীতে দুঃখ স্পর্শ করিল। মনে মনে আপনার মনের ভাব রাখিলেন। বুঝিলেন যে নারীর প্রেম তাঁহার বুদ্ধির মত চপলা। তথাচ প্রেমে বরদাকে দূর হইতে অতি অপরিষ্কার আশা দিল। ভাবিলেন বুঝি আমি অরুন্ধতীর ভাব বুঝিতে পারি নাই। আবার মনে করিলেন 'যদি অরুন্ধতীই প্রেমে প্রেমিক না হন, তথাপি আমার বাক্য কৌশলে মনের ভাব বুঝিলে অবশ্যই প্রেমে প্রেমিক হইবেন।' আবার মনে উঠিল যে তাও যদি একান্ত না হন তবু মুখেও ত চক্ষু

লজ্জার বলে বলিবেন। আহা অবোধ বরদাকণ্ঠ এমনি অজ্ঞান, যে ভাল বিষয়ের মিথ্যা প্রবাদও শুনিতে ভাল বাসেন। একা বরদাকণ্ঠের কেন, সকলেরই সে দোষ আছে। আপনাকে আপনি ফাঁকি দিতে অনেকেই ভাল বাসে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেও যদি কেহ একবার কথার কথা বলে, তাতেও মন যেন আমোদ পায়।

বরদাকণ্ঠ এইরূপ কিছু চিন্তা করিয়া বলিল। "অরুন্ধতি তোমার কথায় আমার আরও কষ্ট হইল। আমি নিতান্ত অবোধ তাই তোমাকে মন সমর্পণ করিয়াছিলাম। আমার এতদিনে ভ্রম দূর হইল। আমার এখন চৈতন্য হইল। যদি অগ্রে জানিতাম, তবে কি আমার এদশা! ভাল এখনও জানিলাম, যথেষ্ট হইল। এখনও আমার সাবধান হইবার সময় আছে। আমার প্রাগ্লব্ধ নিতান্ত মন্দ নহে।"

অরুন্ধতী বলিল। "বরদা আমায় অকারণ দূষিও না। আমার যেরূপ অবস্থা হইয়াছিল তখন আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমরা বালা, তাতে চিরকাল সুখ-সম্ভোগে যাপন করিয়াছি, স্বপ্নেও জানিতাম না যে, আমার এরূপ দশা হইবে। তোমাকে মনে পড়িল না, কেনই বা পড়িবে? মন কি জানে না যে, আমি তোমাকে স্বপ্নে কি কল্পনায়ও দুঃখ দিতে অসন্তুষ্ট। কিন্তু সে যাহা হউক, আমি এক্ষণে বুঝিলাম, ভাল করি নাই, যে হেতুক তুমি কিছু আমার দুঃখে দুঃখিত হইতে না। আমরা অবোধ বালা, সহজেই মোহিত হই। এত দিন আমি কেন ইন্দ্রজালে বদ্ধ ছিলাম। এক্ষণে আমার চক্ষু হইতে যেন আবরণটী অপসৃত হইল। আমার চক্ষুর আচ্ছাদন

খসিল। হা বিধাতঃ! আমি সর্ব্বত্রই বঞ্চিত হই! বরদাকণ্ঠ, স্ত্রী বঞ্চনা করা অতিসহজ। সে কাপুরুষের কর্ম্ম। তুমি আমাকে স্পষ্ট বল। আমি নিরাশ হই, বৃথা কেন আর ছায়া আশ্রয় করিয়া মনকে কষ্ট দিই, আর এত যন্ত্রণাই বা পাই। আমাকে বল, আমি তাহা হইলে এ সংসারের মায়াও ত্যাগ করি। মনকে প্রবোধ দিই। আমার মনস্থ প্রতিমাকে প্রকৃত জ্ঞান করে আরাধনা করি। ইহ জন্ম ত বৃথা গেল, দেখি জন্মান্তরেও যদি তোমাকে তুষ্ট করিতে পারি। তুমি কি আমার হইবে। ভাল দশ জন্ম তোমার উপাসনা করিলে দয়াও ত করিবে। দয়া হইলেই যথেষ্ট। আমার আর প্রেমে কায নাই। এ দুঃখিনী অরুন্ধতীর অদৃষ্টে বিধাতা তাহাই দিন। তোমার ঐ পাদপদ্ম যেন হৃদে ধরি।” অরুন্ধতীর কথা গুলিতে বরদাকণ্ঠের মনে সুখ ও দুঃখ উভয়ই উপজিল। এরূপ প্রেমগর্ভ বাক্য শুনিতে ইচ্ছা হইল। কিন্তু নবীন প্রেম পাছে অত্যন্ত কষ্টে নষ্ট হয় এই ভয়ে অরুন্ধতীর কথার উপর বলিলেন। “অরুন্ধতি যথেষ্ট হইয়াছে। আমি ভয় করিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম। আবার আপনার বীরত্বজ্ঞানও ছিল। কিন্তু এক্ষণে বুঝিলাম যে, মহতের প্রেম নীচানীচ বিবেচনা করে না, অতি অধমকে প্রেম জ্যোতিতে উত্তম করিয়া লয়। আমার এতক্ষণে সাহস হইতেছে। অরুন্ধতি, এখন সংসার আমার পক্ষে গোলোকধাম।”

অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের হস্তটী নিষ্পীড়ন করিলেন। বরদাও নিষ্পীড়ন করিয়া তাহার উত্তর দিলেন। যেন উভয়ের প্রেমের শক্তি সেই হস্ত নিষ্পীড়নে প্রকাশ হইল। ক্রমে পর-

স্পরের হস্ত নিষ্পীড়নে অধিক সময় নিয়োজিত হইল। উভয়েই মনে করিলেন যেন, অপরের হস্তে কষ্ট হইল কিন্তু সে নিষ্পীড়নে উভয়েরই সুখবৃদ্ধি বই আর কষ্ট জন্মাইল না। প্রেমে এমতি অন্ধ করে। তখন জ্ঞান থাকে না যে যত শক্তি নিয়োজিত করিতেছেন সে কেবল আপনার শিরা পর্যন্তই বদ্ধ আছে। সে যে আপনার হস্ত অতিক্রম করে নাই, সে অপরের করে স্পর্শসুখ ব্যতীত অধিক বলে লাগে নাই। ক্ষণেক এইরূপ বিমল সুখানুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নীরব মুখে কত সভাব বক্তৃতা হইল তাহা প্রেমিক যুগলই বুঝিল।

বরদা বলিল "অরুন্ধতি ভাল হইল। তুমি এইখানে থাক। প্রত্যহ দিবানিশি তোমার সহিত আমিও থাকিব। এতদিনের পর বিধি বুঝি আমাদিগকে কৃপাদৃষ্টিতে দেখিলেন। বিমল প্রেম এমতি বলবান্ যে কষ্টের মধ্যেও সুখ বাছিয়া লয়।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমার এখন সকল কষ্ট মন হইতে অপসৃত হইয়াছে। আমি আর আপনাকে দুঃখিনী অনাথিনী মনে করি না। যখন হৃদয়বল্লভের সহিত দিবারাত্রি মিলন সম্ভাবনা, তখন আর আমার মনের কোন প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইতে বাকি রহিল না। আমি এই ঘর গুলিকে ক্রমে ভাল করিয়া সাজাইব, যাহাতে তুমি দেখিয়া সন্তুষ্ট হও তাহা করিব। প্রত্যহ তোমার উদ্যান হইতে সদ্যঃ প্রসূত কুসুম সব সংগ্রহ করিব। সে সব পল্লবের সঙ্গে মিলাইয়া এই দ্বারটী ঘেরিব। কিন্তু বরদা একবার জনের উপর নজর রাখিও।

দেখিও যেন সে কোন কথা প্রকাশ না করে। আমার এক্ষণে তাহাকে মাত্র ভয় আছে। সে যদি এদেশ ত্যাগ করে, তবেই বরদা তুমি জানিবে যে, অবিবাদে আমি তোমার।"

বরদা বলিল। "কেন এত শঙ্কা করিতেছ। তাহার কি ক্ষমতা আছে যে তোমার অনিষ্ট করে। আমি বর্ত্তমানে তোমার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। অনর্থক কল্পিত ভয়ে মনকে কষ্ট দিওনা।"

অরুন্ধতী বলিল। "বরদা আমার ভয়টি কিছু অমূলক নহে। তোমার পিতার সনদ্বীপে যথেষ্ট অধিকার আছে সত্য, কিন্তু সে নারকীদ্বয় একত্র হইলে বৈদ্যনাথ কদাচ রক্ষা করিতে পারিবেন না। সে ফিরিঙ্গিটার বলাধিক্য আছে; তাতে আবার সে রাজবংশের কুলাঙ্গার মিলিলে তোমার পিতাকে এককালে পেষিয়া ফেলিবে। অতএব আমি যাহাতে গোপনে থাকি ও জন যে প্রকারে হউক দেশান্তর হয়, সে উপায়ে যত্নবান থাকা তোমার কর্ত্তব্য। তবেই কেবল আমাদিগের নিষ্কণ্টকে থাকা সম্ভব। নতুবা আমি ভাবিতে ভয় করি, আমার জন্য কি বিষম দুঃখ প্রস্তুত আছে।"

বরদা বলিল। "ভাল সে ভার আমার উপর রহিল। এক্ষণে আমি বিদায় হই। তুমি আহার কর, দুই দিনের উপবাসী তোমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে। তুমি ক্ষীণবল হইয়াছ। আমি আবার অতি শীঘ্র তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছি।"

অরুন্ধতী বলিল। "তবে এস" বরদা অরুন্ধতীর হস্তটি আর একবার নিষ্পীড়ন করিয়া উঠিলেন। সতৃষ্ণ নয়নে তাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন হয়না

যে সে পদ্মচক্ষু হইতে নয়ন অপর দিকে দেখে। নিরুপায়ে আস্তে আস্তে সে ঘর ত্যাগ করিলেন। চক হইতে নামিবার সময় একবার ফিরিয়া দেখিলেন। দেখেন অরুন্ধতী তাঁহার দিকে লক্ষ করিয়া আছেন। কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া উভয়ে পরস্পরকে দেখিতে লাগিলেন। পরে অল্পে অল্পে প্রাঙ্গণটি পার হইয়া মাঠে পড়িয়া চলিয়া গেলেন। অরুন্ধতী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন; পরে পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এদিকে বরদা মাঠ পার হইয়া, আপন ভদ্রাসনে গোবিন্দকে না দেখিয়া আপনার নূতন উদ্যানে গেলেন। সেথা পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া গোবিন্দের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হইল না। গোবিন্দ শীঘ্র আসিয়া উপ-স্থিত হইল।

গোবিন্দকে দেখিয়া বরদা বলিল। "তোমার এত বিলম্ব হইল কেন?"

গোবিন্দ বলিল। "অনেক দূরে গিয়াছিলাম; আজ আবার জনকে জাহাজে পাঠাইলাম। আমাদিগের দুই খানা জাহাজ অদ্য মান্দ্রাজে ভাসাইলাম।"

বরদা বলিল। "আরাকাণে কি আজ কাল কোন জাহাজ যাইবে।"

গোবিন্দ বলিল। "এখন ত কিছুই উদ্যোগ নাই। এক মাসের মধ্যে বোধ হয় যাইতে পারে।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ অরুন্ধতীর সঙ্গে পিতার কোথা দেখা হইল।"

গোবিন্দ বলিল। "অদ্য প্রাতে ভদ্রাসনে। তিনি আমাকে কাল তিন চার বার অরুন্ধতীর অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলেন, আমি অরুন্ধতীর কোথাও দেখা পাই নাই। আমি অনুপরামের বাসায় গিয়া সেই বৃদ্ধাটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে কিছুই বলিতে পারিল না। অনেক জিজ্ঞাসায় বলিল। 'যে দিন অনুপরাম সনদ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়াছে সেই দিন অবধি অরুন্ধতীর দেখা পাওয়া যায় নাই। আমি সেই অবধি জ্বরে পড়িয়া আছি, বাটীর বাহির হইতে পারি নাই, কোন সমাচারও পাই নাই। অন্বেষণও হয় নাই। বাটীতে আর কেহ নাই, সকলে যশোরে গিয়াছে। তথা হইতে ঢাকা যাইবে। অনুপরাম অতি শীঘ্র করিয়া আসিবেন। বলিয়া গিয়াছেন। এখানে দুই তিন দিনের মধ্যে আমাকে লইয়া আরাকাণে যাইবেন'।"

বরদা বলিল। "তবে সে বৃদ্ধাও অরুন্ধতীর কিছু সমাচার জানে না।"

গোবিন্দ বলিল। "তাহার কথায় ত এমত বোধ হইল।"

বরদা বলিল। "ভাল, ক্ষেমার সঙ্গে তোমার অদ্য সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে কি বলিল?"

গোবিন্দ বলিল। "সে তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইয়াছে। গঞ্জালিসের সমস্ত গৃহকর্ম্মের অধ্যক্ষ হইয়াছে। দাসদাসীতে তাহার সেবা করিতেছে।"

বরদা বলিল। "সে তোমায় কিছু অরুন্ধতীর কথা বলিল।"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ সে কত অরুন্ধতীর প্রশংসা

করিল। বলিল তাহাকে বলিও এ দীনার সমস্ত সৌভাগ্য কেবল সে অরুন্ধতীর অনুগ্রহ হইতে। তাহাকে বলিও ক্ষেমা জন্মান্তেও তোমার এটি শোধিতে পারিবে না।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ তবে এদিকে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, এক্ষণে আমার বিষয় কি চিন্তা করিলে?"

গোবিন্দ বলিল। "তোমার কিছু উপায় স্থির করিতে পারি নাই। কর্তাকে সাহস করিয়া স্পষ্ট কিছু বলিতে পারি নাই। কৌশলে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহাতে তাঁহার যেরূপ মত দেখিতে পাই, নিতান্ত নিরাশ হইতে হয়।"

বরদা বলিল। "কেন তিনি কি অরুন্ধতীকে ঘরে লইবেন না। অরুন্ধতীর কি দোষ?"

গোবিন্দ বলিল। "ঘরে লইলেই বা তোমার মনস্কামনা কিসে সিদ্ধ হয়। তুমি জ্যেষ্ঠ, তোমাতে তাঁহার কুলরক্ষা হইবে, অতএব তোমার অজ্ঞাত কুলশীলের সঙ্গে কিরূপে সম্বন্ধ হইতে পারে।"

বরদা বলিল। "অজ্ঞাত কুলশীল কিসে। অরুন্ধতীকে কে না জানে?"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ সকলেই জানে বটে কিন্তু তোমার পর্য্যায় মিল খায় না। তাতে আবার যে কলঙ্ক অরুন্ধতীকে স্পর্শ করিয়াছে।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ, তুমি দুই তিন বার কলঙ্কের কথা কহিলে; কলঙ্কটা কি?"

গোবিন্দ বলিল। "গঞ্জালিসের সঙ্গে সহবাস।"

বরদা বলিল। "তোমার সেটি ভ্রম। অরুন্ধতীর সঙ্গে

গঞ্জালিসের সাক্ষাৎ পর্যন্ত হয় নাই। তুমি বুঝিতেছ না যে গঞ্জালিসের সঙ্গে দেখা হইলে সে কি মতে ক্ষেমাকে বিবাহ করিত। সে দুরাত্মারা জানে যে ক্ষেমাই অনুপরামের সহোদরা।"

গোবিন্দ বলিল। "বরদা এ বিষয় তুমি জান গ্রামস্থ সকলে ত জানে না। বোধ করি কর্তা মহাশয়ও ইহা অবগত নহেন। তাঁহার যেন জ্ঞান আছে, অরুন্ধতী গঞ্জালিসের ঘর হইতে পলায়ন করিয়াছেন।"

বরদা বলিল। "কি! অরুন্ধতী গঞ্জালিসের দ্বারেও পদার্পণ করে নাই।"

গোবিন্দ বলিল। "ইহা যদি সত্য হয়, তবে নির্দোষ অরুন্ধতীকে কষ্ট দেওয়া কর্তব্য হইতেছে না। আমি এক্ষণেই কর্তামহাশয়কে গিয়া জানাইব। বোধ করি তাহা হইলেই তিনি অরুন্ধতীকে আপনার ঘরে লইয়া যাইবেন। তুমি কি বল? আমি কি তাঁহাকে গিয়া তোমার নাম করিয়া জানাইব?"

বরদা বলিল। "তবে তাই জানাও কিন্তু আমার কথা কোন সুযোগ পাইলে বলিতে ভুলিও না। তোমাকেই আমি আমার পরিত্রাতা লক্ষ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস হইতেছে যে তোমা হইতেই আমি কৃতকার্য হইব।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি বিধিমতে চেষ্টা পাইব কিন্তু দেখ কি হয়। আমার সঙ্গে কর্তামহাশয়ের এক্ষণেই দেখা হইবে, দেখি সুবিধা পাই ত অদ্যই বলিব।"

গোবিন্দ এই বলিয়া পুষ্করিণীর স্বচ্ছ জলে শরীর

নিমজ্জন করিল। ঈষদ্ হিল্লোলে শরীর স্নিগ্ধ হইল। অবগাহনান্তে কটিদেশ পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া তর্পণ করিতে লাগিল। বরদা নির্মল জলে সন্তরণ করিতে লাগিল। তাহার বেগ-সন্তরণে প্রশস্ত বক্ষে তেজে জলোর্মি লাগিল, যেন ক্ষুদ্র সাগরোর্মি কঠিন প্রস্তরে নিপতিত হইতেছে। প্রতিক্ষণেই বাহু প্রসারিয়া জলে ভর দিয়া প্রায় কটিদেশ পর্যন্ত জাগাইতেছে, আবার তাহার পরেই তরঙ্গের নিম্নভাগে পড়িয়া ফেণে শুভ্রীকৃত জল রাশি তাহার বিশাল পৃষ্ঠদেশ আচ্ছন্ন করিতেছে। যেন জলের উপর নৃত্য করিতেছে। ক্রমে ঘাটের নিকট হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে জলের তরঙ্গের উপর তরঙ্গ ঈষদ্ বক্র রেখায় পুষ্করিণীর বামকুল হইতে দক্ষিণ কুল ব্যাপিয়া মালা বদ্ধ হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। অপরকুলে ঘন ঘন তরঙ্গে শুভ্র রজতনিভ বালুকাময় মৃত্তিকা খসিয়া জলে মিশ্রিত হইতে লাগিল। চতুষ্পার্শ্বের জল শুভ্রবর্ণ হইল। সোপানচয়ের অল্প জলে তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইয়া, তালে তালে ঊর্মিরাশি ভাঙ্গিতে লাগিল। তাহার উভয় বাহুমুল হইতে আরম্ভ হইয়া ঊর্মিমালা প্রকাণ্ড পক্ষদ্বয়ের ন্যায় ক্রমে বিস্তৃত হইয়া সমস্ত জলকে ব্যাপিল। স্রোতে উপকুলে নবীন ক্ষুদ্র কমল পত্রে জলবিন্দুগুলি তেজস্বী মুক্তাফলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিল। কোকনদের চিকন দলগুলি উলটাইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধ মুদ্রিত কুসুমচয় ললিত সরল নিষ্কণ্টক মৃণালে দুলিতে লাগিল। ধূর্ত্ত ভ্রমরচয় কোকনদের বর্ণ সাদৃশ্যে লুক্কায়িত হইয়া নীরবে মধু পান করিতেছিল, পুষ্পের হিন্দোলে পক্ষে ভর দিয়া পুষ্পের

চতুর্দ্দিকে উড়িয়া উঠিল। প্রতিবার হিন্দোল বিশ্রামে পুষ্পে বসিতে উপক্রম করিতে না করিতে, আবার একটি তরঙ্গে ফুলটি কাঁপিয়া উঠিল, অমনি ভ্রমর নক্ষত্রবেগে প্রায় একহাত ঊর্দ্ধে উঠিল। আবার স্রোতটি কমিয়া গেলেই কোকনদের নিকট হইল। এইরূপ পুষ্প হইতে একবার দূর, একবার নিকট হইতে লাগিল। ও দিকে গোবিন্দের সুতান গঙ্গাস্তোত্র ও বেদোচ্চারণ শব্দ নির্জন উদ্যান ব্যাপিল। সোপানে স্রোত-ভঙ্গশব্দ ও বেদোচ্চারণ শব্দে তড়াগ কুল কি মনোরম হইল। পুষ্করিণীর পূর্বভাগের ঘাটটী প্রশস্ত। ঘাটের মধ্যে একটী প্রস্তরের মূর্ত্তি। পুষ্করিণীর চতুষ্কোণে চার ঝাড় দোলন চাঁপা। ঘাটের দুইপার্শ্বে দুটী নাগেশ্বর চাঁপার গাছ। গাছ-দ্বয় নবকুসুমিত হইয়া সমস্ত পুষ্করিণীকুল সদ্গন্ধে আমোদিত করিয়াছে। তাহার পার্শ্বেই দুটী নীলচম্পকের গাছ। তাহার পার্শ্বে পুষ্করিণীর কোণে দোলন চাঁপার পশ্চাতে চারটী চম্প-কের গাছ। পুষ্করিণীর দক্ষিণ পাড়ে ইহার প্রতিরূপ। পূর্ব পাড়ের মধ্যে একটী কনক চম্পার গাছ পশ্চিমপাড়ে তাহার সম্মুখেই একটী পুন্নাগচাঁপা। পরে উভয় পার্শ্বে একটী করিয়া জহরে চাঁপা আর একটী করিয়া কদলীচাঁপা। মাঝে রামধন চাপার স্বর্ণ বর্ণাভ কুসুম রাশি। কুলের চতুর্দিকে একসার ভূমি-চম্পকের গাছ। ঘাটের দুই পার্শ্বে দুটী ঔর্বা চাঁপা। চাদালের অনতিদূরে একটি পরিমিত শাখাসমন্বিত সুস্নিগ্ধ ছায়াদ প্রকাণ্ড সরল দীর্ঘস্কন্ধ চালতার গাছ। পুষ্করিণীর জলে কোকনদ, অপর কোণে কুমুদের শ্বেত কুসুম। অপর কোণে রক্ত পদ্মের নূতন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটী পাতা দেখা যায়।

জলের চতুষ্পার্শ্বে পানিশেফালিকার ছোট ছোট শুভ্র পুষ্প-চয়। ঘাটের উপরটি মধুক্ষরের শ্যামলপর্ণে আবৃত।

স্নান বিহিত পূজা সমাপনে গোবিন্দ নিকটস্থ প্রস্ফুটিত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিল। এদিকে বরদাকণ্ঠ স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিল। শুভ্রবর্ণ পট্ট বস্ত্র পরিধান করিল। পট্ট-বস্ত্রের উত্তরীয় বাম স্কন্ধে রাখিল। বরদাকণ্ঠ কি অনির্বচনীয় সৌম্য মূর্তি ধারণ করিল। দীর্ঘাকার, মাংসল, আজানুলম্বিত, বলিষ্ঠ, আলম্বমান বাহুদ্বয়। প্রশস্ত ললাট। বিশাল উন্নত বক্ষ ক্রমে কটিদেশ হইতে প্রশস্থ হইয়াছে। উচ্চ ললাটের নীচের পটলাকৃত নেত্রদ্বয় কমলকর্ণিকার ন্যায় গোল কপোল দেশ হইতে ঈষদ বহির্গত হইয়াছে। তাহা মধ্যাহ্নবিষ্ণুরূপী-সূর্যের প্রচণ্ড আলোক হইতে উপরের পত্রদ্বয় অর্দ্ধ মুদ্রিত হইয়া আবরণ করিতেছে। পূত মুখের উজ্জ্বলশ্যাম বর্ণের মধ্যে অক্ষীণ আরক্তবর্ণ ওষ্ঠদ্বয়ের আভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। বরদা-কণ্ঠের মূর্তি দেখিলে সত্যকালের ঋষি বোধ হয়। স্থূল বাম-স্কন্ধ হইতে শ্বেতবর্ণের যজ্ঞোপবীত দক্ষিণ জানুমূল পর্যন্ত লম্বিত আছে। কায়স্থ-কুলতিলক বরদাকণ্ঠ যেন জনকরাজর্ষির মত প্রভা বিতরণ করিতেছে। দেখিলেই এককালে শ্রদ্ধার উদয় হয়। ক্ষণে ক্ষণে বেদোচ্চারণ করিতে করিতে উদ্যানস্থ রম্য হর্ম্যে প্রবেশ করিল। সেটী উচ্চ পোতার একতলা ঘর। উদ্যানের প্রায় মধ্যভাগে থাকায় বিস্তৃত সোপান গিরির উপর যেন কৈলাসালয় শোভিয়াছে। অত্যুচ্চ, স্থূল, কুর্ম-পৃষ্ঠাকার স্তম্ভ মূলে প্রস্তরের চতুষ্কোণ বেদির উপর হইতে তুঙ্গ, সরল, সাহঙ্কার দানবোপম, ভীমাকার স্তম্ভ। প্রত্যেকের

মস্তকোপরি বিংশতিটি সহস্র দল কমল। তাহাদিগের শিরো-দেশে লম্বমান বিশাল প্রস্তরের আশ্রয়। তাহাতে ভাস্কর আপনার শিল্পতার একশেষ চিহ্ন রাখিয়াছে। উদ্যানটী চমৎকার, মনোরম, অতি বিচিত্র প্রণালীতে স্থাপিত; অট্টা-লিকায় দাঁড়াইয়া দক্ষিণে দেখিলে, বাটীর নিকটস্থ কতক-গুলি উচ্চ তরুর মেঘাকার ঘনশাখার ভিতর দিয়া সম্মুখস্থ বিস্তৃত মাঠ দেখা যায়। তাহার পর, দূরে মসীবর্ণ সমুদ্র জল ও কূলে শ্বেতবর্ণ সফেণ ঊর্মি, মাঠে কেবল ছোট ছোট ঝোপ। সকলই প্রায় উচ্চে সমান। কাহার পর্ণগুলি চিত্রিত; কাহার পর্ণ উজ্জ্বল রক্তিমা বর্ণ, ঝোপটী যেন অগ্নিময় দেখাইতেছে। কাহার দীর্ঘ দীর্ঘ পত্রগুলি আপনার ভর সহ্য করিতে না পারিয়া নম্র হইয়া নীচমুখী হইয়াছে। কেহ বা দম্ভে কঠিন পত্র গুলিকে ঊর্দ্ধ মুখে রাখিয়াছে, সমীরণে সমস্ত পত্রটী দুলিতেছে, তথাপি তাহার এক দেশ নম্র হইতেছে না। কাহার পত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার। কাহার পত্র হরিৎ বর্ণ। কেহ বা পুষ্পগুলিকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কাহার পুষ্প শ্বেতবর্ণ, কাহার নীলবর্ণ, কাহার হরিৎবর্ণ, কাহার ধূষর, কাহার পিঙ্গল, কাহার মসীবর্ণ, কাহার রক্তবর্ণ। কেহ তপ্ত কাঞ্চনপ্রভ, কেহ ময়ূরকণ্ঠাভ, কেহ কাকপক্ষনিভ, কেহ চন্দ্রজ্যোতি, কেহ পাংশুবর্ণে রক্ত বিন্দুতে বিচিত্রিত, কেহ বা অর্দ্ধ শ্বেতবর্ণ ও অর্দ্ধেক হরিৎ বর্ণ। কাহার বৃন্ত হরিৎ বর্ণ, কাহার অগ্রভাগ রসাক্ত, কাহার মধ্য নীল, কাহার আকার গোল, কাহার ঘণ্টাকার দল, কেহ তূরীর মত, কেহ বা মৃৎকলিকামত। কেহ বহুদল। কেহ সকণ্টক, কেহ সলোম। কেহ স্থূল দল। কেহ

সূক্ষ্ম বৃন্ত। কাহার পুষ্প সদ্গন্ধ যুক্ত। কাহার দুর্গন্ধ, কাহার মধুপূর্ণ, কেহবা শুষ্করস। করবীর বেত্রাকার দীর্ঘ দীর্ঘ শাখাকে সূক্ষ্মাগ্র, দীর্ঘ, কঠিন, শ্যামল পর্ণ মালায় বেষ্টিয়াছে, তাহার মধ্য হইতে হয়ত তিনটী স্বর্ণবর্ণ ত্রিকোণ বৃন্ত উঠিয়া ক্রমে বহুমুখী হইয়া উপরে বিস্তৃত হইয়াছে; তাহার শুভ্রবর্ণ কুসুমচয় মধ্যে মধ্যে ঈষদ্ ক্ষুদ্র, অর্দ্ধ পক্ক, ঈষদ্ প্রস্ফুটিত কলিকাসমূহ অল্প সমীরণে দুলিতেছে ও কখন কখন দুই একটি পরিণত পুষ্প ফেলিতেছে; কোথাও বা ময়ূরকণ্ঠী পুষ্প, কোথাও বা একদল পুষ্পরাশি মধ্য হইতে শৃঙ্গের মত এক একটি শুণ্ঠী উঠিয়াছে। অদূরে গোলাকার ঝাঁটীর ঝাড় নানা রঙ্গের পুষ্পে সুপুষ্পিত ও তরুমূলে পরিণত পুষ্প সমাকীর্ণ। কোথাও বা কনকবর্ণ পিউলি উন্নত ঘণ্টাকার পুষ্পচয় সুদীর্ঘ ক্ষীণশাখা আবৃত করিয়াছে, পশ্চাৎ হইতে চিক্কণ মেঘাকার পত্রগুলি শৃঙ্খল বদ্ধ হইয়া শাখা আচ্ছাদন করিয়াছে। এ-দিকে নবমল্লিকার শুভ্রবর্ণ কুসুমচয়ে দেশের মধুকরকে মোহিত করিয়াছে। নবপ্রসূত নধর গোলাব শাখা শিরে সকণ্টক, নিষ্কণ্টক, শ্বেত, রক্ত, ঈষদ্ উজ্জ্বল, নানাবর্ণের চারি দল, দশ দল, বিংশতি দল, শতদল বহুদলে সুগন্ধ, নির্গন্ধ কুসুম; কেহ বা সকল দল নিপাতিত করিয়া কেবল গোলাকার ক্ষুদ্র ফল শিরে ধরিয়াছে। কোথাও বা যূথিকার নবীন শাখা ও ঈষদ্ হরিদ্বর্ণ পর্ণচয়। কোথাও বা খর্বাকার শেফালিকার সলোমতাম্বূলাকৃতিপর্ণরাশি। কোথাও বা পঞ্চমুখী রক্তবর্ণ জবা। এ দিকে অশোক গুচ্ছ। এ পার্শ্বে মল্লিকা। একটি চৌকায় কেবল জাতি তরুচয় ও পার্শ্বে তগর তরুর শ্বেত-

পুষ্প, তাহার অব্যবহিত পরেই ওড্রজবার চতুর্দল রক্তপুষ্প। মধ্যে গন্ধরাজের ঝোপ। পার্শ্বে কামিনীর কমনীয় পর্ণ-শোভিত তরু। কোথাও বা রাধাপদ্মের বনের মধ্যে রঙ্গনের গুচ্ছ। কোথাও বা কৃষ্ণকেলির ঝাড়। কোন স্থানে কুন্দদল। কোথাও বা কৃষ্ণচূড়া। প্রতিপুষ্পের ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ, ভিন্ন ভিন্ন আকার। নানাজাতি পুষ্পের বন। তাহার মধ্য দিয়া বক্র, প্রশস্ত, অপ্রশস্ত পথ। কোন পথে কেবল কঙ্কর দেওয়া, কোথাও বা কেবল দূর্বার চটী, কাহার পার্শ্বে রজনীগন্ধার সারী, কোথাও বা রাস্তাটী পরিষ্কার, চিকণ প্রস্তরখণ্ডে জড়িত। মাঠের কোন ভাগ উচ্চ, কোন ভাগ নীচ। কোথাও বা একটী সরল খাদের দুই ধারে বড় বড় আম্র, অশোক তমাল, চম্পক প্রভৃতি ঘন তরুতে আবৃত। কিছু দূর এই রূপে সরল বহিয়া ঝিলটী এককালে বাঁকিয়াছে। সেই বাঁকের কাছে বোধ হয় ঝিলটীর শেষ, কিন্তু নিকটে গেলেই বক্র ঝিলের প্রশস্ত প্রবাহ কেবল ধান্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়া কিছু দূর গিয়া এককালে আবার নিবিড় বনে প্রবেশ করিয়াছে। ঝিলে নৌযানে যাইতে বোধ হয় যেন তরু শাখা গুলি মাথায় লাগিবে। কোথাও বা ঝিলের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ডে জড়িত একটী ক্ষুদ্র গিরিশৃঙ্গ প্রবাহকে দ্বিধা করিয়াছে। কোথাও বা ঝিলের উপর দিয়া একটী প্রকাণ্ড খিলেন। খিলেন হইতে এক একটা প্রস্তর নীচে, পার্শ্বে বাহির হইয়া রহিয়াছে; বোধ হয় যেন সেটী গিরিগুহা। তাহার উপর অতি তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ। সেই খিলেনের মধ্য দিয়া স্রোত অতি বলে নির্গত হইয়া পর্বতের পার্শ্ব বহিয়া

এককালে অতি গভীর স্থানে পড়িয়াছে। সে স্থানে দিবা· রাত্রি জলকল্লোলে একটী অনির্বচনীয় ঝরণার ঝঝ্ঝর শব্দ উদ্ভাবিত হইয়াছে। দিবারাত্রি স্রোতস্বতীর জলপাতে ফেণ রাশি জমিয়াছে। সে স্থান হইতে জল অতি বেগে বহিয়া চলিয়াছে। ক্রমে শর ও হোগলা ও নল বনে বিস্তৃত হইয়া কিছুক্ষণ এক কালে নয়নের অগোচর হইয়াছে। সেখানে ছোট ছোট নানাবর্ণের সালুক ফুটিয়াছে। মধ্যে মধ্যে সোলার মোটা শাখা সব দেখা যাইতেছে। এই বীলটি অতিক্রম করিলেই বীলের জল সব একত্রিত হইয়া একটি খাল দিয়া বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে শতধা বিভক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী রূপে সাগরে মিশাইয়াছে। অট্টালিকার অনতিদূরে দক্ষিণে প্রকাণ্ড ঝাউ, অশ্বত্থ, বট, চাম্পা, কদম্ব, দেবদারু প্রভৃতি উচ্চ, বিশাল শাখা সমন্বিত তরুবর। বাটীর উত্তরে কেবল পুষ্পোদ্যান। পূর্বে ও পশ্চিমে তাহা। বাটী হইতে বহুদূরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অস্পষ্ট ফলের বড় বড় গাছ দেখা যায়। কোথাও নানাবিধ বাশ ঝাড়ও আছে। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলে মাঝে মাঝে গাছের ছায়া দিয়া যাইবার নানাবিধ পথ। কোথাও বা কেবল মাধবীলতার গুচ্ছ, তলা দিয়া যাইতে বিন্দু বিন্দু মধু বর্ষণ হইতেছে, তাহার পর সমীরণে পুষ্প রেণুতে শরীর ধূষরিত হইতেছে। বকুল তরুতল পুষ্প পাতে আকীর্ণ। গন্ধে চতুর্দিক মত্ত। কোথাও বা শাল বন, বিদেশস্থ ভূমিতে জম্মিয়াছে বলিয়া খর্বাকৃতি; গন্তি পুষ্পে মধুকর গুঞ্জ ধ্বনি করিতেছে। মধ্যে মধ্যে মুচকুন্দের শুষ্ক পুষ্পে তরু মূল আবৃত ও গন্ধে দশদিক পূর্ণ। কোথাও বা নাগকেশর। এদিকে অশোকে নবপল্লব আ-

রক্তবর্ণ পুষ্পে সুতরুচয় শোভিয়াছে। তরুতলে দিব্য মনো-রম পথ। পথের ধারে আহা এক একটি প্রস্তরের মূর্তি যেন বিশ্বকর্মার গঠন ; কি ভাব শুদ্ধ। কোথাও বা দশ বাটির ঘন রোপিত গাছের মধ্যে এক প্রস্তরের সরস্বতী। কোথাও বা এক ঋষির কুটীর মধ্যে যোগাসনে আসীন কাষ্ঠের ঋষিমূর্তি। হয় ত কোন কুরঙ্গিণী নৃত্য করিতে করিতে সেই আশ্রমের মালতী লতার নব পত্রগুলি চর্বণ করিতেছে। হয়ত একটী আম্র বৃক্ষের উচ্চ শাখা হইতে দীর্ঘ পুচ্ছবিশিষ্ট ময়ূর কেকা রব করিয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করিল। এক দিকে একটী তপো-বনের অনুকল্প। অনুকল্পই বা কেন? সেই দিব্য পর্ণ শালা, সেই মত লতা গুল্মাদি দ্বারা আবৃত, সম্মুখে দুইটী ছোট ছোট নেবুর গাছ। তাহাদিগের মধ্যে বিচিত্র জলযন্ত্র মন্দির, তাহার পার্শ্বে ছোট আম্র বৃক্ষ তাহার বামে একটী রঙ্গনের গাছ। কুটীরের পশ্চাৎ ভাগে একটী খদির গাছ। তাহার দক্ষিণে একটী অর্ক তরু। ও কিছু দূরে একটী বৃহৎ শমী বৃক্ষ। তাহার কিঞ্চিৎ অন্তরে একটী পলাশ। পলাশ তরুর মূল দিয়া একটী সূক্ষ্ম পথ বহিয়া অতিদূরে বিল্ল বৃক্ষচয়ে লুক্কায়িত একটী অতি ক্ষুদ্র শিবমন্দির। মন্দিরের দুই পার্শ্বে কনক ধুস্তূরা নম্রমুখী পুষ্পচয় ধরিয়া আছে। দেউলের সম্মুখে একটী বহুকালের পুরাতন অর্ক বৃক্ষ। মধ্যে মধ্যে চিত্রিত মৃগ সব চরিতেছে। শিবালয়ের পশ্চাতে বহু প্রকাণ্ড তরুচয়ের নীচে দিয়া গেলেই একটী প্রকাণ্ড মাঠে পড়িতে হয়। তাহার চতুর্দিকে আর কিছুই দেখা যায় না কেবল বন বৃক্ষ বন। মাঠের চতুঃসীমায় দীর্ঘ দীর্ঘ নারিকেলের গাছ ও গাছদ্বয়ের মধ্যে মধ্যে এক একটী

প্রস্তরের মূর্তি। মাঠটী অতিযত্নে কেবল দূর্বাচয়ে আবৃত। শ্যামল প্রভা দেখিলে নয়ন এককালে স্নিগ্ধ হয়।

বরদাকণ্ঠ অট্টালিকায় গিয়া উপস্থিত হইয়া এককালে আহারের ঘরে গিয়া আহারে বসিলেন। আহারান্তে বিধি-পূর্বক হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিয়া বস্ত্রপরিবর্তন করিলে একজন দাস আসিয়া অতি কোমল সুমিষ্ট জলপূর্ণ নারিকেল আনিয়া তাঁহাকে দিল। তিনি নারিকেলের স্নিগ্ধকর সুতার বারিপানের পর হরিতকী দ্বারা মুখশুদ্ধ করিলেন। পরে অপর এক ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেটী তাঁহার পাঠের ঘর, সমস্ত ঘরটী জোড়া কোমল ঊর্ণার আসন বিস্তৃত। চতুষ্পার্শ্বে আছাদপর্যন্ত পুস্তকে পূর্ণ তাক। তাহায় কেবল রক্তবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ বস্ত্রাবৃত পুথি। বরদাকণ্ঠ সেই ঘরে গিয়া দক্ষিণদিকের থাকের নিকট দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন; পরে একখানি পুথি লইয়া আসনে বসিলেন। কিছুক্ষণ সেইখানে বসিয়া পুস্তকটী হাতে লইয়া উদ্যানে নামিলেন। অট্টালিকার নিকটে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋতু পুষ্পচয় নানা রঙ্গের পুষ্পে ভূমি আবৃত। কিছুক্ষণে পূর্বাস্য হইয়া পুষ্পবন দিয়া ক্রমে পুষ্পোদ্যানের প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখেন একটী নির্জন স্থানে গাছের নীচে প্রায় পঁচিশটী ছাতারে পুচ্ছ নাড়িয়া কিচ কিচ করে ডাকিতেছে ও থপ থপ করে লাপাইতেছে। বরদাকণ্ঠকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া লাপাইয়া লাপাইয়া দূরে গেল। ক্রমে বরদাকণ্ঠ ছায়া দিয়া যাইতে লাগিলে দূরে বৃহৎ আম্রডালে বসিয়া একটী ঘুঘু গম্ভীর স্বরে ডাকিতেছে। অপর দিকে শাখা-

বনের মধ্যে বসে একটী বুল বুল ডাকিয়া নীরব হইল। দূরে চম্পাভীরে দোলনের ঝোপে বসে কুবো পাখি বিকট গম্ভীর স্বরে কুব কুব করিতেছে। একটি নারিকেলের গাছে দীর্ঘ চঞ্চু কাঠঠোকরা সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ ডাক ডাকিয়া ঘুরিয়া গাছের অপর দিকে গেল। একটি ময়ূর গাছের শাখায় বসিয়া রৌদ্রের উত্তাপে চক্ষুদ্বয় ফাঁক করিয়া নিশ্বাস ফেলি- তেছে। তাহার দীর্ঘপুচ্ছ শাখার নীচে নামিয়াছে তাহা পত্রাভ্যন্তর দিয়া রবিরশ্মি প্রভাতে সুন্দর হইয়াছে। গাছের উপর পরগাছা। কেহ অপ্রশস্ত দীর্ঘ পত্রধারণ করিয়াছে, তাহায় ঊর্দ্ধস্থ সূর্যকিরণ তাহার স্বচ্ছপ্রায় পর্ণ দিয়া দেখা যাইতেছে, বোধ হয় যেন ঈষদ্ হরিৎ বর্ণ কাচের পত্র। গাছের ক্ষুদ্র উপশাখায় একটি বসন্তবিহারী প্রতি পলে চমৎকার স্বরে ডাকিতেছে। সে তরুতল কি রমণীয়। বরদাকণ্ঠ তাহার মধ্য দিয়া কুটীরে গিয়া বসিলেন। আপনার হস্তস্থ পুথী খানি খুলিলেন কিন্তু মনের চাঞ্চল্য বশত তাহা পাঠে মনোনিবেশে অক্ষম হইলেন। একমনে কেবল অরুন্ধতীর বিষয় ভাবিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় কতক্ষণ রহিলেন, সময় আর অতি- বাহিত হয় না। নিতান্ত অস্থির হইয়া সেথা হইতে উঠিলেন ও উদ্যান রক্ষকের ঘরে যাইয়া একটী নিড়াণ লইয়া কুটীরের দ্বারস্থ তৃণচয় পরিষ্কার করিতে নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় গোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল।

বরদাকণ্ঠ গোবিন্দকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল। "গোবিন্দ কুশল সমাচার বল। পিতার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার কথা কি উত্থাপন করিয়াছিলে। তিনি কি তাহাতে

মত দিলেন। অরুন্ধতীর কি হইল। আমি আহার করিয়া সুস্থ হইতে পারি নাই। আমার কেমন চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। আমি একবার অরুন্ধতীর নিকট যাইব মনে করিতেছিলাম আবার ভাবিলাম, বুঝি তাহার এখনও আহার হয় নাই।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি কর্তা মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহার কথায় বোধ হইল, অরুন্ধতীর প্রতি তাঁহার দয়া হইয়াছে। কিন্তু লোকাপবাদ ভয় করিয়া তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারিতেছেন না। একবার সাহাবাজপুরে লোক পাঠাইয়া ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের ও সেথাকার কুটুম্বদিগের মত জানিতে মানস করিতেছেন। আবার অরুন্ধতীর অজ্ঞাত বাস পাছে প্রকাশ পায় তাহাও ভাবিতেছেন।”

বরদাকণ্ঠ বলিল। “আমার আর একটি চিন্তা আছে।”

গোবিন্দ বলিল। “কিসের চিন্তা?”

বরদা বলিল। “আমি অরুন্ধতীকে শীঘ্র না পাইলে বোধ হয় ক্ষিপ্ত হইব। আমার কোন বিষয়ে মন যাইতেছে না। আমি দিবারাত্রি কেবল অরুন্ধতী রূপটী চিন্তা করিতেছি” আমার আর কিছুই ভাল লাগে না।”

গোবিন্দ বলিল। “তোমার এত ব্যাকুল হওয়া অন্যায়। অনুপরামের আরাকান হইতে আসা অবধি তোমার অরুন্ধতীর সঙ্গে আলাপ। এত অল্প সময়ে যে অধিক প্রেম জন্মান অতি অসম্ভব।”

বরদা বলিল। “গোবিন্দ তুমি বিজ্ঞ হইয়া কেন অবোধের

মত বলিলে। লোকের একদিনের মিলনে প্রেম জন্মিতে পারে, আমার সঙ্গে অরুন্ধতীর আলাপ আজ প্রায় এক বৎসর।"

গোবিন্দ বলিল। "এক বৎসর কিছু অধিক কাল নহে।"

বরদা বলিল। "আমার চক্ষে এক দণ্ড বহু দিন বোধ হইতেছে। ভাল পিতার সঙ্গে তোমার কি কথা হইল?"

গোবিন্দ বলিল। "আমি তাঁহার নিকটে গিয়া বলিলাম, মহাশয়! অরুন্ধতীর গৃহে দ্রব্যাদি সমস্ত পৌঁছিয়া দিয়া গ্রামে গিয়াছিলাম। এতক্ষণে বোধ হয় তাঁহার আহার হইয়া থাকিবে। তাহাতে তিনি বলিলেন। 'গোবিন্দ! আমি অরুন্ধতীর কষ্ট আর দেখিতে পারি না। সে রাজকন্যা যে স্বপাকে আহার করিবে, তাহা আমার সহ্য হয় না।' তাহাতে আমি বলিলাম, 'মহাশয়! মনে করিলেই তাহাকে কষ্ট হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন।' তিনি উত্তর করিলেন 'আমার কি অধিকার আছে?' আমি বলিলাম। 'কেন আপনি তাহাকে আপন ঘরে আনিতে পারেন।' তিনি আমার কথায় সিহরিলেন ও বলিলেন। 'গোবিন্দ তুমি অবিবেচকের মত কেন বলিলা, আমি কি অরুন্ধতীকে আপন গৃহে আশ্রয় দিয়া আপনার জাতি হইতে বহিষ্কৃত হইব? আমা হইতে তাহা হইবেক না'।"

বরদা এই কথাটি শুনিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল। "কেন তুমি আমার কথা বলিতে পারিলে না।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি বলিয়াছিলাম।"

বরদা বলিল। "তাহাতে পিতা মহাশয় কি উত্তর করিলেন?"

গোবিন্দ বলিল। "তিনি প্রথমে আমার বাক্যে কর্ণপাতও করিলেন না; কেবল বলিতে লাগিলেন, 'আমা হইতে তাহা

হইবেক না। আমি কখন কুটুম্ব মধ্যে অপকৃষ্ট হইয়া থাকিতে পারিব না।' আমি আবার বলাতে বলিলেন। 'বরদাকণ্ঠকে ইহা কে বলিল? সে কিমতে জানিল'?"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "তুমি তাহাতে কি উত্তর দিলে?"

গোবিন্দ বলিল। "আমি বলিলাম বোধ করি অরুন্ধতী তাঁহাকে বলিয়া থাকিবেন, নতুবা তিনি কি মতে অবগত হইলেন।"

বরদা বলিল। "তুমি বলিলে না কেন যে, আমি তাহার সকল সমাচার রাখি। আমার অজ্ঞানত অরুন্ধতী কোন কর্ম্মই করেন না।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি অত স্পষ্ট বলিতে সাহস করিলাম না। আমি বলিলাম, বরদাকণ্ঠ বিশেষ জ্ঞাত না হইয়া কখনই এমত বলিতে পারেন না। এমত সময় দেওয়ানজি মহাশয় আইলে কর্ত্তামহাশয় বলিলেন 'ভাল, কেশব! তুমি অরুন্ধতীর বিষয়ে কি পরামর্শ দাও?' কেশব উত্তর দিলেন। 'মহাশয় আমার মতে এ বিষয়ে সাহাবাজস্থ আপনার আত্মীয় কুটুম্বদিগের মত আনান উচিত ও তত্রস্থ স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপকদিগের ব্যবস্থা লওয়াও কর্ত্তব্য। ব্যবস্থা আসিতে এক সপ্তাহ হইবেক। ইতিমধ্যে ব্যস্ত হওয়া উচিত নহে।' কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন। 'তবে তাহাই ভাল। এক্ষণেই পত্র পাঠাও।' দেওয়ানজি বলিলেন। 'দুই ঘণ্টার মধ্যে সেথায় পত্র পৌঁছিবে। পরে তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া সময় মতে উত্তর পাঠাইবেন।' কর্ত্তা মহাশয় বলিলেন। 'আমার পরস্ত্রীশঙ্কিতা গৃহিণী অদ্য অরুন্ধতীকে আমার সঙ্গে দেখিয়া আমায় অরুন্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও কতই ভৎ'সিলেন। আমার অরুন্ধতীকে ঘরে আনাও দায়'।'

বরদা বলিল। "তবে কি সাহাবাজে পত্র পাঠান হইয়াছে?"

গোবিন্দ বলিল। "হাঁ ভজহরি পত্র লইয়া গিয়াছে।"

বরদা বলিল। "পত্রে কি লেখা আছে তাহা জান?"

গোবিন্দ বলিল। "পত্রে সংসর্গসন্দেহের প্রায়শ্চিত্ত ও ব্যবস্থা প্রার্থনা করা হইয়াছে।"

বরদা বলিল। "তবে ত অরুন্ধতী আমার হইবে না। কৃত-প্রায়শ্চিত্ত কন্যা গ্রহণ ধর্মত অবৈধ নহে বটে, কিন্তু লৌকিক অপবাদে হয় ত পিতা মহাশয় কখনই সম্মত হইবেন না।"

গোবিন্দ বলিল। "আমার তাহাতে সমূহ সন্দেহ আছে।"

বরদা বলিল। "আমার কথা কি তাঁহার বিশ্বাস হইল না।"

গোবিন্দ বলিল। "তিনি তাহাও লিখিয়াছেন যে, একের বাক্যে কন্যাটি অপকৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীর দ্বার পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই।"

বরদা বলিল। "ইহার উত্তর কতদিনে আসিবার সম্ভাবনা?"

গোবিন্দ বলিল। "বোধ করি তিন চার দিনের মধ্যে আসিবে।"

বরদা বলিল। "ভাল তুমি তবে এক্ষণে যাও সায়ংকালে আমার সঙ্গে এই স্থানেই সাক্ষাৎ করিও।" গোবিন্দ স্বীকার পাইয়া চলিয়া গেল। বরদা কিছুক্ষণ ইতস্তত নিরীক্ষণ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইলেন ও পদে পদে চন্দ্ররেখা কুঞ্জ পার হইলেন। রাজমার্গ দিয়া আপনার গোশালাভিমুখে চলিলেন।

নবম অধ্যায়।

"ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।"

এদিকে অরুন্ধতী বরদার গমনের পর অল্পে অল্পে আপন পর্য্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিয়া পাকাদি সমাপন করিলেন ও আহারান্তে আপন বসিবার ঘরে গিয়া একান্ত চিত্তে আপনার ভূত সুখ ও বর্ত্তমান দাসীবৃত্তি ও নিরাশভাবী চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনুপরামের নৃশংসচরিত্রকে কতই দূষিলেন। গঞ্জালিসের ধর্ম্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথের দয়ায় কৃতজ্ঞতাশ্রুতে বক্ষস্থল আপ্লাবিত করিলেন ও বরদাকণ্ঠের নিরীহ পবিত্র প্রেমের দার্ঢ্যের সাহঙ্কারে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহার শূন্য মন বরদাকণ্ঠকে সর্ব্বে সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিয়া সংসারমায়ায় আবদ্ধ হইল। আত্মীয় কুটুম্বের অভাব হৃদয় হইতে অপসৃত হইল। ক্ষণ কালের জন্য তিনি সকলই বিস্মৃত হইলেন। কেবল বরদাকণ্ঠের মুখশ্রী, অনুপম যত্ন, তাঁহার আপদুদ্ধারণে অসীম অধ্যবসায় ও ভীম বল, শত্রুক্ষয়ে কঠিন পণ, অনিবার প্রেমবারিবর্ষণে অসহ্য শোকানল নাশ ও সিঞ্চিত সুখাঙ্কুরের দ্বিগুণ উন্নতি, তাঁহার মনকে ব্যাপিল। আবার ক্ষণেকে অনুপরামের চাতুরী ও গঞ্জালিসের ভুবন বিখ্যাত নিষ্ঠুরতা, ম্লেচ্ছধর্ম্মের খাদ্যাখাদ্য অবিচার, জাতি-লোপ, বিবাহে পিণ্ডাবাধ, কিরিঙ্গির বিপরীত অভ্যাস, অবৈধ আচার ও দৃঢ়বদ্ধ সঙ্কুচিতবেশ অরুন্ধতীর মনকে এককালে

অবসন্ন করিল। যদিচ অরুন্ধতীর এক্ষণে সংসারে বরদাকণ্ঠ ভিন্ন স্নেহপাত্র আর কেহ ছিল না ও তিনি আপনিও বরদাকণ্ঠ ব্যতীত আর কাহারও স্নেহাস্পদ ছিলেন না; তথাপি এই সকল ভাব তাঁহার মনে উদিত হইলে তিনি বোধ করিতেন যে, গঞ্জালিসের অধীনা হইলে যেন এ সংসার হইতে বহিষ্কৃত হইবেন, কেহই তাঁহাকে আর যত্ন করিবে না, সকলেই তাঁহাকে অপকৃষ্ট জ্ঞানে ঘৃণা করিবে।

দুঃখিনী অরুন্ধতী কত ব্যবসিত হয়ে সম্ভাবিত দুঃখ সব কল্পনা করিলেন ও কি আগ্রহাতিশয়ে ইচ্ছা করিলেন যেন সে সব ঘটনা না উপস্থিত হয়। মনে মনে পণ করিলেন, কারা-বদ্ধ হইব, প্রাণ পর্যন্ত দিব, তথাপি স্বধর্ম ত্যাগ করিব না ও মনোনীত বরদাকণ্ঠ ত্যাগে অন্য কাহাকেও প্রেমাস্পদ করিব না। একবার তাঁহার ত্যক্ত দেশের কথা মনে পড়িল। অমনি তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া বারিধারা পড়িল। তিনি বিষন্ন হইয়া একবার হা বিধাত! বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অমনি তাঁহার কোমল মন আর সহ্য করিতে পারিল না। তাঁহার বক্ষস্থলে যেন বিশ্বম্ভর প্রস্তর চাপিল। তাঁহার শ্বাস রোধ হইল। অমনি তাঁহার ম্লান মুখটি বক্ষের উপর ঝুলিয়া পড়িল। যেন ছিন্নমূল সন্তপ্ত পদ্মের মত বিষণ্ণ হইল। তাঁহার নিতম্ব ভার তাঁহাকে আর স্থির রাখিতে পারিল না। তিনি অমনি টলিয়া পড়িলেন। একাকিনী অনাথিনীপ্রায় দুর্ভাগা অরু-ন্ধতী কতক্ষণ এরূপ পড়িয়াছিলেন, তাহা কেহই জানে না। মূর্চ্ছাবস্থা হইতে ক্রমে প্রতিভা হইলে তিনি একবার নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখেন যে, হৃদয়বল্লভ বরদাকণ্ঠ তাঁহার

মুখে সুশীতল বারি সিঞ্চিয়া চামর লইয়া স্বয়ং অল্পে অল্পে দুলাইতেছেন। চক্ষু চাহিতে বরদাকণ্ঠ অমনি বলিয়া উঠিল। "অরুন্ধতি! এ আমি তোমার বরদাকণ্ঠ" কিন্তু অরুন্ধতী উত্তর দিলেন না। তাঁহার নয়নদ্বয় আবার মুদ্রিত হইল। আবার চেতনাবিহীন হইলেন। বরদাকণ্ঠ বাষ্পাকুলিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে অধীর হইয়া দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অল্পে অল্পে তাঁহার মুখে সুশীতল বারি সেচিলেন ও চামর ঢুলাইলেন। অরুন্ধতীর স্থির মলিন মুখ যেন বিন্দু বিন্দু তুষারসিক্ত বিকশিতোন্মুখ কমলের ন্যায় দেখাইল। কতক্ষণে অরুন্ধতী আবার চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু পুনরায় অচেতন হইলেন। আহা বরদাকণ্ঠের কি বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। প্রতিবার নয়নোন্মীলনে তাঁহার মন আশাতে পূরিয়া উঠিল। আবার অব্যবহিত পরেই যেন উন্মূলিত হইল। কতক্ষণের শুশ্রূষার পর অরুন্ধতী আবার ক্রমে ক্রমে চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন। বরদাকণ্ঠের হৃদয় হইতে যেন ঘন অন্ধকার বালার দৃষ্টিতে অপসৃত হইল। যেন এত ক্ষণের পর বরদাকণ্ঠের নয়নে দিবার আলোক লাগিল। বরদাকণ্ঠ যেন এতক্ষণ পরে সংসারে পশিলেন। অরুন্ধতী অল্পে হস্ত বিস্তারিলেন। বাকশক্তি নাই, ইঙ্গিত করিলেন। বরদাকণ্ঠ আপনার হস্তে অরুন্ধতীর মৃদু ক্ষুদ্র করতলটি ধরিলে সুখস্পর্শে তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। অরুন্ধতী বহুক্ষণ মৌন দৃষ্টি করিয়া বলিলেন "বরদা তুমি কতক্ষন এখানে আসিয়াছ।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "প্রায় দণ্ডের অধিক আসিয়া তোমাকে অচেতন দেখিলাম। তুমি ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমি শয্যায়

পতিতা আছ। তোমার কর ধরিয়া তোমাকে ডাকিলাম; উত্তর পাইলাম না। তোমার সর্বাঙ্গ শিথিল দেখিলাম। গুরু ঘন ঘন নিশ্বাসে বুঝিলাম, তোমার মন স্থির নাই, দুঃখে অচেতন হইয়াছে। দ্রুতপদে অপর গৃহ হইতে জল আনিলাম। তোমার নেত্রে ও ললাটে সেচিলাম। চামর লইয়া ব্যজন করিলাম। তাহাতেও তোমাকে স্পন্দরহিত দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। অপর ঘর হইতে শয্যা আনিয়া তোমাকে মন্দে শয্যায় শয়ান করিলাম। তোমার মুখে আবার জল দিলাম, তুমি তখনও অচেতন। কতক্ষণ বায়ু সেবনের পর তুমি একবার নয়নো-ন্মীলন করিলে। আনন্দে আমার মন ফুলিয়া উঠিল। কিন্তু বিধাতা কি নিষ্ঠুর, নিমেষে তুমি আবার অভিভূতা হইলে। এইরূপ দুই তিনবারে তোমার ইন্দ্রিয় সকল ক্রমে স্ববল প্রাপ্ত হইলে তুমি এবার চাহিয়াছ। আর নয়ন বুজাইও না। আমি তোমাকে সে অবস্থায় আর দেখিতে পারিব না। পুনর্বার সেরূপ হইলে আমিও সংজ্ঞাহীন হইব। অরুন্ধতী অস্থির হইও না।"

অরুন্ধতী ক্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল। "বরদা আমার উপায় কি চিন্তিলে। আমার আবার একটি আশঙ্কা হইতেছে। যখন অনুপরাম ও গঞ্জালিস সনদ্বীপে একত্রে মিলিবে, তখন গঞ্জালিসের ঘরে আমাকে দেখিবে না। ক্ষেমাকে দেখিয়া গঞ্জা-লিসকে আমার সমাচার জিজ্ঞাসা করিবে। তবেই ত গঞ্জা-লিসের ভ্রম দূর হইবে। তবেই ত তাহার চক্ষু ফুটিবে। ক্ষেমাকে পীড়ন করিলেই সরলা ক্ষেমা সব বলিয়া দিবে।"

বরদা বলিল। "আমার এ চিন্তাটি হয় নাই। এক্ষণে আমি

বুঝিতেছি যথেষ্ট বিপদ্ উপস্থিত, কি করা কর্তব্য কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আমি চতুর্দিক শূন্য দেখিতেছি।"

অরুন্ধতী বলিল। "বৈদ্যনাথ কি আমাকে আশ্রয় দিবেন না।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "তিনি তোমাকে আশ্রয় দিয়াছেন। এক্ষণে কিছু ত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর আমিও প্রাণ থাকিতে তোমাকে ছাড়িব না।"

অরুন্ধতী বলিল। "অনুপ তোমাদিগের নিকট থাকিতে দিবে না। গঞ্জালিসও পারতপক্ষে ক্ষেমায় সন্তুষ্ট হইবে না।"

বরদা বলিল। "চিন্তিত হইও না। আমি তোমায় ত্যাগ করিব না। আমি এইক্ষণেই পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিব ও তাঁহার চরণ ধরিব।"

অরুন্ধতী বলিল। "বরদা আমি তোমারই। তোমায় আর কি বলিব, আমাকে রক্ষা কর।" অরুন্ধতীর করুণ বাক্যে বরদা এক কালে দ্রবীভূত হইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'এখনি পিতাকে গিয়া সব বলিব ও যেরূপে হয় অরুন্ধতী রক্ষণে তাঁহার মত করাইব। তিনি একান্ত অমত করেন, আমি নিজেই সাধ্যমতে ক্রটি করিব না।' বরদাকণ্ঠ স্বভাবত অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অরুন্ধতীর প্রেম এত বলবান্ হইল যে, তাঁহার কর্তব্য কর্মেও অযত্ন হইতে লাগিল।"

বরদা বলিল। "সে চিন্তায় তোমার প্রয়োজন নাই। অনুপরামের এমত অন্যায়াচরণে সাহস হইবে না। এক্ষণে আমি যাই, দেখি পিতার কি মত।"

বরদাকণ্ঠ গাত্রোত্থান করিলে অরুন্ধতী তাঁহার দক্ষিণ

হস্তটি ধরিয়া যত্নে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সে নীরব দৃষ্টি কত কথাই বলিল, কত বুঝাইল। বরদাকণ্ঠ দুই চক্ষে তাহা শুনিলেন ও চক্ষেই তাহার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া সাহস দানে প্রতিজ্ঞা করিলেন। চক্ষে চক্ষেই কথা হইল, তাহা সেই প্রেমিক যুগলই বুঝিল। কিছুক্ষণ পরে বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীর গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন ও চিন্তা করিতে করিতে প্রাঙ্গণ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, দেখেন তাঁহার পিতা সেই দিকে আসিতেছেন। বরদাকণ্ঠ বৈদ্যনাথকে দেখিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। বৈদ্যনাথ নিকটস্থ হইয়া বলিলেন। "বরদা কি গোশালা হইতে আসিতেছ, অরুন্ধতীকে দেখিয়াছ তিনি কোথায়?"

বরদা বলিল। "আমি অরুন্ধতীকে তাহার ঘরে রাখিয়া আসিতেছি, মহাশয় কি সেই খানে যাইবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "হাঁ আমি একবার অরুন্ধতী কেমত আছেন দেখিয়া আসি।"

বৈদ্যনাথ অগ্রসর হইলে বরদাকণ্ঠ তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিলেন। কিছু দূর যাইয়া বলিলেন। "অরুন্ধতী অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন। আপনি কি কিছু স্থির করিয়াছেন। অরুন্ধতীকে আমাদিগের ঘরে লইয়া গেলে হয় না?"

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ বরদাকণ্ঠের কথা নিরুত্তরে শুনিতেছিলেন ঘরে লইয়া যাইবার কথায় এক কালে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন। "ঘরে লইয়া গেলে আপনাদিগকে ঘর ছাড়িয়া স্থানান্তরে যাইতে হয়। ফিরিঙ্গীর স্ত্রীকে কিরূপে ঘরে লইয়া যাই। আমি অরুন্ধতীর জন্য কি আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে ত্যাগ করিব?"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "অরুন্ধতী ফিরিঙ্গীর স্ত্রী কিসে? আর আমাদিগকেই বা জ্ঞাতি কুটুম্বেরা ত্যাগ করিবে কেন? আমরা অনাথা রাজকন্যাকে দস্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিলে কোন্ ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম করা হইল না।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "সেটি তোমার কথাপ্রমাণ কিন্তু গ্রামের কে না জানে যে অরুন্ধতী পতিতা হইয়াছে।"

বরদা বলিল। "মহাশয় নির্দোষীর অপবাদ ক্ষণস্থায়ী। অনুপরাম ও গঞ্জালিস আসিলেই তাহাদিগের মুখেই প্রকাশ পাইবে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "ভাল সেই সময়েই বিবেচনা করা যাইবে।"

বরদাকণ্ঠ মনে মনে কত কথাই বলিবেন স্থির করিলেন কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন না। পিতাকে গোষ্ঠদ্বারে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আপনি প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। ফিরিয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। গৃহে গোবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গোবিন্দ বলিল। "তুমি কি আবার অরুন্ধতীর নিকটে গিয়াছিলে?"

বরদা বলিল। "আমি তাহার সঙ্গ ছাড়িলেই আমার মন কেমন করিয়া উঠে। পিতা মহাশয়ের সঙ্গে গোষ্ঠদ্বারে সাক্ষাৎ হইল, তাঁহার কিছু বিরক্তি দেখিলাম। আমি ত আর এ অবস্থায় থাকিতে পারি না। আর একবার দেখিব, পিতার কি মত হয়, পরে আপনার চেষ্টায় নিযুক্ত হইব।"

গোবিন্দ বলিল। "তোমার চেষ্টা কি?"

বরদা বলিল। "যদি পিতা আশ্রয় দিতে অনিচ্ছা করেন,

তবে অরুন্ধতীকে লইয়া দিল্লীশ্বরের আশ্রয় লইব। শুনিতেছি মানসিংহ এক্ষণে বর্দ্ধমানে আছেন, আমি তাঁহার শ্রীচরণে নিবেদন করিব। হিন্দু-শ্রেষ্ঠ মানসিংহ কখন ম্লেচ্ছকে বলপূর্ব্বক অরুন্ধতী হরিতে দিবেন না।"

গোবিন্দ বলিল। "তাহা হইলে কর্ত্তা মহাশয় আপনার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন।"

বরদা বলিল। "অকারণ ক্রুদ্ধ হইলে আমি কি করিতে পারি? আমিত কোন কুকর্ম্ম করিতেছি না। অসৎ কর্ম্ম করিতাম তবে তাঁহার বিরক্তির ভয় করিতাম।"

গোবিন্দ বলিল। "এমত কর্ম্ম করিও না। তাহা হইলে তিনি আপনাকে ত্যাগ করিবেন, আর কখন গৃহে লইবেন না।"

বরদা বলিল। "আমি তাঁহার মনের কষ্ট যত ভয় করি তাহার শতাংশও গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতে ভয় করি না।"

গোবিন্দ বলিল। "তিনি এসকল বিষয়ে অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

বরদা বলিল। "আমি তাহা জানি কিন্তু কি করি, আমার উভয়েই বিপদ্। আশ্রিত অরুন্ধতীর কষ্ট সহ্য হয় না।"

গোবিন্দ বলিল। ভাল এখন ত কোন বিপদই নাই, কেন অকারণ কল্পিত বিপদে ব্যথা পাও।"

বরদা বলিল। "এ কি প্রকার বিচার! অবশ্যম্ভাবী বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইতে অগ্রেই প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য।"

গোবিন্দ বলিল। "তুমি এখন জান না যে কি বিপদ্ ঘটিবে। আদৌ আপদ মাত্রই নাই তখন ছায়ায় ভীত হইয়া একটা গুরু কর্ম্ম করা বিবেচকের কায নহে।"

গোবিন্দ যদিচ বৈদ্যনাথের একজন সরকার ছিল কিন্তু বহু-

কালের ভৃত্য, এমন কি বৈদ্যনাথের পিতার আমলে তাহার আট বৎসর বয়সে ঐ সংসারে নিযুক্ত হয়। বরদাকণ্ঠের আজন্ম পর্যন্ত তাহাকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। বৈদ্যনাথও তাহাকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন; দেওয়ানকে ছাড়িয়াও গোবিন্দের সঙ্গে বিষয় কর্মে পরামর্শ করিতেন। বৈদ্যনাথের এক প্রকার সভাসদ্ ছিল। সর্বদা বৈদ্যনাথের সঙ্গে অবকাশ হইলেই সায়ংকালে একত্রে বসিত ও পাঁচরকম কথা কহিত। গোবিন্দ বরদাকণ্ঠকে বিশেষ স্নেহ করিত ও বরদাকণ্ঠের একমাত্র পরামর্শক ছিল। বরদাকণ্ঠও তাহার নিকট কোন কথাই গুপ্ত রাখিতেন না। বরদাকণ্ঠ তাহাকে সর্বদা মান্য করিতেন ও সময়ে সময়ে সমবয়স্কের মত ব্যবহার করিতেন।

বরদাকণ্ঠ গোবিন্দের কথায় বলিল। "তবে যতক্ষণ না বিপদ আসিয়া ঘাড়ে চাপিবে ও উদ্ধারোপায় এককালে অসম্ভব হইবে ততক্ষণ জড়পদার্থের মত বসিয়া থাকিব। সেটি আমা হইতে হইবে না সে সব তোমার মত অলস, নিরুদ্যম লোকের কর্ম।"

গোবিন্দ বলিল। "তুমি বালক, তোমার বয়ঃ স্বভাবচাঞ্চল্যে এত ব্যস্ত হইয়াছ। আমার বোধ হয় যে বিশুদ্ধ দয়া তোমার এরূপ চিন্তার একমাত্র মূল নহে। ভিতরে আর কিছু আছে।"

বরদা বলিল। "আর কি থাকিতে পারে? আর যদিচ থাকে তাহাও কিছু কুনিমিত্ত নহে।"

গোবিন্দ বলিল। "তবে কেন শুদ্ধ দয়ার উপর এত ভর দিয়া প্রমোদ করিতেছ। স্পষ্টই বলনা যে তোমার অরুন্ধতী লাভ করিতে বিলম্ব সহে না।"

বরদাকণ্ঠ কিছু লজ্জিত হইয়া ঈষদ হাসিয়া বলিল। "যদি তাহা বলিলেই তোমার মনঃপুত হয় তবে তাহাই।"

গোবিন্দ বলিল। "অরুন্ধতীর ফলে, তত ভয়ের কারণ নাই। এক্ষণে সাহাবাজ হইতে পত্র প্রতীক্ষা কর।"

বরদা বলিল। "সে পত্রোত্তরের বিলম্ব আমার সহে না।"

গোবিন্দ বলিল। "দেখ, যখন উভয়পক্ষেই সমান সম্ভাবনা আছে, তখন তাড়াতাড়ি করিয়া কেবল দোষের ভাগী হইবায় লাভ কি। যদি সাহাবাজের পত্রে অরুন্ধতীকে ঘরে লইতে ব্যবস্থা দেয় তবে অনর্থক কর্তামহাশয়ের কষ্টের কারণ হওয়া কি মনোনীত? হয়ত পত্র সাপেক্ষতার উপর আমরা অত্যন্ত প্রণোদ করিলে তোমাদিগের মিলনে তাঁহার মতও হইতে পারে।"

বরদা বলিল। "এটিত ভাল বলিলে কিন্তু তুমি ভাবিলে না যে আমায় কতদিক হইতে রক্ষা পাইতে হইবে। অনুপরাম যখন এখানে আসিবে তখনত সব প্রকাশ পাইবে। তখন কি কর্তা মহাশয় অরুন্ধতীকে রক্ষা করিতে পারিবেন?"

গোবিন্দ বলিল। "সে উপস্থিত মতে বিবেচনা হইবেক। আর কর্তা মহাশয় কেনইবা না পারিবেন। অনুপরাম রাজ্যহীন, ধনহীন ও বলহীন, কখন কর্তার সঙ্গে সমকক্ষ হইবে না।"

বরদা বলিল। "না, অনুপরাম একক তাঁহার বিপক্ষ হইতে অসমর্থ বটে কিন্তু গঞ্জালিসের লোকবল অনেক।"

গোবিন্দ বলিল। "ঐ দেখ কর্তা অরুন্ধতীর নিকট হইতে আসিতেছেন। এত শীঘ্র যে আইলেন। আমার বোধ হয় অরুন্ধতীর সঙ্গে অনেক কথা বার্তা হয় নাই।"

বরদা বলিল। "আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি একবার কর্ত্তাকে আমার কথাগুলি জানাও।"

গোবিন্দ বলিল। "আমি কি জানাইব; আমি তাঁহাকে এসব কথা বলিতে পারিব না।"

বরদা বলিল। "ভাল তুমি থাক আমিই যাই।"

বরদা এই বলিয়া অগ্রসর হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। হৃদয় দপ দপ করিতে লাগিল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। তালু শুষ্ক হইল। মন উচ্চাটিত হইল। পিতার রোষের ভয়, অরুন্ধতীর কষ্ট, পিতার অসন্তুষ্টি, আপনার মনঃপীড়া চিন্তা তাঁহাকে ব্যাকুল করিল। মনে মনে প্রশ্ন ও উত্তর বিবেচনা করিলেন। পিতার সম্ভাবিত উত্তর সব বিদ্যুতের মত তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল; আবার সূক্ষ্মবুদ্ধি সম্ভূত তাহার প্রত্যুত্তর গুলি ততোধিক সত্বরে উঠিয়া তাহা কাটাইল। লজ্জাও তাহার চক্ষুদ্বয়কে নীচ দৃষ্টি করিল। অল্পে অল্পে পিতার নিকট পৌঁছিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইলেন। বৈদ্যনাথের বরদাকণ্ঠ একমাত্র পুত্র থাকাতে তিনি নিতান্ত তাহাকে ভাল বাসিতেন। তাতে আবার বরদাকণ্ঠ অদ্বিতীয় পণ্ডিত। গ্রামস্থ সকলেই তাহার সরলজ্ঞানীর মত স্বভাবকে প্রশংসা করিত, তাহাতেও বরদাকণ্ঠ তাঁহার পিতার চক্ষে অধিকতর প্রিয় হইয়াছিলেন। বরদাকণ্ঠ জ্ঞানোদয়াবধি পিতার নিকট কোন আবেদন করেন নাই ও কখন কর্ম্মের কথাতেও লিপ্ত হন নাই। যাবজ্জীবন কেবল আপনার গৃহে পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। ধর্ম্মভীত। সংসারের মধ্যে সত্যই একমাত্র অবলম্বন জানিতেন। বন্ধু পাঠে

তাঁহার মনটি বিচারশীল ছিল। যখন আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইতেন অন্যায়াচরণ বা অবিচার কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইতেন ও আপনার উন্নত চরিত্রে তাহাকে সৎপরামর্শ দিতেন ও তিরস্কারও করিতেন। বিচারে প্রচুর অধিকার ছিল ও সুবিচারসম্ভূত জ্ঞানই তাঁহার স্থির জ্ঞান ছিল। বিচারাসঙ্গত বাক্য কর্ণে শুনিতেন না। আর কাহাকেও অবিচার করিতে দেখিতে পারিতেন না। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইলে 'অবিচারক' বলিয়া তিরস্কার করিয়া আপনার রোষ প্রকাশ করিতেন। তিনি জানিতেন, সত্য, জ্ঞানের একমাত্র পথ। জীবদয়া-পেক্ষা মানুষের উৎকর্ষতার মূল তাঁহার চক্ষে কেবল বিচার। অত্যুন্নত স্বভাব থাকায় তিনি স্বার্থসাধনে কণামাত্রও যত্ন করিতে লজ্জিত হইতেন। কিন্তু দয়ার সমুদ্র। অপরের জন্য আপনার যথাসর্বস্ব অকাতরে দিতে প্রস্তুত। অদ্য নিতান্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। এ দিগে প্রবল পিতৃভক্তি, স্বার্থ যাচ্ঞায় অতীব লজ্জা ওদিকে সমতীব্র অরুন্ধতীর প্রেম ও মহতী দয়ার বন্ধন তাঁহার মনকে জর্জরিত করিল। কতই চিন্তা করিলেন। ক্রমে তাঁহার পদ চালন শিথিল হইয়া আসিল। ভাবিলেন, তখন আর প্রত্যাগমন অসম্ভব। পিতার সম্মুখীন হইলেন। বরদাকণ্ঠের মন হইতে অরুন্ধতী চিন্তা সব অপসৃত হইল। ভক্তি বলবান্ হইল। বরদাকণ্ঠ সকল পরামর্শ বিস্মৃত হইলেন। ভক্তিতে তাঁহার মন গদগদ হইল। কেবল পিতার দিকে একবার চাহিয়া নীরবে ভূমি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। বৈদ্যনাথ বরদার ভাবে বুঝিলেন যে বরদা কোন বিষয় বলিতে আসিয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারে না। পুত্রস্নেহ

বৈদ্যনাথকে অধিকার করিল। বৈদ্যনাথ কোমল বাক্যে শঙ্কিতমনা পুত্রের বৈক্লব্য দূরাশয়ে বলিলেন "বরদাকণ্ঠ কি বলিতে চাহ, বল।"

বরদাকণ্ঠ পিতার প্রসন্ন বাক্যে আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন ও দৃষ্টিতে বুঝিলেন যে এক্ষণকার ভাব ভাল। স্থির মন হইলেন। অল্পে অল্পে তাঁহার বিচার গুলি ক্রমে ক্রমে বিদ্যুতের মত পর্য্যায় পরম্পরায় প্রণালীবদ্ধ হইয়া মনে পুনরুদ্ভাবিত হইল। কিন্তু এবারকার শৃঙ্খলের গ্রন্থি গুলি অন্য প্রকার। বলিলেন "আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। বলিতে লজ্জা পাই, সাহসও করি না, কিন্তু আপনাকে না বলিলেও কর্ম সিদ্ধ হয় না। যখন রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তখন আর গুপ্ত রাখায় লাভ নাই, বরং রোগের বৃদ্ধি হইবে। এক্ষণে আপনাকে অবগত করা আমার স্বার্থকর ও শ্রেয়স্করও বটে। আমার নিতান্ত অভিলাষও বটে। আজ্ প্রায় বৎসরাবধি এ ভাবটী আমার মনকে আশ্রয় করিয়াছে। আমি ইতিপূর্ব্বে সংসারের অন্য কোন চিন্তা জানিতাম না, কেবল আপনার পুস্তক পাঠেই রত ছিলাম; এক্ষণে তাহাতে দেখিতে পাই ক্রমে যত্নের হ্রাস হইতেছে। বোধ করি এ পরিমাণে আর কিছু দিন হ্রাস পাইলে, অবশেষে একান্ত যত্ন-রহিত হইব, সেও কিছু শ্রেয়স্কর নহে।"

বরদাকণ্ঠ একটু থামিলেন। একবার পিতৃনয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন। বৈদ্যনাথ বরদাকণ্ঠের ভূমিকা দেখিয়া তাঁহার মনের ভাব বুঝিলেন, কিন্তু স্থির হইয়া আদ্যোপান্ত শুনিতে ইচ্ছায় কোন উত্তর দিলেন না। প্রথমে যত পরিমাণে অনুগ্রহ-সহকারে

শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা কিয়ৎমানে কমিল, কিন্তু তাহাতে মুখের ভাবের বৈলক্ষণ্য কিছুমাত্র হইল না।

বরদা আরম্ভ করিলেন। "শারীরিক রোগের লক্ষণ সকল বাহিরে প্রতীয়মান হয় ও বহির্ব্যাপারে তাহার কারণ এক প্রকার ধার্য হয়; কিন্তু মনের কষ্টের শারীরিক লক্ষণ যথেষ্ট থাকাতেও তাহার কারণ অবগত না হইলে, কল্পনা বা বিদ্যার সাধ্য নহে। মনে একটিমাত্র বিদ্রধি বর্তমানে শারীরিক শত ব্যাধিতুল্য বাহ্যিক লক্ষণ উৎপাদন করে। যখন সে আন্তরিক রোগ আপনার একমাত্র বাক্যে দূর হয়, তখন কেনই বা আমি আপনার নিকট হইতে গুপ্ত রাখিব, আর আপনিইবা কেন সে রোগকে বাক্য মাত্রের দ্বারা দূর করিবেন না? ইহাতে ক্ষতিইবা কি? আপনার মতদানে আপনার অযোগ্য কোন কর্মে মত দেওয়া হইবে না। বরং তাহায় আমাদিগের বংশের গৌরব বৃদ্ধি হইবে। কাহার না ইচ্ছা যে আপনার গৌরব বৃদ্ধি করে। তাতে আবার যখন সে গৌরব লাভে পারত্রিক পর্যন্ত লাভ হইতেছে।"

বরদা থামিলেন। আবার তাঁহার পিতার দিকে চাহিলেন। বৈদ্যনাথের অঙ্কুরিত সন্দেহ দৃঢ়মূলীবদ্ধ হইল কিন্তু তাঁহার মুখের ভাবের কিন্তু কিছুমাত্র ব্যত্যয় হইল না। তিনি নিরুত্তরে রহিলেন।

বরদাকণ্ঠ আবার আরম্ভ করিলেন। "মনের বৈক্লব্য নিতান্ত অনুপশমনীয়। তাহা কিছুতেই দমন হয় না। তাহা অপর উপায়ে দমন চেষ্টা করিলে দ্বিগুণ বলে বৃদ্ধি পায়। মন নিতান্ত অজেয়। কেবল তাহারই গতি সহায় হইলেই তাহা সাধ্যরোগ। যখন একান্ত কোন বিষয়ে মন নত হয়, তখন কোন

বিপরীত বিচার তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারে না, তখন অবিচারপ্রতিবন্ধক কি সামান্য!"

গোবিন্দ পিতাপুত্রের ব্যবহার লক্ষ করিতেছিল। বরদার ভূমিকা শুনিতে শুনিতে তাহাকে মনে মনে প্রশংসা করিতে লাগিল। ভাবিল, লোকে মনোনীত কর্ম সাধনে যেরূপ যত্নবান হয়, তাহায় কোন অভাবই বাধে না। বরদাকণ্ঠের স্বভাব ভাল জানিত। কখন তাহার বিশ্বাস ছিল না যে বরদাকণ্ঠ এরূপে আপনার নিবেদন পিতার নিকটে প্রকাশ করিবে। কিন্তু অদ্যকার ব্যাপারে এককালে বুঝিল যে স্বার্থচিন্তায় সকলই পরিবর্তিত হয়। ভাবিল প্রেমের কি অসহ্য বল!

বরদাকণ্ঠ বলিলেন। "সে রত্ন লাভে যে মন কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া তদুদ্দেশে কায়মন পর্যন্ত পণ করে, তাহায় বিধির ক্ষমতা নাই যে তাহাকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করেন। যখন কোন কর্মের বল অসহ্য হয় তখন তাহার মতানুসারী হইলেই শ্রেয়ঃ নতুবা আপনার বর্তমান অবস্থা হইতে অকারণ হীন হইতে হয়। যখন আমার মন একান্ত তল্লাভে যত্নশীল হইয়াছে, তখন তল্লাভ ব্যতীত আর কিছুতেই স্থির হইবে না। আপনি ইহাতে মত প্রকাশ করুন, আমি একান্ত তদ্গতচিত্ত হইয়াছি। আরাকাণের রাজকন্যা আমাকে মোহিত করিয়াছে।"

বৈদ্যনাথ এতক্ষণ স্থির হইয়া শুনিতেছিলেন। যদিচ বরদাকণ্ঠের বাক্যে তাঁহার ক্রমে রাগ বৃদ্ধি হইতেছিল, কিন্তু অন্ত পর্যন্ত না শুনিয়া কোন ভাব প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এক্ষণে বরদাকণ্ঠের মুখে আরাকাণের নামোচ্চারণে এককালে অস্থির হইলেন। কোপে তাঁহার অধর কাঁপিতে

লাগিল। বলিলেন, "বরদাকণ্ঠ যথেষ্ট হইয়াছে ; বিদ্যায় তোমার জ্ঞানোদয় না হইয়া সামান্য বিষয়-বুদ্ধি পর্যন্ত লোপ পাইয়াছে। তুমি কি কৃতঘ্ন! আমার এত কালের পরিশ্রম বিফল হইল! আমার সুখাশা উন্মূলিত হইল! তোমায় ধিক্! তুমি অন্ধ হইয়াছ ; কি প্রকারে লজ্জার মাথা খাইয়া এ কথা আমাকে জানাইলে? তুমি অনুরাগবদ্ধ হইয়া ধর্মাধর্ম জ্ঞান করিলে না? অনাচারী পতিতা স্ত্রীর চাতুরীতে মুগ্ধ হইলে!"

রোষে বৈদ্যনাথের জ্ঞান লোপ পাইল। এক্ষণে অরুন্ধতী তাঁহার চক্ষে পিশাচীর ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বলিলেন, "সে বিশ্বাসঘাতিনী দুর্মতি ডাকিনী অবোধ বালককে নারকী করণাশয়ে কত ছলনাই করিয়াছে। আমার নিকট কেমন সব সুশীলার মত কথাগুলি বলিল? কিন্তু অন্তরে গরল। তোমার সর্বনাশ চেষ্টা পাইতেছে। তুমি মূর্খ, তাহার মায়াজালে বদ্ধ হইলে। আবার এমনি নির্লজ্জ হইয়াছ যে, তাহার জন্য আমাকে বলিতে আসিয়াছ! যাও। এ তোমার দোষ নহে, অদৃষ্টের ভবিতব্যতা। আমি অজ্ঞাত-কুলশীলাকে আশ্রয় দিয়া তাহার উপযুক্ত শাস্তি পাইলাম। গোবিন্দ! বরদার কথা শুনিলে?" গোবিন্দ কোন উত্তর করিল না।

বরদা বলিল। "মহাশয়! আরাকাণের রাজকন্যা যদ্যপি অজ্ঞাত-কুলশীলা হয়, তবে জ্ঞাত-কুলশীলা কে?"

বৈদ্যনাথ বলিল। "কে জানে, ঐ কুলটা আরাকাণ রাজ-কন্যা, তাহাতে আবার গঞ্জালিসের সহিত সহবাস করিয়া-ছিল ; তুমি তাহার নাম আমার কাছে করিও না। আমি অদ্যই তাহাকে আমার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিব। গোবিন্দ!

তুমি সেই দুষ্টাকে বল, যে, সে অদ্য আমার গৃহ ত্যাগ করুক, তাহাকে থাকিতে দেওয়ায় আমার লাভ নাই; সে কি মায়াতে বরদাকে মুগ্ধ করিয়াছে।”

বরদা বলিল। “মহাশয়! তাহার যদি মায়ায় মুগ্ধ করিবার ক্ষমতা থাকে, তবে তাহাকে নয়নের অন্তর করিলেও তাহার অধিকারের বহির্ভূত হইলেন না। কেন নিরপরাধে আশ্রিতকে শাস্তি দিবেন? আপনার মত বদল করুন। দয়াদৃষ্টিতে আমার প্রতি দেখুন ও উগ্রতা ত্যাগ করিয়া স্থির বিবেচনা মত আজ্ঞা দিন। অরুন্ধতী নিতান্ত অনাথা, তাহাকে আশ্রয় দিয়া যত পুণ্যরাশি সঞ্চয় করিয়াছেন, কেন অকস্মাৎ ফুৎকারে তূলাপুঞ্জের মত বিকীর্ণ করিবেন ও হয় ত ইহাতেই ক্ষীণজ্যোতি অরুন্ধতীর জীবনের দীপটী এককালে নির্বাণ করিয়া পাপসমূহ পৃষ্ঠে ধারণ করিবেন। আপনি অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিলে, কেহই তাহাকে স্থান দিবে না; সে তরক্ষুযুথতাড়িত শ্বাসহীন মৃগীর মত মরিবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ক্ষমা করুন। অরুন্ধতীকে প্রাণ দান করুন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমি সে কালসর্পিণীকে আর গৃহে পুষিব না। গোবিন্দ! তুমি এইক্ষণেই তাহাকে দূর করিয়া আমায় সমাচার দাও।”

বরদাকণ্ঠ বলিল। “মহাশয়! আমায় দয়া করুন। নতুবা আমি এককালে জন্মের মত নষ্ট হইব।”

বৈদ্যনাথ বরদাকণ্ঠের বাক্যে কর্ণপাতমাত্র না করিয়া গোবিন্দকে অরুন্ধতীর বহিষ্করণে আদেশ দিলেন। গোবিন্দ প্রভু আজ্ঞা দুই তিনবার না শুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, এবার

বৈদ্যনাথকে নিতান্ত উগ্র দেখিয়া বলিল। "মহাশয়! আপনার আদেশ এই ক্ষণেই পালিত হইবে, কিন্তু একটী পরামর্শ দিতে আজ্ঞা চাহি।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "কি পরামর্শ? দেখি আবার তুমি কি বল।"

গোবিন্দ বলিল। "মহাশয়! আপনি যাহাকে একবার আশ্রয় দিতে স্বীকার করিয়াছেন, এক্ষণে তাহাকে কি বলিয়া সমুদ্রে নিপতিত করিতে আজ্ঞা করিতেছেন। এক্ষণে মহাশয়ের রাগ হইয়াছে, বোধ করি ক্ষান্ত হইলে আবার তাহাকে আনিতে অনুমতি করিবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমি যখন তাহাকে আশ্রয় দিতে স্বীকার পাইয়াছিলাম, তখন অবগত ছিলাম না যে, সে বিষধারী কালসাপ।"

গোবিন্দ বলিল। "যদি বরদাকণ্ঠকে মোহিত করায় তাহার কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে সেটি তাহার কর্ম নহে। বরদাও তাহাকে ততোধিক মোহিত করিয়াছেন। অতএব যখন উভয়েরই মন একতান হইয়াছে, সে স্থলে তাহাদিগের মিলনে আপনার বাধা দেওয়া আমার মতে বড় শ্রেয়স্কর নহে। আপনার পুত্রের পক্ষেও কিছু শুভকর হইবে না। এক্ষণে আমি স্থানান্তরে যাই। কল্য প্রাতে আপনার নিকট আসিব, অবশ্য স্থিরবুদ্ধিতে যেরূপ অনুমতি করিবেন, সম্পাদন করিব।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "যদ্যপি তোমা হইতে আমার কর্ম এক্ষণে সম্পন্ন না হয়, তবে আমি যে ব্যক্তি সে কর্মে দক্ষ হইবে, তাহাকেই পাঠাইব।"

গোবিন্দ কোন উত্তর না করাতে বৈদ্যনাথের ক্রোধানল আরও জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, "গোবিন্দ এখনও আমার কথা শুন, বৃথা বাক্‌বিতণ্ডায় কালব্যয় করিও না।"

বরদাকণ্ঠ পিতাকে নিতান্ত ক্রুদ্ধ দেখিয়া গললগ্ন কৃতবাস হইয়া যষ্টিবৎ ভূমে পড়িলেন ও কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন। "মহাশয় আমি ভিক্ষা চাহিতেছি আমায় অনুমতি দিন।"

বৈদ্যনাথ পুত্রকে এ অবস্থায় দেখিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন বটে, কিন্তু লোকলজ্জাভয়ে বরদাকণ্ঠের বাক্যের অনুমোদনে অনিচ্ছায় মুখ ফিরাইয়া সে স্থান হইতে অন্তরে চলিয়া গেলেন। বরদাকণ্ঠ তাঁহার পিতাকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অতি অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিলেন ও নিতান্ত বিষণ্নবদনে প্রাঙ্গণ হইতে বহির্দ্বারে গমন করিলেন। গোবিন্দও বিসংজ্ঞে তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। বরদাকণ্ঠ অল্পে অল্পে সদর রাস্তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অচেতনে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কত চিন্তাই উপস্থিত হইল। কিন্তু কি ভাবিতেছেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। নিতান্ত মনোবেদনায় অধীর হইলেন। মাঝে মাঝে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রমে গোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পদ-দ্বয় তাঁহার অজ্ঞানত গোষ্ঠের প্রাঙ্গণ পার হইল। ক্রমে অরু-ন্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিল। ঘরে অরুন্ধতীকে দেখাতে তাঁহার যেন চমক হইল। কিছু ক্ষণ একদৃষ্টে তাহার প্রতি দেখিলেন। একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। অরুন্ধতী বরদাকণ্ঠের মুখের ভাব দেখিয়া নিতান্ত উচ্চাটিত হইলেন। আগ্রহাতিশয়ে তাঁহার প্রতি চাহিলেন, কিন্তু নিতান্ত ব্যাকুল বরদাকণ্ঠ তাহা

লক্ষ করিলেন না। তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। তাঁহার সংজ্ঞাহীন দৃষ্টিতে অরুন্ধতী ভীত হইলেন। বুঝিলেন না যে কেন বরদার এরূপ ভাব। ভাবিলেন বুঝি অনুপরাম আসিয়াছে! অমনি সিহ-রিলেন ও অচেতন হইয়া ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ভূমে পতিতা হইলেন। বরদাকণ্ঠ কাষ্ঠপুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন, তাঁহার চক্ষের নিমেষ পড়িল না। পশ্চাতস্থ গোবিন্দ দ্রুত পদে অগ্রসর হইয়া অরুন্ধতীর মুখে জল সেচিতে লাগিল। ও বরদাকণ্ঠকে চামর লইয়া ঢুলাইতে বলিল। বরদাকণ্ঠ যন্ত্রের মত চামর লইলেন ও যেন যন্ত্র স্বরূপ ঢুলাইতে লাগিলেন। কতক্ষণের পর অরুন্ধতীর চেতনা হইলে তিনি কাতর আর্তনাদে বলিলেন। "আমায় রক্ষা কর মারিও না। না না আমা হইতে উহা হইবে না। আমি কখনই জাতি ত্যাগ করিব না। নরাধম গঞ্জালিস দূর হও। আমি ম্লেচ্ছ ধর্ম অবলম্বন করিব না।"

অরুন্ধতীকে উন্মত্তা প্রায় দেখিয়া গোবিন্দ নিতান্ত কাতর স্বরে বলিল। "হা বিধাতঃ এ দুঃখিনীর মন এক কালে ব্যবচ্ছিন্ন হইয়াছে! এ দিবা রাত্রি কেবল সেই দুষ্টাচার অনুপরামকে ভয় করিতেছে। অরুন্ধতি! কেন অকারণ ভীত হও। অনুপ-রাম এখানে নাই। এ আমি তোমার পুত্র গোবিন্দ, আর ঐ দেখ তোমারই বরদাকণ্ঠ।"

বরদার প্রতি। "বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীকে শান্ত কর। কথা কও।"

এতক্ষণে যেন বরদার চমক ভাঙ্গিল। ব্যস্ত হইয়া অরুন্ধতীর পার্শ্বে জানু পাতিয়া বসিলেন ও তাহার বাম বাহুতে হাত দিয়া বলিলেন। "অরুন্ধতি চিন্তিত হইও না, এ আমি তোমা-

রই বরদা, চাহিয়া দেখ, কোন চিন্তা নাই। দেখ বরদা তোমার সেবা করিতেছে। উঠ একবার চাহিয়া আমার চিন্তা দূর কর, আমি নিতান্ত অসুস্থ হইতেছি।” কত ডাকের পর অরুন্ধতী একবার অতি কষ্টে অতুল্য উদ্যমে চাহিলেন। অমনি বরদা-কণ্ঠের প্রেমময় নেত্র মিলিল। আহা যেন মন্ত্রপূত পুনর্জীবিতের ন্যায় ব্যস্তে গাত্রোত্থান করিলেন ও ব্যগ্র হইয়া বলিলেন। “কেও বরদাকণ্ঠ। আমারই বরদাকণ্ঠ। আমার হৃদয় বল্লভ। আমার রক্ষক। আমার ভ্রাতা। আহা বিপদের ছায়া, আমার সম্পদের জ্যোতিঃ। আমার নেত্রের তারা, শরীরের প্রাণ। মনের ভাব। আমার মস্তকের কেশ। এস আমার কল্পনাকে প্রকৃতার্থ সিদ্ধ কর।”

উন্মত্তা অরুন্ধতী এই রূপে কতই বলিল, আহা তাহার পেষিত মন অনুপরামের চিন্তা হইতে এক কালে পরিত্রাণ পাইয়া কতই আগ্রহে হস্তগত ধনকে লইয়া অনুমোদন করিতে লাগিল। বরদাকণ্ঠের মনের ভাব ভিন্ন প্রকার ছিল। তিনি কেমন অন্যমনস্ক হইয়া এক এক বার হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া উত্তর দিতে লাগিলেন। গোবিন্দ উভয়ের বলাধিক্য প্রেমের গতি নিস্তব্ধে লক্ষ করিতে লাগিল ও মনে মনে ঈশ্বর নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিল, যেন ইহাদের মিলন হয়। আহা সে যুগল দেখিলে শত্রুর পর্যন্ত মন গলিয়া যাইত, তা গোবিন্দের কি। গৃহস্থ দ্রব্য সামগ্রী যেন সায় দিয়া উভয়কে উৎসাহ দিতে লাগিল। অরুন্ধতী প্রতিবার নিষ্পীড়নে অধিকতর উগ্র হইয়া প্রেমভাবে নিযুক্ত হইলেন। অন্যমনস্ক বরদাও ক্রমে প্রেমের অসহ্য বলকে স্বীকার করিলেন ও মন হইতে কিছু-

ক্ষণের জন্য সকল চিন্তা বহিষ্কৃত করিলেন। যেন চিন্তাগুলি ভয়ে ও লজ্জায় তাঁহার চক্ষের কোণে লুকাইল। একটু বল শিথিল হইলেই অমনি আপনাদিগের স্বাভাবিক বেগে উদিত হইয়া বরদাকে মথিতে লাগিল। অতীব বেদনায় বরদা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইতস্তত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, যেন এক অঙ্গে নিমেষ মাত্রও সে তীব্রযন্ত্রণা সহ্য করিতে অক্ষম হওয়ায় অপর অঙ্গ সে যন্ত্রণার অধীন করিলেন। আবার ক্ষণেকে সেটিও শ্রান্ত হইলে অপর একটিকে তাহার বলের সম্মুখীন করিলেন। কিন্তু কতক্ষণ এ রূপে চলে। বেদনার তীব্রতায় অতি অল্প কালের মধ্যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যথিত হইয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। আবার সে অবস্থা হইতে স্বভাব পাইবার পূর্বেই আবার বেদনার বলে নিয়োজিত হওয়াতে বরদা এককালে অস্থির হইলেন, কিন্তু সে মানসিক যাতনা কি অল্পে দূর হয়! আহা! অঙ্গের রোগের ঔষধ আছে। অন্যমনস্ক হইলে, অপর কর্মে দৃঢ়-নিবেশে নিযুক্ত হইলে, লোকে বিস্মৃত হয়; অচেতন হইলেও যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পায়; কিন্তু হায়! এ কঠিন অসহ্য মনের যাতনার শেষ নাই। ইহা হইতে ত্রাণ নাই। গুপ্ত হইলেও ইহা মনকে ছাড়ে না। ইহা যেন দুষ্ট এঁটিলীর মত ধরিয়া থাকে। যত কেন চেষ্টা পাও না, যত কেন বলে টান না, সে আপন মনে উদর পূর্ত্তি করিতেছে। শুনে না, কিছুই মানে না, কেবল শোণিত শুষিতেছে; আকর্ষণে বরং বেদনার বৃদ্ধি পায়। পঞ্চম-পাতকীরও যেন সে কষ্ট না হয়। সেই ইহা কিছু পরিমাণে জানে, যে ইহার স্বাদ পাইয়াছে। এ যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সে জনমের মত নষ্ট হইয়াছে।

তাহার মুখে একটী অলোপী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। যাহাকে একবারমাত্র স্পর্শ করিয়াছে, তাহার পরমায়ুর অর্দ্ধেক গ্রাস করিয়াছে। আহা! তাহাকে মৃত্যুর পথে অনেক অগ্রসর করিয়াছে। তাহাকে ইহলোক হইতে শীঘ্র যাত্রা করিতে হইয়াছে। বিকট রোগে মনুষ্যের শরীর জর্জরিত হয় বটে, কিন্তু রোগ শান্তি হইলেই আবার ক্রমে সে স্বভাবকে পায়। কিন্তু মনের বেদনা! আঃ, চিন্তা করিতে ভয় হয়। মনের চিন্তা বলীকে ক্ষীণবল করে। জন্মের মত তাহার বল তাহাকে ত্যাগ করে। রূপ যায়, আর আসে না, শরীর ম্লান হয়। সুবুদ্ধি, আচাভূত্মা হয়। পণ্ডিত, অকর্মণ্য জড়পদার্থ হয়। হয় ত তাহার যাবজ্জীবনের উপার্জ্জিত জ্ঞান লোপ পায় ও কেবল জ্ঞানহীন বাতুল হইয়া জনসমাজে দয়াস্পদ হইয়া থাকে। কে জানে যে, এই খানেই তাহার শেষ। সে পাপ-চিন্তাই জানে, কবে তাহার চিহ্নিত বলীকে ত্যাগ করিবে? পরলোকেও কি চিন্তা নিরুপায় বলীকে ছাড়িবে না? একবার বরদাকণ্ঠের শরীরে প্রবেশ করিয়াছে, বজ্রকীটের মত তাহার হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়কে চর্বণ করিতেছে। আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়াও বিষবোধ হইতেছে। আমোদ মত্ততার মত হইয়াছে। ক্ষণমাত্র অবিভূত রাখে পরন্ত চেতনা অবকাশ পাইলেই উদিত হয়। আহা! রাহুগ্রস্ত হইয়াই উদিত হয়। অরুন্ধতীর প্রেম-জ্যোৎস্নায় থাকিয়াও বরদার মন কাঁদিল। তাহার পঠিত বিদ্যায় কোন ফল দেখিল না। কখন কখন একবার বিদ্যুতের মত স্বাভাবিক তেজে দেখা দিতেছে, মনকে শান্ত হইতে বলিতেছে, কিন্তু অব্যবহিত পরেই আবার ঘনমেঘাবৃত গগনের ন্যায় তমসে

আচ্ছন্ন করিতেছে। তড়িতের অসমজ্যোতিতে কেবল নিকটস্থ আগতপ্রায় ঘোরতর অগাধ অন্ধকার স্থবিরা ভীষণ বিভীষিকা মূর্তিগুলি দেখাইতেছে। আহা! সে চপলা জ্বালালোকের অপেক্ষা চিরকাল অন্ধকারে থাকা ভাল, তাতে বিচ্ছেদের পরিবর্দ্ধিত কষ্ট সহ্য করিতে হয় না। যে অরুন্ধতীর নয়নের কটাক্ষে বরদাকণ্ঠ বৈকুণ্ঠসুখ বোধ করিতেন, এবে আর তাঁহার সে ভাব নাই। অরুন্ধতীর প্রীতিবাক্যে তাঁহার মনের কষ্ট আরও জ্বলিয়া উঠিতেছে। কি ভাবিতেছেন, কেনই বা ভাবিতেছেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কতই চেষ্টা পাইতেছেন যে, জ্ঞানে চিন্তা দূর করেন, কিন্তু কার সাধ্য? গোবিন্দ বরদার কম্পিত কণ্ঠ, ঘন নিঃশ্বাস, অশ্রুভাষিত নেত্র দেখিয়াই বুঝিল। বরদাকণ্ঠকে বিশেষ জানিত। তাঁহার সকল বিষয়ে ব্যগ্রতা জানিত। তাঁহার পিতার সহিত কথোপকথনও সব স্বকর্ণে শুনিয়াছিল। কিছু ক্ষণ অবাধে আপনার পথে যাইতে দিল। অরুন্ধতীকেও ইঙ্গিতে কথা কহিতে নিষেধ করিল। বরদা প্রায় এক দণ্ড নিস্পন্দ হইয়া অরুন্ধতীর হস্তে প্রাণহীন হস্ত রাখিয়া উন্মীলিত নয়নে রহিলেন। কিছু ক্ষণ পরে গোবিন্দ বুঝিল, চিন্তা এক্ষণকার মত যথাসাধ্য কষ্ট দিয়াছে। আর সহিষ্ণু পাত্রাভাবে ক্ষণেকের জন্য ছাড়িয়াছে। আবার পুনর্জীবিত মন পাইলেই আসিবে, হায়! যদি না ছাড়িত, তবে হয়ত দুর্ভাগ্য বরদাকণ্ঠ আত্ম প্রাণদানে পরিত্রাণ পাইতেন। কিন্তু চিন্তা কি নিষ্ঠুর! মনকে পুনর্বার বলসংগ্রহ করিতে দিল। আবার দ্বিগুণ বলে আক্রমণ করিবে, গোবিন্দ সময় বুঝিয়া বরদার বাহু ধরিয়া বলিল "বরদাকণ্ঠ

চিন্তায় অভিভূত থাকিয়া নিস্পৃহ থাকিলে কিছু সিদ্ধ হইবে না। বৃথা কেন সময় নষ্ট কর। এক্ষণকার উপায় দেখ। আর স্ত্রীলোকের মত অচেতন হইয়া থাকিও না। মনের ভাব প্রকাশ কর। দেখি যদি উপায় থাকে ত চেষ্টা পাই। তুমি পণ্ডিত, সর্বদা বলিতে যে বিপদে স্থিরবুদ্ধি থাকাই বিদ্যাভ্যাষের একমাত্র লাভ। বীর হইয়া কেন কাপুরুষের মত আচরণ কর।"

বরদা বলিল। "গোবিন্দ আমি সঙ্কটে পড়িয়াছি। আমার পিতার জন্য চিন্তা হইতেছে। অরুন্ধতীর জন্যও চিন্তা হইতেছে। আমি অরুন্ধতীর প্রেমে বদ্ধ হইয়াছি। আমার পিতার নিকটও বদ্ধ আছি। আমি অরুন্ধতীকে ছাড়িতে পারিব না। আমি পিতাকেও ছাড়িতে পারিব না। আমি অরুন্ধতী ত্যাগে সংজ্ঞাহীন হইব। আমি পিতৃবিচ্ছেদে অজ্ঞান হইব। আমি পিতার আজ্ঞার অমত কর্ম করিতে কষ্ট পাইতেছি। আমি পিতার আদেশ পালনে কষ্ট পাইব। আমার এ দিকে ধর্মলোপ ভয়, আহা! যিনি আমায় বালককাল অবধি পালন করিয়াছেন। আমায় জড় মাংসপিণ্ডাবস্থা হইতে সচেতন জ্ঞানী করিয়াছেন। আমি প্রতিক্ষণেই তাঁহার দয়ার ছায়ায় পোষিত হইয়াছি। তিনি আমার সুখসম্পাদনাশায় কত কষ্ট করিয়াছেন ও এক্ষণেও সেই উদ্দেশেই এক প্রকার ধর্ম বিরুদ্ধ কর্ম করিতে প্রস্তুত। কি অসীম স্নেহ, কি অনির্বচনীয় প্রেম! আঃ কি বিষম মায়া, কি অনুপম দয়া! আমার জন্যই তাঁহার এত যত্ন। কিন্তু আমি কি মূঢ়! কি উন্মত্ত, আমার চৈতন্য হইতেছে না যে, আমার মঙ্গলেচ্ছায় এতদূর পর্যন্ত

স্বীকার করিতেছে, সেই শ্রেষ্ঠ গুরুর বাক্য অবহেলন করিতেছি। আমি কি নরাধম! গোবিন্দ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কিন্তু অরুন্ধতীকেই বা কি বলিয়া ত্যাগ করি। সে অনাথা দুঃখিনী আমাকে একমাত্র আশ্রয় জানিয়াছে। আমাকে তাহার মন সমর্পণ করিয়াছে। এক দণ্ড না দেখিলে সে মূর্চ্ছিতা হয়। রাজ্যভ্রষ্ট, দেশবহিষ্কৃত, কুটুম্বত্যক্ত, ভ্রাতৃবঞ্চিত, ধর্মলোপ ভীত, নির্দয়াচরণকম্পিত, প্রেমকবলিত, সর্বাংশে বর্জিত। তাহার আমি একমাত্র জীবনোপায়, কি করিয়া ত্যাগ করি। সে যে নিতান্ত আমা বই আর জানে না। তাহার আর কেহ নাই যে অসময়ে মুখে জল দেয়, আহা ঐ দেখ বিষন্ন মুখ। অরুন্ধতি আমি তোমারই।"

অরুন্ধতী অমনি কাতর হইয়া বরদাকণ্ঠের কণ্ঠ হস্ত দ্বারা ঘেরিল আর বাষ্পাকুলিত লোচনে গদ গদ স্বরে বলিল। "বরদাকণ্ঠ আমি তোমারই। কিন্তু আমার জন্য তোমার পিতাকে কষ্ট করিও না। আমি সকল সহিতে পারি, সহিব।"

অরুন্ধতীর খেদে কণ্ঠরোধ হইল, তাহার মুখের কথা মুখেই রহিল। কিছুই শোনা গেল না, কেবল গলার অস্ফুট বাক্যোচ্চারণ আয়াসের ঘর্ঘর মাত্র। আহা! নিষ্কলঙ্ক বক্ষ দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। অরুন্ধতীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মুখকমল যেন আপ্লাবিত হইল। বরদা নীরবে তাহা দেখিলেন। তাঁহার প্রেম প্রবাহ বহিল। তরঙ্গে সকল চিন্তা দূরীকৃত হইল। তখন বরদার মনে আর কিছুই নাই, কেবল অরুন্ধতীর প্রেম। প্রেমের বশীভূত হইলেন। অমনি লাফাইয়া উঠিলেন। বলিলেন "গোবিন্দ চল তুমি যদি আমার প্রেমে প্রেমিক হও, চল অরুন্ধতীকে

লইয়া এ স্থান হইতে পলায়ন করি। আর আমি এখানে থাকিব না। এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করিব।”

গোবিন্দ বলিল। “আমি তোমার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহে এক্ষণেই এ স্থান ত্যাগ করা শ্রেয়। আর চিন্তায় প্রয়োজন নাই।”

বরদাকণ্ঠ অরুন্ধতীর হস্ত ধরিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। গোবিন্দ তাঁহাদিগের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। তিন জনে গোষ্ঠ হইতে বাহিরে আইলেন। কেহই দেখিল না। মাঠ পার হইলেন। কাহাকেই লক্ষ্য হইল না। মাঠ পার হইলে গোবিন্দ বলিল। “এখন কোথায় যাইবে স্থির করিয়াছ, সম্মুখ সন্ধ্যায় কোন স্থানে আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য। নিভৃত স্থান সকল অপেক্ষা ভাল। কর্ত্তামহাশয় না জানিতে পারেন।”

বরদা বলিল। “গোবিন্দ আমিও নিতান্ত অচেতন হইয়াছি, আমার সংজ্ঞামাত্র নাই, আমি কিছুই জানি না কোথায় যাইব। কি রূপে রাত্রি কাটাইব। তুমি কোন উপায় স্থির কর। কিন্তু এ স্থান হইতে অতিশীঘ্রই পলাইতে হইবে। মহারাজ মানসিংহের নিকট যতদিন না পৌঁছিতেছি, তত দিন নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। পথে কেহ দেখিলে, কি জানি কাহার মনে কি আছে। অনুপরাম ও গঞ্জালিসের লোকবল যথেষ্ট। তুমি যাহা করিবার হয় কর।”

গোবিন্দ বলিল। “চল মেঘনার পশ্চিম মোহনার তীরে বনের ধারে দ্বারিকেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে আজ রাত্রি কাটাইব, পরে কল্য প্রাতে পার হইয়া পলায়নের উপায় দেখিব।”

অরুন্ধতী বলিল। “সেটি নির্জ্জন স্থান বটে, সে দিকে কেহ

যায় না। আমিও সেথায় পাঁচ রাত্রি কাটাইয়াছি, সেখানে দিবাভাগেও কেহ যায় না। কিন্তু সেখানে যাইতে হইলে একটু দ্রুতবেগে যাইতে হইবে। সন্ধ্যার পূর্বে বন পার হওয়া উচিত।”

বরদা বলিল। “তবে বেগে চল, আমি প্রস্তুত আছি। তুমি যাইতে পারিবে ত?”

সকলে চলিল, অরুন্ধতী বলিল। “কেনইবা পারিব না। না পারিলেই বা রক্ষা কৈ।”

গোবিন্দ বলিল। “সন্ধ্যার পর বন দিয়া যাওয়া বড় যুক্তি মত নহে। তাতে আবার স্ত্রীলোক সঙ্গে। বনে ফিরিঙ্গি-দিগের যে দৌরাত্ম্য!”

বরদা বলিল। “এ বনে দস্যুরা থাকিয়া কি লাভ পায়। এখানে ত জন সমাগম কদাচ হয় না।”

গোবিন্দ বলিল। “তাহারা এই বনের মধ্যে ছোট ছোট দিব্য গুপ্ত ঘর করিয়া বাস করিতেছে। সমুদ্র নিকট ও মোহানার তীরে তাহাদিগের ডিঙ্গি চালনের সুবিধা হয়। তাহারা কিছু ঠাঙ্গাইবার আশে বনে বেড়ায় না, ডাঙ্গা তাহাদিগের এলাকা নহে। কিন্তু যদি গতায়াতে পথে দেখে, তবে অল্পে ছাড়িবে না।”

বরদা বলিল। “অরুন্ধতি তুমি এই দস্যু সমাকীর্ণ বনে কি রূপে যাতায়াত করিতে ও বলিতেছ কএক দিন দেবালয়ে বাস করিয়াছিলে। তোমার কি কিছু ভয় হয় নাই?”

অরুন্ধতী বলিল। “আমি বেলা এক প্রহরের পূর্বে অগম্য বন দিয়া লুকাইয়া সতর্কে যাইতাম। কোন লোক শব্দ পাইলেই অমনি ঝোপের ভিতর নিশ্বাস ধরিয়া লুকাইয়া যত ক্ষণ না

চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ হইত, তত ক্ষণ আমি বনের পশুর মত ঘাসে পড়িয়া থাকিতাম। কিন্তু একদিন বড়ই বিপদ হইয়া ছিল।"

বরদা বলিল। "কি কোন দস্যুর হস্তে পড়িয়াছিলে?।"

অরুন্ধতী বলিল। "না তাহারা আমাকে দেখে নাই, কিন্তু আমি তাহাদের নিকটে দেখিলাম, অমনি একটি গাছের অন্তরালে দাঁড়াইলাম। দুর্ভাগ্য পাপেরা সেই গাছের নিকটে বসিল। আমি একেবারে কাষ্ঠবৎ হইলাম। প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবিলাম, বুঝি তাহারা আমায় দেখিয়া ধরে। কতক্ষণ এই মতে কাটাইলাম। তাহাদিগের কথা বার্ত্তায় বুঝিলাম তাহারা সেই খানে কাহার অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছে, আমি অনেক ক্ষণ সেখানে সেভাবে দাঁড়াইতে ভয় পাইলাম। ভাবিলাম কিরূপে পরিত্রাণ পাই। কিছুই উপায় দেখিলাম না। পালাইবারও সুবিধা বুঝিলাম না। অনেক চিন্তিয়া ইতস্তত দেখিলাম। কোন উদ্দেশ্য ছিল না। দৈবের কর্ম্ম। নিকটে রাশিকৃত পাঁশ দেখিলাম। আপনার অঞ্চল করিয়া পাঁশ গুলি উঠাইলাম। নিকট হইতে কতক গুলি বড় বড় কাঁকর উঠাইলাম। এই সব লইয়া অতি সাবধানে গাছে উঠিলাম। ডাল বাহিয়া যে ডালের নীচে তাহারা বসিয়াছিল তাহার উপর যাইয়া কিছু পাশ ফেলিলাম ও তাহারই অব্যবহিত পরে কতক গুলি কাঁকর ছড়াইয়া দিলাম। গাছের ডালটিতে দাঁড়াইয়া উপরের ডালটি ধরিয়া সজোরে নাড়িলাম। নীচের লোক গুলির মাথার পাঁশ ও কাঁকর পড়ায় তাহারা ভীত হইয়া উঠিল, ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিল। পাঁশে চক্ষু অন্ধ হইল। নিবিড় জনশূন্য বনে সায়ং কালের পূর্ব্বে এরূপ অননুভবনীয় ব্যাপারে

তাহারা অভিভূত হইল। কঙ্কর পাতে তাহাদিগের ভয় দ্বিগুণ হইল। আবার গাছের ডাল নাড়ায় আরও আক্রান্ত হইয়া কে কোন দিকে পলাইল, তাহার হিসাব নাই! কেহ সাহস করিয়া পশ্চাতে চাহিয়া তত্ত্বাবধারণে সমর্থ হইল না। তাহাদিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া আমার উৎসাহ হইল। আমি আরও পাঁশ বিক্ষেপ করিলাম। কঙ্করে চতুর্দিক ছাইয়া ফেলিলাম, আর বিকট ভরে শাখাটি দুলাইতে লাগিলাম। দুর্ভাগ্য বশত তাহাদিগের পলায়ন অব্যবহিত পরে সেই স্থানে আবার দুটি লোক আসিল। তাহারা পূর্ব আগত লোকদিগকে পলায়ন তৎপর দেখিয়া উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু পলায়িতদিগের নিকট কিছু স্পষ্ট উত্তর পাইল না। 'গাছের উপর কি' এই শুনিয়া উপরে দৃষ্টি করিতে, যেমন মুখ উঠাইবে। আমার অন্তরাত্মা শুকাইল, আমি একবার* ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলাম। আমার বিদ্যুৎবেগে মনে উদয় হইল অমনি অঞ্চলের পাঁশ ছড়াইলাম। চতুর্দিকে পাঁশে অন্ধকার। তাহাদিগের ঊর্দ্ধ মুখে পাঁশ পড়ায় তাহারা ব্যস্তে চক্ষুরুদ্ধ করিল, চক্ষুয বাতনায় নিতান্ত কাতর হইল। আমি অমনি কাঁকর ছড়াইলাম। আর অতি বিষম বলে শাখা দুলাইতে লাগিলাম।"

একজন বলিল। "গাছে মানুষের মত অবয়ব দেখিলাম, বোধ হয় কোন দুষ্ট বুদ্ধির কর্ম।"

অপরটী বলিল। "না আমি তাহার কেবল পা দেখিয়াছি, সেটা প্রায় সাড়েসতের হাত লম্বা। চল পালাই।"

প্রথম বক্তা বলিল। "না আমার বোধ হয় কোন গ্রাম্য দুষ্ট বালকের কর্ম।"

আমি আত্মরক্ষা ভয়ে আরও পাঁশ ফেলিলাম ও কঙ্কর ছাড়াইতে লাগিলাম। গাছের ডালটি জোরে নাড়িলাম। তাহাদিগের গায়ে কাঁকর লাগিল। প্রথম লোকটী বলিল। "ভূতের ঢিল তো গায়ে লাগে না, এ মানুষের কর্ম্ম'।"

আমি ভয়ে আরও পাঁশ ছড়াইলাম। ও অতি বেগে গাছ নাড়িলাম। আমার বলে ডালটী ভাঙ্গিল। আমি ভয়ানক শব্দে সেই শাখা সহিত ভূমে পড়িলাম। নীচের লোক দুটী অচেতন হইয়া পলাইল। একবারও পশ্চাতে তত্ত্বাবধারণে চাহিল না। আমি তাহাদিগের চমৎকৃতি সুযোগে আপন রক্ষা পাইয়া দৈব প্রশংসা করিলাম।"

বরদা বলিল। "এ সব বিপদ পূর্ণ স্থানে যাওয়া তোমার উচিত নয়।"

গৌবিন্দ বলিল। "না যাইয়াই বা কি করেন।"

ইহাদিগের কথোপকথনে পথশ্রম বোধ হইল না। দ্বারিকেশ্বর মহাদেবের মন্দীর নিকটবর্ত্তী নিবিড় বনে পৌঁছিল। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকের পক্ষী কল্লোল বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সমুদ্রকুলবাসী বকচয় উচ্চতর শাখা আশ্রয় করিয়া বসিল। অন্ধকার বৃদ্ধি হইল। আর স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না।

দশম অধ্যায়।

"বনে রণে শত্রুজলাগ্নিমধ্যে মহার্ণবে পর্ব্বতমস্তকে বা।"

এদিকে বৈদ্যনাথ অন্তঃপুর হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, বাহিরে বরদাকণ্ঠকে না দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। অল্পে অল্পে বহির্দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া কাহার দেখা না পাওয়ায় পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা দুই তিন দণ্ড কাল আছে। কিছুক্ষণ সেইখানে দাঁড়াইয়া অশ্বত্থ গাছের তলে মাদুরের উপর বসিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। 'বুঝি গোবিন্দ অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সে অনাথা বালা কোথায়ই বা আশ্রয় লইল। হয় ত গঞ্জালিসের দাসদলে তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল।' বৈদ্যনাথের মনে অরুন্ধতীর প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল। কেবল লোকাপবাদ ভয়ে তিনি প্রকাশ্যে বৈরাগ্য দেখাইতেন। ভাবিলেন, 'বরদা বোধ হয় রাগভরে আপনার ঘরে গিয়াছে। অরুন্ধতীকে বিদায় করিয়া দিলে তাহার কিছু দিন কষ্ট থাকিবে, পরে নয়নের অতীত হইলেই,' ভাবিলেন, 'স্মৃতিপথ অতিক্রম করিবে।' আবার ভাবিলেন, 'বোধ হয় গোবিন্দ এ কাল-সন্ধ্যার সময় কখনই অরুন্ধতীকে বহিষ্কৃত করিবে না। কল্য প্রাতেই অরুন্ধতী স্থানান্তরিত হইবে। গোবিন্দ কিছু নিতান্ত অবিবেচক নহে, এ অসময়ে কখনই একাকিনী তাহাকে দস্যুহস্তে অর্পণ করিবে না। সাহাবাজ হইতে বা কি সমাচার আসিবে। বোধ হয় পণ্ডিতেরা অবশ্য অরুন্ধতীকে আশ্রয় দিতে বলিবে। কেনই বা তাহাকে

ত্যাগ করিব। সে অনাথার কি দোষ।' আবার তাঁহার মনে বরদাকণ্ঠের অরুন্ধতীর প্রতি দৃঢ়তর প্রেমের কথা উঠিল। তিনি অরুন্ধতীর সচ্চরিত্রে সন্দেহ করিলেন। ভাবিলেন 'সে কুটিলার জন্য আমার সাহাবাজে লোক পাঠান অন্যায় হইয়াছে। সে চাতুরী জানে। বরদাকে ছলনা করিয়া বশীভূত করিয়াছে। বরদা কখনই আমার সমক্ষে এরূপ উত্তর করে নাই। অদ্য নিতান্ত দুষ্টবুদ্ধির মত ব্যবহার করিয়াছে। অরুন্ধতীর সঙ্গে তাহার মিলনে তাহার সুখোদয় সম্ভব নহে। আমি কখনই উভয়কে মিলিতে দিব না। অরুন্ধতীকে স্থানান্তর করিব, বরদাকে সর্বদা শাসনে রাখিব। দুই তিন দিনের মধ্যে আপনি সাহাবাজে যাইয়া বরদার জন্য একটী পাত্রী স্থির করিয়া আনিব। শীঘ্র বরদার বিবাহ দিব।' আবার ভাবিলেন, 'যদি বলপূর্বক বরদার ইচ্ছার বিপক্ষে তাহার বিবাহ দিই, তবে ত বরদা জন্মের মত দুঃখী হইবে।' বৈদ্যনাথ একবার স্বভাব নিবন্ধন পুত্রবাৎসল্যে কাতর হইলেন, আবার অরুন্ধতীর দুঃখে নিতান্ত অস্থির হইলেন। পরক্ষণেই আবার সাহঙ্কারে বরদার অসহ্য বাক্যগুলি তাঁহার মনে উঠিল। তিনি রোষে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন দাস আসিয়া তাঁহাকে একটী হুঁকা দিতে তিনি তাহাকে গোবিন্দকে ডাকিতে বলিলেন। সেটী "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল। বৈদ্যনাথ তমাক খাইতে খাইতে একবার বহির্দ্বার দেশে ও একবার অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় পদচালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মন নিতান্ত চিন্তায় আকুলিত হইল। চিন্তায় নিমগ্ন বৈদ্যনাথ পদচালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে সূর্যদেব অস্তগত হইলেন।

সন্ধ্যাদেবী দর্শন দিলেন। বৈদ্যনাথ কিছুই লক্ষ করিলেন না। মাঠ হইতে গোপাল ঘরে রাখিয়া রাখালেরা তাঁহার বাটীতে সমাচার দিতে আইল। বৈদ্যনাথকে কুশল সমাচার দিল। বৈদ্যনাথ অচেতনে 'আচ্ছা' বলিয়া বিদায় দিলেন। সায়ংদীপ জ্বালা হইল। অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি হইল। একজন মহিলা একটি দীপ লইয়া অশ্বত্থ তলায় রাখিয়া নমস্কার করিল ও সায়ংশঙ্খ বাজাইয়া গেল। বৈদ্যনাথ এ সকল চক্ষে দেখিলেন, কিন্তু মনে ইহা স্পর্শও করিল না। দিনান্তরে তিনি পাল ফিরিবার সম্বাদ পাইলে স্বয়ং গোষ্ঠে যাইতেন ও গাভীদিগকে প্রণাম করিয়া আসিতেন। একবার অশ্বত্থ গাছকেও প্রণাম করিতেন। অদ্য সে সকল নিত্যক্রিয়া কিছুই হইল না। কিছুক্ষণ পরে একজন লোক আসিয়া বলিল "মহাশয় সন্ধ্যার উদ্যোগ হইয়াছে, চলুন, আহ্নিক করুন।" বৈদ্যনাথ যেন কাষ্ঠ পুত্তলিকার মত তাহার অনুসরণ করিলেন। সন্ধ্যার ঘরে প্রবেশ করিলেন। আসনে বসিলেন। আচমনও করিলেন। কিন্তু মার্জনার সময় তাঁহার মন স্থির হইল না। তিনি চির-পরিচিত মন্ত্র সব বিস্মৃত হইলেন। পুনর্বার আচমন করিলেন। আবার আসন পরিবর্তন করিয়া সংযত হইয়া বসিলেন, কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য বশত সকল মন্ত্র স্মৃতিপথে আইল না। অমনি যথাসাধ্য গায়ত্রী জপ করিলেন। যত সত্বর সন্ধ্যা কার্য সমাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন, মনের বিকার বশত প্রাত্যহিক সময়ের তিনগুণ অধিক কাল অতীত হইল, তথাপি সুশৃঙ্খলে সন্ধ্যাকার্য সম্পন্ন হইল না। পরে পুরুষপরম্পরাগত নিয়ম মতে অস্ত্র শস্ত্রাদির আরতি করিয়া আপনার বসিবার

ঘরে গিয়া বসিলেন। একজন দাসকে ডাকিয়া গোবিন্দের সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল। "মহাশয়, আপনি সনাতনকে গোবিন্দ মহাশয়কে ডাকিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাঁহার দেখা পায় নাই। গোয়াল ও নূতন বাগান খুঁজিয়া আসিয়াছে। গ্রামে তত্ত্ব লইতে গিয়াছে।"

পরেই দেওয়ানজি কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া আসিলে তাহাকে "অদ্য কিছু দেখা হইবে না" বলিয়া বিদায় দিলেন।

ক্ষণেক পরেই ভজহরি আইল। বৈদ্যনাথ বলিল। "ভজ-হরি তোমার কি সমাচার ?"

ভজহরি বলিল। "মহাশয় অদ্য কেবল দুই প্রহরের সময় 'সূর্পনখা' কূপক ছাড়িয়া পটভরে মান্দ্রাজে যাত্রা করিল। চারি হাজার গাট ঢাকাই কাপড় ও একশত গাঁট রেশম আর দশ সিন্ধুক আফিম আপনার এই নৌকায় পাঠাইলাম। গঙ্গা-লিসের ভ্রাতার দুইশত গাঁট সালরুমাল এই জাহাজে গেল। চড়নদার বাহান্ন জন। পাঁচ জনা মান্দ্রাজে যাইবে, বার জন বালেশ্বর, চার জন মহিশুর, এগার জন পুরী, বার জন কলিঙ্গ-পাটন, আর আট জন নীলাচলে যাইবে। ইহাতে জনও গেল।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "তবে তুমি একবার গোষ্ঠে গিয়া অরুন্ধতীকে এ সমাচারটি দিয়া যাও ও গোবিন্দকে আমার নিকট পাঠাইও। যদি পথে দেখা হয় ত বলিয়া দিও যে, আমি যাহা করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে যেন না করে, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনুমতি অপেক্ষা করে।"

ভজহরি "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হয়, এমন সময় বৈদ্য-নাথ বলিল। " 'রম্ভা' ফিরিয়াছে ?"

ভজহরি বলিল। "আজ্ঞা এই এক ঘণ্টা মাত্র ঘাটে আসিয়াছে। এখনও তাহা হইতে কেহ নামে নাই। আমি দুইজনা চোপদার ও বার জনা পাইক তাহার রক্ষার্থে রাখিয়াছি। গোবিন্দের অবর্তমানে কাহাকেও নামিতে দিতে আপনার আদেশ নাই। কাল প্রাতে আপনার অবকাশ হয় ত একবার গোবিন্দের সঙ্গে যাইবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "তাই ভাল।"

ভজহরি বিদায় হইলে জনেক লোক আসিয়া বলিল, "মহাশয় গোবিন্দের সাক্ষাৎ পাইলাম না। তিনি কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। বোধ হয় গ্রামে তহসিলে গিয়াছেন। নূতন বাগানে বলিয়া আসিয়াছি, আইলেই তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "তবে একবার বরদাকে ডাকিয়া আন।"

লোকটি "যে আজ্ঞা" বলিয়া চলিয়া গেল। বৈদ্যনাথ গাত্রোত্থান করিয়া বহির্দ্বার পার হইয়া গোষ্ঠের দিকে চলিলেন। ক্রমে গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। অরুন্ধতীর ঘরে প্রবেশ করিয়া অরুন্ধতীকে না দেখিয়া গোষ্ঠস্থ কর্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "অরুন্ধতী কোথায় গেলেন?"

তাহারা বলিল। "মহাশয় আমরা বলিতে পারি না। মাঠ হইতে আসা অবধি তাঁহাকে দেখি নাই।"

বৈদ্যনাথ কিছু ক্ষণ তথায় অবস্থান করিলেন। প্রায় এক দণ্ড কাল অরুন্ধতীর প্রতীক্ষায় থাকিয়া অবশেষে গাত্রোত্থান করিলেন। ও তত্রত্য দাসগণকে বলিলেন, যেন অরুন্ধতী প্রত্যাগমন করিলেই তাহাকে সমাচার দেয়।

রজনীর অন্ধকারে একা মাঠ পার হইয়া আসিতেছিলেন।

ঈষদ্ দক্ষিণ বায়ুসঞ্চারণে শরীর স্বচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল। আহা বহু কাল উত্তর বায়ুর পর ঈষদ্ দক্ষিণ বায়ু কি সুখকর! পক্ষিগুলি অন্ধ হইয়া নিস্তব্ধে বৃক্ষশাখায় লুকাইয়া নিদ্রা দিতেছে। কদাচিৎ একটার পাখা নাড়ায় ঝটপট শব্দমাত্র বিজন মাঠের রম্য তপোবনোপম বিশ্রাম নষ্ট করিতেছে। কখন কখন ঝিল্লীর তীক্ষ্ণ, সময়পরিমিত স্ফূরন্ জগৎ ব্যাপিতেছে, প্রতিধ্বনিতে শব্দদ্বয়ের বিশ্রাম পূরিতেছে। বৈদ্যনাথের একতান মনকে শব্দ আক্রম করিল। তাঁহার কর্ণকুহর শব্দ, প্রতিশব্দে পূরিল। বৈদ্যনাথ আপন চিন্তায় মগ্ন হইয়া কোন দিকে না দেখিয়া গোষ্ঠের মাঠ পার হইলেন। উদ্বিগ্নমানস থাকায় বরাবর মাঠ দিয়াই চলিলেন, গোষ্ঠ হইতে তাঁহার সদর বাড়ি যাইবার পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমান্বয়ে পশ্চিম মুখে মাঠ বাহিয়া চলিলেন। ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। অর্দ্ধোদিত চন্দ্র কিরণে মাঠ শোভিল। দিব্য সমীরণে তাঁহার সন্তপ্ত শির স্নীগ্ধ হইতে লাগিল। প্রায় দুই ক্রোশ পার হইয়া, ক্রমে বনে প্রবেশ করিলেন। বন দেখায় বৈদ্যনাথের চমক ভাঙ্গিল, ভাবিলেন কোথায় আইলাম। পাদচালন বন্ধ করিয়া কিছু ক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন, একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত মাত্রেই বুঝিলেন যে, তাঁহার আবাস হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশের অধিক পশ্চিম দিকে আসিয়াছেন। বন পার হইলেই মেঘনার মোহানা। একবার করতল দিয়া আপনার ললাট চাপিলেন। চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিলেন। আবার ক্ষণেক পরেই চাহিয়া দেখিলেন যে, সত্যই বনের মধ্যে আসিয়াছেন। প্রত্যাগমন দুর্ঘট, পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্তও হইয়াছিলেন। বনের পথ অবগত

ছিলেন না। চন্দ্র লক্ষ করিয়া পূর্ব দিকে গেলেই মাঠে পড়িবেন, পরে আপনার আবাসে যাইতে পারিবেন। এই স্থির করিয়া ফিরিলেন এবং কেবল চন্দ্রের দিকে চলিতে লাগিলেন। বনমধ্যস্থ পথ দেখিতে না পাওয়ায় এক অতি কুটিল কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মে পশিলেন, চতুর্দিকের কণ্টকরাশিতে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল। দুই চারিবার পাদচালনের পর অগম্য কণ্টকাবরোধ তাঁহার গতিরোধ করিল। অগত্যা সে দিক ত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পার্শ্বে যাইতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই আর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ক্রমে এক স্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গমন করিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হওনের আয়াসে কেবল দক্ষিণ প্রান্তে যাইতে লাগিলেন। ক্রমে পথশ্রমে নিতান্ত শ্বাসরহিত হওয়ায় ব্যাকুল হইলেন। মনঃপীড়ার উপর শরীর কষ্ট একান্ত অসহ্য হইল। বহিষ্কৃত হওনের পথ লক্ষ হইল না। বৈদ্যনাথ ভাবিলেন, 'একি বিপদ, এক্ষণে কি রূপে বন হইতে নিষ্ক্রমণ করি। একাকী এ নির্জন বনে রাত্রি বাস করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। শুনিয়াছি এ বন বরাহ ও বৃকচয়ে পূর্ণ। রাত্রিকালে নিরাশ্রয়ে কি প্রকারেই বা থাকিব। হয়ত অদ্যই কোন হিংস্রক জন্তুর নৃসংশ দশনে চর্বিত হইব বা সর্পের শীতল আর্দ্র পঙ্কিল পাশে বদ্ধ হইয়া নিষ্পীড়িত হইব। আমি কি অদ্যকার কষ্ট সহ্যের জন্যই জীবিত ছিলাম। হা বিধাত! কেন আমাকে কুপথে আনিয়া সঙ্কটে ফেলিলে। জন মাত্রেরও শব্দ পাইতেছি না। এখানেই বা এ সময়ে কাহার প্রয়োজন।' দূরের একটি পুরাতন অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটর হইতে

একটি ভক্ষক বিকট শব্দে উত্তর দিল। শব্দমাত্রেই বৈদ্য-নাথের হৃৎকম্প হইল। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে একটি পুরাতন মাচালের ভীষণ গর্জ্জন ঝঞ্ঝনায় বন পূরিল। বৈদ্যনাথের শরীর লোমাঞ্চিত হইল। বৈদ্যনাথ সিহরিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। বৈদ্য-নাথ ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একান্ত কাতর হইলেন। ক্রমে চন্দ্রদেব ঊর্দ্ধদেশ আশ্রয় করিলেন। কত ক্ষণের পর বৈদ্যনাথ পূর্ব্বদিক দিয়া নিষ্ক্রমণে হতাশ হইয়া গাঢ় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্যোৎস্নায় পথ লক্ষ করিয়া ক্রমে বনের পথ দিয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখেন একটি কাষ্ঠের সুগঠন কুটীর। তাহার অব্যবহিত দূরে একটি অতি প্রকাণ্ড বটগাছ। কুটীরের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠের বেড়া। বেড়ার দ্বারটী ছোট, বেড়ার উপর নানাবিধ লতা আশ্রয় করিয়া শাখাপ্রশাখায় প্রায় সমস্ত বেড়াটি আচ্ছাদন করি-য়াছে। দূর হইতে কুটীর দৃশ্য হয় না। কুটীর দর্শনে বৈদ্য-নাথের মন জনমিলন আশায় প্রফুল্লিত হইল। কুটীরে গিয়া আশ্রয় লওয়া স্থির করিয়া তাহার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন। দ্বারটি লৌহ শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। শৃঙ্খলগ্রন্থি মোচন করিয়া দ্বার দিয়া কুটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। অভ্যন্তর হইতে অর্গলা দিয়া দ্বারটি রুদ্ধ করিলেন। ক্রমে কুটীর দ্বারে প্রবেশ করিয়া কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখেন একটি দীপ জ্বলিতেছে, ঘরের মধ্যে তিন খানি কাষ্ঠের প্রায় দুই হাত ঊর্দ্ধ পাদপাঠ। মধ্যে চতুষ্কোণ একটি কাষ্ঠের ত্রিপদী। ঘরের অপর দিকে দুইটি পর্যঙ্ক, কাষ্ঠের প্রাচীরে দুইটী বন্দুক

ঝোলান রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে বারুদ ও গুলির তোবড়া দশটা। অপর পার্শ্বে পাঁচটী ধনু, ষোল সতেরটী তূণ সুতীক্ষ্ণ শর পূর্ণ। দুইটা তলবারি, একখানা চর্ম্ম, একটা কৃপাণী। অপর দিকে ছিপ, বরসা, ভীষণ খড়্গা। দীপ্তিমান চন্দ্রহাসদ্বয়। ঘরের পূর্বদিকে আর দুইটী ছোট ছোট ঘর। একটীর দ্রব্যাদি দেখিয়া রন্ধনালয় বোধ হইল। অপরটী কেবল দ্রব্যচয়ে পূর্ণ। বড় বড় সিন্ধুক, পেটারা, বাক্স প্রায় ঘরের চালপর্য্যন্ত সাজান আছে। ঘরে দ্রব্যাদি লক্ষ করিয়া বৈদ্যনাথ বিশ্রাম লাভেচ্ছায় কুটীরের অন্তর্দ্বার রুদ্ধ করিলেন। দীপটী উজ্জ্বল করিয়া এক পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। পথশ্রমে নিদ্রা শীঘ্রই আইল কিন্তু স্থানান্তরিত হওয়ায় অর্দ্ধদণ্ডের মধ্যে সুখনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আপনার বিগত বিপদ, দুর্গার কৃপায় বিজন অরণ্যে আশ্রয় লাভ; আবার অরুন্ধতীর কথা স্মরণে, তাহার উপায় চিন্তা, বরদাকণ্ঠের মনের চাঞ্চল্য, তাহার মনে পর্য্যায় ক্রমে উঠিতে লাগিল। একের পর অপর, অপরের পর আর একটী চিন্তায় বৈদ্যনাথের মন তাড়িত হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ পর্য্যঙ্কে কেবল পার্শ্ব ফিরিতে লাগিলেন। কিছুতেই সুখবোধ হইল না। শয্যাকণ্টক হওয়ায় নিতান্ত অস্থির হইয়া একবার এপাশ, একবার ওপাশ করিতেছেন, এমন সময় দ্বারে লোকের শব্দ হইল। বৈদ্যনাথ ব্যস্তে শয্যা হইতে উঠিলেন, ভাবিলেন। 'ভাল হইল গৃহকর্ত্তা আসিতেছে, একা বনমধ্য-কুটীরে থাকাপেক্ষা দুই তিন জনে সৎকথায় কালযাপন করা সুখকর।' শয্যা হইতে উঠিয়া কুটীর দ্বারে যাইতে, শুনেন বাহিরে চার পাঁচ জন দ্বার খুলিতে আদেশ দিতেছে। বাহির হইতে

বলিল। "কে আমাদিগের আবাসে আছ। শীঘ্র দ্বার খুলিয়া দাও, নতুবা আমরা দ্বার ভাঙ্গিয়া তোমাকে যমালয় পাঠাইব। কে দুরাচার আমাদিগের নির্জ্জন কুটীরে পদবিক্ষেপে আপনার মুণ্ডকে শাস্ত্যার্হ করিল। কে নরাধম দস্যু আমাদিগের কুটীরের নির্জ্জনতা নষ্ট করিতেছে। কে আমাদিগের ক্লেশোপার্জ্জিত ধন-চয় অপহরণাশয়ে এ জনশূন্য বনে আসিয়াছে।" বাহিরের এই-রূপ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথের মন হইতে আশাকণা অপসৃত হইল। বৈদ্যনাথ ভীত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, এ বাসটী কোন ভদ্রলোকের নহে। আর ভদ্রের বাস এ জনশূন্য বনেই বা কেন হইবে। ব্যাধেরও ঘর নহে। ব্যাধের ঘরে এত দ্রব্যাদি থাকা অসম্ভব। বৈদ্যনাথের কণ্ঠ শুষ্ক হইল। বৈদ্যনাথ আর পদচালনে অশক্ত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে বন্যজন্তু অপেক্ষা পাষণ্ড মানুষ অধিকতর হিংস্রক ও ভয়ানক। বৈদ্য-নাথ পরিত্রাণের কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিলেন না। দ্বার রুদ্ধ রাখায় পরিত্রাণের আশা নাই জানিয়া, কুটীরের দ্বার খুলিলেন। প্রাঙ্গণে দেখেন, কতকগুলি ছোট ছোট ঝোপ আছে। ব্যস্তে ঘরে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া দীপটী নির্ব্বাণ করিলেন। অন্ধকারে ঘর হইতে বহিষ্কৃত হইয়া অতি সন্তর্পণে বহির্দ্বারটী খুলিলেন, অমনি একখানি চৌকি আনিয়া, তাহার উপর বসাইয়া আপনি ব্যস্তে ঝোপের মধ্যে অন্ধকারে লুকা-ইলেন। বাহিরের লোকেরা ঘন ঘন দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। কাহার উত্তর না পাইয়া, ভূয়োভূয়ঃ শাসাইয়া গালি শাপপ্রভৃতি দিয়া, বলে দ্বারে পদাঘাত করিল। দুই তিন পদাঘাতে চৌকিটী উলটাইয়া পড়িল।

অমনি দ্বারটী খুলিয়া গেল। রোষ বসে তাহারা পাঁচজন বেগে প্রাঙ্গণ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অমনি সেই অবকাশে বৈদ্য-নাথ বহির্দ্বার দিয়া বাহিরে গেলেন। চারজন কুটীরে প্রবেশ করিয়া অন্ধকারে চলা অভ্যাস থাকায় শীঘ্র অগ্নি আনিয়া দীপটী জ্বালিল। দীপালোকে একবার ঘরের চতুর্দিক দেখিয়া একজন বলিল। "আনথনি ঘরে কে ছিল, সে কোথায় গেল।"

আনথনি উত্তর করিল। "ঘরে আবার কে থাকিবে।"

প্রথম বক্তা বলিল। "কেন আমি যাইবার সময়, ঘরের দরজা বাহির হইতে বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম। আসিয়া দেখি-লাম, বাহিরের শিকলি খোলা। তারপর, আবার ভিতর হইতে দ্বারের উপর চৌকিই বা কে রাখিল। ক্লড এবড় সহজ কথা নহে। চল দেখিয়া আসি। আনথনি ত গ্রাহ্য করিল না।"

ক্লড বলিল। "আনথনি, যা বলে ফ্রান্সিস্কো শুন। ভিতর হইতে চৌকিদ্বারের উপর কে চাপিয়া দিল।"

বৃদ্ধ গোমিস্ তমাক খাইতে খাইতে বলিল। "এখন তাহার বিচারে আর কি প্রয়োজন। বস আপন আপন আহার করিয়া বিশ্রাম লও। কেহ আসিয়া থাকে আসিয়াছে, তাহাতে আমাদিগের কি ক্ষতি। সে সদর দ্বার দিয়া পলাইয়াছে। নতুবা আর পলাইবার পথ নাই। এখন ঘরের ভিতর দেখিয়া দ্বারবন্ধ করিয়া বিশ্রাম কর। আর অনর্থক বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। রাত্রি অনেক হইয়াছে। আমায় কিছু খাইতে দাও।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "গোমিসের কথা শুনিলে। যে দিক যাও, গোমিস আপনার খাইবার কথা ভুলে না। গোমিস তোমার খাইয়া কি আশ মেটে না।"

গোমিস মুখ নামাইয়া রোষে গভীর স্বরে বলিল। "কি খাইলাম যে আশ মিটিবে। তোমরা সকলেই আমাকে অধিক খাইতে দেখ কিন্তু যখন খাইতে বসা যায় তখন দুর্ভাগা গোমিসের অদৃষ্টে কখনই আর সমান অশন মিলিল না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "সে দোষ আমাদিগের নহে তোমার দাঁত নাই, তুমি অতি মন্দে খাও কাযেই সকলের শেষ হয়।"

গোমিস বলিল। "আমিও ত তাই বলিতেছি। আমার কৃতাংশ কেহই ছাড় না। তোমরা শীঘ্র খাইয়া অধিক আত্মসাৎ কর, আমি চিরকাল অর্দ্ধাশনে জীবন কাটাই।"

ক্লড বলিল। "আমি যদি তোমায় খাইতে দিই, তবে কি হবে?"

গোমিস বলিল। "তবে পূর্ব্বেকার দোষ সব ভুলিব।"

আনথনি বলিল। "ফ্রান্সিস্কো কিছু খাদ্য আন, আমরা সকলেই শ্রান্ত হইয়াছি।"

ফ্রান্সিস্কো গৃহান্তর হইতে কিছু খাদ্য আনিয়া তেপায়ার উপর রাখিল। আর একটা মাটির জগে করে একজগ মদ একটা পিপে হইতেও আনিল। আনথনি ও ক্লড তেপায়াটাকে ধরিয়া গোমিস যে পর্য্যঙ্কে বসিয়া ছিল, তাহার নিকটে আনিল। আনথনি ও ক্লড মাটির জগটী লইয়া অভিরুচি পর্য্যন্ত মদ খাইল। ক্রমে অপর তিনজনে জগটী শুষ্ক করিল। গোমিস পানান্তে একটী দীর্ঘ শ্বাস ছাড়িয়া বলিল। "গঞ্জালিস আইলে আমাদিগকে অবশ্য পুরস্কার দিবে, অদ্যকার মত কর্ম্ম অনেক দিন হয় নাই।"

আনথনি বলিল। "সে ছুঁড়িটা ন্যুন সংখ্যা দুই শত থান মোহরে বিক্রয় হবে।"

ক্লড বলিল। "ছোঁড়াটা কি গোঁয়ার। গায়ে জোরই কত। গোমিসকে যে কিলটি মেরেছিল, আমার বোধ হল বুঝি সেই খানেই গোমিসের কবর হইল।"

আনথনি বলিল। "তোমরা তাদের দেখা পেলে কোথা।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা বৈদ্যনাথের 'সূর্পনখা' মেরে বেঞ্জামিনের ঘর থেকে আসিতে বনে দেখা পাই।"

আনথনি বলিল। "তবে তোমরা আমার আসিবার অতি অল্প পূর্ব্বেই গোল আরম্ভ করিয়া ছিলে।"

ক্লড বলিল। "ছুঁড়িটাকে ধরিবার পরই তুমি এসে উপস্থিত হইলে। তুমি আজ কএক দিন কোথায় ছিলে।"

আনথনি বলিল। "আমি আজ যক্ষপুর হইতে আসিতেছি।"

ক্লড বলিল। "যক্ষপুরের কিছু নূতন সমাচার আছে?"।

আনথনি বলিল। "সেখানকার আমীরেরা সকলেই প্রস্তুত আছে, বলিল অনুপরাম আসিয়া পৌঁছিলেই তাহারা সকলে খড়্গ হস্ত হইবে। একজন অনুপরামের ভগ্নীকে এক পত্র দিয়াছে, আমি সেটি দিতে প্রথমে অনুপরামের বাসায় যাই।"

গোমিস্ বলিল। "কেন তুমি কি জাননা যে অনুপরামের ভগ্নী গঞ্জালিসের প্রেয়সী হইয়াছে।"

আনথনি বলিল। "না আমি ত শুনিয়াছিলাম যে দুই তিন দিনের মধ্যে তাহাদিগের বিবাহ হবে কিন্তু মনে করিলাম, বুঝি অরুন্ধতী অনুপরামের বাটীতেই আছে।"

ক্লড বলিল। "তার পর তুমি কোথায় তার দেখা পেলে।"

আনথনি বলিল। "আমার এখন একটি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায় কি?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তুমি যে যক্ষপুরে গিয়াছিলে, আমি তাহা কিছুই জানিতাম না।"

আনথনি বলিল। "জানিবে কি করে। আমাকে হঠাৎ প্রস্তুত হইতে হইল।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কেন, তোমাকে কি জন্য এত তাড়াতাড়ি যাইতে হইল।"

আনথনি বলিল। "গঞ্জালিস যশোরাধিপের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যে দিন যাত্রা করিবে তাহার পূর্ব দিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিল। 'আনথনি আমার অনুপরামের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইতেছে না। আমার বোধ হয় অনুপরামের সমস্ত প্রবঞ্চনা। যাহা হউক, কল্য আমাকে এখান হইতে যাত্রা করিতে হইবে। সনদ্বীপে প্রত্যাগমন করিয়া স্থির হইতে পারিব না। হয়ত বরাবর যক্ষপুরে যাত্রা করিতে হইবে। যক্ষপুরে সৈন্য সামন্ত কত ও অনুপরামের দলভুক্ত কে কে তাহা বিশেষ জানা আবশ্যক হইতেছে। অতএব তুমি এই ক্ষণেই যক্ষপুরে যাত্রা কর, সমাচার আনিয়া সনদ্বীপে উপস্থিত হইবে। সনদ্বীপে উপস্থিত হইয়া বড় জোর দুই দিন আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমার দেখা না পাও সৈন্য সব একত্র করিয়া ফ্রান্সিস্কোকে সঙ্গে লইয়া লেম্পোর মোহানায় গুপ্তভাবে আমার প্রতীক্ষা করিবে। আমি সনদ্বীপে না যাইত সেই স্থানে শীঘ্র পৌঁছিব'।"

ক্লড বলিল। "তবে যক্ষপুরে কি দেখিলে?"

আনথনি বলিল। "যক্ষপুরে যাহা দেখিলাম তাহা বড় সুবিধার কথা নহে। যক্ষরাজ অত্যন্ত প্রজাপ্রিয়। কেবল

আমীরেরা তাহার উপর অসন্তুষ্ট। তাহারাই অনুপরামের প্রতীক্ষা করিতেছে। একজন বোধ হয় অরুন্ধতীর প্রেমাস্পদ। আমাকে অনেক করিয়া অরুন্ধতীর কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি অরুন্ধতীকে কখন দেখি নাই। কি করি, যত পারিলাম, কল্পিত উত্তর দিলাম। অবশেষে সে আমাকে চারখান মোহর ও দুইটা বড় হস্তিদন্ত দিল ও বলিল, তুমি এই পত্র খানি লইয়া অরুন্ধতীকে দিও।"

গোমিস বলিল। "গঞ্জালিসের ঘরে পত্র দিতে গিয়া ছিলে, ভাল, মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সে কি আমার কথা কিছু জিজ্ঞাসা করিল?"

আনথনি বলিল। "মেরি তোমার নামও উল্লেখ করে নাই।"

ক্লড বলিল। "কেন এতলোক থাকিতে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবে?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "অরুন্ধতী পত্র দিলে কি বলিলেন।"

গোমিস বলিল। "এখন সে আর অরুন্ধতী নাই এখন তাহাকে জুলিয়ানা বলিতে হয়।"

আনথনি বলিল। "জুলিয়ানার অন্বেষণে আমি অনুপরামের ঘরে গেলাম। আমি জানিতাম না যে অরুন্ধতী সেথায় নাই। সেথায় অরুন্ধতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব বলায়, একটি বৃদ্ধা দাসী মাত্র ছিল, কাতর স্বরে কাঁদিল। বলিল 'অরুন্ধতী কোথায় তাহা আমি জানি না। অনুপরাম আইলে আমি কি বলিব। অরুন্ধতী অনুপরামের গমনের পরদিন অবধি কোথায় গিয়াছেন। কেহই যানে না।' বৃদ্ধাটি অবিচ্ছেদে কাঁদিতে লাগিল। আমি কিছু ক্ষণ অবস্থান করিয়া গমনোদ্যোগ করিলে বৃদ্ধাটি

বলিল। 'বাবা আমায় রক্ষা কর, তুমি এখন যাইও না অনেক দূর হতে এসেছ। বস, বিশ্রাম করে কিছু জলযোগ কর।' কি করি অগত্যা সম্মত হইতে হইল। বৃদ্ধাটী কিছুক্ষণ মধ্যে আমার জলযোগের উদ্যোগ করাতে আমি হাত পা ধৌত করিয়া জলযোগ করিলাম। বৃদ্ধাটী বলিল। 'মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া যদি অরুন্ধতীর কোন সমাচার আনিয়া দেন তবে আমি এস্থানে থাকিতে পারি, নতুবা আমাকে স্থানান্তরে পলাইতে হইবে। কোথায় বা যাই, সে দুর্দান্ত অনুপরাম আমাকে নিশ্চয় মারিয়া ফেলিবে। আমার মরণের সময় উপস্থিত হইয়াছে বটে কিন্তু অপঘাত মৃত্যু ভয় করি। মহাশয়ের কি মরিবার ভয় হয় না? আমার পুত্রটী বড় পণ্ডিত হইয়াছিল। নামতা তাহার কণ্ঠস্থ ছিল। সেটির বিবাহ দিবার পরামর্শ করিয়াছিলাম। বৌটী নিতান্ত সুন্দরী। প্রায় আমার মত বর্ণ। চুল আমার অপেক্ষা ছোট ছিল বটে কিন্তু বড় লক্ষণমন্ত। আমার বাপের ঘরে মহাশয়ের মত কত লোক ছিল। কৃষ্ণদাস আমার বালক-কালের আত্মীয়। সে আমায় বড় ভাল বাসিত। সে দিন কি আর হবে। আমার কৃষ্ণদাসও মরিয়াছে। যম কি নিষ্ঠুর। কৃষ্ণদাস ছুতারের কায করিত।' বৃদ্ধাটী এই মত কত অসঙ্গত কথা বলিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। আমি যত বিদায় হবার জন্য ব্যস্ত হইলাম, বৃদ্ধাটি ততই আমাকে জেদ করিয়া বসাইল। প্রায় দুই ঘণ্টার পর সেথা হইতে পরিত্রাণ পাইয়া বাহির হইলাম। পথে ডিক্রুসের সঙ্গে দেখা হওয়াতে সেই আমাকে বলিল যে, 'অনুপরামের ভগ্নী অরুন্ধতীকে গঞ্জালিস বিবাহ করিয়াছে। এক্ষণে গঞ্জালিসের বাসায় আছে। জুলি-

য়ানা বলিলে সকলেই বলিয়া দিবে'। তাহার পর জুলি-
য়ানাকে পত্র দিয়া আসিতেছিলাম।"

গোমিস বলিল। "জানি, সে বৃদ্ধাটি বাতুল। দিবারাত্রি সকলকেই এইরূপ করিয়া বলে।"

ক্লড বলিল। "অনুপরামের ভগ্নীর সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হওয়ায়, হিন্দুরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছে। বৃদ্ধাটি তাহাতেই উন্মাদপ্রায়।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে আনথনি, তুমি এখন আজ কোথায় যাইতেছিলে?"

আনথনি বলিল। "আমি তোমাদের আড্ডায় দেখা করিতে আসিতেছিলাম।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে চল একবার গেডিজে যাই, দেখি আমাদিগের বন্দীরা কি করিতেছেন, গোমিস্ তুমি এই-খানে শয়ন কর।"

গোমিস বলিল। "যাও, আমি দ্বার রুদ্ধ করি।" আনথনি, ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড একত্র হইয়া কুটীরের বহির্দেশে গেল। গোমিস দ্বার রুদ্ধ করিল।

বৈদ্যনাথ ঘর হইতে বাহির হইয়া কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে গিয়া ইহাদিগের সমস্ত কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের বহির্গমনের পরামর্শ শুনিয়া কিছু দূরে যাইয়া এক গাছের পশ্চাতে লুকাইয়া দাঁড়াইলেন। তাহারা অনেক দূর চলিয়া গেলে আপনার অদৃষ্টকে প্রশংসা করিয়া দ্রুতপদে বনমধ্যে যাইতে লাগিলেন। ভাবিলেন "এ দস্যুরা আমার 'স্বর্পণখা' মারিয়া লইয়াছে। ইহারা গঞ্জালিসের লোক, কি

অরাজক! ইহাদিগের দৌরাত্ম্যে কাহারও রক্ষা নাই। অগ্র আমাকে পায়ত মারিয়া ফেলে, এখন লুকাইয়া থাকা কর্তব্য। কল্য প্রাতে লোক দল লইয়া বেঞ্জামিনের ঘরে গেলেই সব মাল পাইব। আমি প্রাতে দেখিব ইহাদিগের কত লোকবল! 'সূর্পণখায়' অনেক মাল ছিল। হায় কত নষ্ট হইল। হয়ত জাহাজটিও নষ্ট করিয়াছে। আমার জাহাজেও প্রায় ত্রিশ জন সৈন্য ছিল। ছটা তোপও ছিল। এ সব কি ইহাদিগের হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।" কিছু দূর গিয়াই চমকিয়া স্থির হইলেন। নিকটে মনুষ্যের কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। বোধ হইল যেন পাদবিক্ষেপশব্দে লোকটি নিস্তব্ধ হইল। বৈদ্যনাথ কতক্ষণ স্থির হইয়া চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেই দেখিতে পাইলেন না। ভয়ে তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। তিনি দুর্গা নাম জপ করিয়া আবার আপন পথে চলিতে লাগিলেন। প্রতি পাদক্ষেপে চতুর্দিকে সযত্নে দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তত নিশীথকালে বিজন বনে মনুষ্য শব্দ পাইলেন বলিয়া তাঁহার মনটি এক-কালে আকুলিত হইয়াছিল। সম্মুখে একটি প্রায় তিন হাত উচ্চ কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীর দেখিয়া বুঝিলেন, কোন লোকের আবাস হইবে। আর সেই স্থান হইতেই শব্দ আসিয়া-ছিল, ইহা স্থির করিলেন। ক্রমে নিকটস্থ হইলে দেখেন সেটী কাল হাঁড়ির প্রাচীর। দীর্ঘে প্রায় দশহাত। কেবল উচ্ছিষ্ট হাঁড়িচয়। একের উপর আর একটী করিয়া সাজান। ঘরের প্রাচীর ভ্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে হাঁড়িরাশি দেখিয়া তাহা বাম পার্শ্বে রাখিয়া অগ্রসর হইয়া দেখেন

সে দিকেও সেইমত হাঁড়ির প্রাচীর। ক্রমে অপর দুইদিকেও তাহাই দেখিয়া কিছু চমৎকৃত হইলেন। ভাবিলেন, একি! এরূপ অসাধারণ ব্যাপার ত কখনই দেখি নাই। এটী যে হাঁড়ির ঘর দেখিতে পাই। কিন্তু ইহার আচ্ছাদন নাই। বহুক্ষণ তথায় থাকিয়া চারিদিক বেষ্টন করিয়া তাহার দ্বার খুজিয়া পাইলেন না। অবশেষে তাহার ভিতরে যাইয়া নিশ্চিন্তে রাত্রি যাপনের স্থির করিয়া একে একে কতকগুলি হাঁড়ি নামাইয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিয়া আরও চমৎকৃত হইলেন। দেখেন, একটী অতি শীর্ণা, শুষ্কমাংস, কৃষ্ণবর্ণ বৃদ্ধা বসিয়া আছে। তাহার কটী-দেশে অতি মলিন বস্ত্রখণ্ড মাত্র। সমস্ত অঙ্গ বস্ত্রহীন। মস্তকে শুভ্রবর্ণ কেশরাশি। তাহার মুখটী ক্ষীণ। বদনের অস্থিগুলি কেবল শুষ্ক সঙ্কুচিত চর্ম্মাবৃত। নাকটী দীর্ঘ। হনুদ্বয় উচ্চ। গণ্ডদেশ মাংসাভাব বশত মুখের মধ্যে টোল খাইয়াছে। তাহার একটী মাত্রও দন্ত নাই। চিবুক ঝুলিয়া পড়িয়া মুখের ফাঁদটাকে অনির্বচনীয় ভীষণ করিয়াছে। ওষ্ঠ নাই বলি-লেই হয়। মুখের ভিতরের সাদা মেড়ে দেখা যাইতেছে। চক্ষু-র্দ্বয় রক্তবর্ণ, গোল, ক্ষুদ্রাকার ও গহ্বরগত। ভ্রূদ্বয় কুটিল। ললাট প্রশস্ত ও চর্ম্ম রেখাবৃত। সমস্ত শরীর ক্ষীণ। মাংসহীন। কণ্ঠার অস্থিদ্বয় বক্র হইয়া বাহুমূলে মিলিয়াছে। কণ্ঠা ও স্কন্ধ মধ্যে দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকাণ্ড গহ্বর স্বরূপ টোল। তাহার লোল চর্ম্ম নিম্নস্থ হৃদয় বেপনে দুলিতেছে। বক্ষের পঞ্জরগুলি পর্যায় পরম্পরা উরোস্থিতে মিলিয়াছে। উভয় পার্শ্বের বাহু-মূলে অস্থির গ্রন্থিদ্বয় দেখা যাইতেছে। লোল শুষ্ক চর্ম্মাবৃত পঞ্জর গুলির উচ্চ নীচ গতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। অপ্রশস্ত

শীর্ণ বক্ষস্থল হইতে সঙ্কুচিত, ক্ষীণ, দীর্ঘাকার, জলৌকা-প্রায় স্তনদ্বয় লম্বমান। কুক্ষির অন্ত্রগুলি অনাহার ও অল্পাহারে শুষ্ক হইয়াছে, বোধ হয় উদরের চর্ম এককালে পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড স্পর্শ করিতেছে। অন্ত্রের লেশ মাত্রও নাই। কক্ষের নিকট শরী-রটী অপ্রশস্ত। পঞ্জরগুলি উদরের নিকট তদপেক্ষা কিছু প্রশস্ত। পদদ্বয় যেন শুষ্ক শাখামাত্র। বহু চলনে শিরাগুলি উঠিয়াছে। বৃদ্ধাটি আটটি নরকপালের উপর বসিয়া দুলি-তেছে। পার্শ্বে কতকগুলি ছিন্নবস্ত্ররাশি। দক্ষিণপার্শ্বে একটি নৃকপালের পাত্রে অনুভাবে বোধ হয় জল আছে। বৈদ্যনাথকে তাহার দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে দেখিয়া বৃদ্ধাটি স্থির হইল। এরূপ ভয়ানক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল যে, বৈদ্য-নাথ স্পন্দরহিত হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধাটি কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া অকস্মাৎ এরূপ অনৈসর্গিক স্বরে হাসিল, যে অট্টহাসের বিকট শব্দে ও বৃদ্ধাটির ভঙ্গিতে বৈদ্যনাথের হৃৎকম্প হইল। কি কঠিন পঞ্চমস্বর! কি গলদেশ বাঁকাইবার ভঙ্গি! কি চক্ষের বিভীবিকা! যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। হাস্যের হীঃ হীঃ শব্দে চতুর্দিক পূরিল। নিকটস্থ তরু শাখাস্থিত সুপ্ত পক্ষিচয় চমকিয়া ফর ফর করিয়া পক্ষ নাড়িয়া উড়িয়া উঠিল। বৃদ্ধার নৃকপালাসন তাহার শরীর হিন্দোলে মড় মড় করিল। বোধ হইল যেন তাহারাও হাসিল। রক্তনয়না, ভীষণ-বৃদ্ধা হাস্যান্তে বলিল। "বৈদ্যনাথ, বরদার পিতা, সনদ্বীপের জমীদার ও মহাজন" এ কথা গুলি এত শীঘ্র বলিল যে বৈদ্য-নাথ কিছু বুঝিতে পারিল না। আবার আরম্ভ করিল। "অনুপরামের ভগ্নী অরুন্ধতী!—তোমার পুত্র বরদাকণ্ঠ!—ও

তোমার সরকার গোবিন্দ!—যাও সনদ্বীপের অধিকারী যাও। আমি দুঃখিনী, অনাথা, দুর্ভাগা, কুৎসিতা, বৃদ্ধা। যাও বরদা-কণ্ঠের পিতা যাও। আমার রূপ নাই, যৌবন নাই, ধন নাই। বৈদ্যনাথ যাও দূর হও। এক কালে আমার রূপও ছিল, ধনও ছিল, যৌবনও ছিল। যাও এখন আমার সেবা কেন করিবে। দূর হও। দূর, দূর, দূর, পাপ, নরাধম, পিশাচ, পাষণ্ড, পঞ্চম-পাতকী, মূঢ়। মূঢ়, মূঢ়, মূঢ়ঃ—হীঃ হীঃ হীঃ হীঃ” বৃদ্ধাটী আবার হাসিল; সেটী হাস্য নহে, সে যে ডাকিনীর হুঙ্কার। বৈদ্যনাথ নির্জীব স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। “ভাবি-লেন এ আমাকে কি প্রকারে জানিল। এ অরুন্ধতীকেও জানে। বরদাকণ্ঠকেও জানে।” বৃদ্ধাটী বলিল। “বরদার বাপ, অরুন্ধতীর শ্বশুর, গোবিন্দের প্রতিপালক, দূর হও। আমি এখন অনাথা, আমাকে কেন স্থান দিবে? কচুরায় থাকিত ত তাহার রেবতীকে চিনিত। পাপ প্রতাপাদিত্য। পাষাণ হৃদয়। বসন্তরায় জানে রেবতী কেমন রূপসী। এই কপালে সিন্দূর দিলে কি শোভা পায়?” রেবতী উঠিল। বৈদ্যনাথ, রেবতী উঠিয়া তাহার দিকে আসা উপক্রম দেখিয়া সিহরিলেন ও অল্পে অল্পে পশ্চাতে সরিতে লাগিলেন। রেবতী বৈদ্য-নাথের দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না। আপন মনে ছিন্ন বস্ত্র-গুলির মধ্যে শুষ্ক, দীর্ঘনখ বিশিষ্ট দীর্ঘকাষ্ঠফলকের মত হাতটি দিয়া বস্ত্রগুলি উলটাইতে লাগিল। ক্ষণেক এইরূপ করিয়া ক্রমে বস্ত্র এক একটি করিয়া হস্তে তুলিয়া তাহার প্রতিকোণ দেখিতে লাগিল। ছিন্ন, মলিন, বস্ত্র খণ্ডগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। তাহার প্রত্যেককে উঠাইয়া দেখিতে লাগিল। দশ বার

খানা টুকরা উঠাইয়া একবার লাফাইয়া উঠিল। উর্দ্ধে কর-তালিত্রয় দিয়া আসনটী তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসনে আসিয়া বসিল। যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া করে জপ সংখ্যা রাখিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ একদৃষ্টে তাহার প্রতি লক্ষ করিয়া রহিলেন। এক মুহূর্ত মধ্যে রেবতী আবার চাহিল। বৈদ্যনাথের চক্ষে তাহার চক্ষু মিলিল। সে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল। "তুই কে, কেন এখানে আসিয়াছিস্? দূর হ, দূর হ, দূর হ।" বৈদ্যনাথ এতক্ষণে বুঝিলেন এটা উন্মত্তা। এত রাত্রে সে স্থান হইতে কোথায় যাই ভাবিয়া সেই স্থানে বসিলেন। বৈদ্যনাথকে বসিতে দেখিয়া রেবতী বলিল "বৈদ্যনাথ, আমার প্রিয়, আত্মীয়, বস, তোমাকে মন্ত্র দিব। আমার শিষ্য হও।" বৈদ্যনাথ কোন উত্তর করিলেন না। রেবতী বলিল। "ভয় করিও না। আমি তোমাকে শিষ্য করিলাম। তোমার পুত্র বরদাকণ্ঠ, অনুপরামের ভগ্নী অরু-ন্ধতী, তোমার সরকার গোবিন্দ, একত্র হইয়া তোমার মাথা খাইতেছে। কড় মড় করিয়া চিবাইতেছে। আমি দেখিয়া আই-লাম। তুমি নিতান্ত মূর্খ। কোন কিছুই বোঝ না। আহাঃ উঃ কি দাঁতের জোর। বাপরে বাপ। আঁ, আঁ, আঁ, আঁ।" রেবতী এমত কাতর স্বরে আর্তনাদ করিল ও এমত মুখের ভঙ্গী করিল যে বৈদ্যনাথ ভাবিল, বুঝি তাহার কোন উৎকট যাতনা উপ-স্থিত হইয়াছে। রেবতী অতি বিকটে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া নাসিকাগ্র সঙ্কুচিত করিয়া কুটিল ভ্রূদ্বয় আরও কুটিল করিল। ক্ষীণ শরীর যেন যাতনায় বক্র হইল। শুষ্ক কুক্ষি আরও ব্যাবৃত্ত হইল। রেবতীর ক্রমে কষ্ট বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অব-

শেষে একবার অঙ্গটি ব্যাবৃত্ত করিয়া টলিল। অমনি বৈদ্যনাথ ব্যস্তে অগ্রসর হইয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাহাকে ধরিতে গেলেন। বৃদ্ধাটি সিহরিয়া বলিল "দেখিস্ আমাকে ছুস্‌নি, দূর দূর।" বৈদ্যনাথ অমনি ভয়ে জলৌকার মত হস্ত সঙ্কুচিত করিলেন। রেবতী বলিল "অরুন্ধতীকে স্থান দিবে বই কি, সে যে যুবতী, রূপসী, রাজকন্যা। তোমার পুত্র তাহাকে প্রেয়সী করিয়াছে। আমাকে কেহই জিজ্ঞাসা করে না। আমার যখন বয়স ছিল, তখন একদিন বঙ্গের রাজাও আগ্রহে কটাক্ষ করিয়াছিল। তখন আমি সাড়ী পরিতাম। সে দিন কোথা গেল? আমার হাতে সোণার কঙ্কণ ছিল। আহা যে দিন বসন্তরায় আমাকে কচুবন হইতে বাহির করিল। আমার কতই মান করিল। সে দিন আর আসিবে না, আসিবে না; যা যায় আর আসে না, পোড়া মন কিন্তু ভোলে না। ভোলে না, ভোলে না, কি মজা ভোলে না, তাই বলি বৈদ্যনাথ ভুলো না। এ বুড়ি রেবতীকে ভুলো না। এই স্তনদ্বয়। আহা যখন কচুবনে ছিলাম, এই স্তনদ্বয় বসন্তরায়ের কুমারকে জীবন দিয়াছে। আমার বক্ষের রক্ত দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছি। সে এখন কোথায়। আমি কোথায়। আমি কোথায়! আমি কোথায়।" ক্রমে রেবতীর চক্ষুর্দ্বয় ঘুরিতে লাগিল ও ক্রমে উচ্চৈঃস্বরে বলিল। "আমি কোথায়।" বনে সে ভীমশব্দ ঘোষিল! 'আমি কোথায়।' রোষপরবশ হইয়া রেবতী দক্ষিণ করতল বিস্তারিয়া বৈদ্যনাথের মুখের কাছে নাড়িতে নাড়িতে বলিল "আমি কোথায়। আমি কোথায়। বল না আমি কোথায়। শুন্‌তে কি পাও না? কেন শুনিবে। এ যে দুঃখিনীর ডাক। তুই

শুনিস্ না। কিন্তু সে” বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা ঊর্দ্ধে দেখাইয়া “শুনিতেছে। ঐ দেখ দেখা দিল।” বলিয়া করপুটে প্রণাম করিল। বৈদ্যনাথ চমৎকৃত হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি করিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। রেবতী বলিল। “তোরা ধনী, তোরা বিষয়ী, তোরা কি ওকে দেখিতে পাবি?”। বৈদ্যনাথ এতক্ষণ পরে মুখ খুলিয়া বলিলেন। “কাকে দেখিতে পাইব। তুমি কাহাকে দেখিতেছ?” রেবতী বলিল। “ওরে এ যে কথা কহিতে জানে। তুই এখানে কেন এসেছিস? তোর ছেলেকে খুঁজিতে এসেছিস্? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।” করিয়া হাসিল। বলিল “আমারও ছেলেকে আমি কত খুঁজেছিলাম। সে কোথায় গেল, কেবা জানে। সকলে বল্লে সে স্বর্গে গেছে, আমি তাই স্বর্গে এসেছি কিন্তু সে বেটাকে দেখি না। তোর ছেলে কিন্তু নরকে গেছে। গেডিজে গেছে। খ্রীস্তান হবে। তুই বুড়ো হাঁ করে বসে থাকবি। তখন আমার মত হবি। কলসীর ঘর করবি। সোলটা মাতায় বসবি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।” রেবতী আবার হাসিল। খল খল শব্দে জগৎ পূরিল। বৈদ্যনাথ সিহরিল। ভাবিল, এত বড় সহজ উন্মাদ নহে। কিন্তু এ যাহা বলে তাহা নিতান্ত প্রলাপ নহে। অবশ্যই ইহার কোন মূল থাকিবে। এ আবার অরুন্ধতীর সকল সমাচারই জানে, বরদাকেও জানে। ভাল ইহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক্। দেখি এ অরুন্ধতীর ধর্ম্মের বিষয়ে কি বলে।” বলিলেন “রেবতী আমাকে তুমি কিমতে চিনিলে!” রেবতী বলিল। “হাঃ হাঃ তুমি আমাকে চেন না। তোমরা ধনী, বড় লোক। কেনই বা চিনিবে, তোমাদের কাছে কত লোক যায়, আসে। তাতে

আবার আমার রূপ নাই। কেনই বা মনে রাখিবে। আমি অরুন্ধতীর মত রূপসী হইতাম, আমার কটাক্ষ থাকিত, আমার স্তনদ্বয় উচ্চ থাকিত, আঃ ইহারা শুষ্ক হইয়াছে। আমার কিন্তু দিব্য চামরের মত কেশ আছে। এখনও মনে করিলে তোমার মন হরণ করিতে পারি। বুঝি তোমায় মোহিত করিয়াছি। নতুবা তুমি কেন আমায় জিজ্ঞাসা করিবে। তুমি আমায় ভাল বাস? আমি তোমাকে বিবাহ করিব।" বৈদ্যনাথ সিহরিল। রেবতী তাহা লক্ষ করিল না। বলিল "আমি মরিলে তুমি সহমরণ যাইবে। আহা এ কেমন মজা। সতী স্ত্রীই লোকে দেখে। এ যে সতী স্বামী দেখিবে। হীঃ হীঃ হীঃ হীঃ।" বলিল "আমি হাতে শাঁখা পরিব, কপালে সিন্দূর দিব।" বলিয়া নৃকপাল খণ্ডস্থিত জলের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিল "বা সিন্দূর দিলে এ ললাট কি শোভিবে। এস সিন্দূর পর" বলিয়া উঠিল ও আবার বস্ত্র সব খুঁজিতে লাগিল। সিন্দূর পাইল না। রোষে বলিল। "দূর হ। সিন্দূর নাই, তবে মাটির টিপ পরিব" বলিয়া নৃকপাল হইতে একটু জল লইয়া ভূমে ঘসিয়া একটি মাটির টিপ পরিল। বৈদ্যনাথ বলিলেন। "রেবতি! তুমি আমাকে কিমতে চিনিলে? আমাকে কোথায় দেখিয়াছ? বল আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

রেবতী বলিল। "সত্য বল দেখি তোমার কি কেবল ইহা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে, না আর কিছু মতলব আছে, মিথ্যা বলিও না। আমি সব জানিতে পারি।"

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "আমার আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা আছে, ভাল বল দেখি অরুন্ধতী এখন কোথায়?"

রেবতী বলিল। "নরকে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে।" বৈদ্যনাথ দেখিলেন যে রেবতী স্পষ্ট কোন কথার উত্তর দিবে না। বলিলেন, "গোবিন্দ কোথায়?"

রেবতী বলিল। "গোবিন্দ বড় ভদ্রলোক। তোমার পুত্র বরদার সঙ্গে আছে, অরুন্ধতীর রূপে তোমার পুত্র মোহিত হয়েছে। তাহার অনুসরণ করে নরকের নিকট গিয়াছে। না না। এখন সেও নরকে, গেডিজে। গেডিজ বড় ভয়ানক কেল্লা। ফিরিঙ্গির কেল্লা। নবম নরক। যমের দ্বারের পাশে। বড় পবিত্র স্থান। মেলাই ফুল আছে। সদ্গন্ধ মিষ্ট। আমি যাইব। আমাকে পাপেরা বন্ধ করিতে পারিবে না। আমি কাহাকেও ভয় করি না। কিসের ভয়? আমি মনে করিলে সংসার জ্বালাইতে পারি। আমার মুখে আগুন জ্বলে। ফু ফু ফু। জ্বলে গেলে? আমার বুক জ্বলচে। বাপরে বাপ।" বৈদ্যনাথ কেবল স্বার্থ সাধন আশয়ে মাঝে মাঝে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ও রেবতীর প্রলাপ মিশ্রিত কথা হইতে কিছু কিছু সমাচার পাইলেন। সে সব একত্রিত করিলে এইরূপ শুনায়। 'রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা। পূর্বে মহারাজ বসন্তরায়ের আশ্রয়ে ছিল। তাঁহার নবকুমারকে অত্যন্ত যত্ন করিত। আপনি তাহাকে স্তন দিয়া প্রতিপালন করিত। মহারাজ বসন্তরায় যখন যশোরের রাজা ছিলেন, একবার বিষয়কর্মের অনুরোধে গ্রামান্তে প্রায় দুই মাস থাকিতে হয়। প্রতাপাদিত্যের তখন বয়ঃক্রম প্রায় পঁচিশ বৎসর। তাহার পিতার পরলোকাবধি তাহার খুড়া মহারাজ বসন্তরায় রাজ্য করেন। প্রতাপাদিত্য তখন বিদ্যাভ্যাস করিতেন। খুড়ার অবর্তমানে

এক দিন কতকগুলি দস্যু লইয়া মহারাজ বসন্তরায়ের অন্তঃ-পুরে বলপূর্বক প্রবেশ করেন ও রাজ্যলাভাশয়ে মহারাজ বসন্তরায়ের একমাত্র দুগ্ধপোষ্য বালককে নষ্ট করিতে উদ্যোগ পান। তাঁহার মতলব বুঝিয়া কমলা দেবী রেবতীর ক্রোড়ে নবকুমারকে দিয়া তাঁহাকে স্থানান্তরে পলায়ন করিতে বলেন। প্রতাপাদিত্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সকল মহিলা-গণকে বদ্ধ করিল ও বসন্তরায়ের নবকুমারের অন্বেষণে প্রত্যেক ঘর ফিরিল কিন্তু কোথায় তাহার দেখা পাইল না। অবশেষে কতক অর্থ সংগ্রহ করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। বাহিরে আসিয়া কোন দুষ্ট লোক হইতে জানিল যে রেবতী নবকুমারকে লইয়া অন্তঃপুরের উদ্যানে লুকা-ইয়াছে। প্রতাপাদিত্য পর দিন ধনুর্বাণ হস্তে উদ্যানে নব-কুমার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত উপবন তন্ন তন্ন করিয়া দেখিল। কিন্তু কোথাও রেবতীর দেখা পাইল না। রেবতী দূর হইতে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া প্রতাপা-দিত্যকে উদ্যানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একটি অন্তর্দার দিয়া অতি গুপ্তভাবে নবকুমারকে লইয়া বনে পলাইল। সেখানে নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া একটী অপরিষ্কার পগারের ভিতর, কচুগাছের বনে ক্রমান্বয়ে তিন দিন নবকুমারকে লইয়া রহিল। তিন দিন আহার নিদ্রা নাই, কেবল প্রতাপাদিত্যের ভয়। স্তন্যদুগ্ধে কুমারটি পালন করিল। আপনার অঞ্চল দিয়া তাহাকে দুষ্ট মশক ও মক্ষিকা হইতে রক্ষা করিল। রাত্রি হইলে নব-কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া শিশির ও শীত হইতে তাহাকে রক্ষা করিল। কোন ক্রমে নব-কুমারের কষ্ট হইল না। তৃতীয়

দিন বেলা দেড় প্রহরের সময় দূর হইতে কমলাদেবীর ক্রন্দনধ্বনি ও বসন্তরায়ের ‘রেবতী রেবতী’ বলিয়া ডাক শুনিয়া রেবতী উত্তর দিল, কিন্তু আহারাভাবে ক্ষীণস্বর হওয়ায় তাহার ধ্বনি তাঁহারা শুনিতে পাইলেন না। সে দিনের প্রায় সন্ধ্যার সময় সমস্ত বন তন্ন তন্ন করিয়া চার পাঁচ শত লোকের দ্বারা অন্বেষণ করায়, অবশেষে এক জন রাজপুরুষের চক্ষে পড়িলেন, সে লম্ফ দিয়া আনন্দে চীৎকার করিয়া হাস্যমুখে নবকুমারকে কোলে করিয়া বলিল, পাইয়াছি, পাইয়াছি। সকলে শব্দমাত্র সেই দিকে আসিল। কমলাদেবী দ্রুতপদে আসিয়া নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ঘন ঘন মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। বসন্তরায় রেবতীকে স্বয়ং হাত ধরিয়া তুলিয়া তাহার যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষার পর প্রশংসা করিলেন ও আপনার রথে আরোহণ করাইয়া ঘরে গেলেন। প্রতাপাদিত্য বসন্তরায়ের প্রত্যাগমন শুনিয়া যশোর ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলায়ন করিলেন। বসন্তরায় পরে আপন ঘরে আসিয়া প্রতাপাদিত্যের অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। সকলকে বলিলেন দেখ, যেন তাহাকে কষ্ট দিও না। তাহাকে বল, ‘সে যেন অনর্থক রাজ্য-লাভাশয়ে এত বিকট পাপে হস্ত লিপ্ত না করে। আসিয়া আপনার পিতার আসনে বসুক, আমি বংশ পরম্পরাগত নিয়মের অধীন হইতে চাহি না, রাজ্যও চাহি না।’ প্রতাপাদিত্য তিন বৎসর পরে যশোরে আসিয়া দেখা দিলেন, বসন্তরায় তাহাকে যশোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া আপনি রায়দুর্গে গিয়া আপন পুত্র সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার নবকুমার কচুবনে রক্ষা পাওয়ায় তাহার নাম কচুরায় রাখিলেন।

রেবতী বসন্তরায়ের জীবদ্দশায় সুখে রায়গড়ে বাস করিল। বসন্তরায়ের মৃত্যুর পর এক দিবস চন্দ্ররেখা কুঞ্জে পুষ্পচয়নে গিয়াছিল, সেই দিন তথায় প্রতাপাদিত্যের সহিত সাক্ষাৎ হয়। সেই কুঞ্জে একাকী রেবতীকে পাইয়া তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করে। পরে তাহাকে বলপূর্ব্বক রায়গড় হইতে ধরিয়া লইয়া সনদ্বীপে ছাড়িয়া দেয়। একাকিনী দুঃখিনী রেবতী সনদ্বীপে ইতস্তত বেড়াইয়া মনের দুঃখে উন্মাদ হয়। আহারাভাব ও নানা মানসিক ও শারীরিক কষ্টে অকালবৃদ্ধা হইয়া জীর্ণা শীর্ণা শ্রীভ্রষ্টা হয়। রেবতী তাহার পুরাতন বৃত্তান্তটি বলিতে প্রায় রাত্রি শেষ করিল। বলবতী কল্পনাবলে পূর্ব্বের সকল অবস্থা হস্তপদাদি চালনে বৈদ্যনাথের প্রত্যক্ষপ্রায় করিয়া দিল। বৈদ্যনাথও তাহার কারুণিক বৃত্তান্তে নিতান্ত আর্দ্র হইলেন। বৃত্তান্ত বর্ণনে কত অসঙ্গত কথাই রেবতী কহিল, তাহা বৈদ্য-নাথের মনেও রহিল না। তিনি কেবল প্রতাপাদিত্যের বসন্তরায়ের প্রতি অকারণ জাতক্রোধ ও অমানুষী আচরণ ভাবিয়া নিতান্ত চমৎকৃত হইলেন। এতক্ষণে বুঝিলেন যে, অভাগিনী রেবতীর উন্মাদের যথেষ্ট কারণ আছে, তাহাকে আপনার ঘরে লইয়া যাইতে কত চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু অবোধ রেবতী তাহায় কর্ণপাতও করিল না। আপন মনে প্রলাপ করিতে লাগিল ও মধ্যে মধ্যে এক একবার বৈদ্যনাথকে শাপ দিতে লাগিল। দোষের মধ্যে রেবতী এক দিন বৈদ্যনাথের অন্তঃপুরে যাইয়া আহার করিতে চাহায়, বৈদ্যনাথ তাহাকে অজ্ঞাত-জাতিকুল জানিয়া প্রাঙ্গণে বসিয়া আহার করিতে বলিয়াছিলেন। রেবতী ব্রাহ্মণকন্যা জ্ঞানে সেটি অপমান

বোধ করেন ও অভিমান করিয়া অনাহারে বৈদ্যনাথের গৃহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন। বৈদ্যনাথ কত সাধ্য সাধনা করেন, রেবতী কিছুতেই প্রত্যাগমন করিল না। রেবতীর প্রলাপ-বাক্য হইতে অরুন্ধতী ও বরদাকণ্ঠ গেডিজ কারাগারে ফিরিঙ্গি-দস্যু দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও সঙ্কলিত হইল। রাত্রি অতি অল্প অবশিষ্ট ছিল বলিয়া কথোপকথনে রেবতীর বিচিত্র দুর্গে বসিয়া রহিলেন। আগমনের সময় রেবতীকে পুনর্বার আহ্বান করিলেন, তাহাতে রেবতী তাহাকে ভূরি তিরস্কার করিল। অরুণোদয়ে বৈদ্যনাথ বিচিত্র হাঁড়ির ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, রেবতীও ক্রমে ক্রমে আপনার হাঁড়ি গুলি লইয়া বনের অপর প্রান্তে গিয়া সাজাইতে লাগিল। তাহার নিত্যকর্মই এই। প্রত্যহ প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই প্রহর পর্যন্ত আপনার হাঁড়িগুলি বহিয়া স্থানান্তরে ঘর করিত। দুই রাত্রি এক স্থানে কদাচ বাস ছিল না। বাসস্থান অতি নিভৃত জনশূন্য দুর্গম বনে হইত। বেলা দুই প্রহরের পর গ্রামে গিয়া কাহার গৃহে অল্পে মিলিত ত উদয় পূরণ করিত। বৈকালে বনে বনে পর্যটন করিত, পরে রাত্রি দেড় প্রহরের পর আপন বিচিত্র দুর্গে আসিয়া নৃকপালাসনে বসিয়া রাত্রি যাপন হইত, আবার প্রাতে হাঁড়ি স্থানান্তরে নাড়া হইত। বৈদ্যনাথ রেবতীর আবাস ত্যাগ করিলেন, পশ্চিমাভিমুখে চলিলেন। মনে মনে বরদার কষ্ট সব চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাত্রিতে স্বকর্ণে ফ্রান্সিস্কো-প্রভৃতির ‘সূর্পণখা’ পরাজয় শুনিয়াছিলেন, আবার তাহাদিগের মুখেই এক জন রূপসী স্ত্রী ও দুই জন পুরুষ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও শুনিয়া-

ছিলেন। আবার রেবতীর মুখে শুনিলেন যে, অরুন্ধতী, বরদা ও গোবিন্দ গেডিজে কারারুদ্ধ হইয়াছে। এই সকল চিন্তা করিয়া ভাবিলেন, 'একবার গেডিজে যাই। দেখি, সত্য যদি বরদা কারারুদ্ধ হইয়া থাকে ত তাহাকে মুক্ত করি।' আবার ভাবিলেন, না, আগে বেঞ্জামিনের ঘরে যাইয়া সূর্পণখার মালা-মাল সব স্বচক্ষে দেখিয়া আসি। ভাবিলেন, আমাকে দেখিলে তাহারা ভীত হইয়া অবশ্য দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিবে।' এই চিন্তায় বেঞ্জামিনের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমে তাহার দ্বারে আসিয়া পৌঁছিলেন। দেখেন বেঞ্জামিন স্বয়ং দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

বৈদ্যনাথ তাহাকে দেখিয়া বলিলেন। "বেঞ্জামিন! এত প্রত্যূষে যে দ্বারে দাঁড়াইয়া?"

বেঞ্জামিন বলিল। "বৈদ্যনাথ! কুশল ত? তুমি যে এত প্রত্যূষে? তুমি কি কাল এখানে ছিলে?"

বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন, তাহাকে এই কথাগুলি বলিতে, যেন কিছু চঞ্চল দেখিলেন। বেঞ্জামিন ফলত বৈদ্যনাথকে এত প্রত্যূষে সেখানে দেখিয়া কিছু ভীত হইল। ভাবিল, বুঝি বৈদ্যনাথ সকল সমাচার পাইয়াছে ও লোকবল লইয়া বলপূর্বক সূর্পণখার দ্রব্যাদি ফিরিয়া লইতে আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন। "না আমি অদ্যই আসিয়াছি, কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "জাহাজের কোন খবর আছে?"

বৈদ্যনাথ বলিল। "হাঁ অদ্য রম্ভা হইতে দ্রব্যাদি স্বয়ং

থাকিয়া নামাইব বলিয়া আসিয়াছি। রম্ভাতে গঞ্জালিসের ভ্রাতার কি কিছু মাল আছে?”

বেঞ্জামিন বলিল। “রম্ভা কবে ঘাটে আসিয়াছে। আমিত কোন সমাচার পাই নাই। আমার নিজের তাহাতে অনেক মাল আছে ও গঞ্জালিসের ভ্রাতারও অনেক মাল আছে।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “রম্ভা কাল বৈকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “রম্ভাতে কে কে চড়নদার আসিয়াছে, তাহার কোন সমাচার পাইয়াছ?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “না আমি এখন সে সমাচার কিছু পাই নাই।”

বেঞ্জামিন বলিল। “চল না দেখা যাগ। আমার স্ত্রী ও দ্বিতীয় পুত্রের অতি শীঘ্র আসিবার কথা ছিল। তোমার ‘বিদ্যুৎ-দ্যুতিতে’ কেহই আইসে নাই। তাই বোধ হইতেছে অবশ্য আসিবে।”

বৈদ্যনাথ বলিলেন। “চল যাই” বেঞ্জামিন অগ্রসর হইল। বৈদ্যনাথ তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। দুই চারি পা অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথ বলিলেন “বেঞ্জামিন আমি পথশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, তোমার বাটীতে একটু বিশ্রাম করিতে চাহি। চল একটু বিলম্বে যাইব।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ভাল, তবে ঘরে চল।” বেঞ্জামিন ফিরিল। অগ্রসর হইয়া বৈদ্যনাথের হাত ধরিয়া সম্মান পূর্বক আপন বাটিতে লইয়া গেল। এক ঘরের পর্যঙ্কে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে ঘরে আনিল বটে, কিন্তু তাহার

কিছু সন্দেহ জন্মিল। ভাবিল, 'বুঝি বৈদ্যনাথ রাত্রের ব্যাপার জানিয়াছে' আবার ভাবিল, 'জানিয়া থাকে জানিয়াছে? আমার ঘরে দ্রব্যাদি আসিয়াছে, তাহাই বা কি মতে জানিবে?' বৈদ্যনাথ পর্যঙ্কে বসিয়া একবার ঘরের চতুর্দিকে পর্যবেক্ষণ করিলেন। বেঞ্জামিনের বক্ষোবেপন বৃদ্ধি পাইল। ভাবিল, 'বুঝি বৈদ্যনাথ জানিয়াছে' আবার তাহা কি রূপে জানিবে, ভাবিয়া মনকে স্থির করিল। বৈদ্যনাথ ঘরের চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া পর্যঙ্কে শয়ান হইলেন। পর্যঙ্কের পার্শ্বে একখানি পাদপীঠে বেঞ্জামিন বসিল। পথশ্রমে, সমস্ত রাত্রি জাগরণে আর মনের চিন্তায় বৈদ্যনাথের শরীর নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছিল। বৈদ্যনাথ শয়ান হইলে সুখ বোধ হইল, ক্রমে তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইতে লাগিল, ক্রমে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত হইল, ক্রমে বৈদ্যনাথ অকাতরে নিদ্রিত হইলেন। বেঞ্জামিন বৈদ্যনাথকে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত দেখিয়া অল্পে অল্পে আপন আসন ত্যাগ করিল। একবার ঘরের দ্বারের দিকে দেখিল, আবার গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ বসিয়াই আবার উঠিল, উঠিয়া ঘরের বাহিরে গেল। কতক্ষণ পরে আর একবার দ্বারের নিকট হইতে সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, বৈদ্যনাথ সুখনিদ্রায় সুপ্ত আছে। বাহিরে চলিয়া গেল। বাহিরে গেলে, পথে ভিক্রুসের সঙ্গে দেখা হইল।

ভিক্রুস অতি দ্রুতপদে বেঞ্জামিনের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। "বেঞ্জামিন! সমূহ বিপদ! গতকল্যকার ব্যাপার অদ্য বৈদ্যনাথের কুঠিতে খবর হইয়াছে, সূর্পণখার সকলকে ছাড়িয়া দেওয়া বড় যুক্তিসিদ্ধ কর্ম হয় নাই। আমি কত নিষেধ করিলাম, কেহই তখন শুনিলে না।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তোমার যেমত বিদ্যা? তাহাদিগকে ছাড়িয়া না দিয়া কি করি? ঐ ফ্রান্সিস্কো অমনি তিনটেকে ধরে এনে মিছে গেডিজে পূরিয়াছে। শুদ্ধ যদি ছুঁড়ীটাকে এনে ক্ষান্ত হত ত ভাল ছিল, এ ছোঁড়া হতে কি হবে?"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, ছোঁড়া হতে আশু উপকার হবে। সেটা বৈদ্যনাথের ছেলে। এখনি বৈদ্যনাথ সমাচার পেলে, বহু ধন দিয়া উদ্ধার করে লয়ে যাবে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "বৈদ্যনাথ যে আমার ঘরে শুয়ে আছে, সে বুঝি এ সমাচার জানে না।"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, সে আবার জানে না, সেই ত বিপদ উপস্থিত করেছে?"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি বিপদ?"

ভিক্রুস বলিল। "সূর্পণখার চড়নদারেরা এখন সব বৈদ্যনাথের গদিতে এসে খবর দিয়েছে। বুড় জন অত্যন্ত চটেছে। সে বলে, 'আমায় যদি সময়ে মান্দ্রাজে না পৌঁছে দেও ত আমি খেসারত ধরে লব। সূর্পণখার অধিকারী রামময় গদিতে বলিয়াছে যে, আমি ফ্রান্সিস্কো ও বেঞ্জামিনকে চিনিয়াছি, আর বেঞ্জামিনের পিঠের উপর এক ঘা কুঠার মারিয়াছি, তাহার খুব চোট লাগিয়াছে; তাহাকে ধরিতে পার ত আমি সে চোট দেখাইয়া দি।' গোমস্তা ভজহরি কাল রাতে বৈদ্যনাথের ঘরে গিয়াছে, এখন আসে নাই, তাই বৈদ্যনাথের চোপদার কিছু করিতেছে না। দুজন সওয়ারকে দ্রুত বৈদ্যনাথের নিকট পাঠাইয়াছে, আর ছয় জন সওয়ারকে তোমার উপর নজর রাখিতে বলিয়াছে, তোমাকে কোথাও যাইতে

দিবে না; এখন লোক ফিরিলেই একটী ব্যাপার উপস্থিত হবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “সে লোক কখন গিয়াছে? আমার বোধ হয় বৈদ্যনাথ কোন সমাচার পায় নাই, তাহার কথা বার্তায় কোন চিহ্নত পাইলাম না?”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ, সে বৈদ্যনাথ, সে কি এখন রাগ প্রকাশ করে প্রাণটী হারাবে? সে আমাদের মত মূর্খ নহে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমাদের দোষ কি? মূল দোষ তোমার, তুমিই ত স্বর্পণখা আক্রমণ করিতে বলিয়াছিলে?”

ভিক্রুস বলিল। “স্বর্পণখা আক্রমণে আমাদিগের কি দোষ?”

বেঞ্জামিন বলিল। “তবে কি অকারণ সব কটিকে মারাই বিধেয় ছিল?”

ভিক্রুস বলিল। “মারা আবার অকারণ কোথা থেকে? রামময় যখন কোপটী ঝাড়্‌লে, তখন আবার অকারণ?”

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমার যেমন জ্ঞান? তুমি তাহার জাহাজ নেবে, তাকে মার্‌বে সে তায় কিছু বল্‌বে না? তাতে আবার তোমরা যে ব্যাপারটী করেছিলে, নেকাম করে মাছ বেচতে গেলে।”

ভিক্রুস বলিল। “মাছ না বেচলে, জাহাজের মুখে যেতে যে কেঁদ তোপ বসান ছিল? জানান দিয়ে কি অল্পে স্বর্পণখা মার্‌তে পার্‌তে?”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফলে কর্ম্মটী বড় ভাল হয় নাই।”

ভিক্রুস বলিল। “এখন উপায় কি? গঞ্জালিস এখানে নাই, পরিত্রাণের উপায় দেখ।

বেঞ্জামিন বলিল। “পরিত্রাণের ভয় কি? সব জিনিসগুলি ফিরিয়ে দিলেই এখন আপস হতে পারে।”

ভিক্রুস বলিল। “এতক্ষণে তোমার মত পরামর্শটী দিলে। তোমার মক্ক হওয়া কর্তব্য। যাও, তুমি আমাদিগের দল ছাড়, এ কর্ম তোমার নহে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “ভাল, তোমার কি মত।”

ভিক্রুস বলিল। “চল গেডিজে যাই, সে স্থানে সকলেই আছে পরামর্শ হবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমার ঘরে যে বৈদ্যনাথ একা সুপ্ত রহিল, তাহাকে ছাড়িয়া যাওয়া কি আতিথ্যের উচিত কর্ম?”

ভিক্রুস বলিল। “তোমার পুত্রকে তাহার নিকটে বসিতে বল, সেই তোমার বন্ধুর সেবা করিবে।”

বেঞ্জামিন ‘জন’ বলিয়া ডাকিতে, তাহার পুত্র আইলে তাহাকে বলিল। “জন! আমার ঘরে বৈদ্যনাথ সুপ্ত আছে। দেখ, যেন তাহার কষ্ট না হয়, সে জাগ্রত হইলে আমার জন্য অপেক্ষা করিতে বলিবে, আমি আসিয়া তাহাকে বিদায় দিব।”

জন বলিল। “আচ্ছা।” ভিক্রুস ও বেঞ্জামিন চলিয়া গেল।

একাদশ অধ্যায়।

"উত্তিষ্ঠধ্বং নরব্যাঘ্রাঃ ! সজ্জীভবত মা চিরম্ ।"

সূর্যকুমার ও মালিকরাজে সসজ্জ হইয়া অশ্বে রাত্রিযোগে রায়গড়াভিমুখে চলিলেন। ক্রমে রাজপথ পার হইয়া মাঠে পড়িলেন, মাঠ দিয়া কতক দূর অন্ধকারে যাইয়া মালিকরাজ বলিল "সূর্যকুমার তুমি কি রায়গড়ে যাইতে মাঠের পথ জান; আমিত তাহা কিছুই জানি না।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমি মাঠের পথ জানি না, কিন্তু এই মাত্র জানি বরাবর দক্ষিণ বহিয়া গেলে দ্বারির জাঙ্গালে পড়িব, রায়গড় দ্বারির জাঙ্গালের উপর।"

মালিকরাজ বলিল। "রাত্রি যে অন্ধকার, ইহাতে ত কিছু-মাত্র দিক্‌জ্ঞান হয় না। বরং এখন একটু আস্তে যাই, পরে চন্দ্রোদয় হইলে সব পরিষ্কার দেখা যাইবে, তখন দেখিয়া শুনিয়া শীঘ্র যাইতে পারিব। তুমিত এ পথে হজুরমলের সঙ্গে রাত্রিযোগে গিয়াছিলে, তোমার কি কিছু মাত্র স্মরণ নাই?"

সূর্যকুমার বলিল। "সে অন্ধকারে আমরা রায়গড় পার হইয়া অনেক পশ্চিমে গিয়া পড়িয়াছিলাম। আমি বলি বরং একটু বামদিক চাপিয়া যাওয়া যাক।"

মালিকরাজ বলিল। "তাহা হইলেইত ভাল হয়, কিন্তু বাম-দিকে কাদা ও জল। পূর্বদিকটা অত্যন্ত নাবাল জমী, বরং একটু ঘুরে যাওয়া ভাল, কিন্তু এ রাত্রে হজুরমলের মত কাদায় যাওয়া ভাল নহে।"

সূর্যকুমার বলিল। "সে দিনকার পরামর্শ কর। চল অশ্বের রশ্মি ছাড়িয়া দিই। অশ্ব আপন ইচ্ছায় যাইতে পাইলে ভাল পথ দিয়াই যাইবে।"

সূর্যকুমার আপন হস্ত হইতে বল্গা ফেলিয়া দিল। মালিক-রাজও আপনার অশ্বের বল্গা ফেলিয়া দিল। উভয়ে পার্শ্বা-পার্শ্বী হইয়া চলিল। উভয়ের অস্ত্রচয় ও রত্নসমূহের চাকচক্যে যেন গগনস্থ অশ্বিনীকুমারদ্বয় শোভিল। প্রভুভক্ত ঘোটকদ্বয় প্রভুর মন বুঝিয়া সান্নিধ্যে সুখ জ্ঞান করিয়া এত নিকট হইল যে, মালিকরাজ ও সূর্যকুমারের পাদে পাদে মিলিল। অশ্বে শরীরে মিলিল। অশ্বদ্বয় বল্গা শিথিল পাইয়া আপন মনে চলিল। ক্রমে পশ্চিম দিকে ভর দিয়া অন্ধকারে যাইতে লাগিল। মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! এখন ত আমরা রায়গড়ে পৌঁছিব, তাহার পর কি করা যায়?"

সূর্যকুমার বলিল। "রায়গড়ে গিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর সহিত সাক্ষাৎ করিব, পরে তাহাকে প্রতাপাদিত্যের পরামর্শ সব অবগত করাইয়া অনঙ্গপাল দেবকে সমাচার পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইব ও সৈন্যসামন্ত প্রস্তুত করাইয়া দুর্গ রক্ষা করিব।"

মালিকরাজ বলিল। "আর যদি আমাদিগের পৌঁছিবার পূর্বেই তাহারা গড়ে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কি করিবে?"

সূর্যকুমার বলিল। "তবে যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া ইন্দুমতী উদ্ধার করিতে হইবে। মালিকরাজ! তুমি আমায় আগমনকালে বলিলে যে, প্রতাপাদিত্যের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত, তাহা তুমি আমায় ভাঙ্গিয়া বলিলে না। আবার আগমনকালে তোমাকে অশ্রুপাত করিতেও দেখি-

লাম। তখন তোমাকে কোন কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম না, কিন্তু সমস্ত পথটি চিন্তায় কিছুই ভাল লাগিল না। মালিকরাজ এখন আমাকে এই সব ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে। তোমাকে সজলনয়ন দেখিয়া আমার মনটি কাঁদিয়া উঠিল। আমি মনে বিশেষ পীড়িত হইয়াছি, এখন আমাকে স্পষ্ট করিয়া তোমার মনঃ-পীড়ার কারণ বল, দেখি আমা হইতে যাহা হয়, তাহা করিতে ক্রটি করিব না।"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের কথায় নিতান্ত ব্যাকুল হইল। তাহার ইচ্ছা নহে যে সূর্যকুমারকে তাহার অশ্রুপাতের কারণ বলে। বলিল, "সখে! মালতীকে ত্যাগ করিতে হইল বলিয়া আমি অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। আমরা যে কর্মে প্রবৃত্ত হই-তেছি, তাহায় মালতী পুনর্লাভের আর কোন সম্ভাবনা নাই।"

সূর্যকুমার বলিল "কেন আমাদিগের রায়গড়ে যাওয়ার সঙ্গে তোমার মালতীর প্রেমের কি হানি হইল।"

মালিকরাজ বলিল। "তুমি বুঝিলে না? আমরা রায়গড়ের ব্যাপারের পর আর প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন হইতে পারিব না। মালতীরও সে মুখপদ্ম আর দেখিতে পাইব না।"

সূর্যকুমার বলিল। "যদি তোমার মনঃপীড়ার কারণ এত সহজ হয়, তবে চল আমি এইক্ষণেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছি।" সূর্যকুমার আপন অশ্বের বল্গা লইয়া তাহাকে উত্তরমুখে ফিরাইল। মালিকরাজ সূর্যকুমারকে অশ্ব ফিরাইতে দেখিয়া বলিল "সূর্যকুমার এত দূর আসিয়া ফিরিয়া যাওয়া ভাল হয় না। চল রায়দুর্গেই যাই।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ আমি জন্মেও যে কর্মে

তোমার কষ্ট জন্মে, তাহায় হস্তক্ষেপ করি নাই, করিবও না। আমার রায়গড়ে যাওয়া তত আবশ্যক হইতেছে না। তোমার স্বচ্ছন্দ বৃদ্ধি করা আমার একান্ত ইচ্ছা। আমি ইন্দুমতীর জন্য কিছু দুঃখিত হইতেছি বটে, কিন্তু সে কে? সে কিছু তোমাপেক্ষা আমার প্রিয় নহে। তোমায় কষ্ট দিয়া তাহার সুখ বৃদ্ধি করা আমার মনোনীত হইতেছে না; তাতে আবার তুমি আমার প্রাণতুল্য সখা, আমার হৃদয়বল্লভ। আগে তোমার স্বচ্ছন্দ লাভ করিয়া পরে অন্যের স্বচ্ছন্দে দৃষ্টি করা আমার উচিত।"

মালিকরাজ সূর্যকুমারের এই কথাতে কিছু আর্দ্র হইল। ভাবিতে লাগিল, 'এক্ষণে কি করি? স্পষ্ট সূর্যকুমারকে বলিতে পারিতেছি না, আবার না বলিলেও এক্ষণে আর কি রূপে কাটাই। ভাবিল, যদি এক্ষণে সূর্যকুমারের মতে মত দিয়া ফিরাই, তবে আমার বেতনের জন্য সুহৃদের বিশেষ অনুপকার করা হয়। হয় ত ইন্দুমতী গঞ্জালিসের হস্তে এতক্ষণে বন্দী হইয়াছে। ঈশ্বর জানেন, পাপ গঞ্জালিস তাহাকে কি আচারে রাখিয়াছে, আবার প্রতাপাদিত্যের কর-কবলে নিপতিতা হইলে, কি বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইবে। ভাবিলেন, আমি কি বিপদেই পড়িলাম? বিধাতা কেন আমাকে এ সকল জানিতে দিয়া আমার কষ্ট বৃদ্ধি করিতেছেন? পিতাই বা কি মনে করিবেন? ভাবিলেন, এ অবোধ বালক রহস্য গোপনে অশক্ত। গোপন করিলেও সমূহ বিপদ। এমত পাষণ্ড ত কখনই দেখি নাই? এ যে উষা ও ব্রহ্মার বৃত্তান্তের মত। এমত অনৈসর্গিক ব্যাপার কেহ কখন শুনে নাই। এ যে,

হয় ত চক্ষেই দেখিতে পাইব। কিন্তু আমি সকল অবগত থাকিয়া না বলিলে, এক ভয়ানক মহাপাতকের অংশী হইব। আমার কর্ত্তব্য ছিল, প্রতাপাদিত্যকে সকল প্রকাশ করিয়া বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত করা। পিতা এ সকল অবগত হইয়া কেন এরূপ অবোধের মত কার্য করিলেন?' অনেক চিন্তিয়া ভাবিল, 'আমার ভাঙ্গিয়া বলায় প্রয়োজন কি? এখন জেদ করিয়া সূর্যকুমারকে রায়গড়ে লইয়া যাই ও সুযোগ করিয়া ইন্দুমতীকে বাঁচাই, তাহা হইলেই ধর্ম্মরক্ষা হইবে ও ইন্দুমতী রক্ষা পাইবে।' মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার! এখন সে ভাবিয়া ফিরিলে ভাল হইবে না। চল, আমরা রায়গড়ে গিয়া দেখি যে কি হয়। যদ্যপি একান্ত আমাদিগের অস্ত্র ধারণ করা আবশ্যক হয়, তবে অস্ত্র ধরিব, নতুবা গুপ্তভাবে দূর হইতে যুদ্ধ দেখিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! তুমি যাহায় সন্তুষ্ট হও, আমায় তাহাই করিতে ইহবে, কিন্তু তোমার মুখের ভাবে আমি দেখিতেছি, মনে মনে নিতান্ত আকুল হইয়াছ। ভাল মালিকরাজ! তোমারই কথা বাহাল রাখিলাম।" বলিয়া অশ্ব পুনর্বার দক্ষিণ দিকে ফিরাইল। অশ্বদ্বয় আপন স্বেচ্ছা গমনের অনুমতি পাইয়া পশ্চিম দিক দিয়া চলিল। কিছু দূরের পর দ্বারির জাঙ্গালের উত্তর দিকের খালের উত্তর পাড়ে আসিয়া দাঁড়াইল। সূর্যকুমার দেখেন, সম্মুখে খাল। ক্রমে চন্দ্রোদয় হওয়ায় সম্মুখস্থ খালে বারো তেরো খানা অতি দীর্ঘ অপ্রশস্ত দ্বীপ দেখিতে পাইল। এক একটি প্রায় দুই শত হাত দীর্ঘ তিন হাত মাত্র প্রস্থে। গঠনে বোধ হয়, অত্যন্ত

অল্প ভর, দ্রুতগামী। এক একটিতে প্রায় চল্লিশটি ক্ষেপণি। প্রতিনৌকায় অগ্রও অন্তমূলে এক একটি করিয়া প্রায় ছয় হাত উচ্চ ধ্বজা। তাহায় একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চতুর্দিকে প্রায় ডের হাত পরিমাণের পতাকা। নৌকাগুলি খালের দক্ষিণ তীরে দ্বারীর জাঙ্গালে ছোট ছোট দণ্ডে বাঁধা। নৌকায় কেহই নাই। কেবল শেষে দুটি নৌকায় দুই জন বসিয়া তমাক খাইতেছে। সূর্যকুমার বলিল "মালিকরাজ এই লও তোমার গঞ্জালিসের দল। ইহারা বোধ হয় অনেকক্ষণ আসিয়াছে। এতক্ষণে বোধ হয় ইহারা রায়গড় মারিয়া লইল।"

মালিকরাজ চুপি চুপি বলিল। "একটু ক্ষান্ত হও, আমি অগ্রসর হইয়া সন্ধান লই।" মালিকরাজ অগ্র হইয়া নৌকা-ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল "গঞ্জালিসের সঙ্গে তোমাদিগের দেখা হইয়াছে।"

নৌকারক্ষক দাঁড়াইয়া বলিল। "আজ্ঞা হাঁ।" মালিকরাজ বলিল "অনুপরাম আসিয়াছিল।" সে বলিল "মহাশয় তিনি, আর একটি অশ্বারোহী, গঞ্জালিসের সঙ্গে আসিয়াছেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তাহারা কখন আসিয়া পৌছিল?"

কাণ্ডারী উত্তর করিল। "মহাশয় তাঁহারা প্রায় দুই দণ্ড পূর্বে আসিয়াছিলেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তাঁহারা কখন এ স্থান হইতে সৈন্য লইয়া গেলেন।"

কাণ্ডারী বলিল। "প্রায় আড়াই দণ্ড হইল।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমরা কয়খানা নৌকায় আসিয়া-য়াছ।"

কাণ্ডারী বলিল। "আমাদিগের দশখানা ছীপ আছে।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে তোমরা অনেকে আসিয়াছ। কে কে আসিয়াছে, ফ্রান্সিস্কো কোথায়?"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় ফ্রান্সিস্কো আসেন নাই, ড্যাকষ্টা আসিয়াছেন, আর আমরা দুইশত পঞ্চাশ জন লোক আছি।"

মালিকরাজ সিহরিল। বলিল "এত অল্প লোকে দশ-খানা নৌকা কি করিয়া চালাইবা।"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় গঞ্জালিসের আদেশ আছে। নয়খানাতে দ্রব্যাদি যাইবে। কেবল এক খানায় একশত আশী জন ক্ষেপণী ধরিবে ও যে কএকজন বন্দী আসিবে, তাহাদের সেই ছীপে বসাইয়া লইয়া যাইতে হইবে।"

মালিকরাজ বলিল। "কেন বন্দীর নৌকায় এত তরণ্ড দেও-য়ার উদ্দেশ্য কি?"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয়! কি তাহা জানেন না?"

মালিকরাজ বলিল। "আমি আজ একমাস প্রায় সনদ্বীপ ছাড়া, কাযেই সকল সমাচার জানি না। কেবল গঞ্জালিসের সঙ্গে অদ্য দেখা হওয়ায় সে আমাদিগকে আসিতে বলিয়াছিল।"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় বন্দীর মধ্যে কোন স্ত্রীলোক থাকিবার কথা আছে। তাহাকে লইয়া চার পাঁচ প্রহরের মধ্যে সনদ্বীপে পৌঁছিতে হইবে। একশত আশী তরণ্ডধারী না হইলে কি মতে যাওয়া যায়?" সূর্য্যকুমার অগ্রসর হইয়া বলিল। "এ ছীপে কয় জন তরণ্ডধারী বসিতে পারে।"

কাণ্ডারী বলিল। "চলুন ছীপটি দেখাই।" সূর্য্যকুমার বলিল। "তবে তুমি সে ছীপটি এপারে আন।" কাণ্ডারী

আপনার ছীপ হইতে সেই ছীপে যাইয়া সেটিকে ধ্বজি ঠেলিয়া খালের উত্তর কূলে আনিল। ছীপটির আকার দেখিয়া সূর্য-কুমার চমৎকৃত হইল। সেটি অতি দীর্ঘ অপ্রশস্ত। দীর্ঘ প্রায় চার শত হাত। তাহাতে আড়াই শত ক্ষেপণী লাগান আছে। নৌকার মধ্যে প্রায় তিন হাত উচ্চ স্থূল ধ্বজা। কাণ্ডারী বলিল। "তাহায় বন্দীদিগকে বাঁধা যায়।" নৌকাটি অতি সুগঠন।

মালিকরাজ বলিল। "এ ছীপ কতক্ষণে সনদ্বীপে পৌঁছে।"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় যদি সুবিধার প্রশস্ত গাং পাই আর আড়াই শত ক্ষেপণীধারী হয়, তবে দুই চার দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌঁছিতে পারি। কিন্তু আমাদিগকে অনেক ছোট ছোট খাল বাহিয়া যাইতে হইবে। আর আমাদিগের লোক অধিক আনা হয় নাই, তাই তিন চার প্রহর পৌঁছিতে লাগিবে।"

মালিকরাজ বলিল। "ইহারা কি কি অস্ত্র আনিয়াছে।"

কাণ্ডারী বলিল। "মহাশয় অস্ত্র বড় অধিক নাই। জন কতক ধানুকী, কুড়িজন তলবারীধারী, আর বাকী বরসাধারী।"

সূর্যকুমার বলিল। "কেন বন্দুক আনা হয় নাই।"

কাণ্ডারী বলিল। "জল পথে আসিতে হইয়াছে, তাতে আবার নৌকার ছত্রি নাই বলিয়া বন্দুক আনা হয় নাই। আবার পূর্বেকার মত সনদ্বীপে তখন আর তত বন্দুকও নাই। যাহা পূর্বে সংগ্রহ হইয়াছে ক্রমে ক্ষয় পাইয়াছে। আজকাল আমাদিগের লাভের কিছু হানি হইয়াছে। লোকজন প্রায় সতর্ক থাকে, আর মোগল বাদসার প্রহরী প্রায় সর্বত্রই বেড়ায়।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার নাম কি।"

কাণ্ডারী করপুটে অতি সম্মান পুরঃসর বলিল। "মহাশয়

আমরা অতি ছোটলোক, আপনারা মহৎ। বড়লোকের এমনি দয়াই বটে। মহাশয় আমরা আপনাদের এক কথায় কেনা গোলাম হই। আমাদের গঞ্জালিস বড় ক্রূর। মানুষকে মানুষ জ্ঞান করে না। আজ্ঞা, আমার নাম সোয়ারিস।” মালিকরাজ তাহার হাতে একটি মোহর দিল ও বলিল। “সোয়ারিস এইটি লও। জল খাইও।” সোয়ারিস কখন মোহর দেখে নাই। মোহরটি পাইয়া একেবারে আমোদে গলিয়া গেল, দুই হাত উপরে উঠাইয়া বলিল। “পরমেশ্বর তোমার ভাল করুন। মা দুর্গা ও মেরী তোমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। সেণ্ট ডোমিঙ্কো তোমাকে আশ্রয়ে রাখুন।”

মালিকরাজ বলিল। “এখান হইতে রায়গড় কতদূর?” সোয়ারিস বলিল। “মহাশয় প্রায় তিন পোয়া পথ হইবে। ঐ পোল দিয়া গেলে কিছু ঘোর হইবে। নতুবা বলেন তো এই নৌকায় আপনাকে পার করিয়া দিই।” সূর্যকুমার বলিল। “আমাদিগের ঘোড়া আছে অতি শীঘ্রই যাইব।” সোয়ারিস আশীর্বাদ করিল মহাশয়েরা জয়ী হউন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ অশ্ব চালাইয়া খালের তীর বহিয়া পোলের উপর উঠিলেন। পোল পার হইলে মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার এখন রায়গড়ে বরাবর না যাইয়া একটা যুক্তি করা বিধেয়।” সূর্যকুমার বলিল। “তোমার কি যুক্তি শুনি।” মালিকরাজ বলিল। “চল এ দস্যুদের পলায়নের পথ বন্ধ করি।” সূর্যকুমার বলিল। “কি করিয়া তাহা বন্ধ করিবে।” মালিকরাজ বলিল। “তুমি এই খানে দাঁড়াও আমি দ্রুত গিয়া সোয়ারিসকে নৌকা গুলি ওখান হইতে বহিয়া লইয়া রায়গড়ের পূর্বে এক নিভৃত

স্থানে লুকাইতে বলি।” সূর্যকুমার বলিল “তুমি মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। যাও যেমতে হয় শত্রু দমন করা বিধেয়।” মালিক অশ্ব ফিরাইয়া অতি বেগে নৌকার নিকট হইয়া বলিল। “সোয়ারিস পোলের নীচে আইস আমি নৌকা রাখিবার স্থান দেখাইয়া দিব। এ বড় ভাল স্থান নহে।”

সোয়ারিস মালিকরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিল। পোলের নীচে আইলে মালিকরাজ তাহাকে লইয়া দ্বারীর জাঙ্গাল দিয়া বরাবর উত্তর পূর্বে প্রায় এক পোয়া অন্তরে গিয়া বলিল। “দেখ ঐ ঝোপের ভিতর সব নৌকা আনিয়া রাখ। কর্ম সাঙ্গ হইলে আমি কিম্বা গঞ্জালিস ‘ঘোড়া ঘোড়া’ করিয়া চিৎকার করিলে উত্তর দিবা। তোমার বা তোমার সঙ্গীর নাম করিলে উত্তর দিও না।” সোয়ারিস ‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া নৌকা সব আনিতে গেল। মালিকরাজ ও সূর্যকুমার দুই জনে দ্বারীর জাঙ্গাল বহিয়া পশ্চিম মুখে চলিতে লাগিলেন। কিছু দূর পরে রায়গড়ের বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গড়ের দ্বার বন্ধ হইতেছিল। দ্বারী তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিল। “মহাশয়রা কে, কোথায় যাইবেন। আর কোথা হইতে আইলেন?।”

মালিকরাজ বলিল। “আমরা বর্দ্ধমান হইতে আসিতেছি, দক্ষিণ যাইব। বিদেশী, রাত্রি অধিক হইয়াছে, কোথাও আশ্রয় পাই নাই। এক্ষণে অতিথি হইতে তোমার দ্বারে আসিয়াছি।”

দ্বারী বলিল। “আজ যে অতিথির শেষ নাই। গ্রামস্থ লোক অপেক্ষা অতিথি অধিক। আজ এখানে স্থান হবে না। তোমরা স্থানান্তরে যাও” বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার উপক্রম করায় মালিকরাজ বেগে আপন অশ্ব দ্বারের ভিতর প্রবেশ

করাইল। অশ্বের অৰ্দ্ধেক শরীর গড় মধ্যে ও অৰ্দ্ধেক গড় বাহিরে রহিল।

দ্বারী রুষ্ট হইয়া বলিল। "এ যে বলপূর্ব্বক অতিথি হয়! কে তুমি? তোমার ত প্রকৃত অতিথির ন্যায় আচরণ দেখি। যে হও দ্বার মুক্ত কর, নতুবা যমদ্বারে পাঠাইব।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আপনিও প্রকৃত আতিথ্য-ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। ভাল সৎকার পাইলাম। এক্ষণে আমি কোন ক্রমে স্থানান্তরে যাইতে পারিব না। একান্ত দ্বার রুদ্ধ করিতে হয়, আমাকে নষ্ট কর। আমরা দুই জন বিদেশী, সমস্ত দিন পথশ্রমে নিতান্ত কাতর হইয়াছি। এক্ষণে আমরা আমাদিগের গমন মার্গ ত্যাগ করিয়া প্রায় দুই ক্রোশ পথ আশ্রয় লাভাশয়ে মহাশয়ের দ্বারে আসিয়াছি।"

দ্বারী বলিল। "তুমি কি লোক? বোধ হয় ব্রাহ্মণ হইবে, নতুবা অতিথি হইতে আসিয়া এত বল প্রকাশ করিতেছ কেন?"

মালিকরাজ বলিল। "অনুমান সত্য। আমি সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ।"

দ্বারী বলিল। "ব্রাহ্মণ, এত অস্ত্র শস্ত্রে আবৃত কেন?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় পথভ্রমণে আত্মরক্ষা প্রয়োজন। পথে অত্যন্ত দস্যুভয়।"

দ্বারী বলিল। "ব্রাহ্মণের মত সকল আচরণই দেখিতেছি, ইনি দস্যুভয়ে সাস্ত্র হইয়া পথে ভ্রমণ করিতেছেন, আবার গড় না হলে রাত্রি যাপন হবে না, ইহাও প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় সন্দেহ করিবেন না, আমি ব্রাহ্মণ বটি। ব্রাহ্মণ বলিয়া ধর্ম্মজ্ঞানে আশ্রয় দিন। আমরা

দুই জন কিছু আহার করিব না, আপনার মন্দুরায় আমাদিগের দুটি অশ্ব রাখিতে স্থান দিন, আমরা মন্দুরাতেই বা বাহিরে পড়িয়া থাকিব। মহাশয়কে অন্য কোন বিষয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হইবে না।"

দ্বারী বলিল। "কেন অকারণ বিরক্ত করিতেছ, রায়গড়ে স্থান পাইবে না।"

মালিকরাজ বলিল। "কি রায়গড়ে দুই জন নিরাশ্রয় অতিথির স্থান নাই!"

দ্বারী বলিল। "আজ তোমার মত চার শত লোককে স্থান দেওয়া হইয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় রায়গড়ে দশসহস্র লোকে এক কালে আশ্রয় পায়। তিন চারি শত লোকের কথা কি বলিতেছেন।"

দ্বারী বলিল। "আমি তোমাকে হিসাব দিতে চাহি না। মোটা কথা বলিলাম, এস্থান হইতে যাও, এস্থানে অদ্য রাত্রি যাপন অসম্ভব।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় দেখিতেছি ধর্ম্মশীল বটেন, কি করিয়া এত নির্দয় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আমাদিগের অবস্থা দেখিয়া কি মহাশয়ের দয়া জন্মাইল না?"

দ্বারী বলিল। "তোমাদিগের দেখিয়া দয়া দূরে থাকুক, আমার রাগ হইতেছে। তোমাদিগের যেরূপ সাস্ত্রবেশ, তাহে তোমরা মনে করিলে অক্লেশে নির্ভয়ে রাত্রিতে আপন গ্রামে যাইতে পার।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমাদিগের, পথ জানা

নাই, তাতে আবার আমরা পথশ্রমে নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছি, আমরা মহাশয়ের আশ্রয় লইলাম, স্থান দিন।"

দ্বারী বলিল। "তবে তোমাদিগের প্রগ্রীবে থাকিতে হইবে অন্যত্র কোথাও স্থান পাইবে না।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমরা আপনার দয়ায় নিতান্ত আপ্যায়িত হইলাম। মন্দুরাই আমাদিগের প্রার্থনীয় স্থান।"

দ্বারী বলিল। "তবে একটু অপেক্ষা কর, আমি রাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।"

মালিকরাজ বলিল। "কি তবে আপনি এ দুর্গাধিপ নহেন?"

দ্বারী বলিল। "আমি এক প্রকার এ স্থানের অধিকারী বটি, যে হেতুক আমারই যোগক্ষেমে এই দ্বারটি আছে।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার দুর্গে কি রাজা নাই যে তুমি রাণীর অনুমতি লইতে যাইতেছ।"

দ্বারী বলিল। "না রাণীদ্বয় এই দুর্গের অধিকারিণী। কিন্তু ইন্দুমতী দেবী এই সকল বিষয়ে অধ্যক্ষতা করেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে যাও শীঘ্র আসিবে। বলিও বিদেশ হইতে দুইটি অশ্বারোহী যোদ্ধা অদ্যরাত্রে এ দুর্গে থাকিতে প্রার্থনা করে।"

দ্বারী চলিয়া গেল। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ দ্বারে প্রবেশ করিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন। কিছুক্ষণ পরে দ্বারী একটি লোক সঙ্গে আনিয়া বলিল। "মহাশয় আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, এই লোকটি অশ্বদ্বয় লইয়া মন্দুরায় রাখিয়া আসিবে।"

সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ দ্বারীর অনুসরণ করিলেন। ক্রমে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, একটি আসনে এক জন নিচোলিনী স্ত্রী লোক বসিয়া আছেন। তাঁহার কিছু দূরে এক লৌহাবর্ম্মাবৃত যোদ্ধা অপর একটি আসনে উপবিষ্ট। সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজকে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া স্ত্রীটি বলিল, "স্বাগত? এ দুর্গে যাহায় আপনাদিগের সুখবর্দ্ধন হয়, তাহা এ দীনা প্রস্তুত করিতে ত্রুটি করিবে না। ঐ আসনে উপবিষ্ট হউন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "অদ্য এ দুর্গে আশ্রয় লাভে আমরা যত সন্তুষ্ট হইয়াছি, আপনার সম্মুখীন হওয়ায় আমরা ততোধিক দশগুণ আপ্যায়িত হইলাম। আপনি স্বয়ং যখন আমাদিগের সম্ভাষণ করিলেন, আমরা তাহাতেই ক্রীত হইলাম ও আমাদিগের পথশ্রম সব দূর হইল।"

মালিকরাজ বলিল। "আমি ব্রাহ্মণ। আশীর্ব্বাদ করি আপনার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

স্ত্রীটি সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন। পরে একজন ভৃত্য আসিয়া যোড় করে বলিল। "মহাশয় পাদপ্রক্ষালন করুন। মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার গাত্রোত্থান করিয়া গৃহের দক্ষিণস্থ ইন্দ্রকোষে পাদ ধৌত করিলেন, আসনে আসিয়া পুনর্ব্বার অধিষ্ঠিত হইলেন। সূর্য্যকুমার একটু মৃদু হাসিলেন।

গৃহকর্ত্রী বলিলেন। "মহাশয়দিগের আগমনে নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছি; এক্ষণে কি আহার করিবেন, আজ্ঞা করিলেই প্রস্তুত হয়।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমরা অদ্য আর কিছু আহার করিব

না। অপরাহ্ণে আহার করায় অসুস্থ আছি। আপনার অনুমতি পাইলে বিশ্রামে যাই।"

কর্ত্রী বলিলেন। "মহাশয়েরা নিরাহারে থাকিবেন, তাহা আমি সহ্য করিতে পারি না। আপনাদিগকে আহার আজ্ঞা করিতে হইবে। আপনারা যৎকিঞ্চিৎ আহার করিলে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।"

সূর্যকুমার বলিল। "বারম্বার আপনার অনুরোধের বিপরীত আচরণ করা আমাদিগের কর্তব্য নহে, আপনার সন্তুষ্টির জন্য আমরা যাহা হয় আহার করিব।"

কর্ত্রী বলিলেন। "মহাশয় কোন্ কুলের উজ্জ্বল তিলক?"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম। ইনি আমার সুহৃৎ ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব।"

কর্ত্রী মালিকরাজকে বলিলেন। "আমরাও ক্ষত্রিয়। আমাদিগের ঘরে ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহারে আপনার কোন বাধা নাই বোধ করি। ব্রাহ্মণপরিচারক প্রস্তুত।"

মালিকরাজ বলিল। "আমি ক্ষত্রিয়ের প্রস্তুত অন্ন পর্যন্ত ভোজন করিতে পারি তা ঘৃতপক্ক কি, কিন্তু আমার আহারে এক্ষণে যথেষ্ট স্পৃহা নাই।"

চার পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আসিয়া আহারের স্থান করিল, তিন খানি রৌপ্য পাত্রে ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি দিল।

কর্ত্রী বলিলেন। "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন।" পূর্ব উপবিষ্ট বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ আসন হইতে উঠিয়া আহারে বসিলেন।

কর্ত্রী বলিলেন। "মহাশয়েরা অনুমতি দেন ত আমি এক-

বার আমার অন্যান্য আগন্তুক আত্মীয়দিগের তত্ত্ব লইয়া আসি।” সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত লোকটি এককালে বলিলেন। “আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাদিগের তত্ত্বে যান।” কর্ত্রী গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন।

মালিকরাজ বলিল। “আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, গণ্ডূষ করুন। সূর্যকুমার গণ্ডূষ করিলেন। বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন, মহাশয়েরা আরম্ভ করুন, আমার কিছু বিলম্ব আছে।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয়ের বিলম্বের কারণ?”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমার সায়ংকৃত্য হয় নাই।” সম্মুখে দণ্ডায়মান ব্রাহ্মণ এক জন দ্রুতপদে যাইয়া একটি রৌপ্য কোষা আনিয়া দিল। বর্মাবৃত পুরুষ উত্তরাস্য হইয়া বসিলেন। ক্রমে শিরস্ত্রাণ মোচন করিলেন। হস্ত হইতেও করকবচ বহিষ্কৃত করিয়া সায়ংকৃত্যে নিযুক্ত হইলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। তাঁহার সায়ংকৃত্য সমাপনে তিনি বলিলেন। “আমি মহাশয়দিগকে যথেষ্ট কষ্ট দিলাম, অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয় আপনার মিষ্টতায় আমরা চিরক্রীত হইলাম।” বর্মাবৃত পুরুষ গণ্ডূষ করিয়া আহার আরম্ভ করিলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ আহার করিতে লাগিলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ জাতীয় স্বভাব বশত বাক্‌যত হইয়া আহার করিলেন। বর্মাবৃত পুরুষটি আলাপ করিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না। তিন জনে হেঁট-মুণ্ডে ক্রমে ক্রমে আহারান্তে গণ্ডূষ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। উপস্থিত পরিচারকেরা হস্তপদাদি ধৌতের জল দিল।

শুচি হইয়া তিন জনে কর্পূরবাসিত তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে নূতন আসনে বসিলেন। গৃহকর্ত্রী পুনর্বার আসিয়া আপন আসনে বসিয়া বলিলেন। "আমার আপনাদিগের আহারকালে এ স্থানে অনুপস্থিত থাকায় দোষ ক্ষমা করিবেন। অপর আড়াই শত ভদ্রলোক অনুগ্রহ করিয়া অদ্য রাত্রের জন্য এ গড় পবিত্র করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিগের আহার প্রস্তুত করাইতে গিয়াছিলাম। তাহাতেই এত বিলম্ব হইল।"

সূর্যকুমার বলিল। "তাঁহারাও আপনার দ্রষ্টব্য।"

কর্ত্রী বলিলেন। "এক্ষণে আপনারা বিশ্রাম করুন আমি বিদায় হই।"

এক জন লোক আসিয়া বলিল। "মহাশয়েরা কি এক ঘরে থাকিবেন, না আপনাদিগের ভিন্ন ভিন্ন ঘর আবশ্যক হইবে?"

সূর্যকুমার কোন উত্তর দিল না। মালিকরাজ বলিল। "আমরা একত্র থাকিলেই সুখী হইব।" বর্মাবৃতকে লক্ষ্য করিয়া "মহাশয়ের কি মত?"

তিনি বলিলেন। "একত্র থাকাই সুখকর।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে তুমি দুইটি শয্যা প্রস্তুত কর। আমরা দুই জনে একত্রে শয়ন করিয়াথাকি। দাসটি যে আজ্ঞা বলিয়া চলিয়া গেল।"

মালিকরাজ বলিল। "এ গড়ে অতিথি সৎকারের প্রণালী বড়-উত্তম।"

বর্মাবৃত পুরুষটি বলিলেন। "এরূপ সুপ্রণালী আমি কুত্রাপি দেখি নাই। আবার গৃহকর্ত্রীটির অসাধারণ গুণ।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় এ কর্ত্রীটি ছাড়া কি এখানে আর কেহ কর্ত্রী আছেন?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয় এ স্থানে তিনটি কর্ত্রী আছেন! আপনারা কি রায়গড়ে পূর্বে কখন আসেন নাই?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় আমাদিগের বিদেশেই সর্বদা থাকা, কাযেই যদিচ রায়গড়ের নিকট বাস তথাপি রায়গড়ের কোন সমাচার বিশেষ জ্ঞাত নহি।"

কর্মচারী এক জন আসিয়া বলিল। "মহাশয়েরা গাত্রোত্থান করুন, আপনাদিগের শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে গাত্রোত্থান করিলেন ও কর্মচারীটির সঙ্গে শয়নাগারে গেলেন। একটি একতলা সুপ্রশস্ত ঘর। দুইটি দীপ জ্বলিতেছে। দুইটি প্রশস্ত পর্যঙ্ক। তাহার পার্শ্বে একটি প্রশস্ত আসন আছে, তাহায় তাম্বূলচয়ের পাত্র। একটি রূপার বড় পাত্রে পানীয় জল ও তিনটি রূপার পানামৃত। সূর্যকুমার ঘরে প্রবেশ করিয়া আসনে বসিলেন ও বর্মাবৃত পুরুষকেও বসিতে সম্ভাষণ করিলেন। বর্মাবৃত পুরুষটি বসিলেন। মালিকরাজও সূর্যকুমারের পার্শ্বে বসিলেন। কর্মচারী বলিল। "মহাশয়দিগের আর কোন আবশ্যক না থাকে ত আমি বিদায় হই।" সূর্যকুমার বলিল। "আমাদিগের আর কোন আবশ্যক নাই, আপনি বিদায় হউন।" কর্মচারী চলিয়া গেল।

সূর্যকুমার বর্মাবৃতকে বলিল। "মহাশয় আমাকে ক্ষমা করিবেন, আমার কিছু সন্দেহ হইতেছে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়কে আমি স্থানান্তরে দেখিয়াছি।"

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয় আমার সন্দেহ তবে সমূলক বোধ হইতেছে।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। ”আমি আপনার বন্ধুকেও স্থানান্তরে দেখিয়াছি।”

সূর্যকুমার বলিল। “অদ্য আপনি বোধ হয় লস্করপুর হইয়া আসিতেছেন।”

তিনি হস্ত বিস্তারিয়া বলিলেন। “আমি কি লস্করপুরের রণাভিনয়ের বীরের সম্মুখীন আছি?”

সূর্যকুমার ব্যগ্র হইয়া বিস্তারিত হস্ত আপন হস্তে লইয়া বলিল। “মহাশয়কে আমি তখন প্রণাম করিতে পাই নাই, এক্ষণে প্রণাম করি। অদ্যকার জয় কেবল আপনার সাহায্যেই হইয়াছে।”

মালিকরাজ সূর্যকুমারের প্রতি বলিল। “তুমি লক্ষ কর নাই, যখন কৃষ্ণনাথের সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন হজুরমল পশ্চাৎ হইতে তোমাকে ছেদনাশয়ে আসিয়াছিল। কুঠারও উঠাইয়াছিল। আমিও অগ্রসর হইয়াছিলাম। কেবল এই বীরের বলে আমরা উভয়েই পরাজিত হইলাম ও তোমার প্রাণ রক্ষা হইল।”

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয় আপনার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় আমি যৎপরোনাস্তি আপ্যায়িত হইলাম, ভাল হইল। এতক্ষণে আমার মনের একটি ভার দূর হইল।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমি কোন্ বীরের প্রেমাস্পদ হইলাম?”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় তবে আপনার নিকট আর

আমাদিগের পরিচয় লুকাইয়া রাখার প্রয়োজন নাই। আপনার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সুযোগ হইল।"

বর্মাবৃত বলিলেন। "মহাশয় আমাকে কোন বিষয়ে অনুরোধ করিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। আমি আপনাদিগের কর্ম করিতে অত্যন্ত আনন্দ পাই। বিশেষত আমার এই বন্ধুর (সূর্যকুমারকে লক্ষ্য করিয়া) যে বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছি, তাহায় আমি চিরক্রীত হইয়াছি। আমি নিশ্চয় জানি, আপনাদিগের উদ্দেশ্য অবশ্য উৎকৃষ্ট হইবে। আমি প্রাণপণে তাহা সাধনে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইলাম।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয় ইনি জয়ন্তীরাজ-পুত্র সূর্যকুমার।"

বর্মাবৃত পুরুষটি সিহরিলেন। সূর্যকুমারের হস্তটি তাঁহার হস্ত হইতে খসিল। কিছুক্ষণ সে পুরুষটি একদৃষ্টে সূর্যকুমারের প্রতি চাহিলেন। সূর্যকুমার কিছু চমৎকৃত হইল। মালিকরাজ কিছু চমকিল। ভাবিল, "ইহার অর্থ কি?" পর ক্ষণেই বর্মাবৃত পুরুষটি স্বভাবস্থ হইয়া বলিলেন, "মহাশয় আমার অসভ্য আচরণ ক্ষমা করিবেন। আমার কিছু রোগ আছে। তাহা কখন কখন আমাকে আক্রমণ করিলে আমি সংজ্ঞাশূন্য হই।"

মালিকরাজ বলিল। "আপনার পরিচয় পাইতে সাহস করি না।"

বর্মাবৃত পুরুষটি বলিলেন। "আমি দিল্লীশ্বরের একজন কর্মচারী। আমার প্রকৃত নাম কোন কারণ বশত আপনাদিগকে এক্ষণে বলিব না। আমায় ক্ষমা করুন। এক্ষণে আমাকে যথা

ইচ্ছা নামে ডাকুন।” মালিকরাজ ভাবিল, “বুঝি এ লোকটি মানসিংহের চর, তাহার নাম গোপনে রাখা বিধিবিহিত” জানিয়া নাম জানিতে ক্ষান্ত হইল।

সূর্যকুমার বলিল। “মহাশয় বোধ করি মহারাজ মানসিং-হের সঙ্গে আসিয়াছেন।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আজ্ঞা, আপনাদিগের নিকট সকল বিষয় গুপ্ত রাখা অনাবশ্যক। আমি তাঁহারই সঙ্গে আসিয়াছি। আপনি কি এদেশে ভ্রমণে আসিয়াছেন?”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আমাদিগের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য বলিলেই সকল অবগত হইবেন।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয় আপনার কর্ম আজ্ঞা করুন।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আমার বোধ হয় আপনি রায়গড়ের অবস্থা ভাল জ্ঞাত আছেন।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয় আমি অদ্য সব অবগত হইলাম। আপনাকে বলিতেছিলাম যে, এ স্থানে তিনটী স্ত্রী-লোক অধিকারিণী।”

সূর্যকুমার বলিল। “আর গুপ্তভাবে প্রয়োজন নাই, আ-মরা অত্রত্য সকল সমাচার অবগত আছি। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, যে স্ত্রীলোকটী অবগুণ্ঠনবতী হইয়া আমাদিগের সৎকার করিলেন, তিনিই কি ইন্দুমতী?”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “হাঁ, তিনিই ইন্দুমতী। আমি সন্ধ্যার সময় এখানে আসিয়াছি। কোন সমাচার লইয়া আসায় ইন্দুমতীর সহিত আলাপ করিতে হয়।”

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় তবে ইন্দুমতীর এক জন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বটেন, তাহার বিপদ হইলে, অবশ্যই পরিত্রাণের উপায় দেখিবেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "অবশ্য আমি তাহায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি। বিশেষতঃ মহারাজ মানসিংহের নিকট ইহার একটী আত্মীয় আছেন, আমায় তাঁহার অনুরোধে জীবন পর্যন্ত দিতে হইবে। অদ্য ইন্দুমতীর সঙ্গে আমার তাহারই কথা হইতেছিল, আপনারা কচুরায়ের নাম শুনিয়া থাকিবেন?" মালিকরাজ ও সূর্যকুমার একেবারে চমকিয়া উঠিলেন, যেন শব্দে তাঁহাদিগকে মোহিত করিল। তাঁহারা এককালে এক শ্বাসে বলিলেন। "মহারাজ কচুরায় কি জীবিত আছেন?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "ঈশ্বর তাঁহায় নিরাপদে রাখুন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! আমার যদিচ তাঁহার সঙ্গে কখন চাক্ষুষ হয় নাই, কিন্তু লোকমুখে তাঁহার গুণ শুনিয়া আমি তাঁহাকে যেন ভ্রাতার আদরে ভাল বাসি। আজ প্রায় তিন বৎসর হইল, একবার রায়গড়ে প্রতাপাদিত্যের ইচ্ছায় বিমলা মাতার জন্য আমাকে ঔষধ আনিতে হয়, সে সময় বসন্তরায়ের সঙ্গে দেখা হয়। আহা, তিনি কচুরায়ের জন্য কতই আক্ষেপ করেন, সে সময় আমি লোকমুখে কচুরায়ের প্রশংসা ও গুণব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ কিছু চঞ্চল হইলেন, বলিলেন। "ইন্দুমতীর সঙ্গে কচুরায়ের কুশল সমাচার বলিতেছিলাম।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ কচুরায় কি এক্ষণে মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে আছেন?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তিনি এক্ষণে মানসিংহের সঙ্গে বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তিনি কি এখানে আসিবেন না? তিনি থাকিতেন ত অদ্য বড়ই কুশল হইত।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে সৈন্য লইয়া অতি শীঘ্র এ অঞ্চলে আসিবেন।"

মালিকরাজ বলিল। "তিনি থাকিতেন ত ইন্দুমতীর কোন চিন্তাই থাকিত না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এমত ত বোধ হয় না যে, তাঁহার বিদ্যমানে তাঁহার আশ্রিত কাহার কোন বিপদ ঘটে।"

মালিকরাজ বলিল। "কেবল আশ্রিত কেন? তাঁহার প্রেমাস্পদের।"

বর্ম্মাবৃত বলিলেন। "ইন্দুমতী কি কচুরায়ের প্রেমাস্পদ?"

মালিকরাজ বলিল। "ইন্দুমতী কচুরায়ের প্রেমাস্পদ হউন বা না হউন, লোকে ইহা খ্যাত আছে যে, ইন্দুমতীর প্রেমাস্পদ কচুরায়। ইন্দুমতী সদা কচুরায়ের অবর্তমান-কষ্টে মলিন হইতেছেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "ঠিক বলিয়াছেন, কচুরায়ের সমাচার পাইবায় ইন্দুমতীকে সোৎসুক দেখিলাম।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয়! ইন্দুমতী অনেক রাজকন্যা হইতে সরল-স্বভাবা, অবশ্য কোন সদ্বংশজাত হইবেন।"

বর্ম্মাবৃত রাজপুরুষ বলিলেন। "আমারও ইহা সন্দেহ হইয়াছে, কিন্তু মহারাজ কচুরায়ের মুখে শুনিয়াছি, ৬ মহারাজ বসন্তরায় ইন্দুমতীকে কোথায় কুড়াইয়া পান।"

সূর্যকুমার বলিল। "কিন্তু তিনি ত ইন্দুমতীকে কখন অজ্ঞাতকুলশীলার মত ব্যবহার করেন নাই? ইন্দুমতী কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা জানা যায় না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি ক্ষত্রিয়া হইবেন, নতুবা কিরূপে কচুরায়ের প্রেম জন্মিল?"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়ের সঙ্গে কি মহারাজ কচুরায়ের ইন্দুমতীর জাতিবিষয়ক কোন কথা হইয়াছিল?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "যাহা কথাবার্তা হয়, তাহায় ইন্দুমতী ক্ষত্রিয়া বলিয়া আমার বোধ হয়, কিন্তু কচুরায়ের কথাবার্তায় আমার এমত জ্ঞান হইয়াছিল যে, ৺ মহারাজ বসন্তরায় তাহার কুল ও জাতি অবগত ছিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর কথার ভাবভঙ্গিতে তাহা কিছু প্রকাশ পায় না, বরং এমত বোধ হয় যে, ইন্দুমতী আপনার পিতামাতার নাম ধাম অনবগত থাকায় সদাই যেন দুঃখিতা থাকেন ও যেন কচুরায়ের প্রেমলাভে সঙ্কুচিত হন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! আমি আপনাকে ইন্দুমতীর বিপদের কথা বলিতেছিলাম।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তাঁহার কি বিপদ উপস্থিত?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! আপনি অবগত আছেন যে, অদ্য এই গড়ে দুই শত পঞ্চাশ জন অতিথি আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, তাহা শুনিয়াছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "আপনি মহারাজ মানসিংহের নিকট থাকেন, অবশ্য সিবাষ্টিন গঞ্জালিসের নাম শুনিয়াছেন?"

মালিকরাজ বলিল। “ফিরিঙ্গি-দস্যুদলের অধ্যক্ষ, যাহার দৌরাত্ম্যে দক্ষিণ রাজ্য জনশূন্য হইয়াছে ও দুষ্ট জন্তুর আবাস হইতেছে।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “গঞ্জালিসের নাম আমরা যথেষ্ট অবগত আছি, মহারাজ মানসিংহের বঙ্গাগমনের প্রধান এক উদ্দেশ্যই গঞ্জালিসের সঙ্গে আলাপ করা।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “গঞ্জালিস অদ্য এই গড়ে আগমন করিয়াছে। তাহার সঙ্গে দুই শত পঞ্চাশ জন দস্যুও আসিয়াছে। আমরা তাহাদিগের ছীপও দেখিয়া আইলাম।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তাহাদিগের অত্রাগমনের উদ্দেশ্য কি?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “তাহাই আপনাকে বলিতেছি।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় হজুরমলেরও নাম শুনিয়া থাকিবেন।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ এই নামটি শুনায় চক্ষুর্দ্বয় বিশেষ উন্মীলিত করিলেন ও বলিলেন। “হাঁ হজুরমলকে আমরা ভাল জানি, যে হজুরমল পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরের অধীনে একজন সেনানী ছিল। যে সম্প্রতি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বেতনে আছে?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “হাঁ তিনিই।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তিনিও না অদ্য অভিনয়ে ছিলেন?”

সূর্য্যকুমার বলিল। “হাঁ তিনিও ছিলেন। মহাশয় আমাকে তাঁহার খরসান অসি হইতে বাঁচাইয়াছেন।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ হস্ত বিস্তারিয়া সূর্য্যকুমারের হস্ত ধরিলেন ও

স্বহৃদয়ে তাহা পীড়িয়া বলিলেন। "আপনি তাহা বিস্মৃত হউন। আমি উহা শুনিতে কিছু লজ্জিত হই।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহত্ত্বের চিহ্নই এই।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনিও কি এখানে আছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "হাঁ তিনিও আছেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবেত মহারাজ মানসিংহের ছাউনিতে যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা বুঝি সত্য হইল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তবে গঞ্জালিসের পোষক। হজুরমল কি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতসারে আসিয়াছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। "তিনি তাঁহার আদেশমত আসিয়াছেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "প্রতাপাদিত্যের আদেশমতে তবে গঞ্জালিসও এখানে আসিয়াছে।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় শুনুন। প্রতাপাদিত্য গঞ্জালিস ও হজুরমলকে পাঠাইয়াছেন। ইহারা অদ্য রায়গড়ে দস্যুর মত আক্রমণ করিবে, দ্রব্যাদি যত লউক বা না লউক, প্রতাপাদিত্যের অনুমতি ইন্দুমতীকে হরণ করিবে। বল পূর্বক লইয়া প্রতাপাদিত্যকে দিবে, তিনি ইন্দুমতীকে বিবাহ করিবেন।"

বর্মাবৃত পুরুষ এই কথাটি শুনিয়া সিহরিলেন, বলিলেন। "যথেষ্ট যথেষ্ট; আর আমি শুনিতে চাহি না। হা বিধাতঃ! পাপীর পাপের শেষ নাই। নারকী এক পাপ হইতে কেবল পাপান্তরে হস্ত ক্ষেপ করিয়া ক্রমে অধম নরকোপযুক্ত হয়। আঃ একি অসম্ভব ব্যাপার। এমত অনৈসর্গিক প্রবৃত্তি ত কখন দেখি নাই!"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ উঠিলেন। আপন তলবারীতে হস্ত ক্ষেপ করিয়া গৃহমধ্যে ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এমন কি প্রায় একদণ্ড কাল গৃহমধ্যে পাদচালন করিয়া অবশেষে আপন ললাট হস্ত দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া বসিলেন। আপনা-আপনি অল্পে বলিলেন। "আরও কি ঘটে। পাষণ্ড নরাধম পামর। ইহার আর কখনই সুমতি হইল না।"

আসনে আসিয়া বসিলেন। একবার সূর্য্যকুমারের হস্তটি বল পূর্ব্বক ধরিলেন। তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। কতক্ষণ এরূপ থাকিয়া বলিলেন। "সূর্য্যকুমার মহাশয় আমাকে ক্ষমা করুন, আমি নিতান্ত অপরাধী। কি করি আবার সেই রোগ আমাকে আক্রমণ করিয়াছিল। আমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয়! ইহার সঙ্গে অনুপরামও আছেন।"

বর্ম্মাবৃত লোক বলিলেন। "কি যক্ষপুরের রাজার ভ্রাতা?"

মালিকরাজ বলিল। "হাঁ।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি ইহার সঙ্গে কেন?"

মালিকরাজ বলিল। "তিনি আপন রাজ্য লাভাশয়ে গঞ্জালিসের আশ্রয় লইয়াছেন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "প্রতাপাদিত্যেরও আশ্রয় লইয়াছেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। এ যে সকল নারকীর একত্রে মিলন দেখিতে পাই? এ নরাধম প্রতাপাদিত্য বঙ্গরাজ্য শূন্য করিয়াছে। বঙ্গের একাদশ রাজার রাজত্ব কোথাও বল পূর্ব্বক, কোথাও বা কৌশলে, কোথাও বা অতি অকথ্য ভয়ানক পাপ পরামর্শে লইয়াছে। বঙ্গে সেই একমাত্র ছত্র-

ধারী। তাহার রাজত্বশাসনে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। আবার হিন্দুরাজ বলিয়া অহঙ্কারও আছে। বঙ্গে অদ্বিতীয়। বৰ্দ্ধমানাধিপ অতি নিকৃষ্ট, রাজনামের অযোগ্য পাত্রের মত ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতাপাদিত্যে সে সব গুণ যথেষ্ট! অত্যন্ত তেজস্বীও বটে, কিন্তু এমত পাপবুদ্ধি আর দুটী দেখিতে পাই না। যদ্যপি ধর্ম্মপথে থাকিত, অদ্য কাহার সাধ্য বঙ্গ মুসলমান-বলের অধীন করে। রাজ্য-কৌশলে সুনিপুণ, রণক্ষেত্রে একটী প্রকৃত বীরও বটে, কিন্তু তাহার ইন্দ্রিয়দোষেই সব নষ্ট করিয়াছে। অদম্য বিষয়লাভাশয় তাহার সঙ্গে অসম্ভব উৎসাহ ও ব্যগ্রতা একত্রিত হইয়া সে কত পাপে লিপ্ত হইয়াছে। সে যদি সৎপথে থাকিত, তবে বঙ্গের আর এক অবস্থা হইত। এত কালের পর পুরাতন বঙ্গরাজ্য নষ্ট হইল।”

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয়! প্রতাপাদিত্য যদি পরামর্শ শুনিতেন, তবে কি তাঁহার এমত পাপে মন হয়? বঙ্গের এককালে সূর্য অস্ত হইতেছে। প্রতাপাদিত্যের বলে বঙ্গ উজ্জ্বল হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার পাপেও কলুষিত হইল।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “প্রতাপাদিত্যের অবস্থা দেখিয়া দুঃখ হয়। তাহার বলে দিল্লীশ্বরকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে। যে সকল সমাচার দিল্লিসম্রাটের কর্ণে উঠিয়াছে, তাহা বড় সহজ কথা নহে। শুনিতেছি, উড়িষ্যার পাঠানদিগের সঙ্গেও তাহার সন্ধি হইবার কথা। চরে বলিল যে, পাঠানরাজ অনুপরাম ও গঞ্জালিস প্রতাপাদিত্যের বশতাপন্ন হইয়াছে। বৰ্দ্ধমানাধিপ অন্তঃশীলা বহিতেছেন; তিনি আন্তরিকে

জয়ীর পক্ষ। ইহারা একত্র হইয়া প্রথমে অনুপরামকে যক্ষপুরে অভিষিক্ত করিবে?"

মালিকরাজ বলিল। "এইমত পরামর্শ হইয়াছে; সেই উদ্দেশেই মহারাজ পুরুষোত্তম দর্শনচ্ছলে উড়িষ্যার পাঠান-দিগের সঙ্গে পরামর্শ করিতে যাইবেন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমি এ সকল মানসিংহের সভায় শুনিয়াছি, অনুপরাম যক্ষপুরেশ্বর হইলেই, যক্ষপুরের সমস্ত বল একত্র করিয়া প্রতাপাদিত্যের অধীন করিবে; যশোর-পতি তাহা হইলে পাঠান-সৈন্য, যক্ষপুর-সৈন্য; গঞ্জালিসের দস্যুবল, ও মনে মনে করিতেছেন, বর্দ্ধমানের সৈন্য লইয়া দিল্লী আক্রমণ করিবেন, পরামর্শটী নিতান্ত বুদ্ধিমত হয় নাই। অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে কি প্রতাপাদিত্যের জন্য আপন সৈন্য ক্ষয় করিবে? দিল্লীশ্বরের সঙ্গে তাহার কোন বাদ নাই।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! মহারাজ নিতান্ত বালক নহেন। তিনি বর্দ্ধমানাধিপের সৈন্য আপন সৈন্য গঞ্জালিসের সৈন্য লইয়া স্বয়ং উড়িষ্যা হইতে আসিবার সময় আপনি যক্ষপুরে যাইবেন। ইতোমধ্যে গঞ্জালিস কিছু সৈন্য লইয়া যক্ষপুর আক্রমণ করিবে। যক্ষপুরের প্রধান আমীরেরা অনুপরামের পক্ষ আছেন। মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনুপরামকে আপনার একজন সেনানীপদ দিয়া যক্ষপুরে ধন ও সেনা সংগ্রহ করিবেন। অনুপরাম হীনবল, নবাভিষিক্ত, তখন কিছুমাত্র আপত্তি করিতে সমর্থ হইবে না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ, আপনারা এই মতই জানেন,

কিন্তু উহা প্রকৃত নহে। যক্ষপুরের প্রধান প্রধান আমীরেরা বর্তমান রাজার পক্ষ, কেবল তিন চারি জন পাপাত্মারা বর্ত-মান রাজার শাসনে অসন্তুষ্ট, কিন্তু দেশস্থ সকলে অনুপরামের উপর রুষ্ট আছে। অনুপরামের ভগ্নীর সহিত গঞ্জালিসের বিবাহ হইবে, শুনিয়া তাহারা এককালে খড়্গহস্ত হইয়াছে। রাজ্যের জন্য ধর্মবর্জিত কর্ম করা অত্যন্ত গর্হিত।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! দিল্লীশ্বরের প্রতাপাদি-ত্যের উপর কি ভাব?"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তিনি প্রতাপাদিত্যকে সামান্য জ্ঞানে নিশ্চিন্ত নহেন। যদিচ দিল্লী আক্রমণ পরামর্শে তত ভীত নহেন, কিন্তু প্রতাপাদিত্যের ক্ষমতা বিশেষ জ্ঞাত আ-ছেন। যদি যশোরপতি পরামর্শ মত সঙ্গী পান, তবে একান্ত দিল্লীশ্বর হইয়া রাজ্য শাসন করিতে না পারুন, দিল্লীশ্বরকে কম্পিত করিতে পারেন; তাতে আবার হিন্দুরাজারা যদিচ আকবর বাদসাহের শাসনে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন না, তথাপি কেমন একটু জাত্যভিমান বশত যদি কোথাও কোন হিন্দু-রাজা বিদ্রোহ উপস্থিত করিত, তবেই সভাস্থ সমস্ত হিন্দু-রাজারা তাহার পক্ষ হইয়া সম্রাটের সহিত বিচার করিতেন। এক্ষণে তাঁহার কাল হইয়াছে। কে জানে, সেলিম জিহা-ঙ্গির কিরূপ লোকপ্রিয় হন। তাহাতে আবার আকবর সাহের খসরু সিংহাসনারূঢ় হইবার কথা শুনিতেছি। মহা-রাজ মানসিংহ তাহাতে আকবর সাহের জীবদ্দশায় যথেষ্ট যত্নশীল ছিলেন, এক্ষণে তাঁহার কি অভিপ্রায় কিছুই বোঝা যায় না।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! এক্ষণে অদ্যকার পরামর্শ শুনিলেন, এক্ষণে কি করা উচিত?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "দস্যুরা অনেকে এক্ষণে গড়ে প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বোধ হয় গড়ে যথেষ্ট সেনা সর্বদা বর্তমান থাকে।"

মালিকরাজ বলিল। "ইদানীং বোধ হয় গড়ে যথেষ্ট সৈন্য-বল নাই।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়েরা অশ্বে আসিয়াছেন?"

সূর্যকুমার বলিল। হাঁ, আমরা অশ্বে আসিয়াছি। আপ-নিও বোধ হয় অশ্বে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আপনাদিগের সমূহ অস্ত্র আছে দেখিতেছি, এক্ষণে আপন আপন অশ্বগুলি এখানে আনিয়া রাখা বিধেয়। আমি একটু বিশ্রাম করি, ইত্যবসরে আপনারা এক জন আপনাদিগের ও আমার অশ্ব এই খানে আনান।"

মালিকরাজ "তাই ভাল" বলিয়া ঘরের বাহিরে গেল। দূরের একটি ঘরের ভিতর দেখে, দুই জন চাসা বসিয়া আছে, তাহাদিগকে অশ্বের কথা বলায়, তাহারা কিছু ভাল উত্তর দিল না, আপনিও গড়ের মন্দুরা কোথায় জানিতেন না, অগত্যা কৃত-কার্য্য না হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ আহারের পর শিরস্ত্রাণ ও করকবচ পরিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সকল মোচন করিয়া শয়ান ছিলেন। মালিকের কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও শিরস্ত্রাণ, করকবচ, বাহুবর্ম্ম, উরোরক্ষ প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ম্ম অঙ্গে লাগাইলেন ও গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। মালিকরাজ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। সেই ঘরে গিয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষ

দেখিলেন যে, আমাদিগের পুরাতন আত্মীয় নসিরাম বসিয়া আছেন। তাহাকে ইঙ্গিত করিয়া ডাকিয়া অন্তরে লইয়া কিছু বলিলে সে সিহরিল, পরে সে বর্ম্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজের অশ্বত্রয় আনিয়া দিল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়দিগের অঙ্গত্রাণ কিছু থাকিলে ভাল হয়, বোধ করি আপনারা দুর্গরক্ষার্থে প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়াছেন।"

মালিকরাজ বলিল। "সেই মানসেই আমাদিগের আগমন। অঙ্গত্রাণ হইলে কিছু ভাল হয়।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ নসিরামকে ভাল দুটি অঙ্গত্রাণ আনিতে বলায় নসিরাম শীঘ্র দুইটি উৎকৃষ্ট অভেদ্য লৌহ বর্ম আনিয়া দিল। মালিকরাজ ও বর্ম্মাবৃত পুরুষ আপনাদিগের উক্ত বাসে উপস্থিত হইলেন। সূর্যকুমার বর্মদ্বয় দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। নসিরামকে বর্ম্মাবৃত পুরুষ কিছু কহিয়া দিলে নসিরাম চলিয়া গেল। মালিকরাজ ও সূর্যকুমার বর্ম্মে শরীর আচ্ছাদন করিলেন। সূর্যকুমার যেন দ্বিতীয় অর্কের ন্যায় শোভা সম্পাদন করিলেন, মালিকরাজও দিব্য সাজিল। বীরদ্বয়ে পরস্পরে পরস্পরের দিকে সাহঙ্কারে লক্ষ্য করিলেন। যেন পরস্পরের সাহস উত্তেজিত হইল। অশ্বত্রয় আনিয়া ঘরের এক পার্শ্বে রাখিয়া তিন জনে আসনে সাস্ত্র হইয়া বসিলেন। তখন সূর্যকুমারের মূর্তি পরিবর্তন হইল। আর কেহ দেখিলে বলিতে পারে না যে, এটি সূর্যকুমার। মালিকরাজ বক্ত্র পট উঠাইয়া বলিল। "মহাশয় তিন জনে কি তিনশত লোকের সম্মুখীন হইয়া কৃতকার্য হইতে পারিব।"

সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ এককালে বলিলেন। "মালিক-রাজ! এ তিন জনে একত্র হইলে, অক্লেশে তিন লোক পরাজয় করিতে পারা যায়, কিন্তু পরিষ্কার স্থান আবশ্যক।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! উঁহাদিগের অস্ত্র ভাল নাই, তথাপি আমার মতে এক্ষণেই গড়ে সমাচার দেওয়া কর্তব্য।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সেটী নিতান্ত ভীত লোকের মত কর্ম হইবে। আমরা যদিচ নিশ্চয় জানি যে, ইহারা অদ্যই আক্রমণ করিবে, তথাপি কি জানি, যদি তাহারা গড়ের রকম দেখিয়া মত পরিবর্তন করে। আর সন্দেহমাত্রে অতিথির উপর দৌরাত্ম্য করাও কিছু অন্যায়। কিন্তু আমি তাহাদিগের গতি লক্ষ্য করিতে রহিলাম। ইতিমধ্যে মহাশয়েরা কিছু বিশ্রাম করুন, বিপদ উপস্থিত হইলেই সমাচার দিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রাম করিতে পারিব না, তবে সতর্ক হইয়া শয়ন করা যাক্।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সে ভাল, বরং অশ্বপৃষ্ঠে পর্যাণ দিয়া শয়ন করুন।"

সূর্যকুমার উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ গৃহ হইতে বহির্গমন করিলেন। সূর্যকুমার পর্যাণ লইয়া অশ্বপৃষ্ঠে দিল, কাঞ্চীতে অশ্বকটী দৃঢ় বন্ধন করিল। খলীন লইয়া অশ্ববক্ত্রে দিয়া বল্গা যোজনা করিল। পর্যাণ উদ্বন্ধে পাদবলয়-পরিমিত করিয়া বদ্ধ করিল। বর্মাবৃত পুরুষের অশ্বও সেইরূপে সসজ্জ করিল। অবশেষে মালিকরাজের অশ্বকেও সেই রূপে সসজ্জ করিল, কেবল খলীন পরিবর্তে তাহার বক্ত্রে কবিকা

দিল। তিনটি অশ্ব প্রস্তুত করিয়া গৃহের এক পার্শ্বে রাখিয়া পর্যঙ্কে শয়ান হইল। মালিকরাজও তাঁহার পার্শ্বে সবর্ম্মে বিশ্রাম করিল। উভয়ে পর্যঙ্কে বিশ্রাম লইল বটে, কিন্তু কেহই চক্ষু মুদ্রিত করিলেন না, এই রূপে কিছু ক্ষণ অতীত হইবার পর দেখেন, বর্ম্মাবৃত পুরুষ গৃহে আইলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় সমাচার কি?"

তিনি বলিলেন। "তাহারা যে দিকে আশ্রয় লইয়াছে আমি সেই দিকে তাহাদিগের তত্ত্বে গিয়াছিলাম। দেখিলাম তাহারা সকলেই শয্যা হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। ও ফুস্ ফুস্ করিয়া কথা বার্তা কহিতেছে। বোধ হয় অতি শীঘ্র প্রস্তুত হইবে। আমার শেল কোথায় রাখিয়াছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয়! ঐ অশ্ব যে কোণে আছে, সে দিকের প্রাচীরে আছে।" বর্ম্মাবৃত পুরুষ তথায় গিয়া আপন শেল লইয়া বাহিরে গেলেন, ক্রমে রায়গড় নিস্তব্ধ হইল। গতায়াত শেষ হইল। ক্রমে দুই জন প্রহরী দীর্ঘ শেলকরে যে গৃহে সূর্যকুমার ছিল, তাহার দ্বারে আসিয়া বলিল। "অতিথি মহাশয়দিগের কিছু প্রয়োজন থাকে ত অনুমতি করুন, পরে আর কিছু পাইবেন না।"

সূর্যকুমার বলিল। "আমাদিগের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই পাইয়াছি, আমাদিগের কিছু আবশ্যক নাই।"

প্রহরীরা চলিয়া গেল। কিছু পরেই রায়গড়স্থ অট্টালিকাচয়ের দ্বাররোধ শব্দ নির্জন দুর্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কিছু পরেই তাহা ক্ষান্ত হইলে, দুর্গটী যেন জনশূন্য হইল।

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! আর আমাদিগের শয়নে প্রয়োজন নাই, উঠ আপন অশ্বে উঠিয়া একবার গড় দেখিয়া আসি। পরিজনেরা শয়ন করিয়াছে।”

মালিকরাজ গাত্রোত্থান করিল। সূর্যকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া আপন অশ্বে আরূঢ় হইল ও আপন অস্ত্রাদি লইল, মালিকরাজও অশ্বারূঢ় হইল। উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া গৃহ হইতে নির্গত হয়, এমন সময় বর্মাবৃত পুরুষ গৃহদ্বারে আইলেন, বলিলেন। “আমি অশ্বারূঢ় হই।” তিনিও অশ্বারূঢ় হইয়া তিন জনে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন।

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ! তুমি এ দুর্গের পথ অবগত আছ। চল অগ্রসর হও। আমরা গড়টী ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করি।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়! আমি এ দুর্গের সকল পথ জানি, চলুন এ দুর্গটী দেখাইয়া আনি।”

বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। পথে একজন প্রহরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সে বলিল। “মহাশয়েরা কে, এত রাত্রে কি কারণ ভ্রমণ করিতেছেন?”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমরা অতিথি, এই স্থানে আশ্রয় পাইয়াছি। গড়টী কেমন দেখিব বলিয়া বেড়াইতেছি, যদি তোমার ইহাতে কোন আপত্তি থাকে ত বল আমরা আপন ঘরে যাই।”

প্রহরী কিছু লজ্জিত হইয়া বলিল। “আপনাদিগের যথা ইচ্ছা ভ্রমণ করুন, এ আপনাদিগের আবাস।”

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! প্রহরী পর্য্যন্ত ভদ্র। আহা! এরূপ সুশাসন কোথাও দেখি নাই।"

তিন জনে প্রধান পথ দিয়া যাইতে যাইতে এক পরিখার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার উপর যে সেতু একটি ছিল, রাত্রি বশত সেটী উঠাইয়া দ্বারস্বরূপ হইয়াছে; তাহার নিকট এক জন প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, ইহাঁদিগকে দেখিয়া বলিল। "তোমরা কে, এত রাত্রে কি কারণ অশ্বারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতেছ?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমরা অতিথি, দুর্গ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি; অনুমতি কর ত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করি, নতুবা তোমা-দিগের দত্ত আবাসে যাই।"

দ্বারী বলিল। "মহাশয়েরা সুখে ভ্রমণ করুন।"

তিন জনে প্রতোলীপ্রাকার দিয়া ক্রমান্বয়ে প্রধান দ্বার পার হইলেন। পরে মধ্যস্থ রাজবাটীর সন্নিধান হইলেন। সম্মুখের প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার পরিষ্কার জল ও চমৎকার ঘাটের প্রশংসা করিলেন। জ্যোৎস্নায় স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল, বাটির দ্বারে এক জনমাত্র প্রহরী দাঁড়াইয়া দ্বার রক্ষা করি-তেছে, ইহাঁরা তিন জনে ক্রমান্বয়ে দ্বারের নিকট হইতে লাগিলেন। দ্বারী ইহাঁদিগকে দেখিয়া দাঁড়াইল। পরে পরি-চয় লইয়া আপন কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। ইহাঁরা দ্বারদেশ ত্যাগ করিয়া যে ঘরে ফিরিঙ্গিরা বাস করিয়াছিল, তথায় আসিয়া দেখেন, তাহারা কেহই ঘরে নাই, ঘর শূন্য।

বর্ম্মাবৃত পুরুষটী বলিলেন। "সূর্য্যকুমার! বোধ হয় ইহারা আক্রমণাশয়ে বাহির হইয়াছে, কিন্তু কোথায় গেল, আমরা

কিছুই দেখিতে পাইলাম না; এ কর্ম্মে পাপেরা বিশেষ দক্ষ দেখিতেছি। এক্ষণে আর নিশ্চিন্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। চল দ্রুত রাজদ্বারে যাওয়া যাক, তাহারা অবশ্যই সেখানে গিয়া থাকিবে।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! আমার জ্ঞান হয় তাহারা অপর প্রাসাদে গিয়াছে। যেখানে ইন্দুমতী দেবী আছেন, তাহারা সেই খানেই প্রথমে যাইবে। তাঁহাকে হরণ করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য। এখন রাজদ্বারে যাইয়া কি করিবে? পাপাত্মারা পরে গোল উপস্থিত হইলে, কোষ আক্রমণ করিবে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমরও তাহাই বোধ হইতেছে। আমার পরামর্শে এক্ষণেই একবার ইন্দুমতীর আবাস দেখিয়া আসা কর্ত্তব্য। পরে রাজদ্বারে অবস্থান উচিত।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মালিকরাজ! তুমি কি অবগত আছ যে, ইন্দুমতী দেবী রাজবাটীতে অবস্থান করেন না?"

মালিকরাজ বলিল। "আমিও এইরূপ পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে বোধ হয় তাহারা সেই খানেই গিয়াছে, ইহাদিগের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করা যাক।"

মালিকরাজ বলিল। "তবে তাই চলুন।" তিন জনে অশ্বে ক্রমে প্রশস্ত মার্গ দিয়া যাইতে যাইতে দূরে লোক-কোলাহল শুনিতে পাইলেন। মালিকরাজ অশ্ববেগ সংযত করিয়া বলিল। "মহাশয়! ঐ লন, শব্দ হইতেছে।" বর্ম্মাবৃত পুরুষ অমনি সাহঙ্কারে সরল হইয়া অশ্বে বসিলেন। একবার অশ্ববেগ ধারণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে সতৃষ্ণনয়নে দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের শেলটী ভাল করিয়া ধরিলেন। বাম হস্তে তুরী লইলেন।

সূর্য্যকুমারও আপন অশ্বে সরল হইয়া বসিলেন ও আপন তূরী বাম হস্তে ধরিলেন। মালিকরাজও আপন তূরী লইলেন। লোক কোলাহল শ্রবণে তিন জনের চক্ষুসকল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপিতে লাগিল। উৎসাহে তাঁহাদিগের আস্য মসীবর্ণ হইল। কুটিল ভ্রুকুটি আরও কুটিল হইল। এক দৃষ্টে, উন্নত-গলে, বিস্ফারিত-বক্ষে, তাঁহারা চারি দিকে দৃষ্টি করিতে লাগি-লেন। ঈষৎ উত্তোলিত বাহুমূল তাঁহাদিগের সুপ্রশস্ত বক্ষকে আরও প্রশস্ত করিল। যোদ্ধাত্রয় পন্নদ্ধাগ্রে পাদচালনের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধ উন্নত হইয়াছেন। তাঁহাদিগের পন্নদ্ধামূলস্থ প্রতোদকণ্টক অশ্বত্রয়ে পার্শ্বে লাগাতে তাহারা উন্নতকর্ণ, বক্র-গ্রীব, বিস্তৃতপুচ্ছ হইয়া পদচালনে ভূমি খনন করিতে লাগিল। সূর্য্যকুমার ও বর্ম্মাবৃত পুরুষের অশ্বদ্বয় উদগ্র খলীনের আস্যস্থ মূল চর্বণে ফেণ বিক্ষেপ করিতেছে। এক একবার অশ্বের সবলে গ্রীবা বা মুখহিন্দোলে ফেণরাশি চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। মালিকরাজের অশ্ব মৃদুমুখ, তথাচ তাহার কবিকা চর্বণ-ফেণে আপন বক্ষ আপ্লাবিত করিতে লাগিল। তিন বীরে আপন আপন তূরী লইয়া এমত বলে ধ্বনি করি-লেন যে, তূরীধ্বনিতে বোধ হয় দুই ক্রোশের পর্য্যন্ত লোকে চম-কিয়া উঠিল। তূরীশব্দে দূরস্থ কোলাহল বাড়িয়া উঠিল। তাহারই অব্যবহিত পরে এরূপ আলোক ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, বোধ হইল যেন তূরীধ্বনি-হিল্লোলে হুতাগ্নি জ্বলিল। উগ্র বীরত্রয় অমনি নক্ষত্রবেগে এক একটী গভীর সিংহনাদ করিয়া নক্ষত্রবেগে অশ্ব চালন করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

"অকরুণত্বমকারণবিগ্রহঃ পরধনায় রতিঃ পরযোষিতি।
স্বজন-বন্ধুজনেষ্বসহিষ্ণুতা প্রকৃতিসিদ্ধমিদং হি দুরাত্মনাম্ ॥"

বেঞ্জামিন, বৈদ্যনাথকে আপন গৃহে রাখিয়া ভিক্রুসের সঙ্গে গেডিজে আসিয়া উপস্থিত হইলে, আনথনি, ফ্রান্সিস্কো ও ক্লডের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা বেঞ্জামিনকে দেখিয়া বলিল "এই যে কর্তাই আসিতেছেন।"

ভিক্রুস বলিল। "সত্য এক্ষণকার কর্তাই বটেন, ইহাঁর হস্তে সকল ক্ষমতা আছে, মনে করিলে এইক্ষণেই আমাদিগকে জন্মের মত বাঁচাইতে পারেন।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কি হে ব্যাপারখানা কি? তোমার হাতে কি এমন জিনিস আছে যে, আমাদিগের উদ্ধার করবে।"

ক্লড বলিল। "বেঞ্জামিন, ভিক্রুসের নিকট সকল শুনিয়া থাকিবে। এখন কি করা কর্তব্য। বৈদ্যনাথের লোকেরা খড়্গ-হস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। অনুমতি পাইলে আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে। কিন্তু তোমরা ত আমার কথা শুন না। শুনিতে ত, এরূপ ঘটনা হইত না। আপনা আপনি এমত করা উচিত হয় নাই। তাতে আবার এত নিকটে এ সকল দৌরাত্ম্য সহ্য পায় না। আবার কতক-গুলা লোককে বন্দী করায় ফল কি?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তা এখন আর বলিলে কি হবে। যা

হবার তা ত হয়েছে। আগে তখন যদি এতআগ্রহ প্রকাশ করে নিষেধ করিতে ত আমরা অবশ্যই শুনিতাম।”

বেঞ্জামিন বলিল। “কি! আমি কি তা বলি নাই? যত নিষেধ করিলাম তোমরা তাতে কর্ণপাতও করিলে না। তা আমি কি করিব। এখন আপন কর্ম্মের ফলভোগ কর। মাঝে থেকে আমি ত যাই।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তাতে আমার বড় ভয় নাই। সত্য কিছু আমরা এত কাপুরুষ নহি, যে ভয়ে জড় সড় হব। তবে, কি জান, বৈদ্যনাথ হল এ দেশের লোক, তাতে আবার অত্যন্ত ধনী। তার লোকবলও যথেষ্ট। এখন আবার গঞ্জালিস নাই। সে থাকিত ত যা হউক একটা হাঙ্গাম উপস্থিত করা যেত, হয়ত সনদ্বীপ আমাদিগেরই হইত। বৈদ্যনাথ ও গঞ্জালিস এক স্থানে বাস করিতে পারে না। কিন্তু এখন আবার আমাদিগের সৈন্য সব আরাকাণে পাঠাইতে হবে। আবার সব লোকও এখানে নাই। কতক গঞ্জালিসের সঙ্গে গেল। কতক ছড়ান আছে।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তুমি কি সত্য সত্য সকল লোক একত্র পাইলে বৈদ্যনাথের সঙ্গে বাদ করে সনদ্বীপে বাস করিতে পারিবে? তা মনেও করো না! বৈদ্যনাথ বড় নিতান্ত হীনবল নহে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আপনাআপনির মধ্যে বলিতে কি, বৈদ্যনাথ যদ্যপি প্রকৃত প্রস্তাবে বিবাদ উপস্থিত করে, তবে বলা যায় না আমাদিগের কি হয়। ফলে আমরাও কিছু নিতান্ত অকর্ম্মণ্য নহি। অল্পে কখন বৈদ্যনাথকে ছাড়িব না।

বেঞ্জামিন বলিল। "কি করিবে। শুনিতেছি আনথনি লোক লইয়া যক্ষপুরে যাইবে। তবে সেই সময় যদি বৈদ্যনাথ আপন সৈন্য লইয়া তোমাদিগের গেঁডিজ আক্রমণ করে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা সেই পরামর্শ করিবার জন্য একত্র মিলিয়াছি। এখন আনথনিকে সেনা লইয়া যাইতে দেওয়া উচিত কি না।"

ক্লড বলিল। "এক্ষণে একমাত্র উপায় আছে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমার কি পরামর্শ।"

ক্লড বলিল। "এক্ষণে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের বাটীতে আছে তাহাকে ধরিয়া গেডিজে বন্ধ করিলে তাহার লোক জন যদি সমাচার না পায় তবে অবশ্য স্থির হইয়া থাকিবে? পরে এ সম্বাদ প্রচার হইতে না হইতে গঞ্জালিস আসিয়া পৌঁছিতে পারে ও আনথনিও আরাকাণ হইতে আসিতে পারে।"

ভিক্রুস বলিল। "আমার ইহাতে সম্পূর্ণ মত আছে। এমন কি আমার জ্ঞানে এই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। ইহা ত্যাগ করিলে আমরা নিতান্তই প্রাণ হারাইব, না হয় বন্দী হইব। আমি বেঞ্জামিনকে ইহা বলিয়াছি। বেঞ্জামিন তাহায় কোন-মতে মত দিতেছে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। বেঞ্জামিন পাগল নহে। ইহাতে কি জন্য আপত্তি করিবে। এমত সুবিধা কোন ভদ্রলোক ছাড়ে। যখন শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, আপন ইচ্ছায় কারাগারে প্রবেশ করিয়াছে, তখন আর কিসের ভাবনা; অপর সকলের ইহাতে কি মত। গেডিজের প্রধান প্রধান লোকেরা এই পরামর্শে মত দিন।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ভদ্র, আমার কথা একবার শুন! তোমরা যখন সকলে এক মত হইলে, তখন আমার অমতে কোন কর্মই আটক খাইবে না। আর আমার অমত প্রকাশ করিতে হইলে আমাদিগের আপন প্রতিজ্ঞা অস্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু আমি যদি তোমাদিগের নিকট ভিক্ষাছলে কিছু প্রার্থনা করি তবে তোমরা আমার পূর্বকর্ম সকল স্মরণ করিয়া আমাকে এ দান করিতে অসম্মত হইবে না। আমি বহুকাল অবধি তোমাদিগের দলভুক্ত। এমন কি, আমি সনদ্বীপের আদিম বাসীন্দা। গঞ্জালিসের সঙ্গে আমি আসিয়া বাস করি। এমন কি এখানকার লোকদিগকে আমি আপনি পরাজিত করিয়া দূর করি। কেবল বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে আশ্রয় দেয়। সেই বল দিয়া আমাদিগকে স্থাপিত করে। আমরা সেই অবধি এত দিন পর্যন্ত এই স্থানে বৈদ্যনাথের কৃপায় বাস করিতেছি। বৈদ্যনাথের পিতা আমাদিগকে ব্যবসায়ী জানিয়া স্থান দেয়। পরে যখন আমরা স্ববৃত্তি সাধনে নিযুক্ত হই, তখন বৈদ্যনাথকে পিতার সঙ্গে এই গেডিজের সামনের মাঠে ঐ দেখ অশ্বত্থ গাছ আছে উহার তলায় বসিয়া এক সন্ধিপত্র লিখিয়া দিই, তাহাতে এমত সত্ত্ব থাকে যে আমরা কখন বৈদ্যনাথের পিতার উপর দৌরাত্ম্য করিব না ও সেও আমাদিগের বিপক্ষ হইবে না। বহুকাল হইল এই সন্ধিপত্রের অনুরোধে গঞ্জালিস কখন ওদিকে কটাক্ষ করে নাই। আমিও তোমাদিগের এক জন প্রকৃত আত্মীয়। আমার দেশীয় লোক জ্ঞানে কখন তোমাদিগের বিপদে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম না। সর্বদা প্রাণপর্যন্ত পণ করিয়া যাহাতে তোমাদিগের মঙ্গল হয়, তাহা করি-

য়াছি। এক্ষণে সেই সন্ধিপত্রের অনুরোধ রক্ষা করিতে তোমা-দিগকে বলিতেছি। আর আমিও ভিক্ষা চাহি যে, আমাকে এ দুরূহ পাপে লিপ্ত করিও না। বিশ্বাসঘাতকতাপেক্ষা আর পাপ নাই। বৈদ্যনাথ আমার ঘরে নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিতেছে। সে মনেও জানে না। তোমরা নিতান্ত অবোধ নহ। বোধ হয় তোমরা আমাকে বিরক্ত করিবার উদ্দেশে এরূপ উপহাস করি-তেছ, তোমরাও কিছু সত্য এত পাষণ্ড নহ।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন যথেষ্ট। আমরা তোমাকে মান্য করি ও তোমার পরামর্শ সকল বুঝিতেছি। কিন্তু কি করি, অগত্যা এরূপ আচরণে নিযুক্ত হইতেছি। আমাদিগের উপা-য়ান্তর নাই। যদি বৈদ্যনাথকে এ সুযোগ পাইয়া ছাড়িয়া দিই, তবে সে এক্ষণে আপন সৈন্যবল লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। সে আক্রমণ করিলেই সমূহ বিপদ উপস্থিত হইবে। এ সময় তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি পরামর্শ দাও। সকল প্রকারে আত্ম রক্ষা করা কর্তব্য। অতএব আত্মরক্ষার্থে সকল কর্ম করা যায়। ইহাতে কিছু দোষস্পর্শ করিতেছে না। তুমি কেন অকারণ ভয় করিতেছ। পাদ্রিকে জিজ্ঞাসা করি, ইহাতে তিনি কি বলেন।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তোমাদের পাদ্রির আবার ধর্মজ্ঞান কি।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কেন পাদ্রির ইহাতে কি মত।"

পাদ্রি উত্তর করিলেন। "অপকৃষ্ট ধর্মাবলম্বীদিগকে বিধি-মতে নষ্ট করিবে। তাহারা সয়তানের বংশ।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমি আর বিচার প্রার্থনা করি না। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া এই ভিক্ষাটি দাও।"

ভিক্রুস বলিল। "তবে আর বিলম্বে কি প্রয়োজন। চল আমরা যাইয়া বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এখন স্পষ্ট ধরিয়া আনিলে অনেক গোল উপস্থিত হইবে। চাই কি বৈদ্যনাথের লোকেরা আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে। অতএব আর এক পরামর্শ কর।"

ক্লড বলিল। "আবার কি হেকমত চালাইবে। আর হন্নুরে কায নাই, সাদা সিদি ধরিয়া আনাই ভাল। সাদা কাযে বড় ফের লাগে না। হেকমতের একটু ত্রুটি হলে উল্টা বিপদ ঘটে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমার এ পরামর্শে কোনই বিপদ সম্ভাবনা নাই। একখানা শিবিকায় করিয়া তাহার হাত পা ও মুখবন্ধ করিয়া আনায় তোমাদিগের কি মত।"

ক্লড ও ভিক্রুস এককালে বলিল। "মন্দ নয়, এও এক ভাল পরামর্শ বটে। তবে চল তাই করা যাক্। আমরা দুই জন ও ফ্রান্সিস্কো আর আট জন হইলেই যথেষ্ট।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আট জন লোক ডাকিয়া একটা শিবিকা লও।" ভিক্রুস আর ক্লড লাফাইয়া উঠিয়া গেল। বাকি প্রায় পঁচিশ জন সভ্য এই পরামর্শে মত দিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে চল।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তাহা কোন ক্রমেই হইবে না। আমাকে তোমরা অদ্য কোন দণ্ড দাও, আমি তাহা স্বীকার করিতেছি। আমায় কিন্তু এ ভয়ানক পাপে হস্ত লিপ্ত করিও না, আমায়

রক্ষা—ক্ষমা কর। আমি জীবন পর্যন্ত তোমাদিগের হস্তে অর্পণ করিতেছি। ফ্রান্সিস্কো একবার ধর্মের দিকে চাও। বল তোমার লোক সব ক্ষান্ত হউক। আমি তোমাদিগের এক জন দলস্থ ও আত্মীয়। আমার অমঙ্গল সাধনে কি তোমাদিগের ইচ্ছা। তোমরা আমায় রহস্য করিতেছ। আমি কিন্ত একান্ত ভীত হইয়াছি। ভিক্রুস ভাই আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাদেরই। ক্লড তুমিও কি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইলে!

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন তুমি কি নিতান্ত উন্মাদ হইয়াছ? তোমার ভীমরতি হইয়াছে। অকারণ কতকগুলা বাতুলের মত বকিতেছ কেন। তোমার ইহাতে কি বিপদ হইল। তোমার উপর আমার জ্ঞানে দৌরাত্ম্য চিন্তা করি না।"

বেঞ্জামিন কিছু স্থির হইয়া বলিল। "তাই বল। আমিও তাই ভাবিতেছিলাম এ কেমন হল। এমন কি কখন হইতে পারে। ফ্রান্সিস্কো রহস্য করিতেছে। আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন আমি তোমায় রহস্য করি নাই। আমরা সত্যই বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব, কিন্তু তোমার তাহে কি ক্ষতি হইবে যে তুমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ফ্রান্সিস্কো সেটি কখনই হইবে না। সে ভদ্রলোক বিশ্বাস করিয়া আমার ঘরে অতিথি হইয়াছে। আমি ভিক্রুসকে বলিয়া কি কুকর্মই করিয়াছিলাম। হায় যদি না বলিতাম তো তোমরা কিছুই জানিতে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "হাঁ তবে আমরা সকলেই ধরা পড়ি-

তাম আর তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া দেখিতে। কেমন এই তোমার
।?”

বেঞ্জামিন বলিল। “ফ্রান্সিস্কো তুমি কি আমাকে নীচ-প্রকৃতি স্থির করিলে। আমি কি তোমাদিগের ছাড়িয়া আপন প্রাণ বাঁচাইতে এত যত্নশীল হইয়াছি। আমি আপন চিন্তা অণুমাত্রও করি নাই। আমাকে তোমরা যে শাস্তি দিতে চাহ, দাও। আমি কেবল একমাত্র ভিক্ষা চাহি। আমাকে ক্ষমা কর। বৈদ্যনাথ অদ্য আমার অতিথি, অদ্য তাহাকে কিছু বলিও না।”

ভিক্রুস বলিল। “হাঁ দিব্য ক্ষমা চাহিলে। বৈদ্যনাথকে ছাড়িয়া দিলে আর তোমার ক্ষমা করিবার লোক থাকিবে না। বেঞ্জামিন তোমার ন্যায়বিদ্যা এখানে খাটিবে না।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ, আমরা কিঅবস্থ হইয়া বৈদ্যনাথকে বদ্ধ করিতে নিযুক্ত হইয়াছি। ভাবিয়া দেখ, আমরা নিতান্ত নিরুপায় না হইলে কখন তোমার প্রতিকুলাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না। যখন তোমার মতের বিপরীত কর্ম্মে ইচ্ছা, তখনই তোমার বোঝা কর্ত্তব্য যে আমাদিগের কত সমূহ বিপদ উপস্থিত। আর ইহাতেই বা তোমার কি ক্ষতি? সে তোমার অতিথি হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে হিন্দু, আমাদিগের চিরশত্রু। শত্রু নষ্ট করিতে কোন উপায় ছাড়িবে না। কৌশলে শত্রু ক্ষয় কিছু অশাস্ত্র কথা নহে। তাহাকে অদ্য বদ্ধ করিলে আমরা তাহার হস্তে নিপতিত না হইয়া বরং তাহাকে আমাদিগের বশবর্ত্তী করিলাম। তাহাকে মারিব না। তবে যত দিন গঞ্জালিস না আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন তাহাকে গেডিজে থাকিতে হইবে।”

বেঞ্জামিন বলিল। "শুদ্ধ যদি উপস্থিত বিপদ হইতে ত্রাণ ব্যতীত আর কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তবে আমার কথা শুন। তাহাকে বদ্ধ করিও না। চল তুমি আমার সঙ্গে যাইয়া তাহার সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব করি। তাহাকে বলি যে ভ্রমবশত তাহার জাহাজ আক্রমণ করা হইয়াছে। সকল দ্রব্য ফিরাইয়া দিতেছি। তাহা হইলে সে আর অস্বীকার করিবে না।"

ভিক্রুস বলিল। "আঃ কি পরামর্শই দিলেন, আমাদিগের সোলেমান্। মাথা কাটাইয়া কি মতে বাঁচিব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ইহাতে বোধ হয় আমরা নিরুদ্বেগ হইতে পারিব না। বৈদ্যনাথের পুত্রকে আমরা কারারুদ্ধ করিয়াছি, বৈদ্যনাথ দ্রব্য পাইলে গেডিজ আক্রমণ করিতে ছাড়িবে না। তোমার পরামর্শে আমাদিগের উভয় কুলই যাইবে।"

ভিক্রুস বলিল। "বেঞ্জামিনের উভয় কুল রক্ষা হইল।"

বেঞ্জামিন বলিল। "যদি বৈদ্যনাথ ধর্মসাক্ষ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, তবে বোধ হয় সে কখনই তাহা ব্যতিক্রম করিতে পারিবে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন তোমার সেটি ভ্রম, তোমার মত সরলচিত্ত লোক অতি বিরল। তুমি বুঝিতেছ না, অবশেষে তুমিই পরিতাপ করিবে। বেঞ্জামিন ক্ষান্ত হও। ইহাতে তোমাকে পাপ স্পর্শ করিবে না। তোমার অমতে আমরা তাহাকে বদ্ধ করিতেছি।"

বেঞ্জামিন বলিল। "কেবল মৌখিক অমত হইলে কি হইবে। আমি পারতপক্ষে বৈদ্যনাথকে বন্দী করিতে দিব না।"

ভিক্রুস বলিল। "আমরা বলপূর্বক বন্দী করিব।"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি আমার বাটিতে কাহার সাধ্য আমার বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে।"

ভিক্রুস আপন বক্ষে হস্ত দিয়া বলিল। "এই বীর তোমার বাটীতে গিয়া বলপূর্বক বৈদ্যনাথকে বন্দী করিয়া আনিবে। আনিবে।"

বেঞ্জামিন উগ্র হইয়া বলিল। "তাহা কখনই হইবে না, আমি তোমাকে যাইতে দিব না।"

ভিক্রুস বলিল। "এই লও আমি চলিলাম।"

বেঞ্জামিন দ্রুতপদে ভিক্রুসের অগ্রসর হইলে ভিক্রুস বলপূর্বক বেঞ্জামিনের হস্ত ধরিল। বেঞ্জামিন রুষ্ট হইয়া আরক্ত নয়নে বলিল। "ছাড়িয়া দাও। ভিক্রুস ছাড়িয়া দেও।"

ভিক্রুস বেঞ্জামিনের হাত ধরিয়া বলিল। "আমি তোমাকে ছাড়িব না। চল তোমাকেও ঘরে বন্দী করি।" বেঞ্জামিন এই কথা শুনিবামাত্র অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিল। বলিল। "নরাধম ছাড়।" অমনি এমত বলে হাত টানিল যে ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া আপনি দূরে দাঁড়াইল। ভিক্রুস অমনি পশ্চাতে টলিয়া পড়িয়া গেল। ভিক্রুস শীঘ্র উঠিয়া রোষে দন্তপেষণ করিয়া বলে বেঞ্জামিনের কপালে মুষ্ট্যাঘাত করিল। বেঞ্জামিন বিদ্যুৎবেগে তাহার সুদ সহিত ঋণ শোধিল। ভিক্রুস আবার মুষ্ট্যাঘাতে উত্তর দিল। ক্রমে বেঞ্জামিনও পুনঃ মুষ্টি আঘাত করিতে লাগিল। মুষ্টির উপর মুষ্টি, কিলের উপর কিল। বলপ্রহারে উভয়ের বদন রক্তবর্ণ হইল। সে বলের সম্মুখীন হওয়া দুর্ঘট। এক একবার দুই চারি পা পশ্চাতে গিয়া বেগে আসিয়া উভয়ে ঠাঁ ঠাঁ শব্দে কিল চালাইতে লাগিল। প্রতি

কিলে মুখের চর্ম ছিঁড়িয়া গেল ও ক্রমে উভয়ের মুখ কেবল রক্তে পূর্ণ হইল। ফ্রান্সিস্কো প্রভৃতি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে যখন বেঞ্জামিনের ভীষণ মুষ্ট্যাঘাতে ভিক্রুস অস্থির হইয়া দূরে দাঁড়াইল, তখন বেঞ্জামিন বলিল। "পাপ নরাধম উপযুক্ত দণ্ড পাইলে।" ভিক্রুস উত্তর না করিয়া পুনর্বার বেগে আসিয়া বেঞ্জামিনের দীর্ঘ কেশাকর্ষণ পূর্বক তাহাকে ভূমে পাড়িল। যেন ঘটোৎকচ পতনে মেদিনী কাঁপিল। বেঞ্জামিন তড়িৎ বেগে উঠিয়া ভিক্রুসের কণ্ঠ পার্ষ্ণি দ্বারা এরূপ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিল যে ভিক্রুসের চক্ষুদ্বয় উলটাইয়া পড়িল। ভিক্রুস মুখ ব্যাদান করিয়া অস্থির হইল। বেঞ্জামিন ভিক্রুসকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া ছাড়িয়া দিল ও একটি বলে পদাঘাত করিয়া বলিল। "নরাধম পলাও। এখানে আর থাকিও না। আমি তোমাকে একান্ত মারিব।"

ভিক্রুস দূর হইতে বলিল। "ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনের কথা শুনিলে? সভাকুট্টিমে যে আমাকে অপমান করিল, ইহার বিচার প্রার্থনা করি।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "অকারণ আত্মবিচ্ছেদ করা বড় যুক্তিযুক্ত নহে, তাহাতে আবার এ বিপদের সময়, ক্ষান্ত হও।"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ, সকলে বলিতে পারে, আমাকে যখন তোমাদিগের সম্মুখে বেঞ্জামিন অপমান করিল, তোমরা তাহা দেখিয়া যখন কথাটীও বলিলে না, তখন আর তোমাদিগের নিকট বিচার প্রার্থনা আমার অন্যায়। ভালই হইল। আমি কিছু বেঞ্জামিনের সঙ্গে আপনকার কর্মের জন্য বিবাদ করি নাই।"

ভিক্রুস ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগে আর বলিতে না পারিয়া একখানা পাদপীঠে বসিয়া পড়িল।

ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনের দিকে চাহিয়া বলিল। "তোমার এখানে এরূপ আচরণ করা বড় ভাল হয় নাই।"

বেঞ্জামিন বলিল। "তোমাদিগের কি চক্ষু নাই? তোমাদিগের সম্পূর্ণ মতিভ্রম দেখিতে পাই। পাপাত্মা ভিক্রুস অগ্রে আমায় স্পর্শ করিয়াছিল, আমাকে অগ্রসর হইতে দিল না।"

ক্লড বলিল। "তাহাতে তাহার কি অন্যায়? আমিও তোমায় অগ্রসর হইতে দিব না, তোমাকে গেডিজে থাকিতে হইবে। আমরা বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব।"

বেঞ্জামিন বলিল। "যদি অধর্মে মন দাও, তবে আমি কি করিতে পারি? কিন্তু আমিও বালক নহি। আমাকে তোমরা কি কারণে কারারুদ্ধ করিতে চাহ? আমি তোমাদিগের কোন অনুপকার করি নাই যে আমার উপর এরূপ অন্যায়াচরণ করিতেছ।"

ক্লড বলিল। "বেঞ্জামিন! তোমার যথেষ্ট ভদ্রতা হইয়াছে। আর রহস্য ভাল লাগে না, কেন বক। আমরা প্রকাশ্যই বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনিব। ইহাতে তোমার আপত্তি খাটিবে না।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমিও জীবন সত্ত্বে তোমাদিগকে তাহা করিতে দিব না।"

ফ্রান্সিস্কো কিছু রুষ্ট হইয়া বলিল। "বেঞ্জামিন এখনও সময় আছে বিবেচনা কর। এ বড় সামান্য কথা নহে। অকারণ বন্ধু বিচ্ছেদ ভাল নহে। আমরা যখন কৃতপ্রতিজ্ঞ হই-

য়াছি, তখন তোমার আমাদিগের মতের বিপক্ষ হওয়া অত্যন্ত গর্হিত।”

বেঞ্জামিন বলিল। “এ কি অত্যাচার! তোমরা আমার ঘরে কি বলিয়া বলপূর্বক প্রবেশ করিবে।”

ক্লড বলিল। “আমাদিগের বন্দীকে তুমি আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছ। তন্নিমিত্ত আমাদিগের নিয়ম মতে আমি তোমাকে বদ্ধ করি।” ক্লড অগ্রসর হইয়া হস্তদ্বারা বেঞ্জামিনের দক্ষিণ স্কন্ধ দেশ ধারণ করিল।

বেঞ্জামিন বলিল। “কোথা পরওয়ানা দেখাও, বিনা রুবকারিতে আমার শরীর স্পর্শ করিলে আমি তোমাকে আমাদিগের নিয়মানুসারে দণ্ডার্হ করিব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ক্লড চল, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, বৈদ্যনাথকে ধরিয়া আনি।” ক্লড ফ্রান্সিস্কোর কথায় তাহার পশ্চাদ্গমন করিল। বেঞ্জামিন দ্রুতপদে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তুমি এখানে থাক। আমাদিগের সঙ্গে যাওয়ায় তোমার লাভ কি?”

বেঞ্জামিন বলিল। “তোমাদিগের সঙ্গে যাইয়া বৈদ্যনাথ যাহাতে না বন্দী হয়, তাহার চেষ্টায় থাকিব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “বেঞ্জামিন তোমা হইতে তাহা কোন প্রকারেই সম্পন্ন হইবে না। যাও গেড়িজে আমাদিগের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা কর। আসিয়া একত্রে আহার করিব।”

বেঞ্জামিন বলিল। “আমাকে কি গমিস পাইলে? যে, আহারের লোভে তোমার এখানে বসিয়া থাকিব? আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

ক্লড বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! এ বৃদ্ধ কুকুরকে শৃঙ্খলে না বাঁধিলে, আমাদিগের কর্ণ স্থির হইবে না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিন! আমার কথা রাখ, এই খানে আমাদিগের প্রত্যাগমন অপেক্ষা কর।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! তুমি কি আমাকে মান না? যে এরূপ ঘন ঘন নিবারণ করিতেছ, আমি কি ব্যঙ্গ করিতেছি? আমি কখনই এখানে থাকিব না।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ক্লড! বেঞ্জামিনকে ছোট একটা কামরায় বন্ধ করিয়া আইস।"

ক্লড দ্রুতপদে বেঞ্জামিনের নিকট যাইয়া তাহার হাত ধরিল। বেঞ্জামিন বলে তাহা ছাড়াইল। ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনের ব্যবহার দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া আপনি বলে বেঞ্জামিনকে ধরিল। বেঞ্জামিন উভয়ের গ্রাসে পড়িয়া যেন দীপের কীটের ন্যায় ক্ষণেকমাত্র ঝট্‌পট্‌ করিল, কিন্তু কতক্ষণ সে স্ফূর্ত্তি থাকে? অবসন্ন হইয়া ভূতলে পড়িল।

ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড তাহাকে অক্লেশে উঠাইয়া লইয়া চলিল। ভিক্রুস বেঞ্জামিনের এই অবস্থা দেখিয়া দ্রুতপদে নিকটে আইল, নিকটে আসিয়া বেঞ্জামিনের বক্ষে একটী সবলে কিল মারিল। নিষ্ঠুর ফ্রান্সিস্কো চমকিয়া উঠিয়া বলিল। "ভিক্রুস! তোমার এটী অত্যন্ত অন্যায়। এ কি দৌরাত্ম্য! অচেতন শরীরে মারা কি তোমার কর্ত্তব্য?"

ভিক্রুস কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল। "চল, ইহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, আমি ধরিব।"

ক্লড রোষভরে বলিল। "না, আর তোমায় ধরিতে হইবে না, তুমি আট জন বেহারা আন।"

ভিক্রুস ইহাদিগের নিকট হইতে এক্ষণে স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ পাইবামাত্র "আমি এখনই বেহারা আনিতেছি।" বলিয়া চলিয়া গেল। ক্লড ও ফ্রান্সিস্কো বেঞ্জামিনকে একটী ছোট ঘরে লইয়া, গিয়া একটী বেঞ্চের উপর তাহাকে ফেলিয়া ঘর হইতে বাহিরে আইল। দ্বার রুদ্ধ করণ সময় ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ক্লড! বেঞ্জামিনের জন্য এক পাত্র মদ রাখিয়া গেলে ভাল হয়। নির্বোধ অনেক প্রহার খাইয়াছে।"

ক্লড বলিল। "চল, বাহিরে কাহারে বলিয়া যাই।"

দুই জনে দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে আইলে, দেখে ভিক্রুস একটী শিবিকা আর আট জন বেহারা আনিয়া বসিয়া আছে। ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমরা একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি। এক জন ভৃত্যকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল। "লাকারষ্টিন! চাবি লও। বেঞ্জামিন ছোট কুটুরিতে আছে, তাহার চৈতন্য হইলে, একটু মদ দিও। আর যদি বাহিরে যাইতে চাহে ত এক ঘণ্টা পরে ছাড়িয়া দিও।"

লাকারষ্টিন "যে আজ্ঞা" বলিয়া কুঞ্চি লইয়া চলিয়া গেল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এস, আমার সঙ্গে চল।" ক্লড, ভিক্রুস ও আট জন বেহারা শিবিকা লইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভিক্রুস! তুমি কি করিয়া বেঞ্জামিনকে এরূপ মারটী মারিলে, আবার তাহাকে অচেতন দেখিয়াই বা কেন বক্ষে সে ভয়ানক কিল মারিলে?"

ভিক্রুস কিছু অপ্রস্তুত হইয়া বলিল। "বেঞ্জামিন অত্যন্ত মন্দ লোক।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "বেঞ্জামিনের কেবল বৈদ্যনাথের জন্য আমাদিগের সঙ্গে বিবাদ করা একমাত্র দোষ, তা আবার ভাল করিয়া বিবেচনা করিলে, সে দোষও বলিয়া বোধ হয় না।"

ভিক্রুস বলিল। "দোষ নহে কেমনে? সে যখন আমাদিগের শত্রুকে আপন ঘরে আশ্রয় দিয়াছে, আবার তাহার জন্য আমাদিগের সঙ্গে বিবাদ করে, তখন আমাদিগের নিয়ম মতে তাহাকে নষ্ট করাই বিচার-সঙ্গত।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এ দোষটী আমরা অন্যায় করিয়া আমাদিগের আবশ্যক বলিয়া তাহার স্কন্ধে ফেলিতেছি। বৈদ্যনাথের সঙ্গে আমাদিগের কোন বাদ নাই। বেঞ্জামিনের ঘরে গিয়া বলপূর্ব্বক তাহার আত্মীয়কে অপহরণ করা আমাদিগের নিয়মের বিপরীত কায, কিন্তু আমরা একান্ত নিরুপায় বলিয়াই এইরূপ করিতে মত করিতেছি। যাহা হউক, তোমার মারাটী ভাল হয় নাই।"

ভিক্রুস বলিল। "সেও ত আমায় মারিয়াছে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "উত্তম করিয়াছে। তুমি তাহাকে কি জন্য ধরিলে? আমাদিগের নিয়মে ইহার নিষেধ আছে। গঞ্জালিসের নিকট ইহার বিচারে, তুমি অবশ্য দণ্ডার্হ হইবে।"

ভিক্রুস বলিল। "বেঞ্জামিনও দণ্ডার্হ বটে। আমরা উভয়ে সমান। ইহাতে কেবল আমিই কি জন্য শাস্তি পাইব?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভাল, সেও যদি কুকর্ম করিয়া থাকে, তুমি কি জন্য এমত করিলে?"

এমত সময় দূরে অশ্বপদের শব্দ পাইয়া ক্লড বলিল। “পশ্চাৎ হইতে অশ্বের শব্দ পাইতেছি, এখন এ দিকে অশ্ব লইয়া যায় কে?”

ভিক্রুস বলিল। “বোধ হয় বৈদ্যনাথের লোক। তাহারা প্রাতঃকাল অবধি এই দিকে গতায়াত করিতেছে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “দেখ হয় ত বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের ঘরে নাই, আমাদিগের বেঞ্জামিনকে কষ্ট দেওয়ামাত্র বুঝি হইল।”

ভিক্রুস বলিল। “এস আমরা ঐ ঝোপে লুকাইয়া দেখি, বেহারারা শিবিকা লইয়া আগে যাউক।”

ফ্রান্সিকো বলিল। “তাই চল” ফ্রান্সিস্কো, ক্লড ও ভিক্রুস ঝোপের ভিতর দাঁড়াইল। বেহারারা শিবিকা লইয়া চলিয়া গেল। দূরের পদশব্দ ক্রমে নিকটস্থ হইতে লাগিল। ক্রমে অশ্বপদ-শব্দে চতুর্দিক পূরিল। ক্রমে নিকটস্থ হইলে, দুই জন অশ্বারোহী দেখা গেল।”

ভিক্রুস বলিল। “ঐ লও, বৈদ্যনাথ আর তাহার এক জন লোক।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “সঙ্গে কে আছে।”

ভিক্রুস বলিল। “চেনা যায় না।” অল্প বিলম্বে নিকটস্থ হওয়ায় ভিক্রুস বলিল “ভজহরিকে দেখিতে পাই।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “উহাদিগের হাতে কি কিছু অস্ত্র আছে?”

ভিক্রুস বলিল। “অস্ত্রের মধ্যে প্রতোদমাত্র।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “ক্লড! বল ত এই খানেই ইহাদিগকে আক্রমণ করা যায়।”

ক্লড আস্তে আস্তে ফ্রান্সিস্কোকে কিছু বলিল। ফ্রান্সিস্কো

ভিক্রুসের কর্ণে কি বলিল, অমনি ভিক্রুস করুণস্বরে আর্ত্ত-নাদ করিতে লাগিল। ফ্রান্সিস্কো হেঁটমুণ্ডে পথে যাইয়া দাঁড়াইল। ক্লড দ্রুতপদে শিবিকার দিকে দৌড়িল। বৈদ্য-নাথ ও ভজহরি নিকটস্থ হইলে ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয়! যে কেন হউন আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, আমি বিদেশী। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হঠাৎ রাস্তায় পড়িয়া গিয়া পাটী ভাঙ্গি-য়াছে, এ স্থানে শিবিকা পাই এমত উপায় নাই। অশ্বও পাওয়া দুর্লভ, কিন্তু অশ্ব বা অশ্বতর না হইলে, শিবিকায় তাহার যাওয়াও কষ্টকর। যেহেতুক পায়ের যে অস্থিটী ভাঙ্গিয়াছে, তাহে অশ্বে বসিয়া যাওয়াই সুখকর বোধ হই-তেছে। আমি একক আছি, তাহাকে বন হইতে পরিষ্কার স্থানেও লইতে অশক্ত হইতেছি। মহাশয়! অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার ক্রীত হইব।" বৈদ্যনাথ অশ্বরশ্মি সংবত করিলেন। ভজহরি বলিল। "মহাশয় এখানে বিলম্ব করা বিধেয় নহে, বিলম্বে কর্ম্ম ক্ষতি সম্ভাবনা।"

ফ্রান্সিস্কো কাতর স্বরে করপুটে বলিল। "মহাশয় দয়া-ময় এ দুর্ঘট বিপদ হইতে আমার পরিত্রাণের একমাত্র উপায়, অযত্ন করিবেন না। ক্রমে রৌদ্র বৃদ্ধি পাইতেছে। হয়ত রৌদ্রের উত্তাপে আমার ভাইটি মরিয়া যাইবে" ফ্রান্সিস্কো হস্তদ্বয় দ্বারা চক্ষু আবরণ করিল। অমনি পশ্চাৎ হইতে ভিক্রুস কাঁদিয়া উঠিল। সে কাতর স্বরে প্রস্তর দ্রব হয়, তা বৈদ্য-নাথের মন। বৈদ্যনাথ আর্ত্তনাদে সিহরিল।

ভজহরি বলিল। "মহাশয় পরের জন্য আপনার ক্ষতি করা বিষয়ী লোকের কর্ত্তব্য নহে।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "ভজহরি চল একবার অবস্থাটা দেখিয়া আসি। দৈবের ঘটনায় অগ্রাহ্য করিতে নাই। কে জানে আমরা যাইতে যাইতে ঐ মত বিপদে পড়িব না।" ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথকে সুলভ জ্ঞানে দৌড়িয়া বৈদ্যনাথের দক্ষিণ পাদ ধরিল।

ভজহরি বলিল। "পান্থ! আমাদিগের প্রয়োজন আছে, এক্ষণে বিলম্ব করিতে পারিব না। "ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথের চরণ ধরিয়া একবার বৈদ্যনাথের মুখের দিকে এমত করুণ-ভাবে চাহিল যে বৈদ্যনাথ অমনি পাদবলয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার ভজহরির প্রতি চাহিলে, ভজহরি সে চক্ষুর অবাক্ বক্তৃতায় বশীভূত হইল বটে, কিন্তু বিলম্বে ক্ষতি হইবে জ্ঞানে চক্ষুর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে দৃষ্টি করিল। ফ্রান্সিস্কো ভজহরির মনের ভাব বুঝিয়া বৈদ্যনাথের পা ছাড়িয়া ভজহরির চরণ ধরিল। ভজহরি আর সহ্য করিতে না পারিয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। পরে বৈদ্যনাথও অশ্ব হইতে ভূমে নামিলেন। দুই অশ্বের বল্গা লইয়া নিকটস্থ ছোট গাছের ডালে বাঁধিল।

ফ্রান্‌সিস্কো বলিল। "মহাশয় আপনারা দয়ার সাগর। আমি আপনাদের ক্রীতদাস আমার প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন, ঈশ্বর আপনাদিগকে পুরস্কার করিবেন। ধর্ম্মের চিরদিন বৃদ্ধি হয়। আহা! আমি আমার ভ্রাতার জন্য নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমার শরীরে প্রাণ আইল। এই দেখুন এতক্ষণে আমার নিশ্বাস বহিতেছে।"

ভজহরি বলিল। "চল তোমার ভাইকে দেখিগে।"

ফ্রান্‌সিস্কো বলিল। "মহাশয় সে নিতান্ত কাতর হইয়াছে, তাহার এমত শক্তি নাই যে উঠে, মহাশয়দের সেই খানে যা-ইতে হইবে। ভজহরি বলিল তাই চল।"

ফ্রান্‌সিস্কো বলিল। "মহাশয়েরা একটু অগ্রসর হউন আমার একটি লোক এই দিকে একটু জল আনিতে গিয়াছে আমি তাহাকে দেখিয়া আসি, আপনারা ঐ গাছ তলায় যাইয়া আমার অপেক্ষা করুন।"

বৈদ্যনাথ ও ভজহরি অগ্রসর হইলে ফ্রান্‌সিস্কো অল্পে অল্পে ভজহরির অশ্বের নিকট গিয়া একটি কণ্টক লইয়া তা-হার কর্ণমূলে এমত বলে বিদ্ধ করিল যে অশ্বটা একটা বিকট চীৎকার করিয়া পুচ্ছ উচ্চ করিয়া বল্‌গা ছিঁড়িয়া দৌড়িল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আপনার একটা অশ্ব পলা-ইল। দ্রুত আসিয়া অশ্ব ধরুন।" ভজহরি ও বৈদ্যনাথ অশ্বের শব্দ পাইয়া দ্রুত সেই দিকে আসিতেছিল, ফ্রান্সিস্কোর কথা শুনিয়া আরও শীঘ্র আইল। দেখে ভজহরির অশ্ব দৌড়ি-তেছে। ভজহরি দ্রুত অশ্বের পশ্চাদ্গমন করিতে লাগিল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আপনি একবার অনুগ্রহ করিয়া আমার ভাইটিকে দেখুন; বলিতে পারি না। অনুগ্রহ করিয়া তাহাকে ধরাধরি করিয়া আপনার অশ্বে চড়াইয়া গ্রামে লইয়া যাই।" বৈদ্যনাথ অন্য মনস্কে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ইতোমধ্যে ক্লড শিবিকা লইয়া উপস্থিত হইল। অমনি ফ্রান্সিস্কো কিছু হৃষ্ট হইয়া বলিল। "মহাশয় ভাল হইল আপনি এই শিবিকায় আরোহণ করুন, আমরা আপনার উদ্দেশ্য স্থানে লইয়া যাই। আর আপনার অশ্বে

আমার ভ্রাতাকে লইয়া গ্রামের কোন ভদ্রলোকের নিকট আশ্রয় লই।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার শিবিকায় যাইবার অপেক্ষা তোমার ভ্রাতাকে তাহাতে লইয়া যাও, আমি বরং তোমাদিগের সঙ্গে যাই।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া এত দূর আসিয়াছেন, তবে কেন আর অল্পের জন্য আমাকে ক্ষুব্ধ করেন।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয় আমি কিছু আমার অশ্ব দিতে অমত প্রকাশ করিতেছি না। কিন্তু তোমার ভ্রাতার অশ্বে যাওয়ায় কষ্ট হইবে বলিয়া এমত বলিতেছি।”

ফ্রান্সিকো বলিল। “মহাশয় আমার প্রতি দয়া করুন। কেন আমার ভ্রাতাটিকে মারিয়া ফেলিবেন। আমার উপায়ান্তর নাই।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তুমি আমার পরামর্শ শুন। তোমার ভ্রাতাকে শিবিকায় লইয়া যাও। অশ্বে যাইতে অত্যন্ত কষ্ট হইবে।”

ফ্রান্সিস্কো হাঁটু গাড়িয়া বসিল ও করপুটে বলিল। “মহাশয় আপনি যদি এত দয়া প্রকাশ করিলেন, তবে কেন আমার ভাইটিকে মারেন। শিবিকায় উঠাইলেই কষ্টে প্রাণত্যাগ করিবে। ও রূপ সিন্ধুকে উহাকে উঠাইতে অত্যন্ত আমার ভয় হইতেছে। তাহাতে আবার সে যে শ্রান্ত হইয়াছে। এক্ষণেই ঘর্মাক্ত হইয়া প্রাণ হারাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “মহাশয় আপনি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া

নির্ব্বোধের মত বলিতেছেন। রোগীকে শিবিকায় লইয়া যাইতে হয়, তাহায় অমত কি জন্য করেন।”

ক্লড বলিল। “আমরা বুঝিলাম এ ভদ্রলোকটি আপন অশ্ব ছাড়িবেন না। বৃথা চেষ্টা কর। দেখ কপালে যা থাকে, তাই হইবে। এই সিন্ধুকের ভিতর তোমার ভাইকে বন্ধ কর।” ফ্রান্সিস্কো ক্লডের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ফ্রান্সিস্কোর ক্রন্দন দেখিয়া নিতান্ত আর্দ্র-চিত্ত হইলেন। বলিলেন “মহাশয় আপনার মতই আমার মত। কিন্তু এখনও আমি বলিতেছি, শিবিকায় তোমার ভ্রাতাকে উঠাইয়া দাও। অশ্বে কষ্ট পাইবে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় আমি কি পর্য্যন্ত আপনার নিকট বাধিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আপনি এক্ষণে কোথায় যাইবেন, এই শিবিকায় উঠুন। বেহারারা আপনাকে লইয়া যাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “তোমার ভ্রাতাকে আগে পাঠাও আমি পরে যাইব।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয় আমাদিগের বিলম্ব, আপনি অগ্রসর হউন, আপনার অশ্ব কোথায় পৌঁছিয়া দিব।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমার গদিতে।”

ক্লড বলিল। “আপনার নাম কি বৈদ্যনাথ?”

বৈদ্যনাথ বলিল। “হাঁ।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমরা মহাশয়ের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছি। আপনার গদিও জানি; গত রাত্রে সেই খানে অতিথি হইয়াছিলাম। আহা! কি সেবার পরিপাটী! আপ-

নার গদিতে অদ্য বেলা তিন প্রহরের সময় এই অশ্ব উপস্থিত হইবে। আপনি শিবিকায় আরোহণ করুন।”

বৈদ্যনাথ বিলম্ব হইয়াছে ভাবিয়া শিবিকায় আরোহণ করিলেন। অমনি ক্লড ও ফ্রান্সিস্কো উভয় পার্শ্ব হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাহির হইতে চাবি লাগাইল।

বৈদ্যনাথ বলিল। “তোমরা দ্বার কি জন্য বদ্ধ করিলে ?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয়! এখানে বড় দস্যুভয়। বিশেষতঃ ফিরিঙ্গিরা আপনাকে মারিবার জন্য ফিরিয়া বেড়া-ইতেছে, আপনাকে দেখিলেই নষ্ট করিবে; আপনি শিবিকায় গমন করুন। এক্ষণে কোথায় যাইবেন, অনুমতি করিলে বেহারারা সেই খানে লইয়া যাইবে।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “আমি এক্ষণে আমার গদিতে যাইব। ভজহরি কোথায় গেল ?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আপনাকে সেই খানেই লইয়া চলিলাম, আপনি নিস্তব্ধ হইয়া থাকুন।” পরে ফ্রান্সিস্কো বাহকদিগকে শিবিকা উঠাইতে বলিলে, তাহারা শিবিকা উঠাইল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “মহাশয়! অনুমতি করেন ত আমার ভ্রাতাকেও এক্ষণে আপনার গদিতে লইয়া যাই, পরে তাহার রোগের কিছু সমতা হইলে স্থানান্তরে যাইব।”

বৈদ্যনাথ বলিল। “চল সেই খানে যথেষ্ট যত্ন পাইবে।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তবে বাহকেরা কিছু অপেক্ষা কর, আমার ভ্রাতাকে অশ্বে বসাই। বাহকেরা দাঁড়াইল। ফ্রান্সিস্কো অশ্ব আনিলে, ভিক্রুস অক্লেশে তাহায় আরোহণ করিল।

কেবল এক একবার আর্তনাদ করিল। কিছু পরেই ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয়! আমরাও চলিলাম। বাহকেরা চল।

পরে বাহকেরা চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড চলিল। ভিক্রুস সুখে অশ্বে যাইতে লাগিল।

কিছু দূর যাইলে, বৈদ্যনাথ বলিল। "মহাশয়! আপনি কোথায়?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমরা আপনার সঙ্গেই আছি, কি অনুমতি করেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে। সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হইয়াছে, এক বিন্দু ছিদ্র নাই যে, বায়ু কি আলোক আইসে; দ্বার একটু খুলিয়া দাও।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি কি আপনার শত্রু যে দ্বার খুলিয়া দিয়া আপনাকে বিপদে ফেলিব। এক্ষণে অল্প কষ্ট সহ্য করুন। কি করিবেন, আপনার সঙ্গে কেহ লোক নাই যে ফিরিঙ্গিদিগের হাত হইতে আপনাকে রক্ষা করে। মহাশয় অতি শীঘ্রই আপনার গদিতে পৌঁছিবেন।"

বৈদ্যনাথ বলিল। "এতক্ষণে বোধ হয় সদর রাস্তায় আঁসিয়াছি, এখানে ভয় নাই। দ্বার খুলিয়া দাও।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "মহাশয় আর একটু অপেক্ষা করুন দ্বার খুলিয়া দিব।"

বাহকের প্রতি বলিল। "চল তোমরা এইটুকু একটু দ্রুত চল।"

বৈদ্যনাথকে লক্ষ্য করিয়া ব্যস্তে বলিল। "মহাশয় একটু নীরব হইবেন। দূরে কাহাকে দেখিতেছি।" বাহকেরা অত্যন্ত

বেগে দৌড়িতে লাগিল। বৈদ্যনাথ ভয়ে নিস্তব্ধ হইলেন। ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড শিবিকার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত চলিল। ক্রমে গেডিজের প্রধান দ্বারে উপস্থিত হইল। শিবিকা দ্বার পার হইল। সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড মাঠ দিয়া চলিল। শিবিকা দেখিয়া গেডিজস্থ লোকেরা চতুর্দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল। ফ্রান্সিস্কো সকলকে ইঙ্গিত করিয়া বাক্য কহিতে নিষেধ করিল, সকলেই নিস্তব্ধ হইল। ক্রমে বিকট কারাগারদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহকেরা শিবিকা নামাইল। কারাগার দ্বারস্থ প্রহরী ভয়ানক শব্দে ভীষণ দ্বার খুলিল। ফ্রান্সিস্কোর ইঙ্গিতমাত্র দশ বার জন লোক আসিয়া চতুর্দিকে দাঁড়াইল। ফ্রান্সিস্কো শিবিকার দ্বার খুলিল। ভিক্রুস ব্যস্ত হইয়া অগ্রে দাঁড়াইল। বৈদ্যনাথ ভিক্রুসকে দেখিয়াই অত্যন্ত উদাস হইলেন। ভিক্রুস বলিল। "মহাশয় আমারই পা ভাঙ্গিয়াছিল। এক্ষণে বাহির হউন, আপনি গেডিজের কারারুদ্ধ হইলেন। বড় ব্যস্ত হইয়াছিলেন, সৈন্য লইয়া সনদ্বীপ ফিরিঙ্গি শূন্য করিবেন। এখন কে শূন্য হইল! একখানা জাহাজ লইয়াছিলাম, তাহা সহ্য করিতে পারিলে না। এখন তোমার সকল বিষয় কাহার হইল?"

বৈদ্যনাথ বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কোন উত্তর দিলেন না। ভিক্রুস অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া শিবিকা হইতে উঠাইয়া লইল। বৈদ্যনাথ জীবন হীন পদার্থের মত ভিক্রুসের বশবর্ত্তী হইয়া রহিলেন। ক্রমে অন্ধকার কারায় লইয়া গেল। সেখানে রাখিয়া তাহার ভীষ্ম দ্বারে প্রকাণ্ড অর্গলা ও কুঞ্চি বাহির হইতে লাগাইয়া দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়া-

ইয়া বৈদ্যনাথ বসিলেন। চেতনাবিহীন বৈদ্যনাথ কতক্ষণ এ অবস্থায় রহিলেন, তাহা কেহই জানে না। সায়ংকালে একজন লোক আসিয়া দ্বার খুলিল ও একটি দীপ ঘরের এক কোণে রাখিয়া গেল। দীপটি দেখিয়া স্বভাব বশত বৈদ্যনাথ সন্ধ্যা দেবীকে প্রণাম করিলেন। তখন চৈতন্য হইল যে সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে। ঘরটি কেবল অন্ধকারে পূর্ণ। একটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ঘরের উচ্চকোণে থাকায় তাহার আলোকে ঘরে দিবারাত্রি জ্ঞান থাকে না। বৈদ্যনাথ ভাবিলেন "এ কি বিপদ এ পাপেরা আমার যৎপরোনাস্তি দণ্ড দিল। এরূপ অরাজক কখন দেখি নাই, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইল। ধর্মের দিন আর নাই। আমি কোথা উহাদিগের উপকার, করিতে গেলাম, তাহার এই প্রতিফল। ভজহরিই বা কোথায় গেল। সে কতই অন্বেষণ করিবে। পাষণ্ডেরা আমার পুত্রকে বন্দী করিয়াছে। আমাকেও বন্দী করিল। আমার জাহাজ লুটিল। আবার হয় ত আমার ঘর লুটিবে। এই সকল বিষয় রক্ষার উপযুক্ত গোবিন্দ আবার সময় বশত বন্দী হইল। পাপ অরুন্ধতী যত নষ্টের মূল। তাহাকে লইয়াই ত আমার এঁসব ঘটিল। সে না থাকিলে, বরদাকণ্ঠ কখন আমার গৃহ ত্যাগ করিত না। গোবিন্দও তাহার সঙ্গ লইয়া বন্দী হইয়াছে, আবার আমিও হইলাম। হা বিধাতঃ! আমি কি এমত উৎকট পাপ করিয়াছিলাম যে, আমার এরূপ অবস্থা হইল। পাপেরা আমাকে কখনই ছাড়িবে না। বোধ করি, অদ্য রাত্রেই আমার ঘরে গিয়া যথাসর্বস্ব লইবে। হয় ত স্ত্রীলোকদিগকেও বন্দী করিবে। গদিতে হঠাৎ যাইতে পারিবে না, কিন্তু তাহাও লইলে

আপত্তি করিবার কেহই নাই। এখানের গদিতে পঞ্চু একা কি করিতে পারিবে? সৈন্যেরা অধ্যক্ষ না থাকায় নিতান্ত নির্বীর্য। যদি দেওয়ানজী মহাশয় যত্নবান্ হন, তবেই একমাত্র উপায়। সেই বা কি মতে জানিবে যে, আমরা কারারুদ্ধ হইয়াছি; বিধাতা এককালে নিরাশ করিলেন?"

বৈদ্যনাথের অশ্রুতে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল। বৈদ্যনাথ অচেতন হইয়া ভূমে পড়িলেন। কতক্ষণ পরে চেতনা হইল। পিপাসা পাইল। ভাবিলেন, এইবারেই ত প্রাণ যায়, ফিরিঙ্গির ঘরে কি মতে জলপান করি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

"সলোহজালৈর্দৃঢ়বদ্ধদন্তৈঃ সুকল্পিতৈরূর্জ্জিতপাদবক্ষৈঃ।
প্রবীরবোধৈর্ম্মদদুর্নিবারৈঃ।———————— ''

ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিস ভয়ানক বেগে অসি চালন করিতেছে। ফিরিঙ্গিরা বিকট শব্দে গর্জ্জন করিতেছে। দীর্ঘ উল্কা সব চারি দিকে জ্বলিতেছে। ফিরিঙ্গিরা বলপূর্ব্বক দ্বারে প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইতেছে। রায়গড়ের লোকেরা তাহা নিবারণ উদ্দেশে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে। যুদ্ধানল প্রকৃত প্রস্তাবে জ্বলিতেছে। সকলেরই চেতনা নাই, উন্মত্ত অস্ত্রধারী। কেবল স্বকার্য সাধন প্রবৃত্ত। বর্ম্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্যকুমার তূরীধ্বনি করিয়া দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগকে ফিরিঙ্গিরা দেখিবামাত্র ভীত হইল। ক্ষণমাত্র অস্ত্রচালনে নিরস্ত হইল। গঞ্জালিস অবিশ্রামে অসি চালন করিতেছে। ইহাদিগের আগমন লক্ষ করিল না। তাহার পার্শ্বস্থ ফিরিঙ্গি যোদ্ধাকে অস্ত্র চালনে নিরস্ত দেখিল কিন্তু তাহার কারণ জ্ঞাত হইবার অবকাশ পাইল না। রায়গড়ের একজন সেনা অমনি এমত বেগে তীক্ষ্ণ দীর্ঘ শেল ক্ষেপ করিল যে শেলটি ফিরিঙ্গীর শরীরটি ভেদ করিয়া প্রায় পশ্চাৎ হইতে দুই হাত বহির্গত হইল। গঞ্জালিস দ্রুতবেগে সেই সেনা লক্ষ করিয়া অসি চালন করিল। বীর সেনা আপন ভীষণ খড়্গে তাহা অবরোধ করিল। পরক্ষণে গঞ্জালিস আপনার পার্শ্বে কাহাকেই

দেখিতে না পাইয়া যেমন পশ্চাৎদিগে চাহিল, দেখে যে তিন জন সুসজ্জ সর্বাস্ত্রসমন্বিত অশ্বারোহী যোদ্ধা। ভাবিল, ইহারা রায়গড়ের সেনানী, ইহাঁদিগের সেনারা আসিতেছে। গঞ্জালিস কিছু চলচ্চিত্ত হইল, অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন তাহাকে অসি দ্বারা দ্বিধা করণাশয়ে অসি উঠাইল। গঞ্জালিসের বিদ্যুৎ মত চক্ষু যেমন তাহা লক্ষ করিল অমনি জলৌকার মত সঙ্কুচিত হইয়া এমত স্খলিয়া স্থানান্তরে গেল যে, আততায়ীর ভীমবলে উত্তোলিত অস্ত্র আঘাত পাত্র না পাইয়া আততায়ী সম্মুখ হইয়া অষ্ঠীবতে আশ্রয় করিয়া ভূমে পড়িল। গঞ্জালিস ফিরিয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাত করিতে নিমেষমাত্র পড়িল না কিন্তু দক্ষ গঞ্জালিস পশ্চাতস্থ একজনের কঠিন যষ্টির অচেতনী আঘাত অতিক্রম করিতে পারিল না। অশ্বারোহী যোদ্ধারা যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন কিন্তু হজুরমলকে দেখিতে না পাইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। সূর্যকুমার বলিল। "কৈ হজুরমল কোথায়, সে কি এত শীঘ্র অস্ত্রে বলিত্ব পাইয়াছে?"

মালিকরাজ বলিল। "আমার তাহা বোধ হয় না, বুঝি সে স্থানান্তরে আছে।"

বর্মাবৃত বলিল। "এখন সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই, চল অগ্রসর হওয়া যাক" অমনি পাদবলয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইল ও দক্ষিণ হস্তে চন্দ্রহাস লইয়া সম্মুখস্থ ফিরিঙ্গি সেনাকে একই আঘাতে দুই খণ্ড করিল। অমিততেজা অশ্ব প্রথম রক্তস্রাব দেখিয়া একটি গভীর, দুর্গভেদী, শত্রু বিজয়ী ধ্বনি করিয়া দক্ষিণ পদদ্বারা দ্বিধাভুক্ত শোণিতাপ্লাবিত শবকে আঘাত করিল। পরেই একটি দীর্ঘ লম্ফ দিয়া যেখানে ফিরিঙ্গিদিগের সৈন্যেরা

অসহ্য বলে যুদ্ধ স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল, তাহার মধ্যে গিয়া পড়িল। দুই তিন জন ফিরিঙ্গি সেনার হস্ত পদাদি অশ্ব পাতাঘাতে নষ্ট হইল। রায়গড়ের সেনা ও ফিরিঙ্গি সেনা উভয়েই নিস্তব্ধ হইল। কেহই বুঝিল না যে এ বর্মাবৃত পুরুষ কে। তাহাদিগের সন্দেহ দূর হইতে না হইতে অমনি সূর্যকুমার সেই স্থানে লম্ফে উপস্থিত হইল। মালিকরাজও তাহার পশ্চাৎ অনিমেষ বিলম্বে উপস্থিত হইল। তিন জন অশ্বারোহী সাস্ত্রযোদ্ধা রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইবামাত্র চতুর্দিক হইতে লোকেরা সরিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। ক্ষণেকের জন্য যুদ্ধ প্রবাহ রুদ্ধ হইল। বর্মাবৃত পুরুষ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াই একটি সিংহনাদ করিয়া বলিল। "রে দুষ্ট বিশ্বাসঘাতক ফিরিঙ্গী অগ্রসর হও, আমি তোমাদিগকে যমালয় দেখাইব" অমনি তীক্ষ্ণ খড়্গ এক জনার উপর চালাইল। সে লোকটি ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া বামপার্শ্বে ভর দিয়া দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া যেন হস্তদ্বারা অস্ত্রাঘাত আবরণ করিবে বুঝাইল। তাহার কটিদেশ কিছু বক্র করাতে তাহার শরীরটি বামপার্শ্বে হেলিল, বামকর্ণ ভূমিদিকে করিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে বর্মাবৃত পুরুষের দিকে দৃষ্টি করিল। দক্ষিণ হস্ত ঈষৎ উঠাইয়া করতল বিস্তারিল। বর্মাবৃত পুরুষ খড়্গে তাহাকে আঘাত করিয়া যমালয় পাঠাইল। গঞ্জালিস একবার চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া ফিরিঙ্গী ভাষায় কি বলিল, অমনি সৈন্যেরা বলপূর্বক 'সেণ্ট ডোমিঙ্গো' বলিয়া দ্বারাভিমুখে হল্লা করিল। দ্বারের প্রহরীরা সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না। ফিরিঙ্গীরা মহা কোলাহলে বেগে দ্বারে প্রবেশ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ তাহাদিগকে অবরোধ করিতে অশক্ত হইলে

উপায়ান্তর চিন্তা করিতে লাগিল। আপন দীর্ঘশেল তাহাদিগের উপর চালাইল, কিন্তু দ্রুতগামী সেনারা তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষ স্থির হইলে, পশ্চাৎ হইতে সূর্য্যকুমার অগ্রসর হইয়া আপন বন্দুক ফিরিঙ্গী সৈন্য লক্ষ করিয়া মারিল। বন্দুকের ভীষণ শব্দমাত্র সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গী সেনা অমনি ভূমীশায়ী হইয়া আপন আপন অষ্ঠীবতে ভর দিয়া চলিল। কিন্তু অব্যর্থ-সন্ধান সূর্য্যকুমার পুনর্ব্বার বন্দুক ছাড়িয়া দুই জন ফিরিঙ্গি সেনাকে আঘাত করিল। তাহারা অমনি অচেতন হইয়া ভুমি-শায়ী হইল। সূর্য্যকুমারকে বন্দুক চালাইতে দেখিয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও মালিকরাজ ক্রমান্বয়ে বন্দুক চালাইতে লাগিল। সে ভয়ানক শব্দে রায়গড় কম্পিত হইল। বন্দুকের উপর বন্দুক, গুলির উপর গুলিতে ফিরিঙ্গী সেনারা ছিন্ন ভিন্ন হইল বটে, কিন্তু অধিকাংশ দ্রুতপদে অন্তর বাটী প্রবেশ করিল। গুলির সন সন শব্দে কর্ণপাত দুর্লভ হইল। ফিরিঙ্গীরা বাটীতে প্রবেশ করিলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ চাহিয়া দেখেন, বাহিরে আর জনমাত্র নাই। রায়গড়ের একজনও লোক বাহিরে ছিল না। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন "সূর্য্যকুমার রায়গড়ের এ অবস্থা আমি কখন দেখি নাই। এ কি! রায়গড়ে কি জনমাত্র যোদ্ধা নাই। হায় কি দশা উপস্থিত হইল। চল এখন অন্তরে যাই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "চল অন্তরে যাইয়া দেখি পাপেরা কিরূপ আচরণ করিতেছে।"

মালিকরাজ বলিল। "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

অমনি তিন জন অশ্বারোহী যোদ্ধা বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিল। দেখে প্রথম প্রাঙ্গণে জনমাত্র নাই। সকলেই দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া থাকিবে ভাবিয়া তাহারা দ্বিতীয় প্রাঙ্গণাভিমুখে দ্রুতবেগে অশ্ব চালন করিল। পথে দেখে দুই জন ফিরিঙ্গী একটি অন্তঃপুররমণীকে ধরিয়া বলপূর্বক তাহার আভরণাদি হরিতেছে। বর্মাবৃত-পুরুষ দেখিবামাত্র দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া শেলে একজনকে বিদ্ধ করিলেন। অপরটি দ্রুতপদে পলাইল। স্ত্রীটি ইহাদিগকে দেখিয়া স্থানান্তরে পলাইল। বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতবেগে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ তাহার পশ্চাদ্গমন করিল। প্রাঙ্গণে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কে কাহাকে মারিতেছে, কে কাহায় ভূমে পাড়িয়াছে, তাহার কিছুমাত্র বোঝা যায় না। রণসঙ্কুলে যোদ্ধারা নিবেশিত হইয়াছে। কেবল 'মার মার' শব্দ শ্রবণ গোচর হয়। অসির চাকচক্য লক্ষ হইতে লাগিল। অস্ত্রে অস্ত্রে মিলিয়া একটি ভয়াবহ বিকট ঝঞ্ঝনা উদ্ভাবিত হইল। গুলি ও বাণের সন সন শব্দে কর্ণকুহর পূরিল। কত যোদ্ধা! কেহ হস্তহীন, কেহ বাহুহীন, কাহার বাহুমূলে কেবল চর্মমাত্র সংলগ্ন আছে, অমনি ভূমে শয়ান হইয়াছে। কাহার অর্দ্ধ বিগতপ্রাণ, অপর যোদ্ধার পাদভরে নির্গত হইল। মাঝে মাঝে স্ত্রী যোদ্ধারা আলুলায়িত কবরী, হস্তে খরশান অসি লইয়া নিমগ্নপ্রায় আত্মশরীরে অযত্ন করিয়া করাল অসি অবিশ্রামে ইতস্ততঃ চালন করিতেছে। আর আর যত কেহ ছিন্নবাহু হইয়া শবের উপর অচেতন হইয়া পড়িল। ফিরিঙ্গীরা ক্ষণকাল রণমদে মত্ত হইবার পর গঞ্জালিস একটি ভীষণনাদে সিংহনাদ করিল। অমনি কার্পাসরাশির মত

কে কোন দিকে ছুটিল, তাহা লক্ষ্য হইল না। যে যোদ্ধা যাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিল সে তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। হয়ত ধূর্ত ফিরিঙ্গী কিছু দূর দৌড়িয়া তাহার অনুসারক জানিতে না জানিতে ফিরিয়া তাহাকে এমতবেগে আক্রমণ করিল যে সে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া যমকবলে নিপতিত হইল। ক্ষণমধ্যে প্রাঙ্গণ যোদ্ধাহীন হইলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ সূর্য্যকুমারের নিকটে আসিয়া বলিল "সূর্য্যকুমার বুঝি ফিরিঙ্গী জয়ী হইল। আমরা এখন তাহাদিগের কিছুই করিতে পারিলাম না। চল এ প্রাঙ্গণে আমাদিগের হইতে কোন উপকার সম্ভবে না। বাহিরে যাই আমাদিগের অশ্বচালন স্থান না পাইলে নিতান্ত পঙ্গুর মত থাকিতে হইতেছে। মাঠে ইহাদিগকে দেখিব।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম। কিন্তু ইন্দুমতীর কি দশা হইল তাহাও জানি না।"

মালিকরাজ বলিল। "তাহার গন্ধমাত্রও কোথায় পাইতেছি না। বোধ হয় তিনি কোথাও লুক্কায়িত হইয়াছেন। আমি রায়গড়ে যথেষ্ট সৈন্য বল দেখিতেছি না। এত অল্প-লোকে ফিরিঙ্গীদিগকে পরাজয় করা বড় সুবিধা নহে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিল। "আমি হজুরমলকে দেখিতেছি না, সে কোথায়। তোমরা কি নিশ্চয় জান যে সে আসিয়াছে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমরা তাহাকে গঞ্জালিসের সঙ্গে লস্কর পুর হইতে যাত্রা করিতে দেখিয়াছি।"

মালিকরাজ বলিল। "আমরা ফিরিঙ্গীদিগের নৌবাহকের নিকট শুনিয়াছি, সে আসিয়াছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিল। "তবে সে নরাধম কোথায় গেল

আমার অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। সে নরাধমকে চক্ষে না দেখিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। চল বাহিরে যাই, সে পাপীকে অবশ্য ধরিতে হইবে। আমার বোধ হয় সে নরাধম পাষণ্ড কোন মন্দ পরামর্শে নিযুক্ত আছে। চল বাহিরে যাই তাহার উদ্দেশ্য পণ্ড করিতে হইবে।”

সূর্যকুমার বলিল। “আমার ইন্দুমতীর জন্য অত্যন্ত চিন্তা হইতেছে, এমন কি ইন্দুমতীর কুশল না পাইলে আমি সুশৃঙ্খলে যুদ্ধ করিতে অপটু।”

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “সূর্যকুমার আমারও চিন্তা হইতেছে।” ক্রমে তাহারা বহির্দ্বার পার হইল।

মালিকরাজ বলিল। “মহাশয় আর চিন্তা নাই ঐ দেখুন চতুর্দিকের দুর্গমঞ্চে, উচ্চ বলভীতে অগ্নি জ্বলিয়াছে। উচ্চ মুরচা হইতে পটহ বাজিতেছে। এক দণ্ডের মধ্যে গ্রামস্থ সমস্ত সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। এক্ষণে আমাদিগের কর্তব্য কোনমতে ফিরিঙ্গীদিগকে বিলম্ব করিয়া আটক করা। তাহা হইলেই সমস্ত সেনা রায়গড়ে আসিয়া পৌঁছিবে।

বর্মাবৃত পুরুষ বলিল। “সূর্যকুমার একটি কর্ম কর। দ্রুত যাইয়া বাহির হইতে ফটক বন্ধ কর, তাহা হইলেই ফিরিঙ্গীরা শীঘ্র বাহির হইতে পারিবে না।” সূর্যকুমার নক্ষত্রবেগে ইন্দুমতীর আবাস দ্বার বাহির হইতে বন্ধ করিলেন। ভীম দুর্ভেদ্য শৃঙ্খল দিয়া দৃঢ়বদ্ধ করিলেন। দুর্গ-বলভী হইতে ঘন ঘন পটহ বাজিতে লাগিল ও চারি দিকে দাবানল সম অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে অসি করে অশ্বে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অন্তঃ-

পুরের কলরব বৃদ্ধি হইল। তাহার অব্যহিত পরেই চারি-দিগের ইন্দ্রকোষের দ্বার খুলিয়া গেল। আবাসের প্রতি ঘরে অগ্নিদৃষ্ট হইল। অগ্নি শিখা গবাক্ষ দ্বার দিয়া অত্যন্ত বেগে নির্গত হইতে লাগিল। অগ্নির মধ্যে ফিরিঙ্গিদিগের রক্তবর্ণ প্রতিবিম্ব লক্ষ্য হইতে লাগিল। ক্রমে চতুর্দিকের বাতায়ন দিয়া ফিরিঙ্গিরা লম্ফ দিয়া বাহির হইতে লাগিল। সূর্যকুমার বর্মাবৃত পুরুষ ও মালিকরাজ অমিতবেগে একবার এ বাতায়নে, একবার এপ্রগ্রীবে, একবার বা ইন্দ্রকোষের নিম্নে আসিয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগের অবতরণ রোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিন জনে কত স্থানে এককালে বর্তমান হইতে পারেন। দুই চারি জন ফিরিঙ্গী লম্ফকালে অস্ত্রাঘাতে নিপতিত হইল বটে কিন্তু অধিকাংশ সুস্থ শরীরে ভূমে উত্তরিল। সুশিক্ষিত ফিরিঙ্গিরা ভূমে নামিয়াই শ্রেণী বদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। অগ্রে ভীম বল অসমসাহসী সেনা দাঁড়াইল। তাহাদিগের পশ্চাতে লুপ্ত-ভার লইয়া দাঁড়াইল। প্রতিকুলযোদ্ধা তিন জন অশ্বারোহী মাত্র। কিন্তু অমিততেজা বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার কণা-মাত্রও ভীত হইল না। অসম বল দেখিয়া তাহাদিগের সাহস দ্বিগুণ উত্তেজিত হইল। "কবীর কবীর" বলিয়া ভীষ্ম সিংহ-নাদে তিন জন পাদবলয়ে দাঁড়াইয়া অসি লইয়া বহুল বিপক্ষ ফিরিঙ্গী সেনা আক্রমণ করিল। যাইতে যাইতে বাম হস্তে তূরী লইয়া ধ্বনি করিল। ফিরিঙ্গি সেনারা সিংহনাদ ও তূরী ধ্বনিতে সিহরিল। কিন্তু সেনানী গঞ্জালিস ইহাদি-গকে তূরী বাজাইতে দেখিয়া খল খল করিয়া এরূপ অট্ট-হাস হাসিল যে, মালিকরাজ বোধ করিল এটা ভুবনান্তরের

শব্দ। গঞ্জালিসের প্রকৃত যুদ্ধ করণে মন ছিল না। কোন মতে আপনারা অল্প ক্ষতিতে পলায়ন করে, এই চিন্তাই তাহার বলবতী ছিল। তিনটি কালশমনসদৃশ বিরাটযোদ্ধার অসহ্য আক্রমণ দেখিয়া একটি গভীর চীৎকার করিল। অমনি শ্রেণীবদ্ধ সেনারা একটি সঙ্কট শব্দ করিয়া দ্বিধা হইল। অশ্বারোহীদিগের সম্মুখ শূন্য হইল। অমনি সেনারা পার্শ্ব ও পশ্চাৎ হইতে তিন জন যোদ্ধাকে আবরণ করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার ইহাদিগের গতি দেখিয়া অমনি ফিরিয়া অস্ত্র উঠাইল। অশ্বশাস্ত্রপটু মালিকরাজ বেগে অশ্ব ফিরাইয়া যুদ্ধাবর্ত হইতে বাহিরে পৌঁছিল। ফিরিঙ্গি-সেনারা ব্যূহ-বদ্ধ হইয়া অশ্বারোহিদ্বয়ের উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। অশ্বারোহিদ্বয় সব্যসাচী। উভয় হস্তেই অস্ত্র চালনে দক্ষ। অবিরত অস্ত্র চালনে ফিরিঙ্গি-নিক্ষেপিত অস্ত্র হইতে কেবল আপনাদিগের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে অবকাশ পাইলেই দুই এক জনকে আঘাতও করিতে ছাড়িলেন না। ফিরিঙ্গিরা কেবল অশ্বারোহীদ্বয়ের উপর লক্ষ করিয়া অস্ত্র চালাইতেছিল; দেখে নাই যে, মালিকরাজ পশ্চাতে গিয়াছিল। মালিকরাজ শকট-ব্যূহ-শিরস্থ এক জন লুপ্তভারাবনত লোককে অস্ত্রে দ্বিধা করিলেন, অমনি তাহার পর আপন বন্দুক দ্বারা আর এক জনকে আঘাত করিয়া অতি বেগে অস্ত্র চালন করত সেনা নষ্ট করিয়া ব্যূহ ভেদ করিতে লাগিলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমারের সম্মুখীন যোদ্ধারা পশ্চাতস্থ যোদ্ধাগণের রণে ভঙ্গ দেখিল, রণপ্রবাহও ক্রমে অপর দিক হইতে হইতে লাগিল। ক্রমে ফিরিঙ্গি-সেনারা

ব্যূহরক্ষায় অক্ষম হইল। গঞ্জালিস কেবল দাঁড়াইয়া সেনা-দিগকে এতক্ষণ উৎসাহ দিতেছিল। তিন জন অশ্বারোহীর বলে সেনাভঙ্গ ভয় করিয়া স্বয়ং রণস্রোতে মিশিল। আর উচ্চৈঃস্বরে ব্যূহ পরিবর্ত্ত করিতে আদেশিল। সেনারা ব্যূহ পরিবর্ত্ত করিতে না করিতে দূর হইতে চারি জন অশ্বারোহীর তূরীধ্বনি শুনিল, অমনি সূর্য্যকুমার দ্বিগুণ উৎসাহে ফিরিঙ্গি-সেনা আক্রমণ করিলেন ও কত লোককে আঘাতী করিলেন, তাহা নিশ্চয় দেখা গেল না। ফিরিঙ্গি, নিকট সঙ্কট বুঝিয়া আরও বিক্রমে চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। মালিকরাজও ক্রমে বলে ব্যূহের শ্রেণীসকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। একবার বা এ পার্শ্বে, একবার বা তুমুল সেনা-তরঙ্গে, একবার বা অপর পার্শ্বে শফরীর মত চঞ্চল হইয়া কেবল বিধিমতে ফিরিঙ্গিদিগকে অবসন্ন করিতে লাগিলেন। দূরস্থ অশ্বারোহীরা নিকট হইল ; ক্রমে তড়িদ্বেগে আসিয়া ক্ষণেক রণতরঙ্গে মিশাইয়া গেল। তাহারা স্রোতে পড়িয়াই কেবল অসিচালনে যাহাকে পাইল, ছেদন করিতে লাগিল। ফিরিঙ্গিরা হুতাশনের মত নবাগত যোদ্ধা-চতুষ্টয়ের আঘাতে জ্বলিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ মধ্যে নবাগত অশ্বারোহীদিগকে পরাস্তের মত করিল, তাহারা রণস্রোতে পড়িয়া চতুর্দ্দিক হইতে আক্রান্ত হইল। তাহাদিগের শরীরে বর্ম্ম ছিল না, অল্প ক্ষণেই অবসন্ন হইল। এমন সময় দূর হইতে অনঙ্গপাল দেরের গভীরশব্দ শোনা গেল। এক খানি তলবারিমাত্র লইয়া দ্রুত আসিতেছিলেন। নিকটস্থ হইয়া ব্যাপারটী সামান্য নহে জ্ঞানে দাঁড়াইলেন। চারি জন অশ্বারোহীকে অগ্রসর

হইতে দেখিয়া এক জনকে বলিয়া দিলে, সে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল। অনঙ্গপাল অমনি এক লম্ফে সেই অশ্বে আরোহণ করিলেন। অনঙ্গপাল যদিচ পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অশ্বারোহণ করিলে, তাঁহাকে অনেক যুবাপেক্ষা বলবান্ দেখাইল। অনঙ্গপাল অশ্বে আরোহণ করিয়া তিন জন অশ্বারোহীকে অগ্রসর হইতে আজ্ঞা দিলেন; তিন জনে নক্ষত্রবেগে গিয়া রণস্রোতে মিলিল। তরঙ্গে পড়িয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল, কিন্তু দুরন্ত ফিরিঙ্গি-বল সহ্য করিতে না পারায়, অতিশীঘ্র হতশ্বাস হইয়া অবসন্ন হইল। এক জন অস্ত্রাঘাতে নিপাতিত হইল। অপর দুই জন কিছু ক্ষণ যুঝিল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারাও ভূমিশায়ী হইল। অনঙ্গপাল যুদ্ধে আপনার বলহীন দেখিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন, কেবল তিন জন অশ্বারোহী বর্মাবৃত বলিয়া প্রায় এক শত সুশিক্ষিত সেনার সম্মুখীন রহিল। বহু পরিশ্রমে তাহারাও ক্রমে অবসন্ন হইতে লাগিল। ফিরিঙ্গিরা অশ্বারোহিত্রয়ের এই অবস্থা দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ কিন্তু অস্ত্রচালনে নিরস্ত হইলেন না। মালিকরাজও অপর দিক হইতে প্রাণপণে আঘাত করিতে লাগিল। ইহাদিগকে একান্ত হীনবল হইতে দেখিয়া অনঙ্গপাল আর অপেক্ষা করিতে পারিল না; দ্রুতবেগে অশ্ব লইয়া যুদ্ধস্থলে দৌড়িল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কুড়ি জন অশ্বারোহী ঝনর ঝনর শব্দে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদিগের মধ্যে এক জন অগ্রসর হইয়া তূরী বাজাইল; তাহার পরেই দ্রুত আসিয়া অনঙ্গপালের অশ্ব-রশ্মি ধরিয়া বলিল। "মহা-

শয়! এরূপ অনাচ্ছাদিত হইয়া রণমধ্যে প্রবেশ করিবেন না। আপনি থাকিলে রায়গড়ের মঙ্গল; দাঁড়াইয়া আজ্ঞা করুন।” অনঙ্গপাল তাহার কথায় ক্ষান্ত হইয়া দূরে দাঁড়াইল। কুড়ি জন অশ্বারোহী অগ্রসর হইয়া অস্ত্র চালন করিতে লাগিল। এমত সময় বল্লভ বর্ম্মাবৃত হইয়া সাস্ত্র অনঙ্গপালের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। “মহাশয়! একটা অশ্ব আজ্ঞা করুন।”

অনঙ্গপাল বলিল। “বল্লভ! তুমি আমার অশ্ব লও, আমি অশ্বান্তরে আরোহণ করিব।”

বল্লভ বলিল। “যে আজ্ঞা।”

অনঙ্গপাল আপন অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইল, বল্লভ লম্ফে অশ্বে বসিল। বল্লভ অশ্বারূঢ় হইয়া আপন বন্দুক লইয়া এক জন ফিরিঙ্গিকে সন্ধান করিয়া মারিল। ফিরিঙ্গি গুলিকাঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিল। পর ক্ষণেই বন্দুক পুনর্ব্বার বারুদাদি দিয়া প্রস্তুত করিল; বন্দুক প্রস্তুত হইলেই আপন ধনুতে শরযোজন করিয়া আকর্ণ পর্য্যন্ত সন্ধান করিল, শরটী সন্ সন্ শব্দে উড়িল। বল্লভ সে শর ধনু হইতে নিক্ষেপমাত্র তাহার পতন লক্ষ না করিয়া আবার তূণ হইতে শর লইয়া গুণে যোজিল; সেটীও নিক্ষেপ করিল। এই রূপে একের পর আর এক, আর একের পর আর এক করিয়া ঘন ঘন শরক্ষেপে ভূমি আচ্ছন্ন করিল। শর বর্ষণে শূন্যমার্গ মেঘাবৃতপ্রায় হইল। বল্লভ শরবর্ষণে এরূপ দক্ষতা দেখাইল যে, অনঙ্গপাল দূর হইতে তাহার যুদ্ধকৌশলে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই অনঙ্গপাল এক অশ্বে আরোহণ করিয়া একটী রৌপ্যময় বন্দুক লইয়া ঘন ঘন গুলিকাক্ষেপে

ফিরিঙ্গিদিগকে অবসন্ন করিল। ফিরিঙ্গিরা সমূহ বিপদ জ্ঞানে আর স্থির-যুদ্ধ অসম্ভব বুঝিল। গঞ্জালিসের ইঙ্গিতমাত্র সকলে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার বিধি-মতে শ্রান্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু শত্রুর শ্রেণীভঙ্গ দেখিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনঙ্গপাল দেব বল্লভ ও অন্যান্য রায়গড়ের রাজপুরুষ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ইত্যব-সরে মালিকরাজ অত্যন্ত স্ফূর্তিতে শত্রুর অগ্রসর হইয়া এক-কালে বন্দুক ও শরে তাহাদিগের একাই গতি রোধ করিল। পরে শর ত্যাগ করিয়া অসিকরে যেখান দিয়া শত্রুরা পলায়ন করিতে উদ্যোগী হয়, সেই খানেই অগ্রসর হইতে লাগিল। পশ্চাৎ হইতে অনঙ্গপাল ধন্য ধন্য করিয়া প্রশংসা করিল। অমনি বল্লভ ও অনঙ্গপাল দ্রুত অগ্রসর হইয়া মালিকরাজের সহায় হইল। পশ্চাৎ হইতে বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও অপর তিন জনা অশ্বারোহী ইহাদিগকে আক্রমণ করিল। ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ করিতে করিতে অল্পে অল্পে রণপ্রবাহ চালাইয়া প্রধান সিংহদ্বারের প্রতোদদেশে উপস্থিত হইল। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ, বল্লভ ও অনঙ্গপাল ও অন্যান্য রায়-গড়-সাপেক্ষ লোকেরা এইবারই শেষ রক্ষা জানিয়া যথাসাধ্য বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল; ফিরিঙ্গিরাও এইখান পার হইতে পারিলেই নিরাপদ হইবে জ্ঞানে, অসম্ভব বেগে রণে নিযুক্ত হইল। অস্ত্রের চকমকিতে যোধদিগের প্রতি দৃষ্টি করা যায় না, ঝঞ্চনাতেও কিছুমাত্র শুনা যায় না; ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অস্ত্রে অস্ত্রে লাগিল। সকলেই প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। কেবল ছেদনই সকলের উদ্দেশ্য। ফিরিঙ্গিদিগের

বলাধিক্য বশত তাহারা ক্রমে জয়ী হইতে লাগিল। অনঙ্গ-পাল ক্রমে ভীত হইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার ক্রমে হীনবল হইতে লাগিলেন। কতক্ষণ অসম সৈন্যের সহিত যুদ্ধ সম্ভব? ফিরিঙ্গিরা যুদ্ধ-গতিক দেখিয়া ভীষণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। ক্রমে অন্যান্য রায়গড়ের অশ্বারোহীরা নিপাতিত হইল। ফিরিঙ্গিদিগের জয়ধ্বনির দ্বিগুণ চীৎকারে গগন পূরিল। ফিরিঙ্গিরা এক্ষণে পলায়ন-পরামর্শ করিলে সহজেই কৃতকার্য হইত, কিন্তু গঞ্জালিস অনুমতি দিল যে, বর্মাবৃত চারি জন অশ্বারোহীকে নষ্ট করিয়া চল ঘরে যাওয়া যাক্। ফিরি-ঙ্গিরা সিংহের মত উত্তেজিত হইয়া কেহ খড়্গহস্ত, কেহ অসি-করে, কাহার হস্তে কৃপাণ, কেহ বা দৃঢ় লগুড় লইয়া, কেহ পরশ্বধ, কেহ ভীমগদা, কেহ ভীষণ শেল লইয়া ইহাদিগকে চতু-র্দিক হইতে আক্রমণ করিল। ইহারা চারি জনে শত যোদ্ধার মত হইয়া ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে বিদ্যুতের মত ফিরিতে লাগিল ও যেখানে যাইল, সেখানকার দুই এক জনকে আঘাত করিল, কিন্তু বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজের অশ্ব বহু পরিশ্রমে. ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। ইহারা কণ্টকে অশ্বপার্শ্ব ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল। নিতান্ত শ্রান্ত অশ্ব প্রাণপণে যোদ্ধার আজ্ঞা বহন করিল বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের প্রাণ সংশয় হইল। অনঙ্গপাল গতিক বুঝিয়া নীরব হইয়া দেখিতে লাগিলেন। এমত সময় দূর হইতে ভীষণ তূরী নিনাদ শ্রবণ গোচর হইল। তূরীধ্বনিতে ফিরিঙ্গিরা মুহূর্তের জন্য স্থির হইল। যে হস্ত উঠাইয়াছিল, তাহার হস্ত উঠানই রহিল। তূরী শব্দ শ্রবণমাত্রে বর্মাবৃত পুরুষ সূর্যকুমার ও মালিকরাজ

আপন আপন তূরীধ্বনি করিল। কিছুক্ষণ পরেই আবার তূরী ধ্বনি শ্রবণ গোচর হইল। আবার তূরীধ্বনি। ক্রমে তূরীধ্বনি নিকট হইতে লাগিল, ক্রমে বহু অশ্বের পদচালন শোনা গেল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার সাহস পাইলেন। অধিক বলে শত্রু ক্ষয়ে নিযুক্ত হইলেন। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ জন বর্ম্মাবৃত সর্ব্বাস্ত্র সমন্বিত সপতাক অশ্বারোহী রণক্ষেত্রে আসিয়া মিলিল। তাহাদিগের অগ্রে জ্যোতির্ম্ময়ী প্রভাবতী। ক্ষণেকের জন্য তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। রায়গড়ের সেনাবল অধিক হইল। আবার তাহারই অব্যবহিত পরে অপর বিশজন সেই রূপ অশ্বারোহী আসিয়া মিলিল। অশ্বে অশ্বে ফিরিঙ্গিদিগকে ঘেরিল। ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন নিপাতিত হইতে লাগিল। ক্রমে অশ্বারোহীরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গিরা পদে যুদ্ধ করিতেছিল। বহু অশ্বারোহী দেখিয়া ভীত হইল। এমত সময় এক দিক হইতে ভীষণ সিংহনাদ করিয়া হজুরমল ও দেড়শত সেনা দেখা দিল। তাহারা আসিয়া মিলিবামাত্র এক কালে রণ প্রবাহ পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন জয়ধ্বনি করিল। পরশু খড়্গ চন্দ্রহাস ও বল্লমে• অশ্বারোহীর অশ্ব নষ্ট করিতে লাগিল। প্রথমেই সূর্য্যকুমারের অশ্বের এক-পদ চন্দ্রহাসের সকৃৎ প্রহারে হজুরমল স্বয়ং ছেদন করিল। অশ্বটি এককালে ভূতলশায়ী হইল। একান্ত শ্রান্ত সূর্য্যকুমারও অশ্বের সঙ্গে পড়িলেন। সাধ্যমত চেষ্টা পাইলেন যে অশ্বতল হইতে আপন পদ বাহির করেন কিন্তু কোন মতেই তাহায় সাধ্য হইলেন না। এমন সময় একজন ফিরিঙ্গি আসিয়া কঠিন পরশু দ্বারা তাঁহার শিরস্ত্রাণে আঘাত করিল। পরশু শির-

স্ত্রাণ ভেদ করিয়া সূর্যকুমারের মুণ্ডে লাগিল। সূর্যকুমার বহু পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছিলেন, আঘাতে এক কালে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িলেন। বর্মাবৃত পুরুষ দূর হইতে সূর্যকুমারকে পড়িতে দেখিয়া "ধন্য রে বালক!" বলিয়া ভীম পরাক্রমে ফিরিঙ্গি আক্রমণ করিলেন। হজুরমল কেবল অশ্বক্ষয়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়া অশ্বনাশে সেনা নিয়োজন করিল। সমাগত সেনারা অতীব উৎসাহে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হজুরমল একটি ভীষণ শেল লইয়া বর্মাবৃত পুরুষের বক্ষে লক্ষ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ আপনার খরসান তলবারী দ্বারা দ্রুত আসিয়া শেলটি ছেদ করিল। অমনি হজুরমল একখানি চন্দ্রহাস লইয়া বর্মাবৃত পুরুষের অশ্ব স্কন্ধ সকৃৎ প্রহারে যেমন ছেদ করিল, অমনি বর্মাবৃত পুরুষ অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভুমে দাঁড়াইল। অশ্বটি ছিন্নগ্রীব হইয়া ভুমে পড়িল। হজুরমল চন্দ্রহাস লইয়া বর্মাবৃত পুরুষকে আক্রমণ করিল। বর্মাবৃত পুরুষ আপন তলবারি লইয়া হজুরমলের প্রতি আঘাত করিল। হজুরমল ভীষণ চন্দ্রহাস প্রহারে বর্মাবৃত পুরুষের তলবারী খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। বর্মাবৃত পুরুষ নিরস্ত্র হইবামাত্র দ্রুতবেগে হজুরমলের কটিদেশ ধারণ করিয়া তাহাকে ভূমে পাড়িলেন। হজুরমল চন্দ্রহাস ত্যাগ করিয়া বর্মাবৃত পুরুষের হস্ত হইতে আপন কটিদেশ ছাড়াইতে যত্নশীল হইল। এই রূপে উভয়ে মল্লযুদ্ধে নিযুক্ত হইল। এমত সময় প্রভাবতী দ্রুত আসিয়া হজুরমলকে বল্লমের দ্বারা যেমন বিদ্ধ করিবেন অমনি পশ্চাৎ হইতে একজন, একটি গদাঘাতে প্রভাবতীর দক্ষিণ হস্তটি স্পন্দ রহিত করিল। প্রভাবতী

চিত্রপুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। পর ক্ষণেই সেই ফিরিঙ্গি ভীষণ পরশু আঘাতে বর্ম্মাবৃত পুরুষকে ভূমিশায়ী করিল। হজুরমল অমনি দাঁড়াইয়া অপর অশ্বারোহীকে আক্রমণ করিল। একজন গদা প্রহারে অনঙ্গপালকে ভূমি-শায়ী করিল। গঞ্জালিস দ্রুতপদে হজুরমলের পার্শ্বে আসিয়া বলিল। "আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই চল বন্দী লইয়া যাই।"

হজুরমল বলিল। "ঐ স্ত্রীটিকে লইতে হইবে। আর ঐ অনঙ্গপালকেও লইতে হইবে। কি বল।" গঞ্জালিস বলিল। যাহাকে লইতে হয় লও, কিন্তু শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিলম্ব হইলে ইহাদিগের আরও সেনা উপস্থিত হইবে।"

হজুরমল বলিল। "তবে চল। ইন্দুমতীকে চারজন লইয়া নৌকায় গিয়াছে, আমরা যুদ্ধ করি, অপর আট জনে ঐ স্ত্রী-টিকে আর অনঙ্গপালকে লইয়া যাক।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে আমি লোক দিতেছি।" পরেই চারি জন লোক আসিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান প্রভা-বতীকে ধরিল। প্রভাবতী ক্ষমতা পর্য্যন্ত তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু সে বজ্রমুষ্টি হইতে তিলমাত্রও অপসৃত হইতে পারিলেন না। অবশেষে স্ত্রীস্বভাব সুলভ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। প্রভাবতীর ক্রন্দন শুনিয়া অনঙ্গপাল ও বল্লভ দ্রুত সেই দিকে ধাবমান হইতে গেলেন; অমনি হজুরমল ও গঞ্জালিস তাহাদিগের সম্মুখীন হইল। বল্লভ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া পার্শ্ব দিয়া যাইতে ছিল। হজুরমল আপন ভীষণ পরশু লইয়া তাহার অশ্বের শিরোদেশে আঘাত করিল; অমনি অশ্বটি ভয়ানক আর্ত্তনাদ

করিয়া পঞ্চত্ব পাইল। বল্লভ নিরশ্ব হইলে ভূমিতে পড়িলেন। তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়া নিতান্ত অসম্ভব বোধে আপন বল্লম লইয়া হজুরমলের প্রতি লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু গঞ্জালিস পার্শ্ব হইতে আসিয়া ভীম চন্দ্রহাসে তাহা ছেদ করিল। অমনি হজুরমল অগ্রসর হইয়া বল্লভকে বলে বাহু প্রসারিয়া ধরিল। বল্লভ নিতান্ত হীনবল ছিল না, হজুরমলের আক্রমণ ছাড়াইয়া ভীম মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল। হজুর-মল কিন্তু প্রাণপণেও বল্লভকে ছাড়িল না। বল্লভ বহুক্ষণ যুঝিয়া অবশেষে হজুরমলকে ভূমে পাড়িল। হজুরমল ভূমে পড়িয়া বলপূর্বক পুনর্বার উঠিল। উঠিয়াই এমত বলে বল্লভের মুখে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল, যে বল্লভের নাসিকা ও মুখ হইতে শোণিত নির্গত হইল। বল্লভ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছা গেল। এ দিকে অনঙ্গপাল প্রভাবতীর পশ্চাৎ গমন করিল। গঞ্জালিস তাহাকে কিছুমাত্র রোধ না করিয়া তাহার পশ্চাতে দৌড়িল। ক্রমে গড় পার হইয়া খালে আইল। ওদিকে হজুরমল বল্লভকে অচেতন দেখিয়া মৃতপ্রায় জ্ঞান করিয়া ছাড়িয়া দিল ও গঞ্জালিসের পশ্চাৎ চলিল। অন্যান্য ফিরিঙ্গি সেনারাও তাহার পশ্চাৎ জয়ধ্বনি করিয়া দ্রব্যাদি লইয়া চলিল। রায়গড়ে আর এমত লোক কেহই রহিল না যে, তাহাদিগের গতিরোধ করে। তাহারা খালের তীরে যাইয়া বলপূর্বক অনঙ্গ-পালদেবকে বন্দী করিয়া নৌকায় আরোহণ করাইলে হজুরমল গঞ্জালিসের অনুমতি লইয়া আপন অশ্বে আরোহণ করিয়া লস্করপুরাভিমুখে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস নৌকা লইয়া পশ্চি-মাভিমুখে বাহিতে লাগিল।

চতুর্দশ অধ্যায়।

"ক্ষতাৎ কিল ত্রায়ত ইত্যুদগ্রঃ ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢ়ঃ।"

এ দিকে কিছুক্ষণ পরেই রায়গড়ে অন্যান্য সেনা সব গ্রাম হইতে আগমন করিতে লাগিল। সকলে আসিয়া যুদ্ধ শেষ দেখিয়া আপনাদিগের বিলম্বের জন্য কেহ কোন ওজর, কেহ বা আপনাকে নিন্দা, কেহ বা অত্যন্ত দূর বাস বলিয়া আসিতে পারে নাই বলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই স্বয়ং কমলাদেবী অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সমাগত সেনারা সম্মুখীন হইয়া তাঁহাকে সম্মান করিল। তিনি বলিলেন, "তোমরা অনঙ্গপাল-দেবের অন্বেষণ কর। শুনিতেছি, পাপেরা ইন্দুমতীকে লইয়া গিয়াছে। এক জন যাইয়া তাহার সমাচার আমায় আনিয়া দাও ও অন্যান্য সকলে আঘাতী ও ক্ষতশরীর সেনা সকলের সেবায় নিযুক্ত হও। সকল সেনাগণকে অতিথিশালায় ভাল ভাল শয্যায় শয়ন করাইয়া সেবা ও চিকিৎসা কর। আমি এক্ষণে অন্তঃপুরে যাই। সমাচার যখনকার যেরূপ হয়, তাহা আমাকে দিও। তোমরা সময়ে আসিতে পার নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমি তোমাদিগকে ভাল জানি, তোমরা কেহ ইচ্ছা পূর্বক বিলম্ব কর নাই।"

কমলা অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। সেনারাও একত্রিত হইয়া আপনাদিগের অধ্যক্ষ স্থির করিবার জন্য চিন্তিত হইল। এমত সময় রণাঙ্গন হইতে শঙ্কর ও নসিরাম উঠিয়া আইল।

শঙ্কর সমূহ বিপদ দেখিয়া প্রথমেই কিছু যুদ্ধ করিয়া অবশেষে একই আঘাতে ভূমে শয়ান হইয়াছিল। যদিচ তাহার উঠিবার যথেষ্ট শক্তি ছিল। তথাপি ইচ্ছাপূর্ব্বক আর ওঠে নাই। এক্ষণে চতুর্দিক নিরস্ত দেখিয়া অল্পে অল্পে উঠিয়া আইল। নসিরাম কিছু কাল যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে বর্ম্মাবৃত পুরুষের পতনের পর সেও বিনা আঘাতে তাহার পার্শ্বে অশ্বের নিকট লুকাইয়াছিল। নসিরাম শঙ্করকে উঠিতে দেখিয়া বলিল। "শঙ্কর আমিও জীবিত আছি চল একত্রে যাই।"

শঙ্কর নসিরামের স্বর বুঝিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। নিকটে সেনা সমাগম দেখিয়া দাঁড়াইল। সেনারা নসিরাম ও শঙ্করকে দেখিয়া বলিল। "আইস এক্ষণে আমাদিগকে সমাচার দাও। কমলা রাণী যুদ্ধের সমাচার পাইবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা কিছুমাত্র জ্ঞাত নহি।"

নসিরাম বলিল। "তোমরা আগে বর্ম্মাবৃত যোদ্ধা কয়জনকে যত্ন পূর্ব্বক উঠাইয়া লইয়া আইস। আমার বোধ হয় না যে তাহারা কেহই জীবিত আছে। তাহাদিগের শরীরের বর্ম্ম সকল খুলিয়া দিয়া এক এক পর্য্যঙ্কে এক এক জনকে শয়ান কর। আমি কমলারাণীর নিকট গিয়া সকল সমাচার দিতেছি। শঙ্কর তোমাদিগের সঙ্গে রহিল।"

নসিরাম এই কথা বলিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে কমলা দেবীর নিকট চলিয়া গেল। কমলাদেবী আপন ঘরে বসিয়াছিলেন। সম্মুখে একজন সহচরী দাঁড়াইয়া ফিরিঙ্গিদিগের দৌরাত্ম্য বর্ণন করিতেছিল। নসিরাম ঘরে প্রবেশ করিয়া শির নোয়াইয়া প্রণাম করিল। কমলা দেবী বলিলেন। "কেও নসি-

রাম? এস বাপু। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই। তুমিত ভাল আছ। আর বাপু আজ এই আমাদিগের সমুহ বিপদ গেল। এখনও জানি না আমার কত দূর পর্যন্ত কপাল ফাটি-য়াছে। বস, আজকের কোন সমাচার জান?"

সখীকে বলিলেন। "দীপটি উজ্বল করিয়া দাও।" নসিরাম ঘরের একপার্শ্বে বসিল। বলিল "মা ঠাকুরাণী আজকার সমা-চার আমি প্রায় আগাগোড়া সব জানি, আপনাকে বলি শুনুন।"

কমলাদেবী বলিলেন। "বাপু তুমি আগে ইন্দুমতীর কুশল বল। তুমি কি জান ইন্দুমতী আমার কি অবস্থায় আছে। আহা! সে বালিকা আমার গর্ভপ্রসূত পুত্রাপেক্ষা আমায় স্নেহ করে। আমি পুত্র গর্ভে ধরিয়াছিলাম বটে। সে যত দিন অ-বোধ ছিল, ততদিন আমার বশীভূত রহিল। একটু মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়াই অমনি সব মায়া কাটিয়া কোথায় গেল। আমাকে অন্ধ করিল। আহা! মহারাজ তারই শোকে হঠাৎ শরীর ত্যাগ করিলেন। আমি অনাথা হইলাম। প্রতাপ এখন অনাথা দেখে কত কথা বলে পাঠায়। আমার অন্ধের ভগ্নযষ্টি ইন্দুমতী এখন কুশলে থাকিলেই ভাল। কচুরায় বাছা যেখানে থাকুন জীবনে বাঁচিয়া থাকিলেই ভাল।" বলিতে বলিতে কমলাদেবীর মনে স্নেহের উদ্রেক হইল। কমলাদেবী কিছুক্ষণ মৌনবতী হয়ে অশ্রুবারিপাত করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন। "বাপু নসিরাম! তুমি মহারাজের সময়ের লোক। তুমি এখন আমার এক জন দুঃখের সাক্ষী। অনঙ্গপালও একবার এ বিপদে দেখা দিল না। বোধ হয় তাহার কোন রোগ হয়েছে,

নতুবা সে কখন রায়গড়ের বিপদে নিশ্চিন্ত থাকিবার লোক নহে। বাপু ইন্দুমতীর কি সমাচার জান বল।”

নসিরাম বলিল। “মা ঠাকুরাণী আজ বৈকালে যখন মাঠ হইতে পাল লইয়া আসিতেছিলাম, তখন খালে কএক খানা নৌকা আসিতে দেখিলাম। আমার প্রথমে বোধ হইল সে সব মহাজনের নৌকা, কিন্তু এখন বেশ বুঝিলাম, ফিরিঙ্গিরা ঐ সকল নৌকায় করে এসেছিল। সন্ধ্যার পর রায়গড়ে প্রায় তিন শত লোক এসে অতিথি হইল। তখনই আমার সন্দেহ হল। কিন্তু কি করি ইন্দুমতী দেবীর আজ্ঞায় তাহাদিগের সকলকে বাসা দেওয়া গেল ও যত্নে সেবাও করা গেল। ইহাদিগের আসবার পূর্বে এক জন বর্মাবৃত সসজ্জ অশ্বারোহী যোদ্ধা আসিয়া অতিথি হইয়াছিল। সেও তাহাদিগের বাসার পাশে রহিল। কিছু রাত্রি হইলে আর দুই জন অশ্বারোহী আসিয়া অতিথি হইল। তাহাদিগের আহারাদি হইলে ইন্দুমতী দেবী আপন আবাসে চলিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বর্মাবৃত অতিথি আমার ঘরে এসে আপন পরিচয় দিতে আমি জানিলাম সে আমার এক জন অত্যন্ত আত্মীয়। পরে তার অনুরোধে আমি আয়ুধাগার হতে দুইটা ভাল লৌহবর্ম আনিয়া দিলাম ও অন্যান্য যে যে অস্ত্র তাহাদিগের প্রয়োজন হইল, তাহাও আনিয়া দিলাম। আমার আত্মীয়টি আমায় কেবল রাত্রিতে সাস্ত্র হইয়া সতর্ক থাকিতে বলিল। কিছু ভাঙ্গিল না। সকলে সুপ্ত হইলে দেখি তিন শত অতিথি জাগিয়া বসিয়া আছে। আমি তাহাদিগকে সেই অবস্থ দেখিয়া আপনি একখানি তলবারী ও একটি লাঠি লইয়া আমার আত্মীয়ের ঘরে গেলাম। দেখি

আমার আত্মীয় ঘরে নাই। আর দুই জনা অশ্বারোহীও নাই। কাহার অশ্বও সেখানে নাই।”

কমলাদেবী বলিলেন। “বাপু! এটী তবে তোমার আত্মীয়ের কর্ম। তোমার ইটী করা কি ভাল হয়েছে? না তোমারই বা কি দোষ, তুমি কেমনে জানিবে যে, তাহার মনে এই ছিল! তুমি বহুকালের পুরাতন লোক, তোমার তাহাদিগকে অস্ত্রাদি দেওয়া ভাল হয় নাই, কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতে পার নাই। দয়াস্বভাব বশত চাহিবামাত্র দিয়াছ।”

নসিরাম বলিল। “মা ঠাকুরাণি! আমি বিশ্বাসঘাতকের মত কায করি নাই, আমার আত্মীয়ও কিছু অন্যায় করে নাই।”

কমলাদেবী বলিলেন। “হাঁ বাপু, ঠিক বলিয়াছ। তাহাদিগের জীবিকাই পরদ্রব্য লুট করা, ইহাতে তাহাদের সকল কৌশল চেষ্টা পাওয়াই কর্তব্য; তা তুমি বাপু তাহার মনের ভিতর ত যাইতে পার না? সরল মানুষ, যেমন সে চাহিয়াছে, অমনি অস্ত্র আনিয়া দিলে। আমার নিকট অস্ত্র চাহিলে আমিও দিতাম। ভাল করিয়াছ, অস্ত্র না দিলে, অতিথি সেবার দোষ পড়িত। অতিথি যাহা চাহিবে, তোমাদিগের উপর আজ্ঞা আছে, তাহা আনিয়া দিবে। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট আছি। কল্য প্রাতে আমি তোমাকে পুরস্কার দিব।”

কমলাদেবী যাহা বলিলেন, অন্যলোকে হইলে তাহা ব্যঙ্গ বোধ করিয়া ভয় পাইত। নসিরাম কমলাদেবীকে বিশেষ জানিত। কমলাদেবী অত্যন্ত সরলা, এমন কি সংসারের কিছুমাত্র বোঝেন না। যে যাহা বলে, কমলাদেবী তাহাই মানিয়া লন। সকলকেই আপনার মত সরলস্বভাব জ্ঞান করেন। জন্মে

কখন কাহার কথায় অমত প্রকাশ করেন নাই। রোষের কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সারল্য এত অধিক ছিল যে, বালিশ্য দোষে লিপ্ত। নসিরাম বলিল। "মাঠাকুরাণী তার পর দেখি যে ইন্দুমতীর আবাস দ্বারে তাহারা দলবদ্ধ আসিয়া দাঁড়াইল। অপর প্রায় দেড়শত জন নিকটস্থ আম্রবনে যাইয়া লুকাইল। ক্রমে বাকি প্রায় দেড় শত লোক দ্বারের কিছু অন্তরে দাঁড়াইল। আবাস দ্বারে একজনমাত্র যাইয়া কবাটে আঘাত করিয়া বিকট আর্তনাদ করিতে লাগিল। আমি দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইতেছিলাম। এমত সময় দ্বার খুলিয়া একজন সহচরী সঙ্গে ইন্দুমতী দেবী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইলেন। যে ব্যক্তি আর্তনাদ করিতেছিল, সে ইন্দুমতী দেবীকে দেখিয়া তাহার পদধারণ করিয়া বলিল। "দেবি আপনার অনুগ্রহে আমরা এ গড়ে রাত্রিবাস করিতে পাইয়াছি ও যথোচিত সৎকারলাভও করিয়াছি, কিন্তু আমাদিগের একজনের অত্যন্ত ব্যামোহ হইয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখিবেন চলুন।"

ইন্দুমতী অমনি বলিলেন। "চল যাইতেছি।" সহচরীকে বলিলেন। "তুমি আমার ওড়নাটা আনিয়া দাও।"

সহচরী যেমন ওড়না আনিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, অমনি সেই আট জনে ইন্দুমতীকে ধরিয়া আম্রবনে লইয়া গেল। ইন্দুমতী দেবী একবারমাত্র 'মা' বলিয়া ডাকিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি তাহাদিগের কঠিন-হস্তে অচেতন হইলেন। তাহারই পরে বাকি দেড় শত লোক দৌড়িয়া দ্বারাভিমুখে চলিল। সহচরী ওড়না আনিতেছিল, তাহাদিগকে দেখিয়া ভয়ে অন্তঃ-

পুরে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। ইহারা দ্বার ভাঙ্গিবার উপক্রম করিল। এমত সময় দূর হইতে আমার আত্মীয় ও অপর দুই জন অশ্বারোহী তূরী ধ্বনি করিল। তাহারই পরে দীর্ঘ দীর্ঘ উল্কা জ্বালিয়া দ্বার ভাঙ্গিল। দ্বারে অন্তঃপুরের প্রহরীর সঙ্গে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, পশ্চাৎ হইতে তিন অশ্বারোহী গুলি চালাইতে লাগিল।"

কমলাদেবী বলিলেন। "তবে পাপেরা আমার ইন্দুমতী লইয়া গিয়াছে।" কমলাদেবীর নির্ম্মল বদন অশ্রুবারিতে আপ্লাবিত হইল। ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিলেন, বলিলেন। "নসিরাম এতকালে আমি অবীরা হইলাম। এখন আমার মৃত্যু হইলেই ভাল। সে অশ্বারোহী তিন জন কোথায়?"

নসিরাম বলিল। "তাহারা তিনজনেই যুদ্ধে পড়িয়াছে। আমি জানি না, জীবিত আছে কি মরিয়া গিয়াছে।"

কমলাদেবী বলিলেন। "অনঙ্গপাল দেব সমাচার পাইয়াছেন।"

নসিরাম বলিল। "তিনি সমাচার পাইবামাত্র অসি করে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা প্রভাবতী দেবীও আসিয়াছিলেন। উভয়ে অনেক যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইয়াছেন। পাপেরা তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।"

কমলা বলিলেন। "তবে আমি নিরাশ্রয় হইলাম।"

নসিরাম কমলাদেবীকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া নীরব হইল। কতক্ষণের পর কমলাদেবী বলিলেন। "নসিরাম বাপু তুমি স্বয়ং যাইয়া সে তিনজন অশ্বারোহীর বিধিমতে সেবা কর।"

নসিরাম বলিল। "বল্লভ গুরুমহাশয়ও যুদ্ধে পড়িয়াছেন।"

কমলাদেবী বলিলেন। "কল্য প্রাতে আমি স্বয়ং যাইয়া সকলকে দেখিব। ইতোমধ্যে তোমায় সকল ভার দিলাম। তত্ত্বাবধারণ কর।" নসিরাম শির নামাইয়া অভিবাদন পূর্বক ঘর হইতে বাহিরে গেল।

নসিরাম বাহিরে আসিয়া অতিথিশালায় যাইয়া দেখে, যে শঙ্কর সকল যোদ্ধাদিগকে ভিন্ন পর্যঙ্কে শয়ান করিয়াছে। বর্মাবৃত পুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ একটি ভিন্ন ঘরে আপন আপন পর্যঙ্কে বসিয়া আছেন। নসিরাম নিকটস্থ হইলে বর্মা-বৃত-পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম রাত্রি কত আছে?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয় বোধ হয় আর ছয় দণ্ড রাত্রি আছে। আপনারা বিশ্রাম করুন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় ইন্দুমতীর কোন সমাচার বলিতে পারেন?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয় ইন্দুমতী দেবী, অনঙ্গপাল ও তাঁহার কন্যা প্রভাবতী দেবী ফিরিঙ্গিদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছেন। দুষ্ট ফিরিঙ্গিরা তাঁহাদিগকে লইয়া পলায়ন করিয়াছে।"

মালিকরাজ বলিল। "আমার তাহাই বোধ হইয়াছিল।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। আমি তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণে যাই। আপনারা কিছু দিন রায়গড়ে থাকিয়া সুস্থ হউন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় আমি আপনার সঙ্গে যাইব। আমি যথেষ্ট সুস্থ হইয়াছি। আমার অঙ্গে তত আঘাত লাগে

নাই। আমি নিতান্ত শ্বাসহীন হইয়াছিলাম বলিয়া অচেতন হইয়াছিলাম।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মহাশয়ের যাওয়া আবশ্যক হইতেছে না। বিশেষত আপনি এক্ষণে অসুস্থ আছেন। ব্যস্ত হইবেন না। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “মহাশয় আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না। আমাকে অনুগ্রহ করিয়া সঙ্গে লইয়া চলুন।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্য্যকুমার তোমার এ অবস্থায় কোন মতেই যাওয়া হইতে পারে না। তুমি সুস্থ না হইলে, কে তোমার এমত শত্রু আছে যে, তোমায় পুনর্যুদ্ধে প্রেরণ করে।” (বর্ম্মাবৃত পুরুষের প্রতি) “মহাশয়ইবা একা কি বলিয়া এখন যাইতে চাহিতেছেন? প্রথমত মহাশয় রাজা মানসিংহের বশীভূত, তিনি আপনাকে যে কর্ম্মে পাঠাইয়াছেন, মহাশয়ের তাহা সাধন করা উচিত। মহাশয় এখন কি তত্ত্ব করিতে যাইবেন। আর একক যাইয়াই বা কি কর্ম্ম সিদ্ধ করিবেন? আমার পরামর্শ শুনুন। আপনি যে কর্ম্মে আসিয়াছেন, তাহা প্রথমে সিদ্ধ করুন, পরে মহারাজ মানসিংহের নিকট এ সঁকল সমাচার দিন। তিনি তাহাতে যেমত আজ্ঞা করেন, তাহা করিবেন।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “মালিকরাজ তুমিত জান, আমার যে উদ্দেশে এ অঞ্চলে আসা। এখন কেবল মহারাজ মানসিংহের সৈন্য লাভাশয়ে আমার স্থানান্তরে যাওয়া। কিন্তু বোধ করি তাহারা সনদ্বীপে রওয়ানা হইবে। ফলে আমাকে একবার অদ্য রাত্রেই বজবজে গিয়া সমাচার লইতে

হইবে। এখানে নৌকা পাওয়া যাইতে পারে। নসিরাম আমায় একখানি শীঘ্রগামী নৌকা আনিয়া দিতে হইবে, শীঘ্র যাও।"

নসিরাম বলিল। "মহাশয় কি রাত্রেই রওয়ানা হইবেন?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হাঁ আমি এইক্ষণেই যাইব।"

নসিরাম বলিল। "যে আজ্ঞা। আমি শীঘ্র আনিতেছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মহাশয় কখন একা যাইতে পারিবেন না। আমি একক এখানে কোন ক্রমেই থাকিব না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তুমি বালকের ন্যায় ব্যবহার করিও না। আপনার প্রাণে এরূপ অযত্ন করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি এখন উঠিতে পার না, কি প্রকারে যাত্রাকষ্ট সহ্য করিবে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া আমি মানসিংহের নিকট যাইব না।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "ভাল বলিলেন, কিন্তু ইন্দুমতীর উদ্ধারের কি উপায় চিন্তিলেন? আমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর কুশল আমার অধিক প্রিয়। মহাশয় আমাকে তাহার কিছু কহিয়া দিন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তোমার অপেক্ষা ইন্দুমতীর উদ্ধারে আমার অধিক যত্ন। আমি কেবল সেই চিন্তাতেই মগ্ন আছি, কিন্তু কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। এখন ইন্দুমতীকে লইয়া তাহারা কোথায় গেল, তাহা জানা আবশ্যক। নতুবা অন্ধকারে ঘুরিলে কি ফলোদয়। মালিকরাজ! তুমি কি বোধ কর?"

মালিকরাজ বলিল। "আগে লোকপরম্পরায় সমাচার লওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সমাচার আনিবার লোক দেখিতে পাই না। তাহারা কল্য প্রাতে প্রতাপাদিত্যের নিকট পৌঁছিবে।

তবেইত আমাদিগের সম্মুখ যুদ্ধ না করিলে ইন্দুমতী পাওনের আর কোন উপায় দেখি না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এখন তোমরা এই খানে আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। আমি একবার বজ্রবজে হইতে ফিরিয়া আসি।"

মালিকরাজ বলিল। "মহাশয়! আমাদিগের এখন এখানে অবস্থান করা বড় সুবিধার কথা নহে। আমরা জানি, মহারাজ প্রতাপাদিত্য কল্যই এখানে সসৈন্যে আসিবেন, তখন আমা-দিগকে এখানে দেখিলে আমরা কি বলিব? আমরা গুপ্তভাবে এখানে আসিয়াছি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তাহাতে আমার ভয় নাই। প্রতা-পাদিত্যকে বলিব, আমি ইন্দুমতীকে রক্ষা করিতে আসিয়া-ছিলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সেটী বড় ভাল কায হইতেছে না। এখন স্পষ্ট বিবাদ করিলে কোন ক্রমেই মঙ্গল সম্ভবে না; অতএব আমি বলি, তোমরা কল্য প্রাতেই অল্পে অল্পে লস্করপুরে রওয়ানা হও।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমি আর সে পাপের মুখাবলোকন করিব না। আমার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে, ইহাতে চিন্তিত হওয়া মূর্খের কর্ম্ম।"

নসিরাম আসিয়া বলিল। "মহাশয়! নৌকা প্রস্তুত আছে; অনুমতি হয়, নৌকায় দ্রব্যাদি প্রয়োজন মত পাঠাইয়া দি।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম! আমি তোমার প্রেমে বদ্ধ হইলাম। এত শীঘ্র কোথা হইতে নৌকা পাইলে?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয়! এ নৌকাখানি ফিরিঙ্গি-দিগের, অধিক লোকাভাববশত তাহারা এখানি ফেলিয়া গিয়াছে। এখান হইতে ভাল যোদ্ধা দণ্ডবাহক পঁচিশ জন মহাশয়ের সঙ্গে দিব।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম! নৌকায় কত তোরণ আছে?"

নসিরাম বলিল। "মহাশয়! নৌকায় দুই শত তোরণ আছে।"

বর্ম্মাবৃত বলিলেন। "নসিরাম! তুমি আমাকে এক শত আশি জন বাহক দিলে, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই।"

নসিরাম বলিল। "যে আজ্ঞা, আমি তাহাই আনিয়া দিতেছি। সম্প্রতি সকল সেনারা উপস্থিত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে উপযুক্ত দেখিয়া বাছিয়া দিতেছি।"

নসিরাম বাহক অন্বেষণে চলিয়া গেলে, বল্লভ অল্পে অল্পে যে ঘরে সূর্য্যকুমারেরা ছিল, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ দ্বারে দাঁড়াইয়া বলিল। "মহাশয়দের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ নাই বটে, কিন্তু মহাশয়দের রায়গড়ের প্রকৃত বন্ধু জ্ঞানে আমি আমার আত্মীয় বোধ করিলাম; আমি অদ্য রাত্রে রায়গড়ের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম, যথাসাধ্য রক্ষণে নিযুক্ত ছিলাম, কিন্তু কি করি, হীনবল।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়কে আমি যুদ্ধকালীন দেখিয়াছিলাম। মহাশয় বীরের মত ব্যবহার করিয়াছেন।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! আমার নাম বল্লভ, আমি রায়-গড়ের প্রতিপালিত গুরুমহাশয়। গ্রামের বালকবৃন্দ আমার নিকট শিক্ষা পাইতে আসে, কিন্তু আমার কি সাধ্য, যে বিদ্যা

দান করি, কোন মতে শিশুদিগকে আটক রাখা। শুনিলাম মহাশয়েরা ইন্দুমতীর উদ্ধার চেষ্টা পাইতেছেন। আমিও তাহায় অত্যন্ত উৎসুক। সত্য বলিতে কি, আমার আর একটী উদ্দেশ্য আছে। আমি প্রভাবতী ও তাঁহার পিতার বিশেষ আত্মীয়; তাঁহাদিগকে উদ্ধারও আমার মুখ্য উদ্দেশ্য; অনুমতি করেন ত, সাহস করিতে পারি না, আপনাদিগের সঙ্গে যাই, উদ্ধার করিতে পারি না পারি, একবার সেই চেষ্টায় নিযুক্ত হই ও হয় ত ফিরিঙ্গিদিগের দ্বারে প্রাণ হারাই, তাহা হইলেই আমার সুখে মৃত্যু হইবে। মনে জানিব যে, সদুদ্দেশে প্রাণ হারাইলাম।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! আমরা আপনার আশ্রয়-দানে অত্যন্ত বাধিত হইলাম। ইহাপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আপনি স্বাগত হউন, কিন্তু আমরা এক্ষণে উদ্ধারের কোন উপায় চিন্তায় কৃতকার্য হই নাই। আমরা জানি না যে, পাপেরা এক্ষণে কোথায় গিয়াছে।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! এ দীনদাস তাহা স্বকর্ণে অবগত হইয়াছে। যুদ্ধের পর আমি অচেতন হইয়া পড়িলাম বটে, কিন্তু অতিশীঘ্রই চেতনা পাইলাম। উঠিয়া খালের তীরে গেলাম, তখন পাপেরা সব নৌকায় বসিয়া কথা বার্তা কহিতেছে। ভাবিলাম, তখন স্পষ্ট বিপদ, কোন ফলোদয় হইবে না; গুপ্তভাবে তাহাদিগের নৌকার নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহাদিগের কথা বার্তায় যাহা বুঝিলাম।" বল্লভ একবার ঘরের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া থামিল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! শঙ্কা করিবেন না, এখানে সকলেই আত্মীয় ও রহস্যরক্ষায় পটু।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! বুঝিলাম যে, এ ব্যাপারটীর মূল মহারাজ প্রতাপাদিত্য।" বল্লভ একবার বর্ম্মাবৃত পুরুষের মুখের দিকে চাহিল। বলিল। "মহাশয়! আরও শুনুন, হজুরমল বলিয়া কে এক জন প্রতাপাদিত্যের লোকও আসিয়াছিল।" বল্লভ থামিল।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! হাঁ, তার পর?"

বল্লভ বলিল। "মহাশয়! গঞ্জালিস এ দস্যুদিগের অধ্যক্ষ। অনুপরাম ইহাদিগের এক জন কর্তৃপক্ষ।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহাশয়! আমরা এ সমাচারের জন্য আপনার নিকট নিতান্ত বাধিত হইলাম। এরূপ সমাচারে দস্যু ধরার অনেক সুবিধা হয়, কিন্তু আপনি যদি তাহারা কোথায় বন্দীসব লইয়া গেল, জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে আমরা আরও আপ্যায়িত হইতাম।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয় এত ব্যস্ত হইবেন না। এ গুরুমহাশয় নিতান্ত মূর্খ নহে, আমি তাহাও শুনিয়াছি। ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে নৌকায় উঠাইলে হজুরমল বলিল, 'গঞ্জালিস আমার পরামর্শ শুন। ইন্দুমতীকে আমায় দাও, আমি তাহাকে লইয়া যাই। তুমি প্রভাবতী লইয়া সন্তুষ্ট হও।' গঞ্জালিস তাহাতে বলিল। 'হজুরমল আমি প্রভাবতী পাইলেই সন্তুষ্ট হইব। এটিও কিছু মন্দ নহে, কিন্তু এখন সকলকেই লইয়া সনদ্বীপে যাই।' অনুপরাম বলিল। 'তোমরা স্ত্রৈণ, স্ত্রী লইয়া কলহ কর। কিন্তু ঐ লোকটি আমার। মন্ত্রীর যথেষ্ট ধন আছে,

আমি তাহাকে লইব।' হজুরমল বলিল। 'তবে আমি গিয়া রাজাকে কি বলিব।' গঞ্জালিস বলিল। 'বলিও যে মহারাজ ইন্দুমতীকে হরণকালে এক জন রায়গড়ের লোক তাহাকে অস্ত্রাঘাতে ছেদ করিল। আমরা মৃত শরীর নৌকায় আনিতে-ছিলাম, পরে ভাবিলাম, মৃত শরীরে কি প্রয়োজন। জলে ফেলিয়া আইলাম।' হজুরমল বলিল। 'বেশ বলিয়াছ, আমি তাহাই বলিব। দুই তিন দিনের মধ্যে আমি সনদ্বীপে যাইয়া হাজির হইতেছি। আর রাজা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কি বলিব?' গঞ্জালিস বলিল। 'বলিও গঞ্জালিস জীবিত ইন্দু-মতীকে মহাশয়ের নিকট আনিতে পারিল না বলিয়া লজ্জায় সনদ্বীপে গেল। শীঘ্র আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক-রিবে।' বল্লভ নিস্তব্ধ হইল। বর্মাবৃত পুরুষ এক মনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, বাক্য শেষ হইলে হেঁটমুণ্ডে বসিলেন। সূর্যকুমার পর্যঙ্ক হইতে উঠিয়া বসিল। মালিকরাজ অবাক্ হইয়া রহিলেন।

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় পাপীদিগের আত্মীয়তা এই রূপই হইয়া থাকে।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "হজুরমল অত্যন্ত পাপাত্মা, মুস-লমানদিগের কোন ধর্মজ্ঞান নাই। এরূপ আচরণত কখন কর্ণেও শুনি নাই। এ নরাধমের তুল্য বিশ্বাসঘাতক আর সংসারে নাই। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের উপযুক্ত শাস্তি হইল।" (বল্লভের প্রতি) "মহাশয় আপনার সমাচারে আমরা অত্যন্ত আপ্যা-য়িত হইলাম। চলুন এইক্ষণেই আমরা নৌকায় রওয়ানা হইব। আমি অগ্রে বজবজে যাইব, সেখানে মহারাজ মানসিংহের

সৈন্য আগমনের কথা আছে। আসিয়া থাকে ভাল, নতুবা এক দিন অপেক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া রাখিয়া যাইব। যেমন সৈন্য আসিবে, অমনি সনদ্বীপে রওয়ানা হইবে। ইতোমধ্যে রায়গড়ের সেনা সংগ্রহ আবশ্যক। মহাশয় দেখিয়াছেন, কতগুলি সেনা এক্ষণে রায়গড়ে আসিয়াছে?"

বল্লভ বলিল। "আমার বোধ হয় দুই সহস্র অশ্বারোহী ও সহস্র পদাতি। কিন্তু আরও সেনা আসিবে। বড় বিলম্ব হইবে না।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আর কত সেনা অদ্য রাত্রে আসিবে বোধ করেন?"

বল্লভ বলিল। "মহাশয় বোধ হয় আর ও ছয় সাত সহস্র পদাতি ও তিন চারি সহস্র অশ্বারোহী আসিবে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "ভাল ইহাদিগের যাত্রার উপায় কি? এখানে ত অধিক নৌকা পাওয়া যাইবে না।"

এমত সময় নসিরাম আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল। "মহাশয় নৌকা বাহক দুই শত জন প্রস্তুত আছে। তাহাদিগের সঙ্গে যথেষ্ট অস্ত্রও আছে। অনুমতি করেন, আরও অস্ত্র দি।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "নসিরাম! এত লোকে আমার এক্ষণে প্রয়োজন নাই। তুমি বলবান্ ও সোৎসুক দেখিয়া দেড় শত লোক আমায় দাও। যত গোলা গুলি ও বারুদ ও তোপ বন্দুক দিতে পার নৌকায় দাও। বাকি লোক লইয়া অদ্য প্রত্যূষে বজবজে রওয়ানা হইও। আমার সহস্র অশ্বারোহী ও ছয় হাজার পদাতি সেনা আবশ্যক। বজবজের গড়ে কল্য দুই প্রহরের মধ্যে পৌঁছিতে চাহ। যে যত অস্ত্র লইতে পারে,

দিবে। দেখ, যেন অস্ত্রাভাব না হয়। আমরা এক্ষণেই বজবজে যাত্রা করিলাম। (সূর্যকুমারের প্রতি) "মহাশয় তবে একান্ত যাইবেন ত চলুন।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহাশয় আমাকে আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি না যাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

বর্মাবৃত পুরুষ বল্লভকে বলিলেন। "মহাশয়! আমাদিগের সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা হয় ত প্রস্তুত হউন। আমরা এই ক্ষণেই রওয়ানা হইব।"

বল্লভ বলিল। "মহাশয় আমি প্রস্তুত আছি। অনুমতি হইলেই অগ্রসর হই।"

সূর্যকুমার আপন পর্যঙ্ক হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। মালিকরাজ অগ্রসর হইয়া তাঁহার বর্মাদি তাঁহাকে দিল। সূর্যকুমার কষ্টে বর্মাবৃত হইলেন। কেবল শিরে শিরস্ত্রাণ দিলেন না। শিরস্ত্রাণটি হস্তে করিয়া দাঁড়াইলেন। বর্মাবৃত পুরুষ দাঁড়াইয়া সূর্যকুমারের হাত ধরিলেন। সূর্যকুমার আপন দক্ষিণ হস্ত তাঁহাকে দিলেন। বামহস্ত মালিকরাজ ধরিল। তিনজনে পরস্পরের হস্ত ধরিয়া রায়গড়ের অতিথি শালা হইতে বহির্গত হইলেন। বল্লভ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। ক্রমে রায়গড়ের সিংহদ্বার পার হইলেন। ক্রমে খালের তীরে উপস্থিত হইলেন। পরে নৌকায় আরোহণ করিলেন। অল্প বিলম্বে নসিরাম দেড়শত লোক লইয়া তীরে উপস্থিত হইল। তাহারা সকলে যথাসাধ্য অস্ত্রাদির বোঝা লইয়া নৌকায় উঠিল। বর্মাবৃত পুরুষ সকলকে এক এক তোরণে নিযুক্ত করিলেন। বাকি প্রায় অর্দ্ধেকের অধিক স্থানে অস্ত্রাদি রাখিয়া

স্বয়ং নৌকার ধ্বজা উঠাইয়া জয়ধ্বনি করিলেন। অমনি দেড়-শত বাহকে এক কালে "জয় কালী" বলিয়া দণ্ডক্ষেপ করিল। তরণী বেগে যেন লম্ফ দিল। একবার দণ্ডক্ষেপে প্রায় দুই রশী পথ বহিয়া গেল। আবার বাহকেরা এক কালে দ্বিতীয়বার দণ্ড-ক্ষেপ করিল। তরণী দমকে দমকে চলিতে লাগিল। কিছু দূর এইমত যাইয়া একভাবে তেজে চলিল। ক্রমে খাল বাহিয়া চড়েলের মোহনায় উপস্থিত হইল। সেথা হইতে নক্ষত্রবেগে কাটি গঙ্গায় পৌঁছিয়া নৌকা উত্তরবাহিনী হইল। ক্রমে বজ-বজের দুর্গের নিম্নে আসিয়া পৌঁছিল। রাত্রি তখন চার দণ্ড প্রায় আছে। বর্ম্মাবৃত পুরুষ দূর হইতে বজবজের দুর্গের নিকট অনেক জাহাজাদির সমাগম দেখিয়া কিছু হৃষ্ট হইলেন। সূর্য-কুমারকে বলিলেন। "সূর্যকুমার বোধ হয় আমরা কৃতকার্য হইব। এ সকল জাহাজ বোধ হয় দিল্লীশ্বরের। মহারাজা মানসিংহ আসিয়া থাকিবেন। তুমি একবার এই নৌকায় বস আমি অতি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "আপনার আসা আমি অপেক্ষা করিব, কিন্তু আমার ইচ্ছা ছিল, একবার মহারাজ কচুরায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া দিলে অত্যন্ত বাধিত হই।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্যকুমার ব্যস্ত হইও না। ক্রমে সকলের সঙ্গে আলাপ হইবে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ নৌকা তীরে লাগাইতে বলিলেন। বাহকেরা নৌকা তীরে লাগাইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ নামিয়া চলিয়া গেলেন।

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার তোমার বোধ করি কোন

কষ্ট হয় নাই। নৌকায় গমন অত্যন্ত সুখকর। নৌযাত্রায় রোগীর বিশেষ উপকার দর্শে।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ আমার রোগের অনেক শান্তি বোধ হইতেছে। বায়ু সেবনে আমার মস্তক শীতল হইয়াছে। ক্ষতের আর তত যন্ত্রণা নাই।"

মালিকরাজ বলিল। "তোমার ইচ্ছা হয় ত শয়ন কর। ক্ষীণবল হইলে বিশ্রাম প্রয়োজন।„

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ আমার এক্ষণে বিশ্রামের তত প্রয়োজন নাই। আমার মন অত্যন্ত সোৎসুক হইয়াছে। এখন কোন মতে ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে আমার মনের একটা ভার দূর হয়।"

মালিকরাজ বলিল। "যদি মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়া থাকেন, তবেই আমাদিগের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন জানিবা।„

সূর্যকুমার বলিল। "এই লোকটিত বলিল, বোধ হয় এ সকল দিল্লীশ্বরের জাহাজ। এটি বড় ভদ্রলোক। এমন দয়ার্দ্রচিত্ত আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। পরের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ যোদ্ধা যেরূপ রণে মাতিয়াছিল, আমার বোধ হয় উভয় পক্ষের যোদ্ধার মধ্যে কেহই সেরূপ একতান চিত্ত ছিল না।"

মালিকরাজ বলিল। "আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহার কণামাত্রও স্বার্থ সিদ্ধ হইল না। এ লোকটিকে আমার জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। ইহার নাম ধাম না জানিলে যেন সুস্থ হইতে পারিতেছি না।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ তুমি এরূপ বালকের মত

কথা কহিলে কেন। যখন এটি বলিল যে তাহার নাম গোপনের কোন পণ আছে, তখন আর তাহার নাম জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত কেন হও!"

মালিকরাজ বলিল। "আমার এটী নিতান্ত কৌতূহল নহে, আমার সন্দেহ হইতেছে। এব্যক্তি যে রূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহা নিতান্ত সামান্য লোকের কর্ম নহে। এ অবশ্য কোন প্রধান রাজপুরুষ। আমার বোধ হয় মহারাজ মানসিংহের পুত্র জগত সিংহ। তাহারই এরূপ রণদক্ষতা শুনিয়াছি।"

সূর্যকুমার বলিল। "ইনি যে হউন, আমার হৃদয়বল্লভ হইতেছেন। আমি তাঁহার নাম জানিতে তিলেক উৎসুক নহি। আমার এখনকার একমাত্র অভিলাষ যে, দিবা রাত্রি এই বীরের সহবাস করি। এরূপ অসামান্য বীর আমি কখন দেখি নাই। মালিকরাজ! আমার এখনই তাঁহার অদর্শনে কষ্ট হইতেছে।"

মালিকরাজ হাসিয়া বলিল। "সূর্যকুমার তোমার কথায় আমার হিংসা হইতেছে। এ আবার আমার প্রেমের অংশী হইতে আইল।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ তুমি মূর্খ, তোমার প্রেমের অংশী কে হইতে পারে? সে তোমার প্রেমাস্পদ হইয়াছে। তোমারও তাহার অদর্শনে অবশ্য কষ্ট হইতেছে।"

মালিকরাজ বলিল। "আঃ বড়ই কষ্ট। কষ্টটা কিসের? তাহার সঙ্গে আমার কতক্ষণের আত্মীয়তা? যে, তাহার অবর্তমানে আমার কষ্ট হইবে। লোকের সঙ্গে এত শীঘ্র আত্মীয়তা জন্মান আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই।"

সূর্যকুমার বলিল। “মালিক! সাদে তোমাকে মূর্খ বলি? বহুদিনের পরিচয় তোমার নিকট বন্ধুতা জন্মাইবার প্রামাণ্য সময়। বিশ বৎসরে যে আত্মীয়তার পরিচয় পাওয়া যায় না, অদ্য তিন চার দণ্ডে তাহার সহস্র গুণ পরিচয় পাইলাম। ইহাতেও যদি প্রেম না জন্মে, তবে সে প্রস্তরহৃদয় লোকে প্রেম কণামাত্রও নাই।”

মালিকরাজ বলিল। “ভালা প্রেম শিখিয়াছ। তোমার নিকট দুই দণ্ড নিশ্চিন্ত হয়ে বসিবার যো নাই। একটু অবকাশ পাইলেই আইবড় বুড়া যেমন বিবাহের কথায় মত্ত হয়, তুমি তেমনি প্রেম প্রেম করিয়া ত্যক্ত কর। তোমার ও প্রেম ইহ-লোকের যোগ্য নহে। সে বৈকুণ্ঠে পাঠাও। সেইখানেই ভাল শোভা পায়।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তোমার সঙ্গে আমার এই কথা উপস্থিত হইলেই তুমি সদা এইরূপ অযত্ন প্রকাশ করিয়া থাক। তোমার মন কখন ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিল না। আর বুঝিবার চেষ্টাও পাইবে না। বুঝাইলে আবার কর্ণপাতও করিবে না।”

মালিকরাজ বলিল। “ভাল এখন সে বুঝিবার সময় নাই। বারান্তরে সময় হইলে শুনা যাইবেক।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তোমার এ কথা শুনিতে কখনই অবকাশ হয় না। তুমি সকলই বোঝ, তথাচ কেম আপনার পণ, কখনই স্বীকার করিবে না। কিন্তু জান না প্রেমই আমাদিগের সকলকে একত্রে বাঁধিয়াছে। কেহই কাহা নহে, পিতা পুত্রে স্নেহের মুল প্রেম। পুত্র হইলেই কিছু পিত

প্রেমাস্পদ হয় না। স্ত্রী হইলেই পতির প্রেমাস্পদ হয় না। সেটি স্বতন্ত্র পদার্থ। এমন কি স্নেহ, ভক্তি, রক্তের টান, আত্মীয়তাকৃত স্মরণ সকলেই প্রেমের ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে আবির্ভূত হওয়ার রূপভেদ মাত্র।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার ক্ষান্ত হও, তোমার আর বক্তৃতায় কায নাই, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি যে অঙ্কুশ মাত্র অবকাশ পেলে তোমার একমাত্র বাণ ঝাড়িতে ছাড় না।”

সূর্যকুমার বলিল। “সত্য আমি সুবিধা পাইলে আমার বাঁধি গদ ঝাড়িতে ছাড়ি না বটে, কিন্তু তুমিও ত আপনার ঝাড়ান মন্ত্র ভোল না। আমি কথাটি পাড়ি, তুমিও অমনি গুড়াতে সংকল্প কর। এখন বল দেখি, কে সুযোগ ছাড়ে না। ভাল মনে কর আমিই যেন বালস্বভাব বশত হউক বা অন্ধতা বশত যেন ছিদ্র পাইলেই প্রকাশ পাই, কৈ তুমিত বিজ্ঞের মত আমার একান্ত মত জানিয়া কখন আপনি ক্ষান্ত হও না।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্যকুমার তোমার ও সব পুরাতন কথা কি শুনিব। তোমার নিকট লক্ষবার শুনিয়াছি আর সকলের নিকটে শুনিতে পাই।”

সূর্যকুমার বলিল। “মালিকরাজ তুমি কখন শুন নাই, শুনিলে এরূপ অযত্ন প্রকাশ করিতে না। সংসারে প্রেম ব্যতীত আর কি নিত্য আছে। প্রেমই সংসার বন্ধনের একমাত্র দৃঢ় শৃঙ্খল। প্রেমাপেক্ষা প্রিয় পদার্থ এ সংসারে আমার চক্ষে আর কিছুই লাগে না।”

মালিকরাজ বলিল। “ঐ দেখ বর্মাবৃত পুরুষটি দ্রুত আসিতেছেন। আমার বোধ হয় কোন কুশল সমাচার আছে।”

ক্রমে বর্ম্মাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাবিকেরা নৌকা তীরে লাগাইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ নৌকায় উঠিয়া বলিলেন। "নৌকা খুলিয়া দাও। বিলম্ব করিও না। চল আমরা সনদ্বীপে যাই।" সেনারা শীঘ্র ধ্বজি মারিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ আপনি এক দণ্ড লইয়া বাহিতে লাগিলেন। ক্রমে নৌকা বহু বাহকের এককালে তোরণ-ক্ষেপ ও উত্তোলন বশত নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে বজবজের দুর্গের প্রকাণ্ড মুরচা দৃষ্টিগোচরের বহির্ভূত হইল। ক্রমে উভয়কুলের তরু গুল্মাদি বিপরীত দিকে তদনুযায়ীবেগে চ-লিতে লাগিল। ক্রমে কাটীগঙ্গা ত্যাগ করিয়া ইহারা চড়ি-য়ালের খালের ভিতর প্রবেশ করিল। ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে নৌকা যাইতে লাগিল। নৌকা এত অধিক বেগে চলিল যে তীরের বৃক্ষাদি আর কিছুমাত্র বোঝা যায় না অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে নৌকা চড়িয়ালের খাল ত্যাগ করিয়া ঠাকুর পুকুর দিয়া আদ্য গঙ্গায় পড়িল। নৌকা দক্ষিণ বাহিনী লইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার কুশল সমাচার তোমাকে এতক্ষণ বলি নাই। শুন।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কি কুশল সমাচার আছে, আমায় বলুন।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মহারাজ মানসিংহ বজবজে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়াই অদ্য সায়ংকালে একসহস্র অশ্বারোহী ও পাঁচ সহস্র পদাতি সেনা সনদ্বীপে পাঠাইয়াছেন। তাহাদিগকে সনদ্বীপে গিয়া আমার অপেক্ষা করিতে কহিয়া দিয়াছেন। আর চিন্তা নাই। আমরা অক্লেশে দস্যু

গকে পরাজয় করিব। আমি বলিয়া আসিয়াছি যে রায়গড় হইতে যে সকল সেনা আসিবেক, তাহাদিগকেও সনদ্বীপে পাঠাইয়া দেন। আমার বোধ হয় বেলা এক দণ্ডের মধ্যে সনদ্বীপে পৌঁছিব।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমার এতক্ষণে বক্ষ হইতে একটি ভার দূর হইল।”

কর্ণধার বলিল। “মহাশয় এখন কোন্ দিকে যাইব? আমি এ সকল পথ বিশেষ জ্ঞাত নহি।” বর্ম্মাবৃত পুরুষ উঠিয়া দেখিলেন যে গঙ্গা এই স্থান হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন, অপর একটি শাখা পূর্ব্বদক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। ভাবিয়া বলিলেন। “চল পূর্ব্বদিকেই যাও” কর্ণধার নৌকা ফিরাইল। নৌকা পূর্ব্বদক্ষিণবাহিনী হইয়া নক্ষত্রবেগে চলিল। ক্রমে অপর একটা চতুর্ম্মুখী মোড়ে আসিলে দক্ষিণবাহিনী স্রোত দিয়া ক্রমে বাহিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই কাল সমুদ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমিও এ সকল পথ ভাল অবগত নহি। এইবার কিছু চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাল তীর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চল।” নৌকা ক্রমে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে যাইতে অরুণোদয় হইল। সূর্য্যকুমার পূর্ব্বাস্য হইয়া কুমারী ঋগ্বেদযুতা কুশহস্তা ব্রহ্মামূর্ত্তী সন্ধ্যাদেবীর উপাসনা করিতেছিলেন। দূরে কতকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণববান দেখিয়া বর্ম্মাবৃত পুরুষের দিকে চাহিলেন। তিনিও সেই সময় সূর্য্যকুমারের মুখের দিকে চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যকুমারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সমাচার?” সূর্য্যকুমার অঙ্গুলি দ্বারা পোতসমূহের দিকে লক্ষ্য করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ কিছু ক্ষান্ত হইয়া আপন

প্রাতঃকৃত্য সাঙ্গ করিয়া বলিলেন। "আর দ্রুত যাইবার প্রয়োজন নাই। ঐ দেখ সম্মুখে দিল্লীশ্বরের পতাকা উড়িতেছে।"

বাহকেরা বলিল। "মহাশয় অনুমতি করেন ত আমরা প্রাতঃকৃত্য করিয়া লই।"

কর্ণধার বলিল। "সকলে এককালে তরণ্ড ত্যাগ করা ভাল নহে কতকগুলি এখন সন্ধ্যা কর, আবার তাহাদিগের সাঙ্গ হইলে অপরেরা আপন কৃত্য করিও।"

বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "আমাকে কর্ণ দাও তুমি আপন প্রাতঃকৃত্য কর। কর্ণধার বর্মাবৃত পুরুষকে কর্ণ দিয়া সন্ধ্যার উপাসনায় নিযুক্ত হইল। ক্রমে নৌকা অর্ণবযানের সন্নিকট হইল। ক্রমে সকল বাহকদিগেরও কৃত্য সমাপন হইল। নৌকা আবার পূর্ববেগে বহিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যে পোতের পার্শ্বে আসিয়া যেমন মিলিল, অমনি বর্মাবৃত পুরুষ আপন তূরী বাজাইলেন ও তাহারা পরেই "আল্লা হো আকবর জল্লা জেলালোহু, ফতেঃ হো রোশনি দিল্লী কি" প্রভৃতি কএক রকম দিল্লী সভার অভিবাদন শব্দ করিলেন। অমনি পোতের উপর হইতে এক জন বাহির হইল। বর্মাবৃত পুরুষকে দেখিবামাত্র "আল্লা হো অকবর্" বলিয়া অভিবাদন করিল। অমনি আর এক জন পোতের পার্শ্ব হইতে একটি শৃঙ্খলের অবতরণিকা নামাইয়া দিল। ডিঙ্গির লোকেরা পোতের পার্শ্বে লম্বমান লৌহ শৃঙ্খলে আপনাদিগের ডিঙ্গি বাঁধিল। বর্মাবৃত পুরুষ দ্রুতপদে শৃঙ্খল দিয়া পোতে উঠিলেন। উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "সনদ্বীপ কত দূর?" সেই লোকটি উত্তর দিল, মহাশয় ঐ দেখা যাইতেছে, আর বড় অধিক হয়ত এক পোয়া মাত্র আছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তুমি অপর দুই খানা জাহাজকে শীঘ্র চলিতে বল। তোমরাও শীঘ্র চল।" লোকটি উচ্চৈঃস্বরে কর্ণধারকে কি কহিল। অমনি পোতের প্রধান কুপকের উপর হইতে একটা পতাকা উঠাইয়া দিল। অপর দুইখানার কুপক হইতেও সেইরূপ দুইটি পতাকা উঠাইল। অমনি পোত তিন খানি পার্শ্বাপার্শ্বি মিলিয়া চলিতে লাগিল। ক্ষণেকে সনদ্বীপের তীরে আসিয়া মিলিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তোমরা এখন দিল্লীশ্বরের পতাকা নামাইয়া উড়িয্যার পাঠানদিগের পতাকা উঠাও। অমনি তিন খানি পোতের কুপক হইতে দিল্লীশ্বরের চিহ্ন যুক্ত পতাকা নামান হইল ও উড়িষ্যার পাঠানদিগের পতাকা উঠিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ তীরে নামিলেন। তীরে নামিয়া বাজারে যাইয়া সনদ্বীপের সমস্ত সমাচার অবগত হইতে লাগিলেন। ক্রমে বৈদ্যনাথের গদিতে সনদ্বীপের অবস্থা সকল অবগত হইলেন। ভজহরির সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইল। সেও সকল সমাচার দিল ও বলিল এক্ষণে বৈদ্যনাথের সেনারা একত্র হইয়াছে, অদ্যই তাহারা গেড়িজ আক্রমণ করিবে। বর্ম্মাবৃত পুরুষ মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তাহাকে কোন বিষয় ভাঙ্গিয়া বলিলেন না। গদির গোমস্তার সঙ্গে দেখা করিয়া প্রায় একদণ্ড কাল পরামর্শ করিলেন, পরে আপনি অর্ণবপোতে আসিয়া সকল লোককে অবতীর্ণ হইতে কহিলেন। সেনারা অবতীর্ণ হইয়া গদিতে উপস্থিত হইতে লাগিল, ক্রমে বেলা তিন চার দণ্ডের পর সকল সেনা বাজারে পৌঁছিল। বাজারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিলেই সকলে উড়িষ্যা হইতে আগত বলিয়া পরি-

চয় দিল। গদির গোমস্তাও তাহার আপন সেনা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকেও শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আজ্ঞা দিলেন। উভয় সেনা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে বাজারের বড়ই গোল হইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ পরে পোত হইতে তোপ সকল নামাইতে লাগিলেন। ক্রমে সকল তোপ গদির সম্মুখে অশ্ব পৃষ্ঠে স্থাপিত হইল। সূর্য্যকুমার প্রভৃতি ডিঙ্গির লোকেরাও ক্রমে অবতীর্ণ হইল, সকলে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সসজ্জ হইতে লাগিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "দেখ এক্ষণে কোন মতেই আক্রমণ করা যাইতে পারে না। সকলে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছে। অদ্য এক্ষণে অস্ত্রত্যাগ পূর্ব্বক আহারের উপায় দেখা যাউক্। অদ্য প্রায় অর্দ্ধ রাত্রে চন্দ্রোদয় হইবে। চন্দ্রোদয় হইলে গেডিজ আক্রমণ করা যাইবেক। ইত্যবসরে আমিও দুই এক জন লোক লইয়া গেডিজের অন্ধি সন্ধি, দেখিয়া আসি। সেনারা হৃষ্ট হইয়া আপন আপন অস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল। ক্ষণেকে সকলে আপন আপন আহারের উদ্যোগ পাইল। সূর্য্যকুমার বর্ম্মাবৃত পুরুষ, মালিকরাজ ও বল্লভ বৈদ্যনাথের গোমস্তার নিকট আহার করিলেন। আহারান্তে বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "সূর্য্যকুমার তুমি একবার বিশ্রাম কর, আমি সকল সমাচার আনি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তোমার এ অবস্থায় যাওয়া প্রয়োজন নাই। তুমি বিশ্রাম কর বরং রাত্রিতে আমাদিগের সঙ্গে যাইও।"

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমি একা এখানে থাকিতে পারিব না।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিল। “সূর্য্যকুমার তোমার একা থাকা কিসে হইল। তোমার নিকট মালিকরাজ থাকিবেন।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “না আমি একান্তই তোমার সঙ্গে যাইব। আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়াছে।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “তবে চল কিন্তু তোমাকে লইয়া যাইতে আমার বড় চিন্তা হইতেছে। কি জানি কি ঘটে।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “কোন চিন্তা করিও না। আমার কোন বিপদ হইবে না। আমার জন্য তোমাকে কষ্ট পাইতে হইবে না।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আমি কি নিজ কষ্টে ভয় পাইতেছি। আমি তোমার কষ্টে বড় ব্যথিত হই।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমি তোমার সঙ্গে যাইব।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিল। “একান্ত যাইবে ত চল।” পরে বর্ম্মাবৃত পুরুষ আপন বর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিন্ন বস্ত্র পরিধান করিলেন। সূর্য্যকুমার ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক তাহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে গোমস্তার নিকট হইতে বিদায় লইলেন। বর্ম্মাবৃত পুরুষ যদিচ বর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন, আমরা নামান্তর না দিয়া সেই নামে তাঁহাকে ডাকিব। বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাকে মালিকরাজের সঙ্গে সেনা প্রস্তুত করণের পরামর্শ করিতে আদেশ দিলেন। পরে উভয়ে গদি হইতে বহির্গত হইয়া বাজারে প্রবেশ করিলেন। বাজারে গিয়া এ দোকান ও দোকান করিয়া বেড়াইতেছেন এমন সময় আমাদিগের পুরাতন আত্মীয়

বৃদ্ধা রেবতী এক দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল। ইহাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইল। আসিয়া সূর্য্যকুমারের সম্মুখে দাঁড়াইল। সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা এই টাকাটি লও আহার কিনিয়া খাইও।"

বৃদ্ধা রেবতী বলিল। "বাবা আমার টাকায় কি কায। তুমি টাকা তোমার কাছে রাখ, আমায় কিছু খাবার বলিয়া দাও।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা দোকানে তোমার যাহা প্রয়োজন হয় খাও, এ টাকাটি লইয়া রাখ প্রয়োজনমত ব্যয় করিও।"

রেবতী বলিল। "বাবা আমার সঞ্চয়ে কায নাই। অদৃষ্ট মন্দ হইলে সঞ্চিত নষ্ট। কেন বাবা আমার কষ্ট বাড়াইবে। তুমি তোমার টাকা রাখ, আমি দোকানে এক পয়সার জলপান খাই।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ দোকানীকে বলিল। "পসারী ইনি যাহা চান, তাহা খাইতে দাও আমরা মূল্য দিব।"

রেবতী বলিল। "বাবা আমি কিছুই খাবনা। আমার এই লোকটির কথায় বড় প্রীতি জন্মাইল। আমার পেট পূর্ণ হইয়াছে। আঃ সংসারে কথার চেয়ে আর কি মিষ্ট আছে! বাবা আর একবার কথা কও।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মাতা তোমার কোথায় নিবাস?"

রেবতী বলিল। "বাপ আমার নিবাস আবার কি? আমি দুঃখিনী অনাথা আমার আবার বাস! আমি ত অরুন্ধতী নই। আমার ত যৌবন নাই। আমার ত রূপ নাই যে আমার নিবাস। অরুন্ধতীর বাস না থাকিয়াও তাহার নিবাস আছে।

সে যেখানে যায় সেই তার বাস। সকলেই তার আদর করে। আবার আর দুটি তার চেয়েও রূপসী গেডিজে এয়েছে। তারা আবার সকলের মাথার মণি। আমি সকলের পায়ের কাঁটা। আমি ধনহীনা, রূপহীনা।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা তুমি দুঃখ করিও না। তুমি আমাদিগের মস্তকের মণি। তোমার নাম কি?"

রেবতী বলিল। "আমাকে তুমি কেন চিনিবে? তোমরা বিদেশী মহাজন। আমি যদি অরুন্ধতীর মত হইতাম, তবে সকলে আমায় না চিনিয়াও আমার আলাপে গর্ব করিত। সময়ে সব করে। এখন যে আমায় চেনে সেও আমায় ভুলিয়া যায়।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "মাতা আমরা তোমায় কখন দেখি নাই। কেমতে চিনিব।"

রেবতী বলিল। "বৈদ্যনাথ কি কখন অরুন্ধতীকে পূর্বে দেখিয়াছিল, যে তাহাকে চিনিল। বাপু ও সব তোমাদের দোষ নয়। ও সব সময়ে করে। গ্রহতে করে। যাও তোমরা যাও। তোমাদিগের নিকট থাকিয়া আমার কি হইবে?"

রেবতী মুখ ফিরাইয়া গমনোদ্যোগ করিলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহার সম্মুখে গিয়া বলিলেন। "মাতা তুমি কোথায় যাও। আহার করিয়া যাও। তুমি আহার না করিলে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। আমাদিগের উপর রুষ্ট হইও না।"

রেবতী বলিল। "কেন বাপু দগ্ধাও, যথেষ্ট আত্মীয়তা হইয়াছে। আমি সকলের নিকট তোমাদিগের দান শক্তির প্রশংসা করিব। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি স্থানান্তরে যাই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মাতা কিছু আহার করিয়া যথা ইচ্ছা যাত্রা কর। আমরা নিতান্ত আপ্যায়িত হইব।"

রেবতী বলিল। "কি খাব?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তোমার যাহা অভিরুচি হয়। এ দোকানের সকল দ্রব্য তোমারই।"

রেবতী হা হা হা করিয়া হাসিল। বলিল। "হাগো। এ সকলই আমার। আমার। আমার। আমিই এ সংসারের প্রভু। আমারই সব। তুই আমার, ও আমার। আমি তোকে ভাল বাসি। ওকেও ভাল বাসি। ভালবাসা বড় ভাল। তুই আমার সঙ্গে যাবি?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আগে তুমি আহার কর, পরে এ সকল কথা হইবে।"

রেবতী বলিল। "তবে দে কি দিবি।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "তোমার যাহা অভিরুচি হইবে, তাহাই দিব।"

রেবতী বলিল। "আমি মুড়ি খাইব।" সূর্য্যকুমার দোকানীর নিকট হইতে মুড়ি লইয়া রেবতীকে দিল। রেবতী আপন মলিন অঞ্চলে তাহা লইল।

সূর্য্যকুমার বলিল। "আর কিছু দিব।"

রেবতী বলিল। আমার আর কিছু প্রয়োজন নাই। মুড়ি লইয়া দোকানের সম্মুখে ভূমে বসিল। বসিয়া মুড়ি খাইতে লাগিল। প্রায় অর্দ্ধেক গুলি আহার হইলে, একজন বাজারের বালককে ডাকিয়া বাকি মুড়ি তাহাকে দিল। সূর্য্যকুমার পসারীকে দাম দিয়া, সূর্য্যকুমার ও বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাকে সেখানে

রাখিয়া চলিয়া গেল। তাহারা কিছু দূর যাইলে রেবতী উচ্চৈঃ-স্বরে ডাকিয়া বলিল। "ওগো! ও বাপু! একবার দাঁড়াও, আমার কিছু প্রয়োজন আছে।"

সূর্যকুমার বর্মাবৃতপুরুষকে বলিল। "সেই রেবতী আবার ডাকিতেছে।" বর্মাবৃত পুরুষ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

রেবতী দ্রুত আসিয়া বলিল। "তোমরা কে, কোথায় যাইবে, কোথা হইতে আইলে?" সূর্যকুমার বর্মাবৃতপুরুষের প্রতি চাহিল। বর্মাবৃতপুরুষ কি বলিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, বলিলেন। "মাতা আমরা বিদেশী। এখানে কোন কর্মের জন্য আসিয়াছি। গেড়িজে যাইবার পথ জান? আমরা এখন গেড়িজে যাইব।"

রেবতী বলিল। "না বাবা! গেড়িজে যাস্‌নি। সে বড় কঠিন স্থান, সেথা যে যায়, সে আর ফেরে না। আহা পাপেরা কার বউ ঝিকে কাল রেতে ধরে এনেছে। তারা বড় কাঁদছে। ওঃ! ওঃ! আমার শুনে বুক ফাটচে। হায়রে এই বুকে কচুরায়কে রেখেছিলাম। এইখান থেকে সে দুধ খেত। এই হাতে তাকে ধরেছিলাম। এখন সে কোথায়, আর আমি কোথায়।" রেবতী অতীব ভীম বলে আপন বক্ষস্থলে চট্‌ চট্‌ করিয়া কয়-বার চপেটাঘাত করিল। সূর্যকুমার ও বর্মাবৃতপুরুষ তাহার আরক্ত নয়ন দেখিয়া স্পন্দহীন হইয়া রহিলেন। সূর্যকুমার একটি শব্দমাত্রে মোহিত হইয়া গেল। "কচুরায়" এ কথাটি তাহার কর্ণে ঘোষিল। বর্মাবৃতপুরুষ একদৃষ্টে রেবতীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রেবতী কতক্ষণ অবাক্‌ হইয়া অবশেষে বলিল। "তোদের আমি ভাল বাসি, তোদের দেখে আমার কেমন হচ্চে।

না! না! দেখে নয়। ঐ তোর (বর্মাবৃতপুরুষ) কথা শুনলে যেন আমার বোধ হয় আমি যমালয়ে আছি। যেন আমার ছেলে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়েছে। যেন কচুরায় আমার দুধ খাচ্ছে। আমার ছেলেকে আমি দুধ দিচ্ছি। না? ওঃ! কচুরায় কি যমালয়ে আছে? আহা বসন্তরায় কোথায় গেল। কোথায় বা রায়গড়!"

সূর্যকুমার বলিল। "মাতা! তুমি যদি রায়গড় দেখিতে চাহ, ত আমি তোমাকে রায়গড়ে লইয়া যাইতে পারি। রায়গড় ভাল আছে। কচুরায়ও জীবিত আছেন। তিনি দিল্লীশ্বরের এক জন প্রধান সেনানী। রাজা মানসিংহের প্রিয়পাত্র।"

রেবতী বলিল। "কি! কচুরায় বেঁচে আছে! না! না! না! তুই আমায় তামাসা করছিস্। কি! আমি কি তোর তামাসার যুগ্যি।" রেবতীর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। রেবতী রোষে কাঁপিতে লাগিল।

সূর্যকুমার বলিল। "মাতা আমি সত্য বলিতেছি, কচুরায় জীবিত আছেন। তুমি আমার সঙ্গে যাইলেই, রায়গড় দেখিতে পাইবে।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "তোমার কচুরায়ের সঙ্গে কি প্রয়োজন?"

রেবতী বলিল। "সে মরিয়া গেছে। বাঁচিয়া থাকিলে আমাকে কখনই ভুলিত না। সেত প্রতাপাদিত্যের মত পাপী নয়। কমলা! বেমলা? আহা দুটি সতীন। আমার সতীনে কায নাই। সতীন বড় জ্বালা, আমার হাতটা যখন পুড়ে গেছলো তার চেয়েও সতীনের জ্বালা। গঙ্গার সতীন দুর্গা; আহা

কি মজা। পণ্ডিতে বলে 'মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি! বসুধা—' আমি গঙ্গা স্তব জানি। আমার যখন দীক্ষা হয়। সে গুরুদেব বড় রাগী। তোমার মত বেঁটে। আমার স্বামী বড় দুর্বল ছিল। শীঘ্র মরে গেল। উঃ! কি জ্বালা! আমি বিধবা হলাম।"

সূর্যকুমার বলিল। "মাতা আমরা এখন বিদায় হই। তোমার স্ববাস বল। আমরা যাইবার সময়, তোমার নিকট দিয়া হইয়া যাইব। তোমার ইচ্ছা হয়ত রায়গড়ে লইয়া যাইব। সেথা তোমার সকলের সঙ্গে দেখা হবে।"

রেবতী বলিল। "যাও বাবা যাও। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হউক।"

সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ অগ্রসর হইলেন। বৃদ্ধাটি তাহা-দিগের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিছু দূর গিয়া একটা কুক্কুর দেখিয়া তাহাকে ধরিতে তাহার পশ্চাৎ দৌড়িল। সূর্যকুমার ও বর্মাবৃত পুরুষ ক্রমে জিজ্ঞাসা করিয়া গেডিজের দ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ভিক্রুস সবেমাত্র বৈদ্যনাথকে কারাবদ্ধ করিয়া, আহারান্তে আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়াছিল। বর্মাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। "মহাশয় এইটি ফিরিঙ্গি-দিগের গেডিজ?"

ভিক্রুস বলিল। "তুমি কেহে! তোমার গেডিজে কি দরকার?"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "খোদাবন্দ এই খানে কি আমীর গঞ্জালিস আছেন?"

ভিক্রুস বলিল। "মর এ গঞ্জালিস আবার আমীর কবে হল। তোমরা কারা, দেখ্‌তে পাই দিশী লোক নহ?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "জিনাব! আমরা উড়িয়ার মুলুক হতে আসচি।"

ভিক্রুজ বলিল। "তোমার সঙ্গে গঞ্জালিসের কি দরকার?"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "গরিবনবাজ! গঞ্জালিস বাহাদূর সঙ্গে আমার কোন প্রয়োজন নাই। তাঁহার নাম আপন মুলুকে শুনিয়াছি, তাই জিজ্ঞাসা করচি। তা আপনার বলবার স্থান কি, এই কি গেডিজ?"

ভিক্রুস বলিল। "হাঁ এই গেডিজ, তোমরা এ দেশে কি কর্ত্তে এসেছ?"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "আমরা উড়িষ্যার মহাজন, এ দেশে ব্যবসা করিতে পাঠান ফৌজের সঙ্গে আসিয়াছি। এখন দেশটা কেমন তাহা দেখি। গেডিজ শুনিয়াছি বড় ভাল গড়। একবার ইহার ভিতর যাইয়া দেখিতে চাহি।"

ভিক্রুস পাঠান সেনার নাম শুনিয়া বলিল। "চল আমি লইয়া দেখাইব। এস আমার সঙ্গে এস।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ ও সূর্যকুমার গেডিজে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ভিক্রুস তাহাদিগকে গড়ের ভিতর লইয়া গিয়া সকল দেখাইতে লাগিল। পথে জিজ্ঞাসা করিল। "ভাল পাঠানেরা এখানে কি করিতে আসিয়াছে?"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "আমরা তাহা নিশ্চয় জানি না। শুনিয়াছি, গঞ্জালিস বাহাদূরের সঙ্গে একত্র হইয়া বুঝি বাঙ্গালা দখল করিবে।"

ভিক্রুজ এই কথা শুনিবামাত্র বলিল। "তোমরা এইখানে দাঁড়াও; আমি অতি শীঘ্র আসিতেছি। এই রাস্তা ধরিয়া

বেড়াও।" ভিক্রুজ চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ ও সূর্যকুমার সেই পথ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন। ক্রমে গেডিজের চতুষ্পার্শ্ব ভ্রমণ করিয়া তাহার গতায়াত পথ, বিশেষতঃ চারি দিকের গড়-খাদ ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলেন। ভিক্রুজ ফিরিয়া আইল না। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল বলিয়া তাঁহারা গেডিজ ত্যাগ করিয়া, বাজারে বৈদ্যনাথের গোমস্তার বাসায় আইলেন। কিছু বিশ্রাম করিয়া সমস্ত সেনা একত্র করিয়া যথাবিধি আদেশ দিলেন। নসিরাম বেলা আড়াই প্রহরের সময় সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনারা বিশ্রাম করিল। সেনারা অপরাহ্ণে আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সজ্জা করিল। বেলা একদণ্ড প্রায় আছে এমত সময় বর্মাবৃতপুরুষ সসজ্জ হইয়া সূর্যকুমারের হাত ধরিয়া বাহির হইলেন। মালিকরাজ ও বল্লভ বর্মাবৃত হইয়া পশ্চাতে চলিল। নসিরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য রায়গড়ের প্রধান প্রধান সেনারা পশ্চাতে চলিল। বৈদ্য-নাথের গোমস্তা, নায়েব, ভজহরি ও পঞ্চু, আর আর প্রধান প্রধান বৈদ্যনাথের কর্মচারীরা চলিল। তাহার পশ্চাৎ রায়-গড়ের সেনা ও বৈদ্যনাথের সেনারা একত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। গোমস্তা কুদ্দাল প্রভৃতি যন্ত্র সকল আনিয়া-ছিল। লোক লাগাইয়া খাদে সেতু বন্ধ করিতে লাগিল। এক দণ্ডের মধ্যে ক্ষুদ্র খাদে প্রায় বিশ হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেনারা সেতুর উপর দিয়া গেডিজে প্রবেশ করিল। গেডিজে প্রবেশ করিয়া একটি দীর্ঘ নির্জন বাগানে গিয়া সকলে একত্রিত হইল। বর্মাবৃতপুরুষ ও সূর্যকুমার একত্রিত হইয়া একবার অন্তর্গেডিজের নিকট গমন করিলেন। দেখেন,

অন্তর্গেডিজের পূর্বধারে গঞ্জালিসের আবাসে বড় ধুম। লোক সমাগম অত্যন্ত অধিক ও আলোকে চতুর্দিক্ উজ্জ্বল। বাটীর ভিতর হাস্যের কলরব। নৃত্য গীতাদি নানাবিধ আমোদ হইতেছে।

সূর্যকুমার বলিল। "ইহাদের আজ কোন উৎসব হইবে।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "বোধ হয় কাহার বিবাহ আছে। যাহা হউক ও দিকে আমাদিগের যাওয়া কোন মতে কর্ত্তব্য নহে। চল আমরা অন্তর্গেডিজের চতুর্দিক দেখিয়া আসি। আমাদিগের বন্দী উদ্ধার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। তাহার পর মহারাজ মানসিংহের অনুমতি সিদ্ধ করিব। ফিরিঙ্গি-দস্যু এককালে নির্মূল করিব।"

সূর্যকুমার বলিল। "ইন্দুমতীকে পাইলেই আমার স্বকার্য সিদ্ধ হয়।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "তুমি ইন্দুমতীকে উদ্ধার করিলে কি করিবে?"

সূর্যকুমার বলিল। "আমার আর কিছু ইচ্ছা নাই, আমার কেবল একমাত্র ইচ্ছা তাহাকে সুখে থাকিতে দেখা।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "দ্বার অত্যন্ত কঠিন দেখিতে পাই। ইহা ভেদ করিবার উপায় কি?"

সূর্যকুমার বলিল। "এক পরামর্শ আছে; অন্তর্গেডিজে আসিবার চতুর্দিকের, পথে বৃক্ষের অন্তরালে, সব লোক যোজনা করা যাক। কাহাকেও যেন আসিতে না দেয়। বাছিয়া ভাল ভাল অব্যর্থ সন্ধান ধানুকী রাখিলে তাহারা যে কেহ আসিবে তাহাকে মারিতে পারিবে। প্রতি ধানুকীর সঙ্গে দশ জন

করিয়া বলবান্ মল্লযোদ্ধা থাক। এক এক স্থানে ছয় জন এমত দলবদ্ধ ধানুকী থাকুক। মল্ল যোদ্ধারা সকলকে ধরিয়া এককালে মুখবন্ধ করিবে। ইত্যবসরে আমরা তোপ আনিয়া দ্বারে ভাল করিয়া সাজাই।”

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। “সে মন্দ পরামর্শ নহে, তবে চল সেই চেষ্টায় যাওয়া যাক।” বর্ম্মাবৃত পুরুষ ও সূর্য্যকুমার অন্ত-র্গেডিজের দ্বার হইতে ফিরিয়া গেলেন। রাত্রি অত্যন্ত অন্ধ-কার ছিল। কেহই দেখিতে পাইল না। আর সেখানে ভাল রকম প্রহরীও ছিল না। ফিরিঙ্গিদিগের প্রকৃত প্রস্তাবে সৈন্য শৃঙ্খল ছিল না বলিয়াই, ইঁহারা এরূপ অলক্ষিত হইয়া চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

''স্থা নক্রমাকর্ষতি কূলসংস্থং স্থানচ্যুতঃ নক্রঃ সলিলাভ্যুপেতম্।''

ফ্রান্সিস্কো বৈদ্যনাথকে কারারুদ্ধ করিয়া সভাকুটিমের দিকে চলিয়া গেল। ভিক্রুজ ও ক্লড তাহার পশ্চাৎ গমন করিল। সভায় কেহই ছিল না। ফ্রান্সিস্কো সভায় গিয়া সভ্য সংগ্রহ ঘণ্টা বাজাইল। ক্রমে এক একজন করিয়া সভ্য আসিতে লাগিল। এমতসময় একজন লোক আসিয়া বলিল। "গঞ্জালিস্ সনদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার এখানকার সমাচার পাইয়া নৌকা-তেই রাত্রি কাটাইয়াছে। বোধ হয় এইক্ষণেই এক একজন করিয়া গেডিজে আসিয়া পৌঁছিবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভালই হইল। তবে এক্ষণেই ঘাটে লোক পাঠান যাগ।"

আনথনি আসিয়া বলিল। "গঞ্জালিস্ বোধ হয় ঘাটে উঠে নাই। কোন আঘাটায় নামিয়াছে। অতএব আমাদিগের ব্যস্ত হইতে হইবে না।"

একজন লোক দৌড়িয়া আসিয়া বলিল। "তিনি সভায় আসিতেছেন।"

ফ্রান্সিস্কো সভায় পতাকাধারীকে ডাকাইয়া, তাহাকে পতাকা লইয়া সভাদ্বারে যাইতে বলিল ও সভ্য সম্প্রদায় একত্র করিয়া আপনি অগ্রসর হইয়া গঞ্জালিসকে অভ্যর্থনা করিতে

সভায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই গঞ্জালিস ও অনুপরাম পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া সভাদ্বারে আগমন মাত্র, সকল সভ্যেরা সম্ভাষণ করিয়া বরণ করিল। গঞ্জালিস সকলকে যথা-যোগ্য সম্ভাষণানন্তর ফ্রান্সিস্কোর হাত ধরিয়া একখানা কেদা-রায় যাইয়া বসিল। ফ্রান্সিস্কো অনুপরামকে বসিতে বলিয়া, আপনি আর এক কেদারায় বসিল। পরে গিরজা হইতে পাদ্রিকে ডাকান হইলে, পাদ্রি আসিয়া যথানিয়ম আশীর্বাদ করিল। গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! এখানকার সমাচার বল। (ক্লডকে লক্ষ করিয়া) তুমি যাইয়া বন্দীদিগকে ভিন্ন ভিন্ন ঘরে রাখিয়া আইস।"

ক্লড আপন কর্ম্মে চলিয়া গেল। ফ্রান্সিস্কো বলিল "এখান-কার সমাচার এখন সব মঙ্গল। এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কিন্তু আমা-দিগের জীবন সংশয় হইয়াছিল।" ক্রমে ফ্রান্সিস্কো গঞ্জা-লিসকে সমস্ত অবগত করিয়া দিল।

গঞ্জালিস বলিল। "বেঞ্জামিন কোথায়?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "সে এখনও বন্দী আছে। তাহাকে ছাড়িয়া দিবার অবকাশ পাই নাই, তাহারই জন্য এই সভা আহ্বান করিয়াছি।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে এখন বেঞ্জামিনকে ডাকিয়া আন।" ভিক্রুস্ আপন আসন ত্যাগ করিয়া গমনোদ্যত হইলে ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভিক্রুস তোমার যাওয়ায় প্রয়োজন নাই, আনথনি যাইবেক।" আনথনি আপন আসন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। ক্ষণেক বিলম্বে বেঞ্জামিনকে সঙ্গে লইয়া আনথনি সভামন্দিরে প্রবেশ করিলে, গঞ্জালিস্ আপন আসন

ত্যাগ করিয়া অগ্রসর হইয়া বেঞ্জামিনের সম্মানপূর্ব্বক একখানি আসনে বসিতে বলিল। বেঞ্জামিন যথাযোগ্য সম্ভাষণানন্তর আসনে উপবিষ্ট হইলে, গঞ্জালিস্ বলিল। "বেঞ্জামিন এখন ত বৈদ্যনাথকে বন্দী করা হইয়াছে। তোমার এক্ষণে কি অভি-রুচি ?"

বেঞ্জামিন বলিল। "কি বিষয়ে আমার অভিরুচি জানিতে চাহ ?"

গঞ্জালিস বলিল। "এখনও কি তুমি আমাদিগের শত্রু থাকিবে ?"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমি কবে তোমাদিগের শত্রু হইলাম যে, তুমি আমাকে এ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলে ? আমি তোমা-দিগের আত্মীয়তা ব্যতীত শত্রুতা কবে করিয়াছি। তবে যে বৈদ্যনাথের জন্য এত বলিয়াছিলাম, তাহার কারণ সকলেই জান। তোমাদিগের অপেক্ষা, সে কিছু আমার অধিক আত্মীয় নহে। তবে আমার বাটীতে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, তাহাকে অকারণ বন্দী করা কি ভাল হইয়াছে। না, তাহাতে আমার নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য ছিল ? যাহা হউক, এখন আর আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই। আমার যতদূর সাধ্য, তাহার জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলাম, এক্ষণে আমি ধর্ম্মের দায়ী হই নাই। এই আমার একমাত্র সন্তুষ্টির আশা।"

গঞ্জালিস্ বলিল। "যাক, গত বিষয়ের শোচনায় আর প্রয়োজন নাই। আমরা সকলে তোমাকে কষ্ট দেওয়ায় দোষী আছি, এক্ষণে আমরা সকলে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

সভ্য সকলেই বলিয়া উঠিল। "ক্ষমা প্রার্থনা করি।"

দুষ্টবুদ্ধি ভিক্রুস অতি অল্পে অল্পে বলিল। “ক্ষমা প্রার্থনা করি।”

বেঞ্জামিন বলিল। “এক্ষণে গত বিস্মৃত হওয়া যাক। তোমার কি সমাচার?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমি এক প্রকার কৃতকার্য হইয়াছি। দুইটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ আমাদিগের বন্দী।”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আর সনদ্বীপের বন্দী একটি স্ত্রী আর তিনটি পুরুষ।”

গঞ্জালিস বলিল। “হাঁ, আর এখানকারও চারি জন বন্দী আছে। আর রায়গড় হইতে যথেষ্ট ধনও সংগ্রহ হইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের অনুপরামকে ইহার কিরূপ অংশ দেওয়া যায়, তাহাই অদ্য সভায় বিচার্য। তোমাদিগের যাহা বিচার সঙ্গত বোধ হয়, তাহা বল।”

গঞ্জালিসের কথা সাঙ্গ হইলে, অনুপরাম আপন আসন ত্যাগ করিয়া বলিল। “মহাশয় সভ্যগণ! আমার একটি আবেদন শ্রবণ করুন। আমি বিদেশী, সনদ্বীপে আসিয়া গঞ্জালিসের ও তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। আমার এখানে আসিবার যাহা উদ্দেশ্য, তাহা তোমরা সকলে বিশেষ অবগত আছ। আমি গঞ্জালিসের সহায় পাইবার আশয়ে আপন ভগ্নী অরুন্ধতীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছি। আমিই যশোরপতি প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় লইতে যাইয়া, তাঁহার সঙ্গে গঞ্জালিসের আলাপ করিয়া দিই ও যখন রায়গড়ে যাইবার কথা হয়, তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্য আমার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে আমাকে পাঠান। আমি রায়গড়ে আদি হইতে অন্ত-

পর্য্যন্ত বরাবর গঞ্জালিসের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছি। যথাসাধ্য গঞ্জালিসের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহার কষ্টের অংশও লইয়াছি। আবার আমার কুটুম্ব বলিয়া স্নেহপূর্ব্বক তাঁহার প্রাণ রক্ষায় যত্নবান্ ছিলাম। পরে রায়গড়ে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ হইল। তাহার কণামাত্রও যশোরপতিকে অংশ দিতে হইল না। আমার যত অর্থের প্রয়োজন, তত আর কাহারও নহে। এক্ষণে তোমরা বিবেচনা কর, যে লুপ্ত অর্থের অংশ তোমাদিগের লওয়া কর্ত্তব্য কি না।"

অনুপরাম বসিল। ফ্রান্সিস্কো দাঁড়াইয়া বলিল। "অনুপ-রাম যাহা বলিল, তাহা আমরা সকলেই সমস্ত জ্ঞাত আছি। আমাদিগের কর্ত্তব্য, সকলই অনুপরামকে দেওয়া; কিন্তু আমরাও আহার করিয়া থাকি, আমাদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। বিশেষত বৈদ্যনাথের ব্যাপারটি এখনও চোকে নাই। কে জানে, ইহাতে কত ধন ব্যয় হইবে। আমাদিগের অর্থোপার্জ্জনের উপায়ান্তর নাই। বলে ধনোপার্জ্জনই আমাদিগের একমাত্র উপজীবিকা। আর অনুপরাম একক হইলে এ সকল অর্থ কোন মতে উপার্জ্জিত হইত না। এ সকল আমাদিগের স্বোপার্জ্জিত ধন। অনুপরাম তাহার ভগ্নীকে গঞ্জালিসের সঙ্গে বিবাহ দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে তাহার লাভ ব্যতীত আমাদিগের কি? অরুন্ধতী অন্ধকার হইতে আলোকে আইল। খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বনে তাহার পরকালের কার্য্য হইল।" ফ্রান্সিস্কো বসিল। কতকগুলি সভ্য প্রশংসা করিয়া করতালি দিল।

আনথনি বলিল। "ফ্রান্সিস্কো যাহা বলিল, তাহা কিছু অসঙ্গত নহে; কিন্তু আমরা যখন অনুপরামকে আশ্রয় দিতে

স্বীকার করিয়াছি, তখন আমাদিগের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। অনুপরাম সেই আশয়ে আমাদিগের সহিত মিলিয়াছে। যাহাতে অনুপরাম স্বরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সেটী আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য।”

ক্লড বলিল। “আমরা অনুপরামকে সাহায্য দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ সকল আমাদিগের উপার্জ্জন। অনুপরাম সহ-চরের অংশ মাত্র পাইবেন।”

ভিক্রুস বলিল। “অনুপরাম আমাদিগের নিকট বাধ্য আছে। তাহার ভগ্নীকে আমরা সত্য ধর্ম্ম দান করিয়াছি। অতএব অনুপরাম সেটি না শোধিলে অনুপরামের কোন বিষ-য়েই কথা কহা উচিত নহে।” ভিক্রুস বসিল। কিন্তু আর কেহই দাঁড়াইল না।

গঞ্জালিস বলিল। “তোমাদিগের এখন কাহার কি মত প্রকাশ কর। বেঞ্জামিন! তোমার কি অভিরুচি? তুমি কেন কোন কথা কহিতেছ না?”

বেঞ্জামিন উঠিয়া বলিল। “সভ্য সম্প্রদায়! আমার এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহা আমি স্পষ্ট বলিব। আমি কিছু কোন পক্ষ হইয়া বলিব না। যদিচ আমি নিজে তোমাদিগের একজন ও তোমাদিগের পক্ষে কথা বলিলে আমার স্বার্থসিদ্ধ হইবে, তথাচ আমি তাহা বলিব না। আমি অনুপরামের পক্ষও বলিব না। সে কিছু আমার অধিকতর আত্মীয় নহে। আমার মতে যাহা ন্যায় বোধ হইতেছে, তাহাই তোমাদিগকে জানাই, পরে তোমাদিগের যে রূপ অভিরুচি। অনুপরামের সঙ্গে তোমাদিগের যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়া-

ছিল, আমি তাহা বিশেষ অবগত আছি। সে স্বত্বমত কহিতে গেলে, তোমরা যে কিছু রায়গড়ে উপায় করিয়াছ, তাহা সকল অনুপরামের। তোমাদিগের আহারের উপযুক্ত ব্যয় পর্যন্ত তোমরা এক্ষণে পাইতে পারিবে না। যত দিন না, তোমরা অনুপরামকে সিংহাসনে বসাইবে, তত দিন পর্যন্ত তোমাদিগের অনুপরামের উপর কোন দায় নাই। অনুপরাম সিংহাসনে অভিষিক্ত হইলে, আরাকাণে হাজার মুদ্রা বৎসরে আয় জমীদারী তোমাদিগকে দিবে। গঞ্জালিসকে কর্তৃত্বের জন্য আপন ভগ্নী দিয়াছে ও স্বতন্ত্র একশত মুদ্রা বার্ষিক আয়ের জমীদারী দিবেক। প্রথমাবধি যত ব্যয় হইবে অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে অঙ্ক পাতিয়া তোমাদিগকে দিবে। এক্ষণে রায়গড়ে যাহা তোমরা পাইয়াছ, তাহায় প্রতিজ্ঞামতে তোমাদিগের কোন অধিকার নাই। রায়গড়ের বন্দী ও ধন সকলই অনুপরামের। সভ্যগণ! একথা গুলি বড় তোমাদিগের প্রিয় হইতেছে না। একথা কাহার প্রিয় নহে; কিন্তু বিবেচনা কর, যদি তোমরা অনুপরামের আশ্রয় লইতে। আর অনুপরামের সঙ্গে যাইয়া অনুপরামের বলে কোন দ্রব্যাদি সংগৃহীত হইত, তবে কি তোমরা প্রতিজ্ঞা ত্যাগ করিয়া অনুপরামকে দিতে সুখী হইতে? সভ্য! তোমরা কাহার বশীভূত নহ, সকলে স্বাধীন; আপন কৃত সম্প্রদায়-নিয়ম ব্যতীত তোমাদিগকে বন্দী করিবার আর কিছুই নাই। যখন ন্যায় কথা উপস্থিত হয়, তখন ন্যায় বিচার করাই স্বাধীন লোকের কর্ম। স্বাধীনদিগের মনে স্বার্থাপেক্ষায় অন্যায়াচরণ অত্যন্ত গর্হিত। তোমরা যাহাকে নষ্ট কর, একটা কারণ দর্শাইয়া মারিয়া থাক। স্বাধীন লোকের

রীতিই এই, স্পষ্ট বলপূর্ব্বক অন্যায় করণে তোমরা কদাচ রত নহ। বল! অনুপরামের সকল প্রাপ্য কি না?"

অধিকাংশ সভ্যেরা বলিল। "অবশ্য প্রাপ্য" "সকলই প্রাপ্য" "অনুপরাম সকল পাইবে" "বেঞ্জামিন ঠিক বলিয়াছে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "সভ্য মহোদয়গণ! আমার বন্ধুরা! সমব্যবসায়ী! সহধর্ম্মী! স্বজাতীয় ফিরিঙ্গিগণ! তোমাদিগের এরূপ উদার চরিত্রে আমি একান্ত আপ্যায়িত হইলাম। কিন্তু আমার সন্তুষ্টির অপেক্ষা তোমাদিগের সন্তোষের আরও গুরু-তর কারণ আছে। তোমরা এই ন্যায় পরামর্শ স্বীকার জন্য, মাতা মেরীর (তাঁহার আত্মা সুখে থাকুক) প্রিয় হইলে। তিনি তোমাদিগকে তাঁহার আপন ক্রোড়ে রাখিবেন। তাঁহার কোমল হস্ত তোমাদিগের বক্ষস্থল স্পর্শ করিয়াছে। তোমাদিগের সৎচরিত্রে আমি নমস্কার করি।"

সকলে বলিল। "সাধু বেঞ্জামিন! ভদ্র বেঞ্জামিন!" সভা নীরব হইল। আর কাহার মুখে কোন কথাই নাই। ভিক্রুস অল্পে অল্পে উঠিয়া গঞ্জালিসের পার্শ্বে গিয়া চুপি চুপি বলিল। "মহাশয় অনুমতি করেন ত এ সভা হইতে পাপ বেঞ্জামিনকে দূর করিয়া দি। কাপুরুষ যেন পাদ্রির মত বক্তৃতা করিতেছে, যেন আমাদিগের ধর্ম্মের সভা বসিয়াছে।"

গঞ্জালিস্ বলিল। "ভিক্রুস্ ক্ষান্ত হও, ব্যস্ত হইও না।"

গঞ্জালিস্ কিছু চিন্তিত হইল। দেখিল সকলেই বেঞ্জা-মিনের কথায় সায় দিয়াছে। এক্ষণে বেঞ্জামিনের বিপক্ষ হওয়া নিতান্ত শ্রেয়স্কর নহে। আনথনি উঠিল। অন্যান্য যাহারা ফুস ফুস করিয়া অতি সতর্কে কথা কহিতেছিল, আনথনি কি বলে,

শুনিতে সোৎসুক হইয়া নিস্তব্ধ হইল। সকলেই একদৃষ্টে আনথনির প্রতি লক্ষ্য করিল।

আনথনি বলিল। "বন্ধুগণ! তোমাদিগের এ বিষয়ে এক প্রকার স্থির মত শুনিলাম। এক্ষণে তাহা পরিবর্তনাশয়ে আমি উঠি নাই। দশ জনের যে মত, আমারও সেই মত। দশ জনের মতেই কর্ম করা হইবেক। তোমরা এক রকম এ বিষয় নির্ধার্য করিয়াছ, আমি কিছু তোমাদিগের অনুমতির বিপক্ষ বলিতে উঠি নাই। তোমাদিগের ভিন্ন মত হইতে বলি নাই। তোমাদিগের নব প্রচারিত মতের বিপক্ষে কর্ম করিতেও উঠি নাই। আমি কেবল আমার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া ক্ষান্ত হইব। আমি তোমাদিগের নিকট নূতন কোন আবেদন করিব না। আর কিছুই চাহি না। কেবল এই প্রার্থনা, যে মনোযোগ পূর্বক আমার কথাগুলি শুন। আমি যাহা বলিব তাহা জ্ঞান-কৃত অন্যায়াশয়ে বলিব না। আমার যত দূর জ্ঞান, ততদূর বিচার করিয়া দেখিলাম, ইহাতে আমার ন্যায়ে প্রেম ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি উদ্ভাবিত হয় নাই। বেঞ্জামিন যাহা বলিলেন, তাহা ন্যায়সঙ্গত বটে। আমাদিগের কর্তব্য সকল লুপ্ত দ্রব্যাদি, বন্দী পর্যন্ত, অনুপরামের হস্তে অর্পণ করা। যদি আমি একক অধ্যক্ষ হইতাম ত এতক্ষণে অনুপরামের সম্মুখে সকল আনিয়া দিতাম। যেহেতু অনুপরামেরই সমস্ত। অনুপরামই সমস্ত দ্রব্যাদির অধিকারী। মাতা মেরী (তাঁহার আত্মা সুখে থাকুক) করুন অনুপরাম সুখে সে সকল দ্রব্যভোগ করুন। আমি আশীর্বাদ করিতেছি গিব্রেল (চিরদিন তিনি জ্যোতির্ময় থাকুন) তাহাকে রক্ষা করুন। আমরা সকলেই

কায়মনোবাক্যে অনুপরামের কার্যসিদ্ধি উদ্দেশে নিযুক্ত থাকিব। আমরা আত্ম স্বার্থ ক্ষয় পর্যন্ত স্বীকার করিয়া তাহায় নিযুক্ত ছিলাম। আবার এই মুহূর্তে প্রয়োজন হয়ত, প্রস্তুত আছি। যত দিন না অনুপরাম রাজ্যাভিষিক্ত হন, আমরা তাঁহার ক্রীত দাস। তাঁহার চিহ্নিত সেবাইত। আমাদিগের সেবার ত্রুটি হয় নাই। অনুপরাম স্বয়ংই বলুন যদি কখন আমাদিগকে অযত্ন করিতে দেখিয়া থাকেন?”

অনুপরাম ব্যস্ত হইয়া বলিল। “না, না, আমি তোমাদিগের নিকট প্রেমপাশে বদ্ধ আছি।”

আনথনি বলিল। “দেখ আমাদিগের আচরণে অনুপরাম নিতান্ত প্রীত আছেন। আমরা আপন ব্যয়ে সেনা সংগ্রহ করিয়াছি। আপন ব্যয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা আপন ব্যয়ে আমাদিগের উৎকৃষ্ট সেনা লইয়া রায়গড়ে যথাসময়ে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের প্রাণপর্যন্ত দিয়া অনুপরামের কর্ম সফল করিয়াছি। আমরা কখন অনুপরামকে কোন কারণে বিরক্ত করি নাই। কখন কিছু দিতে অনুরোধ করি নাই। আমরা যে অনুরোধ করি নাই, আমাদিগের ইষ্টসত্তা কিছু তাহার কারণ নহে। তোমরা সকলেই জান যে আমাদিগের রায়গড়ে যখন সেনা পাঠান হয়, তখন সাধারণ কোষে অর্থাভাব ছিল। যথেষ্ট অর্থাভাব ছিল। এমন কি আমরা আমাদিগের আত্মীয় মহাজন বেঞ্জামিনের নিকট হইতে অর্থ ধার করিয়া লইয়া উপযুক্ত অস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছি। আপনাদিগের পাথেয় পর্যন্ত ঋণ করিয়া লইয়াছি। আমাদিগের যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও আমরা অনুপরামকে একবারও ত্যক্ত করি নাই।

এমন কি তাঁহার কর্ণগোচর পর্যন্ত করি নাই, কেন না জানি, যে তাঁহারও অভাব। তাঁহারও হস্তগত কিছুই ছিল না। অভাব জানাইলে তাহার উপশম হইবে না, অথচ অনুপরামকে নির্ব্ব-হনাবস্থ হইতে হইবে। আমরা আপনার কষ্ট, আপনারাই সহিলাম। এখন অনুপরামের যথেষ্ট ধন হইয়াছে। যেহেতু লুপ্তদ্রব্য সকলই তাঁহার। এক্ষণে অনুপরামের কি কর্তব্য? আমি কিছু বলিতে চাহি না। কেবল অনুপরাম আপন কর্তব্য করিলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব। আমি বসিলাম, অনুপরাম আপন কর্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিয়া বলুন। ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই, ভাল করিয়া বিবেচনা করুন।"

আনথনি বসিল। সকলেই অনুপরামের দিকে চাহিল। অনুপরাম কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া হেঁটমুণ্ডে রহিল। ভাবিতে লাগিল। বিবেচনা করিল, আনথনি যাহা বলিল তাহা কিছু অন্যায় নহে। উঠিবার উপক্রম করিতেছে কিন্তু আবার ভাবিল, দেখা যাগ ইহারাই বা কি বলে; এমত সময় গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। "অনুপরামের উত্তর দিবার পূর্ব্বে আমার এ বিষয়ে কিছু বক্তব্য আছে। সকলের বিচারে যাহা নির্দ্ধার্য হইয়াছে, তাহা আমার শিরোধার্য। অনুপরামের সঙ্গে আমাদিগের যে পণ হয়, তাহার সমস্ত অর্থ আমি মহাশয়দিগের নিকট ব্যক্ত করি। অনুপরাম আমাকে বলেন, যে তুমি যদ্যপি আমাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া দিতে পার, তবে আমি তোমাদিগকে বৎসরে হাজার টাকা আয়ের বিষয় দিব, আর তোমার নিজের ব্যবহারের জন্য একশত টাকা আয়ের বিষয় দিব। এক্ষণে আমার পরমাসুন্দরী ভগ্নী অরুন্ধতী তোমাকে দিলাম।

আমি এই সত্বগুলি তোমাদিগকে পূর্বে অবগত করাইয়াছি ও তোমাদিগের অনুমতি লইয়া পণে স্বীকৃত হইয়াছি। তোমরা সকলে বর্তমান থাকিয়া, পরমাসুন্দরী ও বুদ্ধিমতী অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়াছ। যদিচ আমাকে কর্ম বশত বিবাহ দিবসেই অরুন্ধতীর সঙ্গ সুখ হইতে অপসৃত হইতে হইয়াছে, তথাপি তিন চারি ঘণ্টায় যে সুখ পাইয়াছি, তাহাতে আমি যে সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা আমি ইহজন্মে বিস্মৃত হইব না! ভয় করি পাছে আমি অত্যন্ত প্রেমে বশীভূত হইয়া ফিরিঙ্গিবর্গের ক্ষতি করিয়া অনুপরামের পক্ষ হই। অনুপরামের জন্য আমরা প্রাণ দিতে পারি, কেন না আমরা সেই মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। যাহাতে আমরা বদ্ধ আছি, তাহা ত্যাগ করিতে কোন মতে ইচ্ছা করি না। ফ্রান্সিস্কো 'সূর্পণখা' মারিয়া যে সকল ধন পাইয়াছে ও যে সকল বন্দী পাইয়াছে, আমার বোধ হয়, অনুপরাম সে সকল দ্রব্যের অংশ প্রার্থনা করেন না। তাহারও যদি অংশ চাহেন ত স্পষ্ট বলুন, আমরা তাহা বিচার করিয়া কৃতাংশ করি।"

• অনুপরাম বলিল। "না, না, আমি তাহার অংশের অধিকারী নহি।"

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম আপনি স্বীকার করিতেছেন যে, তিনি এ সকলের অধিকারী নহেন। তোমরা বিবেচনা কর, কি জন্য অনুপরাম ইহার অধিকারী নহেন। অনুপরাম ইহাতে আমাদিগকে বদ্ধ করেন নাই। আমরা এ সকল উপার্জন জন্য তাঁহার নিকট কোন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ নহি। রায়গড়ের ব্যাপারও সেইরূপ। অনুপরাম যদি আমাদিগকে রায়গড়ের ব্যাপা-

রের বিষয়ে কিছু অংশের কথা কহিয়া থাকেন, তবে আমরা অংশ দিতে প্রস্তুত আছি। নতুবা আমরা যদি রায়গড়ের লাভে অংশ দিই, তবে সনদ্বীপের লাভের অংশ কি জন্য দিব না? তাহাও দিতে হইবে।"

গঞ্জালিস বসিল। ভিক্রুস্ উঠিয়া বলিল। "আমাদিগের একথা শুনাই অন্যায় হইয়াছে, ইহাতে অনুপরামের নাম উল্লেখও করা কর্ত্তব্য নহে। অতএব আমরা সকলে একমত হইয়া বলিতেছি, এ বিষয়ে অনুপরামের কণামাত্রও নাই।"

বেঞ্জামিন বলিল। "ভিক্রুসের কথা মতে আমার বোধ হইতেছে, সকলের মত অনুপরামকে কিছুমাত্র না দেওয়া। আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই, সকলের মতই প্রামাণ্য কিন্তু আমার দুই তিনটি প্রশ্ন আছে, তাহা জিজ্ঞাসা না করিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। অনুমতি করেন ত জিজ্ঞাসা করি।"

গঞ্জালিস বলিল। "বেঞ্জামিন! তোমার যে কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, জিজ্ঞাসা কর।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, যদি অনুপরামের এ বিষয়ে কোন সম্পর্কই নাই, তবে কেন তুমিই অনুপরামকে 'কি অংশ দেওয়া যায়' এমত প্রস্তাব করিলে? তোমার প্রস্তাবেই যে অনুপরামের অংশ আছে, প্রকাশ পাইল। তাহার যতটুকু অংশ থাকুক না কেন, তাহার এককালে অংশে দায়াধিকার না থাকিলে তাহার নাম উল্লেখ করিয়া অংশ নির্দ্ধারণে প্রস্তাব হইত না। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে,

অনুপরামের সঙ্গে তোমার রায়গড় যাত্রা-বিষয়ক কোন কথা হইয়াছিল কি না? যদি হইয়া থাকে ত সেটি কি? তুমি কিছু স্বয়ং রায়গড়ে যাও নাই। অনুপরাম তোমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছে। যখন লইয়া যায়, তখন রায়গড়ে প্রাপ্য ধনের কে কি লইবে, তাহা নির্ধারিত হইয়াছিল কি না? যদি তুমি নিজে প্রতাপাদিত্যের অনুরোধে রায়গড়ে গিয়া থাক, তবে রায়গড়ে অনুপরামের গমনের কোন কারণ ছিল না। অনুপরাম আমাদিগকে এ সকল বিষয়ে অবগত করুন।"

অনুপরাম উঠিয়া বলিল। "মহাশয়েরা যত্ন পূর্বক শ্রবণ করুন। আমি যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে সনদ্বীপে আইলাম, তখন গঞ্জালিসকে সমস্ত অবগত করাইলাম। গঞ্জালিসকে বলিলাম যে এই উপায়ে আমার যথেষ্ট ধন লাভ হইবে। গঞ্জালিস বলিল। 'ইহাতে যে কিছু ধন পাওয়া যাইবে, তাহা সকলই তোমার সেবায় দিব।' এই স্বত্বে আমি গঞ্জালিসকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সম্মুখীন করিলাম। মহারাজের উদ্দেশ্য সাধন ব্যতীত ধনে তত লোভ ছিল না। তাঁহার নিকট আমার ধন সংগ্রহের কথা বলায় তিনি মৌন রহিলেন। আমি তাহাতে বুঝিলাম, নিতান্ত অমত নহে। আমি আশায় হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া প্রাণ পণে গঞ্জালিসের সঙ্গে যুঝিলাম। এখন আমি কিছু যথাসর্বস্ব লইতে ইচ্ছা করি না। যে বন্দী পাইয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি অপকৃষ্টটিকে লইতে ইচ্ছা করি। বৃদ্ধ অনঙ্গপাল আমার হইবে। আর যত ধন লইয়াছেন, তাহার কিছু অংশ আপনাদিগের জন্য রাখিয়া বাকি আমাকে দিলে ভাল হয়। তোমাদিগের অন্য কোন

ভাবেও যদি দিতে নাই ইচ্ছা হয়, তবে আমাকে ঋণ-চ্ছলে দাও, আমার ধনের বিশেষ প্রয়োজন।"

অনুপরাম থামিলে ভিক্রুস্ উঠিয়া বলিল। "ধনের প্রয়োজন! ধনে কাহার প্রয়োজন নাই? আমাদিগের প্রায় কোষ পূর্ণ আছে যে, অনুপরামকে ধার দিব। আমাদিগকে কে ধার দেয় তাহার নিশ্চয় নাই। আমাদিগের ধার শোধ না করিলে বেঞ্জামিন পীড়ন করিবে। যদি অনুপরামের একান্ত অর্থের প্রয়োজন হয় ও তাহার জন্য ধার করিতে প্রস্তুত থাকে, তবে বেঞ্জামিনের নিকট লউক।"

ভিক্রুস বসিল। আনথনি বলিল। "আমার মতে আপস করাই বিধেয়। এক্ষণে সভ্যদিগের যে রূপ মত হয়, সেই মতই কর্তব্য, অনর্থক কালব্যয় করা উচিত নহে।"

বেঞ্জামিন বলিল। "আপস হইলেই সকল ভাল হয়। অনুপরামকে কিছু ছাড়িতে হইবে। আমাদিগকেও কিছু ছাড়িতে হইবে। এ ব্যাপারে যদি আমাদিগেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে ও আমাদিগের সমূহ আয়াসে এটি সিদ্ধ হইয়াছে, তথাপি এটির সমস্ত অনুপরামের প্রাপ্য। আমাদিগের যথার্থ ব্যয় দিয়া অনুপরাম বাকি সকল লউন। ইহাতে সভ্যদিগের কি মত?"

সকলে বলিল। "উত্তম উত্তম।"

গঞ্জালিস বলিল। "শুদ্ধ ক্ষতিপূরণ করিলে আমাদিগের পরিশ্রমটি বৃথা যায়, তবে আমি এক কথা প্রস্তাব করি, তোমরা যত্ন করিয়া শুন ও বিবেচনা করিয়া অনুমতি দাও। আমি বলি, যে অগ্রে আমাদিগের যত ব্যয় হইয়াছে তাহা, সমষ্টি হইতে

লইয়া বাকি যাহা থাকিবে, তাহার এক অংশ অনুপরামের প্রাপ্য। ইহার মধ্য হইতে অনুপরাম আমাকে যাহা হাত তুলিয়া দিবেন সেটি আমার আপনার।”

বেঞ্জামিন বলিল। “তাহা হইলে অনুপরাম সকল অপেক্ষা অল্প পাইল; আমি বলিতে পারি না, অনুপরাম ইহাতে সম্মত হইবে কি না।”

অনুপরাম বলিল। “আমি ইহাতে কি প্রকারে সম্মত হইতে পারি? আমি এরূপ অংশ স্বীকার করি না। তোমাদিগের আশ্রয় লইয়াছি। তোমরা যদ্যপি একান্ত আমার উপর নির্দয় হও, তবে আমি নিতান্ত নিরুপায়। আমি অদ্য এ বিষয় স্থগিত রাখিতে প্রার্থনা করি। কেবল বন্দীর বিষয়টি নির্ধারিত হইলে, এক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। যে কএক জন বন্দী হইয়াছে, তাহার মধ্যে কে কাহার অধীন?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই। তুমি আপন কহতমত অনঙ্গপালকে লও। বাকি দুই জনার মধ্যে একজন আমার ও একজন হজুরমলের।”

অনুপরাম বলিল। “যাহার হউক, আমার কোন আপত্তি নাই।”

সকলে বলিল। “অনঙ্গপাল অনুপরামের অধীন।”

গঞ্জালিস উঠিয়া বলিল। “তবে অদ্য অনুপরামের ইচ্ছামত সভা বরখাস্ত হইল।” সকলে আপন আপন আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সভাকুটিম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গঞ্জালিস বেঞ্জামিনের নিকট বিদায় লইয়া অনুপরামের হাত ধরিয়া আপনার বাটীর দিকে চলিল।

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস একবার আমি অনঙ্গপালের নিকট যাই, দেখি সে যক্ষ হইতে কি অর্থ পাওয়া যায়। আমার আহার সেই খানে পাঠাইয়া দাও।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমিও একবার প্রভাবতী ও ইন্দুমতীকে দেখিগে, তাহারা কেমত আছে।"

ভিক্রুস্ পশ্চাৎ হইতে বলিল। "তবে আমরাও আপন আপন বন্দীর নিকট যাই।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "যত শীঘ্র তাহাদিগকে সম্মত করা যায় ততই ভাল।"

ভিক্রুস বলিল। "আমি বৈদ্যনাথের বক্ষ হইতে আঠার শত আশি মোহর লইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমার ধনে তত লোভ নাই, আমি যাই, সে স্ত্রীটাকে যদি সম্মত করিতে পারি। সেটী গঞ্জালিসের অরুন্ধতী অপেক্ষা রূপসী।"

ক্লড বলিল। "তবে আমি একজন বন্দীর ঘরে যাইব।"

মার্টিন দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল। "তবে আমি অপরটীর ঘরে যাই।"

সকলে আপন আপন বন্দীর নিকট চলিল। অনুপরাম অনঙ্গপালের ঘরের দ্বারে গিয়া ভাবিল। "ইহারা যেরূপ মনস্থ করিয়াছে, তাহাতে আমি ত একান্ত অকর্মণ্য হইব। অর্থ না থাকিলে এ সংসারযাত্রা কোন মতেই নির্বাহ হইবে না। আবার গঞ্জালিস যে পরামর্শ করিয়াছে, তাহাতে হয় ত প্রতাপাদিত্য রুষ্ট হইয়া আমাকে আশ্রয় দিবেন না। ইন্দুমতীর জন্য তাঁহার এত চেষ্টা, আর ইহারা অম্লান বদনে ইন্দুমতীকে

লইয়া আইল।” ভাবিল। “আমার কথায় কায কি। আমার এক্ষণে এটি যত্নে গোপন রাখা কর্ত্তব্য। নতুবা আমারই মন্দ। কিন্তু গঞ্জালিস এখন আমায় ধন দিবে না। না দেয়, তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি। আমি সুযোগ করিয়া আপন রাজ্যে বসিলেই হইল। পরে যাহাকে যাহা দিব, তাহা আমার মনেই আছে। গঞ্জালিসকে কারারুদ্ধ করিতে হইবে। তবেই ইহার উপযুক্ত দণ্ড। নরাধম আমার সঙ্গে এমত আচরণ করিল। পাষণ্ড পারে না, এমত কর্ম্মই নাই। এখন আত্মীয়তা রাখিতে হইবে। কোন মতে স্বকার্য সাধন করা কর্ত্তব্য। এখন রুষ্ট হইলে গঞ্জালিস আমাকে ত্যাগ করিতে পারে। যাহা হউক, চেষ্টা পাইতে ত্রুটি করিব না। অরুন্ধতী একবার গঞ্জালিসকে বশীভূত করিলে হয়। তবেই নরাধমের শিখা আমার হস্তগত হইবে। অরুন্ধতী চতুরা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে।”

দ্বারী কারাগারের দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইলে, অনুপরাম কারাগারে প্রবেশ করিল। অনঙ্গপাল এক পার্শ্বে বসিয়া হেঁটমুণ্ডে ভূমিদৃষ্টিতে ছিল। অনুপরামকে একবার মাথা তুলিয়া দেখিল। চিনিল, ইনিই গতরাত্রের একজন প্রধান। ইহার নামও নৌকায় আসিবার সময় শুনিয়াছিল। এক্ষণে অনুপরামকে দেখিয়া কিছু আশাযুক্ত হইল। ভাবিল এ রাজপুত্র বুঝি দয়া করিয়া মুক্ত করিতে আসিয়াছে। অনুপরাম ক্রমে অগ্রসর হইলে অনঙ্গপাল উঠিয়া দাঁড়াইল। অনুপরাম নিকটস্থ হইলে অনঙ্গপাল বলিল। “অনুপরাম, যক্ষরাজ! আমার প্রভাবতী কেমন আছে? আমাকে একবার তাহাকে দেখিতে দাও। আমি প্রভাবতীর অবর্ত্তমান সহ্য করিতে পারি না।

তোমরা আমাদিগকে এক ঘরে রাখিলে না কেন। আমার প্রভাবতী অভাবে কষ্ট দ্বিগুণ হইতেছে।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল ব্যস্ত হইও না। প্রভাবতী জীবিত আছে। তুমি মনে করিলেই তাহাকে দেখিতে পাইবে। এখন তোমার সঙ্গে কোন বিষয় কর্ম্মের কথায় আসিয়াছি, যত্ন করিয়া শুন। তোমার বিবেচনা মত নিষ্কৃতি পাইবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "কি বিষয় কর্ম আছে বল। আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমাকে একবার প্রভাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইয়া দাও।"

অনুপরাম বলিল। "অল্প পরেই সাক্ষাৎ হইবে। কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, স্থির হইয়া অবগত হও। পরে তোমার কথা আমি শুনিব। তুমি জান, যে আমরা তোমাকে বন্দী করিয়াছি। এখন তোমার জীবন মৃত্যু আমাদিগের অধিকার।"

অনঙ্গপাল বলিল। "তাহার কি সন্দেহ। তোমাদিগের অধীন হইয়াছি। তোমরা যাহা মনে করিবে, তাহাই সাধ্য হইবে। কিন্তু আমার প্রতি দয়া দৃষ্টি করিও। আমি ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ, অনাথ। আমার পুত্র নাই। আমার অকালের একমাত্র আশ্রয় প্রভাবতী, তাহাকে কষ্ট দিও না। সে বালিকা অবোধ, আহা কখন কষ্ট সহে নাই। সে যে জানে না, কষ্ট কাহাকে বলে! সে কদাচ অসন্তুষ্ট হয় নাই। আমি তাহাকে আমার বক্ষে রাখিতাম। তাহার কি বুদ্ধি হইল। কেন অবোধ, আপন গৃহ ত্যাগ করিল। আহা! সে বালিকার কি ক্ষমতা, রায়গড় রক্ষা করে। যুদ্ধ কাহাকে বলে, সে তাহা জানে না। তাহার মুখচন্দ্র আমার মনে উদিত হইলে আমার মন সিহরিয়া উঠে।

আহা সে কেমতে একা বসিয়া আছে! কতই চিন্তা করিতেছে। অনুপরাম তুমি আমার একমাত্র সহায়। আমাকে একবার প্রভাবতীকে দেখিতে দাও। দূর হইতে দেখিব। আমি কাছে যাইব না। একবার চক্ষে দেখিব। আমার প্রভাবতী কেমতে আছে। দেখিলেও আমার মন জুড়াইবে। দেখিলে আমি চেতনা পাইব। আমার মন কেমন করিতেছে। আমি না দেখিয়া আর থাকিতে পারি না।" অনঙ্গপাল ক্রমে অধৈর্য হইল। ক্রমে তাহার বক্ষঃস্থল নেত্রবারিতে আপ্লাবিত হইতে লাগিল। ক্রমে অত্যন্ত অধীর হইয়া যোড় করে অনুপরামের হাত ধরিল। সতৃষ্ণনয়নে তাহার দিকে চাহিল। আহা! যেরূপ করুণদৃষ্টি! পাষাণও দ্রব হয়। কিন্তু পাপ অনুপরামের নিমেষমাত্র পড়িল না। প্রস্তর পুত্তলিকার মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু পরে বলিল। "অনঙ্গপাল, এত ব্যস্ত হইলে কোন কর্ম হইবে না। ক্ষান্ত হও, নচেৎ আমি চলিলাম।"

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। "আমি ক্ষান্ত হইলাম, অনুপরাম তুমি যাইও না।"

অনুপরাম বলিল। "শুন আমি তোমাকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি। তুমি মনে করিলেই মুক্ত হইতে পার। আর তুমি আপনি মুক্ত হইলে, উপায়ান্তরে প্রভাবতীরও উদ্ধার চেষ্টা পাইতে পার। তোমার আত্মমোচন না হইলে, তোমার প্রভাবতীর মোচনের কোন উপায় নাই। এক্ষণে বল দেখি, তুমি প্রভাবতীর উদ্ধার প্রার্থনা কর কি না?"

অনঙ্গপাল ব্যগ্র হইয়া বলিল। "করি! করি! আমার প্রভাবতী ছাড়িয়া আর স্নেহাস্পদ কেহই নাই। আমার প্রভাবতী

কতই ভাবিতেছে! আহা! সে মুখপদ্ম মলিন হইয়া থাকিবে। আমি দেখিতেছি। আহা! ওষ্ঠ নীরস হইয়াছে। চক্ষু আরক্ত হইয়াছে। ফুলিয়াছে। আহা! তাহার কেশবন্ধ নাই। নরাধমেরা নিষ্কণ্টক রাজ্যে অগ্নি দিল। আহা আমার হৃদয় কমল ঝলসিয়া গেল। আমার এখন মৃত্যু হইলেই ভাল। আর আমার জীবনে প্রয়োজন নাই। তোমার যদি ধর্ম চিন্তা থাকে ত আমার শিরচ্ছেদ কর। আমাকে এরূপ অসহ্য কষ্ট দিও না।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! বিপদে পড়িয়া কি তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইল। অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগে তোমার কি লাভ। এখন প্রভাবতীর মুক্তির চেষ্টা পাও।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমা হইতে তাহার কি উপায় হইতে পারে? আমি ত কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না। আমি নিজেই বন্দী, তা প্রভাবতীর বন্দিত্ব মোচন কিমতে করিব?"

অনুপরাম বলিল। "এক উপায় আছে, যদি তাহাতে সম্মত হও, তবে তোমাদিগের উভয়ের বন্দিত্ব মোচন এক কালেই হইতে পারে। অনঙ্গপাল অবিশ্বাস করিও না। অমন করিয়া ফেল ফেল করিয়া চাহিয়া রহিলে কেন। আমার কথা শেষ পর্যন্ত শুন। পরে বিশ্বাসের যোগ্য হয় বিশ্বাস করিও। অবিশ্বাস কর, আমার তাহাতে ক্ষতি কি? তুমিই পিঞ্জরে জন্তুবৎ জীবন কাটাইবা।"

অনঙ্গপাল বলিল। "কি বলিবে বল, আমার মন কেমন করিতেছে। আমি শেষ না শুনিলে স্থির হইতে পারিতেছি না।"

অনুপরাম বলিল। "তুমি ধন দিয়া আপনাদিগের দুই জনের উদ্ধার করিতে পার। যদি ধন দিতে প্রস্তুত থাক, তবে বল, আমি তোমাদিগের মোচনেব উপায় দেখি।"

অনঙ্গপাল কিছু সুস্থ হইয়া বলিল। "কত ধন দিলে আমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিবে। আমি দুঃখী আমার অধিক ধন নাই।"

অনুপরাম বলিল। "যদি আমাকে এক লক্ষ স্বর্ণ-মোহর দাও, তবে আমি তোমাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।"

অনঙ্গপাল দেব বলিল। "অনুপরাম! আমি তোমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, জাতিতে ব্রাহ্মণ, আবার এক্ষণে অসীম মনস্তাপে আছি, আমার সঙ্গে তোমার ব্যঙ্গ করা উচিত হয় না। রহস্যের সময় আছে। পাত্রও আছে। আমার সহিত রহস্য করিলে আমি বিশেষ মনস্তাপ পাই। আমি একামাত্র ঘরে বসিয়া আপনার অদৃষ্টকে দূষিতেছিলাম। তাহায় আমার এতকষ্ট বোধ হয় নাই, যত তোমার ব্যঙ্গে হইল।"

অনুপরাম বলিল। "যদি আমার কথায় ব্যঙ্গ বোধ হয়ত শুনিও না। এই পিঞ্জরে থাক। তোমার প্রভাবতীর এই পিঞ্জরেই মৃত্যু হইবে। হয়ত ফিরিঙ্গি গঞ্জালিসের উপস্ত্রী হইবে। ব্রাহ্মণকন্যার উপযুক্ত সেবা হইল।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম আমার প্রতি দৃষ্টি কর, কেন দীন ব্রাহ্মণকে মর্মান্তিক কষ্ট দিতেছ। ইহাতে তোমাদিগের কি লাভ?"

অনুপরাম বলিল। "তোমার কন্যা রূপসী বটে, গঞ্জালিসের ও আমার উপস্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। ইহাতে

তোমার কি মত।” অনঙ্গপাল এই কথাটি শুনিবামাত্র অগ্নি-প্রায় জ্বলিয়া উঠিল। চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া বলিল। “পাপ নরাধম! আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। নতুবা আমি তোকে এককালে মারিয়া ফেলিব।”

অনুপরাম অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া বলিল। “বিটল ব্রাহ্মণ! আপনার অবস্থা বুঝিয়া কথা কও, এ স্থানে তুই একামাত্র, নিরস্ত্র। আমাকে অযোগ্য বাক্য প্রয়োগ করিস ত পদাঘাতে তোর বক্ষ ভাঙ্গিব। স্থির হইয়া গুরুজনের সেবা কর।”

অনঙ্গপাল বলিল। “কাপুরুষ নারকী। নিরাশ্রয়-বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কেন অকারণ ত্যক্ত করিস্। আর অবোধ বালিকা-কেই বা কি জন্য কষ্ট দিস্। এখন তোর শেষ সাধ্য আমাকে নষ্ট করা। আমি তাহায় তিলেকও ভয় পাই না। আমার মৃত্যু প্রার্থনা করিতেছি, আমি মরিব, কিন্তু তোমাকে জীবিত দেখিয়া মরিব না।”

অনুপরাম বলিল। “অনঙ্গপাল বৃথা আস্ফালন করিও না। এখন তুমি আমাদিগের হস্তগত আছ। মনে করিলেই আমরা বিধিমতে তোমার মৃত্যু কষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারি। তোমার প্রভাবতীকে আনিয়া তোমার সমক্ষে কষ্ট দিব। তাহার অপমান করিব। তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিব। তুমি জড়ের মত দেখিবে। কোন ক্রমেই তাহার কষ্টের উপশম করিতে পারিবে না। এখন যদি বুদ্ধিমান্ হও। আপনাদিগের শ্রেয়ঃ-প্রার্থনা কর ত আমার কথায় সম্মত হও। সকল কুশলে থাকিবে।”

অনঙ্গপাল কিছু চিন্তা করিয়া বলিল। "কিন্তু তোমার ত এ সকল চিন্তার কোন চিহ্নই দেখি না। তোমার যদ্যপি আমাদিগকে মুক্ত করা উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তুমি কখন আমাকে এরূপ অন্যায় বলিতে না।"

অনুপরাম বলিল। "অন্যায় কি বলিলাম।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমার কি লক্ষ মোহর দেওয়া সম্ভবে, যে তুমি আমাকে লক্ষ মোহর দিতে বলিলে।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! আমি স্বচক্ষে রায়গড়ের অবস্থা না দেখিতাম ত তোমার চাতুরীতে ভুলিতাম। রায়গড়ের একমাত্র মন্ত্রীর লক্ষ মোহর দেওয়া অসম্ভব নহে। তোমার যথেষ্ট ধন আছে। তুমি অর্থলোলুপ বলিয়া, আপনার মুক্তির জন্য, তোমার জীবনাপেক্ষা প্রিয় প্রভাবতীর জন্য, লক্ষ মোহর দিতে পারিতেছ না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম অনুগ্রহ করিয়া আমায় ক্ষমা কর। আমি আপনার দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তোমাকে পঞ্চাশ মোহর দিব, আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও।"

অনুপরাম বলিল। "পামর! তুমি যে এত অর্থলোলুপ, আমি তাহা জানিতাম না। তোমার প্রতি দয়া প্রকাশ করা কর্তব্য নহে, তোমার উপযুক্ত শাস্তি হওয়া উচিত।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম তোমার জয় হউক! আমাকে রক্ষা কর, ক্ষমা কর, আমি যাহা দিতে স্বীকার হইতেছি, তাহায় সন্তুষ্ট হও। আর আমাকে কষ্ট দিও না। এ যবনগৃহে আহারাদি সম্ভব নহে। আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি, পিপাসায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে। আমি আর

জীবনধারণে অক্ষম। আমার প্রিয় প্রভাবতী কি করিতেছে। আহা, তৃষ্ণায় তাহার কষ্ট হইতেছে। তোমাদিগের হৃদয় কি পাষাণময় যে, জন্তুমাত্রও জলপান করিতে পায়, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণ পিপাসায় প্রাণত্যাগ করিব ?"

অনুপরাম বলিল। "আমাদিগের দোষ কি। তোমাকে পান করিতে জল দিয়া গেল। তাহাত তুমি স্পর্শও করিলে না।"

অনঙ্গদেব বলিল। "কে আমাকে পানার্থ জল দিল, যবন-দত্ত জল আমি কিরূপে পান করি।"

অনুপরাম বলিল। "তবে আর আমাদিগকে দোষ কেন। তুমি আপনি ভণ্ডাম করিয়া জল পান করিলে না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "তুমি কি হিন্দু, না যবন ? তোমার যেরূপ কথার প্রণালী, তাহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে। যাহা হউক, তুমি এ স্থান হইতে যাও। আমাকে স্থির হইতে দাও। আমি আর অধিক কথা কহিতে পারি না ?"

অনুপরাম বলিল। "আমার গরজ নহে। আমি চলিলাম। তবে তুমি একান্ত মুক্ত হইতে চাহ না ?"

অনঙ্গপাল অনুপরামকে ঘরের দ্বারের দিকে যাইতে দেখিয়া বলিল। "দাঁড়াও, আমি তোমাকে আর দশ থান মোহর দিব। আমাদিগকে ছাড়িয়া দাও, আর না বলিও না। দয়া করিয়া ছাড়। অনুগ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হইবে।"

অনুপরাম বলিল। "বিটল! তুমি কি শাকের দর করিতেছ। আমি আর দাঁড়াইতে পারি না। আমায় একবার প্রভাবতীর ঘরে যাইতে হইবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে

হাত দিব না, অকল্যাণ হইবে। তোমার হাত ধরি। আমাকে ক্ষমা কর, আর কষ্ট দিও না। লও আর দশ থান দিব। ইহার অধিক আর আমার সঙ্গতি নাই। ইহাতে না সম্মত হও ত আমাকে কাটিয়া ফেল। এই সত্তর থান মোহর দিতে আমার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিতে হইবে। আবার হয়ত ঋণও করিতে হইবে। আমাকে আর অধিক দিতে বলাপেক্ষা আমাকে এক-কালে বলা ভাল যে, আমি আর পরিত্রাণ পাইব না। অনপ-রাম ধর্মের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল তোমার অপেক্ষা অধিক অর্থপিশাচ আর আমি কাহাকেও দেখি নাই। তুমি আপ-নাকে ও আপনাপেক্ষা প্রিয়তর প্রভাবতীকেও অর্থের জন্য বিক্রয় করিতে প্রস্তুত। মনে কর, তোমার মৃত্যু হইলে তোমার ধন কে ভোগ করিবে, তোমার প্রভাবতী কারারুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে তোমার অর্থের যত্ন কে করিবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমার অর্থ কোথায়, যে 'কে যত্ন করিবে।' আমার যৎকিঞ্চিৎ যাহা আছে, তাহা সকল বিক্রয় করিলেও তোমাকে এক শত মোহর দিতে পারিব না। ভাল তাহায় যদি তোমার সন্তুষ্টি হয় ত আমি তাহাই স্বীকার করিলাম।"

অনুপরাম বলিল। "পাপী! তোমার এখনও ধনে লোভ আছে। থাক্ আমি চলিলাম।" অনুপরাম দ্বার খুলিয়া চলিয়া গেল। অনঙ্গপাল দেব কত ডাকিল। আরও পঞ্চাশ মোহর অধিক স্বীকার করিল। অনুপরাম তথাপি ফিরিল না। অনঙ্গ-পাল যখন দেখিল যে, অনুপরাম একান্ত ফিরিল না, তখন

হতাশ হইয়া ভূমিতে বসিল। “ভাবিল কি বিপদ! ইহাদিগকে দেড় শত মোহর দিতে চাহিলাম, ইহারা তাহাতেও স্বীকার পাইল না। আরও কিছু দিলে ভাল হইত। লক্ষ মুদ্রা অত্যন্ত অধিক। আমি তাহা কোন মতেই দিব না।” আবার ভাবিল, “না দিলেই বা কি প্রকারে রক্ষা পাই। কিন্তু ইহাদিগের যেরূপ গতিক, তাহায় নিতান্ত দুই তিন সহস্রে সন্তুষ্ট হইবে না।—ভাল যদি আর একবার আইসে তবে দশ সহস্র দিতে এককালে স্বীকার করিব। যদি তাহায় না পরিত্রাণ পাই, তবে আমার পরিত্রাণ হইল না।”—এইরূপ কতই চিন্তা করিতে লাগিল। একবার প্রভাবতীর কথা মনে উদয় হইল, অমনি ভাবিল, “আমি দুই লক্ষ মোহর দিব, ইহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিক।” আবার যখন দুই লক্ষ মোহর কত শ্রমে জন্মে, ভাবিল, তখন একান্ত বিহ্বল হইল। মনে করিল, “এবার অনুপরাম আইলে এক প্রকার তাহার সম্মতি লইতে হইবে। নতুবা অনাহারে কত দিন বাঁচিব।” ভাবিল “ধন দেওয়াত আমার হাত। দিবার সময় কিছু কমাইয়া দিলে ক্ষতি নাই। দস্যুকে প্রবঞ্চনা করাতে কোন দোষ জন্মে না।” ভাবিল, “একবার যদি রায়গড়ে যাইয়া বসিতে পাই, তবে একবার ফিরিঙ্গি কেমন, তাহা বুঝিব। ইহারা সম্মুখ যুদ্ধে কদাচ অগ্রসর হইবে না।” মনে মনে বলিল, “যদি অঙ্কুশে সমাচার পাইতাম, তবে কি ইহারা কিছু করিতে পারিত? প্রভাবতী কি অবোধ, সে বালিকা কি বুঝিয়া দস্যু-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহার এটি নিতান্ত অবিহিত কর্ম হইয়াছে। সে যদি রণে না মাতিত, তবে কি পাপেরা আমাকে ধরিতে পারিত?” এইরূপ নানা চিন্তায় মগ্ন হইল।

ক্রমে মনের কষ্টে ও শারীরিক পরিশ্রমে নিতান্ত শ্রান্ত হওয়ায় অচেতন হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

এদিকে অনুপরাম অনঙ্গপালের কারাগার হইতে বাহির হইয়া গঞ্জালিসের বাটীর দিকে যাইতে পথে আনথনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। জিজ্ঞাসা করায় আনথনি বলিল। "গঞ্জালিস প্রভাবতীর কারাগারে গিয়াছে।" অনুপরাম আপন বিশ্রাম আবশ্যক জ্ঞানে আপন আবাসে যাত্রা করিল।

ওদিকে গঞ্জালিস অনুপরামকে অনঙ্গপালের ঘরে রাখিয়া প্রথমে ইন্দুমতীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। ইন্দুমতী ম্লানা হইয়া করতলে গণ্ডদেশ রাখিয়া শূন্য দৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। স্পন্দমাত্র নাই, চিত্র পুত্তলিকার মত নিমেষ শূন্য প্রায়। গঞ্জালিস ঘরে প্রবেশ করিয়া কিছু অন্তর হইতে "ইন্দু-মতি! কি ভাবিতেছ?" বলিয়াই সম্ভাষণ করিল। কিন্তু দুঃখাব-নত ইন্দুমতী মৌন হইয়া রহিলেন। গঞ্জালিস অল্প অগ্রসর হইয়া বলিল। "ইন্দুমতি! এখন চিন্তা নিষ্ফল। নবাগত দলকে প্রাতিসম্ভাষণে গ্রহণ কর। বিগত চিন্তায় প্রয়োজন নাই।" ইন্দুমতী কোন উত্তর দিলেন না। যে অবস্থায় হেঁটমুণ্ডে বসিয়া-ছিলেন, তেমতই রহিলেন। গঞ্জালিস অগ্রসর হইয়া বলিল। "ইন্দুমতি! তুমি কি অচেতন আছ, আমার কথা কি শুনিতে পাইয়াছ। না, অভিমান করিয়া উত্তর দিতেছ না। আমি কি তোমার নিকট দোষী আছি। যদি মোহবশত কোন অপরাধ করিয়া থাকি ত আমায় সে দোষ হইতে মুক্ত কর। বল, কি প্রায়শ্চিত্তে সে দোষের পরিত্রাণ হয়, আমি কিন্তু কোন অসৎ-ভাবে তোমাকে আনি নাই। আমার কথা শুন, আমি তোমার

মঙ্গলাভিলাষে তোমাকে আনিয়াছি।” ইন্দুমতী মৌনাবনত হইয়া রহিলেন। কোন ভাবই প্রকাশ করিলেন না। গঞ্জালিস দাঁড়াইয়া ইন্দুমতীর মুখচন্দ্রের প্রতি ক্ষণেক দৃষ্টি করিয়া এককালে মোহিত হইল। কতক্ষণ এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল। অনেক ক্ষণের পর ইন্দুমতীর সম্মুখে বসিলে ইন্দুমতী উঠিয়া বসিলেন।”

গঞ্জালিস বলিল। “ইন্দুমতি! পথশ্রমে তোমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া কিছু আহার কর।” ইন্দুমতী কোন উত্তরই করিলেন না। গঞ্জালিস বহুক্ষণ নিকটে থাকিয়া ভাবিল। “ইহার শোক ও অহঙ্কারের সমতা হয় নাই। ক্রমে কালবশে সকলই কমিয়া যাইবেক। এক্ষণে কোন কথা শুনিবেক না।” এই চিন্তিয়া গঞ্জালিস আস্তে আস্তে ইন্দুমতীর কারাগার ত্যাগ করিল। বাহিরে আইলে ফ্রান্সিস্কোর সহিত সাক্ষাৎ হইল।

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “তোমার সমাচার কি, তোমার বন্দী কি তোমার উপর দয়াদৃষ্টি করিয়াছেন?”

গঞ্জালিস বলিল। “আমি এই ইন্দুমতীর ঘর হইতে আসিতেছি, ইন্দুমতী আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিল না। প্রভাবতীর নিকট এ বেলা আর যাওয়া হইল না, বৈকালে একবার উভয়ের নিকট যাইব। এখন তোমার কি সমাচার?”

ফ্রান্সিস্কো বলিল। “আমার এক প্রকার কুশল। যে স্ত্রীলোকটিকে বন্দী করিয়াছি, সেটি বড় সুবোধ। অল্পে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিয়া এক প্রকার আমাদিগের ধর্মাশ্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। পরে দেখা যাক, কি হয়। এখন আমি অধিক আশা করি না। অল্পে অল্পে ভাল।”

গঞ্জালিস বলিল। "চল আমার সঙ্গে আহার করিবে। বিবাহ অবধি অরুন্ধতীর সঙ্গে আমার আলাপ করা হয় নাই। অবকাশ কোথায়! এখন যাইয়া আমার নূতন গৃহিণীর বন্দোবস্ত দেখাইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ভাল বলিয়াছ, চল একবার তাহাকে দেখা কর্তব্য। গঞ্জালিস ও ফ্রান্সিস্কো একত্রে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে ফ্রান্সিস্কো বলিল। "এ বন্দীদিগের শীঘ্র কোন বন্দোবস্ত করা কর্তব্য। তাহা হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এখানে যে সকল ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা যদিচ এক্ষণকার মত বৈদ্যনাথকে ধরায় ক্ষান্ত হইয়াছে বটে, তথাপি রোগটি কোনমতে নির্মূল হয় নাই। বৈদ্যনাথের লোকেরা হঠাৎ কিছু যুদ্ধে প্রস্তুত হইবে না, কিন্তু তাহারাও নিশ্চিন্ত থাকিবে না।"

গঞ্জালিস বলিল। "এখন আর তাহার জন্য যুদ্ধ করে, এমত লোক কে আছে?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তাহার গদির গোমস্তা অত্যন্ত প্রভুভক্ত, সেই উদ্যোগী হইয়াছে, তিন চারি দিনের মধ্যে একখানা ব্যাপার উপস্থিত করিবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমারও এখানে আর অধিক দিন থাকা হইবে না। আমাকে শীঘ্রই যশোরপতির আদেশে সেনা লইয়া আরাকাণে যাইতে হইবে। তোমরা এমত হাঙ্গামায় বদ্ধ থাকিলে আমিই বা কি করিয়া তোমাদিগকে ফেলিয়া যাই, যাহাতে শীঘ্র এটি চোকে, তাহার চেষ্টা দেখ।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "রায়গড়ের বন্দীদিগের কি করিবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "রায়গড়ের আর বন্দী কে রহিল। এক অনঙ্গপাল, তা অনুপরাম তাঁহার সঙ্গে চুকাইবে। প্রভাবতী আমার। ইন্দুমতীকে হজুরমল লইবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তবে ক্লড ও ভিক্রুসকে ডাকাইয়া অদ্যই সন্ধ্যার সময় সকল মিটাইয়া দিব। তুমি অনুপরামকে কিছু সত্বর হইতে বলিও। আর অধিক লোভে প্রয়োজন নাই। শীঘ্র যে কিছু পাওয়া যায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ভাল।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমি অনুপরামকে পত্র লিখিব, অদ্য বৈকালে আমার সঙ্গে আহার করিবে, পরে দুই জনে একত্রে আপন আপন বন্দীর ঘরে যাইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি একবার ঘুরিয়া আসিতেছি।" ফ্রান্সিস্কো অপর দিকে চলিয়া গেল। গঞ্জালিস আপন আবাসে যাইয়া আহারে নিযুক্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়।

"অন্তর্যচ্ছ জিঘাংসতো বজ্রমিন্দ্রাভিদাসতো
মঘবন্নার্য্যস্য বা দাসস্য বা সনুতো যবয়া বধম্।"

ক্রমে সায়ংকাল অতীত হইল। অনুপরাম গঞ্জালিসের আবাসাভিমুখে চলিল। ফ্রান্সিস্কো, ভিক্রুস্, ক্লড, আনথনি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ফিরিঙ্গিদিগের গঞ্জালিসের ঘরে নিমন্ত্রণ থাকায় সকলেই গঞ্জালিসের আবাসে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গঞ্জালিসের আবাস দ্বারে বড় বড় দীপ জ্বলিতেছে। চতুর্দিকে আলোক। ঘরের বাতায়ন দিয়া আলোকের জ্যোতি অন্ধকার মাঠ হইতে দেখা যাইতেছে। আমোদের সীমা নাই। সকলেই হৃষ্ট। হাস্য, পরিহাস, গান, বাদ্য প্রভৃতি বিবিধমত সুখকর আমোদ হইতেছে। অনুপরাম গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র ফ্রান্সিস্কো ও গঞ্জালিস অগ্রসর হইয়া সম্ভাষণ করিল। গঞ্জালিস স্বয়ং অনুপরামের হাত ধরিয়া লইয়া গেল। ফ্রান্সিস্কো বলিল। "তোমার এত বিলম্ব কেন?"

অনুপরাম বলিল। "আমি মনে করিলাম, তোমরা এত শীঘ্র আসিবে না। তোমরা যে পেট ধুয়ে এসেছ, আমি ত তা জানি না।"

ভিক্রুস্ অন্তরে ছিল, অনুপরামকে দেখিয়া আনথনিকে চুপি চুপি বলিল। "দেখ অনুপরামকে এ বেশে কেমন শোভিয়াছে? সত্য বলিতে কি, অনুপরাম সিংহাসনে বসিলে বড় ভাল দেখাইবে।"

আনথনি বলিল। "অনুপরামকে কেমত বলবান্ দেখাইতেছে, অনুপরাম দেখিতে অতি সুপুরুষ।"

ভিক্রুস্ বলিল। "ইহার ভগ্নী কিন্তু অত্যন্ত সুন্দরী।"

আনথনি বলিল। "ইহার ভগ্নীর কিন্তু মুখশ্রী আর এক গঠনের। অনুপরাম আসিয়া অবধি আপন ভগ্নীর সহিত সাক্ষাৎ করে নাই।"

ভিক্রুস্ বলিল। "ওদের কি স্নেহ আছে। তা থাকিলে কি আপনার ভগ্নীকে আমাদের দিয়া রাজ্য লইতে আসিত।"

আনথনি বলিল। "ঠিক বলিয়াছ, ইহাদিগের ধনই একমাত্র আত্মীয়।"

ক্রমে অনুপরাম নিকটস্থ হইলে ভিক্রুস্ ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া অনুপরামকে অভ্যর্থনা করিল।

অনুপরাম বলিল। "ভিক্রুস্ কতক্ষণ?"

ভিক্রুস্ বলিল। "আমরা অনেকক্ষণ আসিয়াছি, তুমি কতক্ষণ?"

অনুপরাম বলিল। "আমি এই আসিতেছি। আনথনি! কখন আসিয়াছ?"

আনথনি বলিল। "আমি ভিক্রুসের পূর্বে আসিয়াছি।"

অনুপরাম ক্রমে অল্পে অল্পে বাতায়নের নিকটবর্তী হইলে তথায় দণ্ডায়মানা অরুন্ধতী সরিয়া স্থানান্তরে গেল। অনুপরাম অপর তিন জন ফিরিঙ্গি স্ত্রীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিল। গঞ্জালিসের নিকট হইতে অনুপরাম ভিক্রুসের দিকে গেল। গঞ্জালিস অরুন্ধতীর জন্য একবার ঘরের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল। পরে দূর হইতে অরুন্ধতীকে বাতায়নে দেখিয়া

সেই দিকে আসিতেছিল, কিন্তু অরুন্ধতীকে সেখান ত্যাগ করিতে দেখিয়া তাহার পশ্চাৎ চলিল। অরুন্ধতী ক্রমে সে ঘর ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে গেল। গঞ্জালিস তাহাকে গৃহান্তরে ডাকিয়া বলিল। "অরুন্ধতি! কোথায় যাইতেছ? অনুপরাম আসিয়াছে, চল দেখা করিবে।"

অরুন্ধতী ম্লান হইয়া বলিল। "আমার অত্যন্ত অসুখ করিতেছে। আমি এত জনসমাগমে যাইতে পারি না।"

গঞ্জালিস বলিল। "কি অসুখ হইয়াছে?"

অরুন্ধতী বলিল। "আমার অসহ্য শিরঃপীড়া হইয়াছে, আমি কথা কহিতে পারি না।"

গঞ্জালিস বলিল। "তবে আর এ গোলে থাকিও না। আপন ঘরে যাইয়া শয়ন কর, আমি অনুপরামকে লইয়া তোমার নিকট আসিতেছি।"

অরুন্ধতী বলিল। "না আমার এত ব্যামোহ হয় নাই যে তোমরা আমোদ ত্যাগ করিয়া আমাকে দেখিতে আসিবে। অনুপরামকে আমার নিকট আনিতে হইবে না। দশ জন আত্মীয় ভদ্রলোক আসিয়াছে, তাহাদিগের আমোদে কণ্টক দেওয়া ভাল নহে।"

গঞ্জালিস বলিল। "এও কি কথার কথা! যখন গৃহিণী অসুস্থ হইয়াছেন, তখন আর কি সে গৃহে আমোদ সম্ভবে? এখনি সকলকে বিদায় দিয়া, আমি ও অনুপরাম তোমার গৃহে যাইতেছি।"

অরুন্ধতী ব্যগ্র হইয়া বলিল। "আমি তোমায় বিনতি করি, তুমি অধিকক্ষণ ও ঘর ত্যাগ করিয়া থাকিও না। উহারা কি

মনে করিবে। আমাকে ক্ষমা কর, আমি নতুবা অত্যন্ত দুঃখিত হইব। এ কি লজ্জার কথা, যে আমার জন্য এতগুলি লোক ক্ষুণ্ণমন হইয়া ফিরিয়া যাইবে।”

গঞ্জালিস বলিল। “আমার ত আমোদে মন যাইবে না। অদ্যকার লোক সমাগম তোমারই মান্যার্থে, তোমার অবিদ্যমানে আর রোগাবস্থায় সে উৎসব বৃথা। আজ তোমার সঙ্গে সকলেই আলাপ করিতে চাহিবে। আমি তোমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিব। তাহারা তোমাকে না দেখিতে পাইলে অপমান বোধকরিবে, অতএব তাহাপেক্ষা তাহাদিগকে স্পষ্ট বলা ভাল, অন্য এক দিন আবার আমন্ত্রণ করা যাইবেক।”

অরুন্ধতী বলিল। “আজ প্রায় সকলের সঙ্গেইত আমার পরিচয় হইয়াছে।”

গঞ্জালিস বলিল। “বাকি সকলের সঙ্গে আলাপ না হইলে তাহারা দুঃখিত হইবে। আবার আহারের পূর্বে সকলেই তোমাকে দেখিতে চাহিবে। আর অন্যান্য স্ত্রী কুটুম্বের সমাদর করিবে কে? তুমি ঘরে যাও, আমি ইহাদিগকে বলিয়া আসি।”

অরুন্ধতী বলিল। “আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম।”

ভিক্রুস্ গঞ্জালিসকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া বলিল। “ব্যাপার খানা কি?”

গঞ্জালিস বলিল। “ভিক্রুস্ আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। অরুন্ধতীর অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে। লোকের সমাগমে থাকিতে পারিলেন না। তাই তুমি যদি একবার সকলকে গিয়া

বল।” দূরে অনুপরাম দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, ভিক্রুস্ অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করিলে অনুপরাম দ্রুত আসিয়া উপস্থিত হইল। অনুপরামকে নিকটে আসিতে দেখিয়া অরুন্ধতী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া টলিয়া পড়িল। অমনি গঞ্জালিস ও অনুপরাম হস্ত বিস্তারিয়া ধরিল। অরুন্ধতীকে লইয়া নিকটস্থ ঘরের পর্যঙ্কে শয়ান করিয়া দিলে অনুপরাম বলিল “এ স্ত্রীলোকটি কে? ইহার কি হইয়াছে?”

গঞ্জালিস কিছু বিরক্ত হইয়া বলিল। “এটি কে তা তুমি কি জান না? এখন কি তোমার ব্যঙ্গ করিবার সময়।” অনুপ-রাম কিছু থাকিয়া ভিক্রুস্‌কে জিজ্ঞাসা করিল। “এ স্ত্রীলো-কটি কে, তুমি জান?”

ভিক্রুস্ বলিল। “আহা ইনি পাঁচ ছয় দিনে সব ভুলিয়া গেলেন। ইটি যে তোমার ভগ্নী অরুন্ধতী? তুমি কি এখনই আত্মীয়বিস্মৃত হইলে?”

অনুপরাম বলিল। “ভিক্রুস্! আমি তোমায় বিনতি করি। সত্য করিয়া বল, রহস্য করিও না।”

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম! তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? তোমার আপনার সহোদরাকে চিনিতে পারিতেছ না। না চিনিবার কারণ কিছু দেখি না।”

অনুপরাম কিছু অবাক হইয়া রহিল। ক্রমে সেই ঘরে সকল আগত আত্মীয়ের সমাগম হইতে লাগিল। কিছু ক্ষণ পরে অনুপরাম গঞ্জালিসের হাত ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে যাইল। নির্জন স্থানে গিয়া বলিল। “গঞ্জালিস আমি উন্মত্ত নহি, আমার যথেষ্ট চেতনা আছে। আমি তোমাকে এ সময়

এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিতাম না। কিন্তু ইহাতে দুটি ব্যাপার উপস্থিত হইতেছে। আমার স্থির হইয়া থাকাই বিধেয় ছিল, কিন্তু পরে প্রকাশ পাইলে পাছে তুমি আমায় কুপরামর্শ প্রয়োগ কর, এই ভয়ে আমি এখনই ইহার তত্ত্বাবধারণে উৎসুক হইতেছি। আরও আমার আপনার ভগ্নীর কি হইল, তাহা ত আমার বিশেষ অবগত হওয়া কর্তব্য। আমার তাহার প্রতি কিছু অত্যন্ত স্নেহ বশত আমি অনুসন্ধান করিতেছি না, আমার আত্মরক্ষাও আবশ্যক। তোমার বিবাহের সময় আমি এখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি বিশেষ জানিতাম, তোমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে অরুন্ধতীর অত্যন্ত অনিচ্ছা ছিল। যাহা হউক, এখন আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, ঐ ঘরে যে ব্যামোহ ছল করিয়া শয়নে আছে, সে আমার ভগ্নী নহে। আমি তাহাকে পূর্বে কখন দেখি নাই। তুমি ইহার তত্ত্বাবধারণ কর যে, এ স্ত্রীলোকটী কে, আর আমার ভগ্নীই বা কোথায় গেল ?”

গঞ্জালিস এক মনে অনুপরামের কথা শুনিতেছিল। তাহার বলা শেষ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। অনুপরামের অর্থ ভাল বুঝিতে পারিল না। তাহার মনে কণামাত্রও সন্দেহ হইল না যে এ অরুন্ধতী নহে। কিন্তু অনুপরামেরই বা এরূপ আগ্রহাতিশয়ে বলিবার কারণ কি। ভাবিল, অনুপরামের বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়টি পরিষ্কার করণাভিলাষে অনুপরামকে বলিল। “তুমি এই খানে একটু দাঁড়াও আমি আসিতেছি।”

যে ঘরে অরুন্ধতী শয়নে ছিল, তথায় গিয়া সকলকে বা

"আপনারা এখানে ভিড় করিবেন না।" সকলে ঘর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে গঞ্জালিস অরুন্ধতীর শয্যায় বসিল। অরুন্ধতী লোক সব অন্তরিত হইল দেখিয়া কিছু সুস্থ হইল।

গঞ্জালিস বলিল। "অরুন্ধতি! তোমার ভ্রাতা অনুপরাম তোমাকে চিনিতে পারিতেছে না। ইহার মর্ম্ম কি, তুমি অনুপরামকে বুঝাইয়া দাও। আমি তাহাকে তোমার এখানে আনিতেছি।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি এখন অত্যন্ত অসুস্থ আছি। এখন তাহাকে আমার নিকট আনিও না।"

গঞ্জালিস বলিল। "সে তোমার সহিত না কথা কহিলে স্থির হইবে না।"

অরুন্ধতী বলিল। "কিন্তু আমি তাহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিব না।"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন? আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছ? তাহার সঙ্গে কেন পারিবে না?"

অরুন্ধতী বলিল। "তাহার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইলে, আমার দেশের কথা সব মনে পড়িবে। কেন আমার সুখে কণ্টক দিবে। আমি এখন তোমাকে পাইয়া আপন ধর্ম্ম পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছি। এখন সে সকল ভুলিয়া রহিয়াছি। তাহাকে দেখিলেই আবার সে সকল চিন্তা উথলিবে।"

গঞ্জালিস বলিল। "তোমাকে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে।"

অরুন্ধতী বলিল। "আমি তোমাকে এই বিনয় করি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার কোন হানি করি নাই।

তোমাকে পাইয়া অবধি তোমার সেবায় ও সুখবর্দ্ধনে নিযুক্ত আছি, তবে কেন তুমি আমাকে কষ্ট দিবে।” এ কথাতে গঞ্জালিসের মন কিছু ভিজিল।

গঞ্জালিস বলিল। “যদি একান্তই তোমার কষ্ট হয় তবে প্রয়োজন নাই, কিন্তু কিসে তাহার বিশ্বাস হয়।” অনুপরাম অল্পে অল্পে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া এ সকল শুনিতেছিল, অগ্রসর হইয়া বলিল। “গঞ্জালিস! আমি তোমাকে সত্য বলিতেছি, এ আমার ভগ্নী নহে” অরুন্ধতীর প্রতি “কি গো! তুমি অরুন্ধতী বলিয়া এখানে আসিয়াছ, ভাল বল দেখি আমার জ্যেষ্ঠ যিনি এখন আরাকাণে রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহার নাম কি?”

অরুন্ধতী কর যোড় করিয়া বলিল। “অনুপরাম ক্ষান্ত হও, আমাকে ক্ষমা কর, আর সে সকল কথা আমার মনে তুলিও না। তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে। বুদ্ধি ভ্রম না হইলেই বা কেমন করিয়া আপনার ভগ্নীকে অর্থ লোভে অন্য ধর্ম্মীকে দিয়ে যাও। তুমি আর আমার সম্মুখে আসিও না। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিল। এখন আমার বর্ত্তমান অবস্থায় সুখী হইয়া কাল কাটাই। আর আমায় দগ্ধ করিও না।”

অনুপরাম বলিল। “হা ধর্ম্ম! এ পাপীয়সী বলে কি! এত প্রকৃত বেশ্যা দেখিতে পাই। এমত দুষ্টবুদ্ধি আর ত কুত্রাপি দেখি নাই। ও সকল চাতুরী ছাড়, এখন বল আমার ভগ্নী কোথায় গেল, নতুবা আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব।”

অরুন্ধতী ঈষদ্ বিরক্ত হইয়া বলিল। “যাও তোমার যত দূর সাধ্য ছিল, তাহা করিয়াছ। এখন আর আমি তোমাকে

ভয় করি না।” গঞ্জালিস ইহাদিগের দুই জনের কথা বার্ত্তায় কিছু আশ্চর্য হইল। একবার ভাবিল “বুঝি অনুপরাম সত্য বলিতেছে, আবার ভাবিল, সত্য না বলিবারই বা উদ্দেশ্য কি? ফলত এ স্ত্রীলোক যে হউক আমার স্ত্রী ত বটে, ইহাকে এখন কোন ক্রমে ত্যক্ত বা অপমান করিতে দেওয়া হইবেক না।” অনুপরামকে বলিল। “অনুপরাম তোমার এ অত্যন্ত অন্যায়! আমার ঘরে থাকিয়া আমার স্ত্রীকে অপমান বাক্য প্রয়োগ করিতেছ।”

অনুপরাম বলিল। “হাঁ, এ তোমার স্ত্রী হইত, যদ্যপি এ সতী থাকিত। এটা কোন কুলটার কন্যা, চাতুরী করিয়া তোমার সঙ্গে বিবাহ করিয়াছে। তুমি সন্তুষ্ট হইতে চাহ থাক, কিন্তু আমি ইহাকে আমার ভগ্নী বলিব না।”

গঞ্জালিস বলিল। “অরুন্ধতি! ইহার একটা সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক। তুমি সত্য করিয়া বল তুমি কে, আর অনুপরামের ভগ্নীই বা কোথায়।”

অরুন্ধতী কাতর স্বরে বলিল। “তুমিও কি পাষণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ড হইলে। আমার মৃত্যু হইলেই আমি সুখী হই। আমার প্রতি তোমার অবিশ্বাস হয়ত, আমাকে কাটিয়া ফেল, আমার আর জীবনে প্রয়োজন নাই, আমি মরিলেই ভাল।”

গঞ্জালিস বলিল। “অনুপরাম তুমি ক্ষান্ত হও।” অনুপ-রামের হস্তে ধরিয়া সে ঘর হইতে বাহিরে আইল। অনুপরাম কিছু আপত্তি করিল না। তাহার মনে কেমন একটি অব্যক্ত চিন্তা উপস্থিত হইল। “ভাবিল একি ঘটনা, ইহার কিছু ভাব বুঝিতে পারিলাম না।” এটি যে অরুন্ধতীর পরামর্শ, তাহা

নিশ্চয় বুঝিল। কিন্তু এক্ষণে সে কোথায় আছে, তাহা চিন্তা করিতে লাগিল। এদিকে আমন্ত্রিত লোকেরা গৃহকর্ত্রীর ব্যামোহ শুনিয়া নিতান্ত ম্লান হইল। সকলেই আপন আপন ঘরে যাইবার উদ্যোগ পাইল, এমত সময় অরুন্ধতী আসিয়া গঞ্জালিসকে বলিল, "আমার এখন রোগ শান্তি হইয়াছে, সকলকে যত্ন করিয়া আহার করিতে বল।"

গঞ্জালিস হৃষ্ট মনে সকলকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একত্রে মহা আনন্দে আহারে বসিল। আহারান্তে বহুক্ষণ আমোদ প্রমোদ করিয়া অবশেষে রাত্রি দেড় প্রহরের সময় সকলে বিদায় লইয়া আপন আপন স্থানে চলিয়া গেল। কেবল ফ্রান্সিস্কো, আনথনি, ভিক্রুস্ ও ক্লড বসিয়া রহিল। সকলে বিদায় হইলে গঞ্জালিস বলিল। "চল একবার আমাদিগের বন্দীদিগকে দেখিয়া আসি, তাহারা কি করিতেছে।" সকলেই কারাগারে যাইতে প্রস্তুত হইলে অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস আমি এক্ষণে আপন ঘরে চলিলাম।"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন, চলিবে কেন কারাগারে চল, বন্দীদিগের একটা বন্দোবস্ত করা অত্যন্ত আবশ্যক।"

অনুপরাম বলিল। "চল যাই। কিন্তু অনেক রাত্রি হইয়াছে, কাল প্রাতে হইলেই ভাল হইত।"

গঞ্জালিস বলিল। "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" অনুপরাম গঞ্জালিসের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ক্রমে অন্তর্গেডিজের দ্বারে গিয়া পৌঁছিল। এক জন বৃদ্ধ দ্বারী ভিতরে বসিয়া অর্দ্ধ উন্মীলিত নেত্রে বসিয়াছিল, ইহাদিগকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার নিকট হইতে গঞ্জালিস

সকল দ্বারের চাবি লইয়া এক একটি এক এক জনকে বাঁটিয়া দিল। সকলে আপন আপন বন্দীর দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া প্রবেশ করিল। বন্দীরা নিতান্ত ম্লান বদনে বসিয়াছিল, পাষণ্ডদিগকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিল। দুর্ভাগা ইন্দুমতীর ঘরে গঞ্জালিস প্রবেশ করিলে ইন্দুমতী মাথাটি তুলিয়া দেখিল। অনুপরাম অনঙ্গদেবের ঘরে, ফ্রান্সিস্‌কো অরুন্ধতীর ঘরে, আনথনি বৈদ্যনাথের নিকট, ক্লড গোবিন্দের ও ভিক্রুস্ বরদাকণ্ঠের ঘরে প্রবেশ করিল। অনুপরাম বহুক্ষণের পর অনঙ্গপাল দেবকে এক লক্ষ মোহর দিতে স্বীকার করাইল। অনঙ্গপাল বলিল। "ভাল এখন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি প্রভাবতীকে লইয়া যাই।"

অনুপরাম বলিল। "তা কি করে হইতে পারে, আমি তোমাদিগকে এখান হইতে যাইতে দিতে পারি না। তুমি এই খান হইতে পত্র লিখিয়া দাও, আমাদিগের লোক মোহর লইয়া ফিরিয়া আইলে তুমি মুক্ত হইবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "আর মোহর লইয়া তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া না দাও, তবে ত আমার উভয় কুল নষ্ট হইবে। আমি ইহাতে কোনমতে সম্মত হইতে পারি না।"

অনুপরাম বলিল। "ভাল, আর তুমি যদি আমাদিগের দেশ অতিক্রম করিয়া আর মোহর না দাও, তবে আমি তোমার কি করিব?"

অনঙ্গপাল বলিল। "আমি ধর্মত স্বীকার করিতেছি, ইহাতেই তোমার বিশ্বাস করা কর্তব্য।"

অনুপরাম বলিল। "তবে আমার কথায় তোমারও বিশ্বাস করা উচিত। আমি বলিতেছি, ধন পাইলেই তোমাকে ও তোমার কন্যা প্রভাবতীকে ছাড়িয়া দিব।"

অনঙ্গপাল বলিল। "দস্যুর কথায় বিশ্বাস কি? যে অপর লোককে অকারণে বন্দী করিতে পারে, সে মনে করিলে আপনার পণ শতবার ভাঙ্গিতেও পারে।"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! তোমার একান্ত অবিশ্বাস হয়, তবে যাইও না, আমিও ধন চাহি না।"

অনঙ্গপাল বলিল। "নরাধম! কেন অকারণ আমাকে বন্দী করিয়াছ? তুমি কি ভাবিতেছ না যে, পরকালে কি উত্তর দিবে? তোমার যে কোন্ নরকে বাস হইবে, তাহা আমি বলিতে পারি না।"

অনুপরাম হাসিয়া বলিল। "অনঙ্গপাল বৃদ্ধ হইয়া তোমার বুদ্ধির ভ্রম হইয়াছে, নতুবা এরূপ অনুপযুক্ত যথেচ্ছা বাক্য আমাকে প্রয়োগ করিতে না। আমি এক্ষণে তোমার প্রভু, তুমি আমার ক্রীতদাস, তোমার মুখ হইতে এ সকল কথা বাহির হওয়া উচিত নহে। আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া কথা কহা ভাল।"

অনঙ্গপাল বলিল। "পাপী চণ্ডাল। তোর এত বড় সাধ্য যে আমাকে ক্রীতদাস বলিস। জানিস না, আমি উৎকৃষ্ট সারস্বত ব্রাহ্মণ, আমার পাদস্পর্শে তোর অধিকার নাই। গুরুলোকের অবমাননায় সমুচিত দণ্ড পাইবে। দূর হ। আমার সম্মুখ ত্যাগ কর। তোর সঙ্গে বাক্যালাপে আমাকে পাপ স্পর্শ করে। আমি গৃহে প্রতিগমন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিব।"

অনুপরাম বলিল। "সেই ভাল, যখন গৃহে যাইবে, তখন প্রায়শ্চিত্ত করিও, এখন বাপের সুপুত্র হইয়া আমার সেবায় নিযুক্ত থাক।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম জাত্যভিমান নষ্ট করিও না। আমি সদ্ব্রাহ্মণ, আমাকে অবমাননা করায় তোমার কি লাভ?"

অনুপরাম বলিল। "অনঙ্গপাল! আমি অগ্রে তোমায় কোন অপমান বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তুমি আপনি অত্যাচারে আমাকে উত্তেজিত করিতেছ। পরন্তু আমাকে ধন যদ্যপি না দিতে পার, তবে তোমাকে দাসের কর্মে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। ইহাতে আর বিলম্ব করিও না। মত স্থির কর, নতুবা এক্ষণেই তোমাকে কারাগার হইতে লইয়া আমার ঘরে যাইব। আর তোমার প্রভাবতী আমার সামান্য দাসী হইবে। ক্ষত্রিয় বংশের এই নিয়ম, রণে পরাজিত শত্রুকে দাসত্বে নিয়োজন।"

অনঙ্গপাল বলিল। "ভাল আমার কন্যাকে ছাড়িয়া দাও, সে দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ধন আনিয়া তোমাকে দিবে। আমি তত্ দিন তোমার নিকট বন্দী রহিলাম।"

অনুপরাম বলিল। "তাহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। তোমার মত হীনবল বৃদ্ধ লইয়া আমার কোন উপকার দর্শিবে না, তোমার কন্যা থাকিলে আমার যথেষ্ট সুখ সম্পাদন করিবে।"

অনঙ্গপাল এই কথা শুনিবামাত্র জ্বলিয়া উঠিল। কোপে তাহার বদন মসীবর্ণ হইল। নয়নদ্বয় আরক্ত হইল। শরীর লোমাঞ্চিত হইল। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল, কিন্তু কোপ প্রকাশে আপনার হানি জ্ঞানে মনের রোষ মনেই রহিল। ভাবিল,

এখন কোন মতে পরিত্রাণ পাওয়াই উদ্দেশ্য। কি করিয়া স্বকার্য সাধন হয়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। অত্যন্ত অর্থ-লোলুপ, এক কালে লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা গণিয়া দেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। আবার যদি তাহাই দেয়, তথাপি আপনাদি-গের উদ্ধারের বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ বর্তমান রহিল। কি জানি, যদি পাপেরা অর্থ পাইয়া আবার অধিক অর্থ লোভে ছাড়িয়া না দেয়, তবেই ত ধন নষ্ট ও আত্মরক্ষা দুর্লভ। বহুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া নিতান্ত নিরাশ হইল। অনাহারে শরীর হীনবল হই-য়াছিল, আবার ভাবী আহারাভাব-চিন্তায় দ্বিগুণ ক্ষীণ করিল। অনঙ্গপাল অবসন্ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতে লাগিল। মধু-সূদন নাম চিন্তা করিয়া আপনাকে তাঁহায় অর্পণ করিল। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, "প্রাণ যায় যাক, তথাপি জাতি ত্যাগ কোন মতেই হইবে না। ফিরিঙ্গিদত্ত অন্ন বা জল গ্রহণ করা হইতে পারে না।" কিন্তু প্রভাবতীর চিন্তায় অনঙ্গপাল জীর্ণ হইল। সে নব্যা বালা, কি করিয়া এ দুঃসহ অনাহার যন্ত্রণা সহ্য করিবে। আবার এ পাপদিগের তাড়নে কিরূপ ব্যবহার করিবে। অনঙ্গপালের চিন্তা অত্যন্ত হইল। সন্তানের প্রাণের জন্য, ধর্মের জন্য পিতার যতদূর ভাবনা হয়, তাহার অধিক অনঙ্গপালের হইল। অনঙ্গপালকে সংসারে বদ্ধ করিবার একমাত্র গ্রন্থি প্রভাবতী। অনঙ্গপাল নিতান্ত কাতর হইলেন, কিন্তু পাষাণহৃদয় অনুপরাম তাহা দেখিয়াও লক্ষ্য করিল না। মনে মনে তাহার আনন্দ হইতে লাগিল, ভাবিল, "এইবার এ নরাধম অবশ্য ধনলোভ ত্যাগ করিবে, আরও অধিক পণে আপনাদিগের স্বাধীনতা ক্রয় করিবে।"

অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম! আমার পত্র লিখিবার পাত্র নাই। আমার ঘরে এমত কেহ নাই যে, আমার পত্র পাইয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া আমাকে ধন পাঠায়। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমার সঙ্গে চাতুরী করিব না।" অনঙ্গপাল অষ্ঠীবতে ভর দিয়া গললগ্ন-কৃতবাস হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল। "অনুপরাম ধর্মার্থে দয়া করিয়া আমাদিগকে মুক্ত কর, আমরা ঘরে পৌঁছিয়াই তোমাকে ধন পাঠাইয়া দিব।"

অনুপরাম বলিল। "সেটি কোন মতেই হইবে না, কেন আমাকে ত্যক্ত কর। পিশাচ! তোমার উপযুক্ত না হইলে তুমি সরল হইবে না। এখনও তোমার ধনে এত যত্ন।"

অনঙ্গপাল ভাবিল। "কি বিপদ! এ পাপকে আমি যেন পত্র দিলাম। কিন্তু পত্রের উত্তর আসিতে ন্যূনসংখ্যা দুই দিন লাগিবে। আমি দুই দিন বিন্দুমাত্র স্পর্শ না করিয়া কি রূপে প্রাণধারণ করি! আমারও যদি সম্ভব, প্রভাবতীর ত একান্তই অসাধ্য হইবে। হা বিধাতঃ! আমার অদৃষ্টে অবশেষে এই লিখিয়াছিলে! আমা অপেক্ষা বন্য জন্তুরাও সুখী।" অনঙ্গপাল কতই চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার সীমা নাই। কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। মাঝে অনুপরাম অনঙ্গপালকে চিন্তায় মগ্ন দেখিলে আপনার হস্তস্থ যষ্টির অগ্রভাগ দিয়া জাগ্রত করিতেছিল। ক্রমে অঙ্গ স্পর্শে অনঙ্গপালের ক্রোধ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে অনুপরামের দৌরাত্ম্য অসহ্য হওয়ায় অনঙ্গপাল চিন্তিল, কি করা যায় এ দুষ্টের জ্বালায় ত স্থির হওয়া দুর্লভ, আর এ কারাগার হইতে অব্যাহতি পাওয়াও

একান্ত অসম্ভব। বহুক্ষণ ব্যর্থ বচসায় অনুপরামেরও ক্রোধ জন্মিল। ক্রমে দুই একবার কথায় কথায় অনুপরাম আপনার যষ্টির দ্বারা ঘৃণা প্রকাশ কালে দুই এক ঘা প্রহারও করিতে লাগিল। অনঙ্গপাল দেবের লোমকুপ কুপে ক্রোধাগ্নি জ্বলিতে লাগিল; কিন্তু কি করে, প্রভাবতীর কুশলাকাঙ্ক্ষায় সকলি সহিতে হইল। অনুপরাম আপন উদ্দেশ্য সাধনে অসমর্থ হওয়ায় ক্রমে বিরক্ত হইয়া অনঙ্গপালের উপর দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। অপরিমিত অপমান ও পীড়নে অনঙ্গপাল বলিল। "অনুপরাম আর আমি তোমার দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে পারি না। আইস, তোমাকে শরগুনার উগ্রসেনের নামে পত্র লিখিয়া দি।"

অনুপরাম বলিল। "লিখ, তবে কাগজ ও লেখনী আনি।"

অনঙ্গপাল বলিল। "যাও শীঘ্র আন।"

অনুপরাম কারাগার হইতে বাহিরে গেল।

এদিকে ভিক্রুস্ বরদাকণ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র বরদাকণ্ঠ বলিল "কি এত রাত্রে যে আবার জ্বালাতে এলে? রাত্রিটায় নিদ্রা যেতে দাও, আবার প্রাতে যেরূপ নিত্য নীতি আছে, তাহা করিও।"

ভিক্রুস্ বলিল। "আমরণ! বন্দীর আবার সুখ কি? বন্দী তাহার প্রভুর সুখ সম্পাদন করিবে। আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, একটু বিশ্রাম করি" বলিয়া ভিক্রুস্ বরদাকণ্ঠের সম্মুখে বসিল। আপনার পাদদ্বয় অগ্রসর করিয়া বরদাকে বলিল, "আমার পদ সেবা কর।" বরদা ভিক্রুসের কথায় কোন উত্তর করিল না। কোপে তাহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল।

ভিক্রুস্ বলিল। "কেহে বাপু! আমার কথাটা কি গ্রাহ্য হইল না?" হস্তস্থ আপনার বেতের দ্বারা বরদাকে একটি আঘাত করিল। বরদার শরীরে বেত স্পর্শমাত্র সে অঙ্গের চর্ম্ম ছিঁড়িয়া গেল। বরদা অমনি উত্তেজিত সিংহের ন্যায়, অগ্নিকণা স্পর্শে বারুদপুঞ্জের ন্যায় ধপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একেবারে এক লম্ফে ভিক্রুসের স্কন্ধ ধারণ করিয়া ভীষণ প্রস্তরাপেক্ষা কঠিন মুষ্টি ভিক্রুসের পৃষ্ঠে মারিল। ভিক্রুস্ প্রহারবলে পৃষ্ঠদেশ বাঁকাইল, আর একটি অব্যক্ত নাতিভীষণ নাতিকরুণ শব্দ করিল। মুষ্ট্যাঘাত পরে বরদাকণ্ঠ বলিল। "কেমন সেবা হইয়াছে, না আরও আবশ্যক?"

ভিক্রুস্ বলিল। "নরাধম! তোর এত দূর সাহস, যে তোর প্রভুর উপরে হাত চালাস্?" ভিক্রুস্ বেত লইয়া আবার বরদাকণ্ঠের উপর চালাইল। বরদাকণ্ঠ দক্ষিণ হস্ত বিস্তারিয়া সে বেত্রটি ধরিল ও অমনি বল পূর্ব্বক ভিক্রুসের হস্ত হইতে লইয়া তাহার দ্বারা অসহ্য বলে ভিক্রুসের পৃষ্ঠে এক আঘাত করিল। ভিক্রুস্ প্রহারে অত্যন্ত কষ্ট পাইল বটে, কিন্তু ক্রোধে তখন সেটিও তত অধিক বোধ হইল না। দাঁড়াইয়া দ্রুত বরদাকণ্ঠের গলদেশ ধরিল। বরদা ভিক্রুস্ অপেক্ষা অধিক বলবান্ ছিল, ভিক্রুসের হাত ছাড়াইয়া তাহাকে ধরিল। ভূমিসাৎ করিল। ভূমিসাৎ করিয়া তাহার বক্ষস্থলে চাপিয়া বসিল। ভীম মুষ্ট্যাঘাতে তাহার মুখ আরক্ত করিল। পরে আপনার উত্তরীয় দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহার পা ধরিয়া টানিয়া গৃহের অপর দিকে লইয়া ফেলিল। অমনি দ্রুত পদে দ্বারাভিমুখে আসিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির

হইতে শৃঙ্খলা দিয়া কুঞ্জী বন্ধ করিল। বাহিরে আসিয়া এক-বার চতুর্দিক দেখিল। কেহ নাই, দেখিয়া বরাবর ফাটকের দিকে চলিল। দূর হইতে দেখিল, ফটকে এক জন বৃদ্ধ দ্বার-বান্ বসিয়া আছে। তাহার নিকট পার হওনের চিন্তা মুহূর্ত-মাত্র হইল না। দ্বারের কুঞ্জীটি লইয়া তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া ফাটক পার হইল। বৃদ্ধ কুঞ্জীটী লইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বরদাকণ্ঠ ফিরিয়াও দেখিল না।

গঞ্জালিস ইন্দুমতীর ঘরে প্রবেশ করিলে ইন্দুমতী বলি-লেন। "আবার রাত্রে দগ্ধ করিতে কেন আইলে? আমাকে নিষ্কণ্টকে মরিতে দাও।"

গঞ্জালিস বলিল। "ইন্দুমতি! তুমি এমত নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিও না। আমার জীবন থাকিতে তুমি কষ্ট পাইবে না। তুমি আমার অন্তরের অস্থি, শরীরের শোণিত।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "আমি তোমার যাহা হই, আমাকে আর যন্ত্রণা দিও না। আমার আর বাক্‌শক্তি নাই। আমার কণ্ঠ ও তালু শুষ্ক হইয়াছে।"

গঞ্জালিস ব্যস্ত হইয়া বলিল। "আমি জল আনিয়া দিব?"

ইন্দুমতী হাসিয়া বলিলেন। "তোমার মত কথা তুমি বলিলে, তাহায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আমার জলে প্রয়োজন নাই। তোমাদিগের এখানে জলস্পর্শ করা হইবে না।"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন আমরা কি এত অপকৃষ্ট, যে আমরা জল স্পর্শ করিলে তাহা দূষিত হয়?"

ইন্দুমতী বলিলেন। "আমি যদি কখন মুক্ত হই।"—

গঞ্জালিস বলিল। "তুমি বদ্ধ কিসে? তুমি এইক্ষণেই

মুক্ত হইলে, চল আমার ঘরে চল। আমার প্রধান গৃহিণী হইবে।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "আমায় আর কেন মৃতশরীরে আঘাত কর।"

গঞ্জালিস বলিল। "আমি অজ্ঞানেও তোমাকে আঘাত করিতে পারি না। তুমি আমার সর্বে সর্বস্ব।" গঞ্জালিস মদ্যপানে চঞ্চলচিত্ত হইয়াছিল। ইন্দুমতীর সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে একদৃষ্টে সেই মুখপদ্ম দেখিয়া এককালে মোহিত হইল, আশংসা উত্তেজিত হইল। সুন্দরী দুঃখে ম্লান হইলে আরও চমৎকার শোভা ধারণ করে। ইন্দুমতীর ললিত লাবণ্য দুঃখে আরও কোমল হইয়াছে। চক্ষে কেমন একটি অনির্বচনীয় প্রেমগর্ভ ভাব দেখা দিল। ঈষদ্ বক্রদৃষ্টি যেন দেবতার মনোহারী। ইন্দুমতী যদিচ আধিতে এককালে অবসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু যথেষ্ট চৈতন্য ছিল। বক্রদৃষ্টিতে দিব্য লক্ষ্য করিলেন, যে গঞ্জালিসের গতিক বড় ভাল নয়। কিন্তু কি করেন, মনে মনে হিমাদ্রিসুতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পার্বতী তাঁহার মনে যেন উদিত হইলেন। আর সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুপ্রতিষ্ঠা সুলোচনা মূর্তিতে আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিতে লাগিলেন। যেন ইন্দুমতীকে ক্রোড়ে করিয়া অভয়দান করিলেন। পূর্ণযৌবনা ইন্দুমতী মনে মনে ইষ্টদেবীর আরাধনাবসানে যেন সুস্থ হইলেন। গঞ্জালিস ক্রমে মদমদে মত্ত হইয়া অন্ধ হইল। অনুগ্রহ লাভ বিশ্বাসে ইন্দুমতীর মন প্রফুল্লিত হইয়াছে, দেখিয়া অন্যভাব বুঝিল। ক্রমে নিকটস্থ হইয়া বসিল। ইন্দুমতী গঞ্জা-

লিসকে নিকটে বসিতে দেখিয়া সিহরিলেন। বসিয়াছিলেন গাত্রোত্থান করিলেন। গঞ্জালিস ইন্দুমতীকে উঠিতে দেখিয়া হস্ত বিস্তারিয়া তাঁহার বস্ত্র ধরিতে উপক্রম করিলেই, ইন্দুমতী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, আর এমত কঠিন দৃষ্টে গঞ্জালিসের প্রতি ঘৃণা দৃষ্টিপাত করিলেন যে, গঞ্জালিস ভীত হইয়া অল্পে অল্পে সঙ্কুচিত হইল। ইন্দুমতী গৃহের কোণান্তরে যাইয়া বসিলেন।

গঞ্জালিস টলিতে টলিতে উঠিয়া বলিল। "ইন্দুমতি! আমার জীবনের অবলম্বন! আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর। আমি একান্ত তোমারই প্রেমের বশবর্ত্তী।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "দেখিতেছি, তুমি অচেতন হইয়াছ, কেন এরূপ অসংস্কৃত বাক্যে আমার কর্ণ দূষিত করিতেছ। যাও আমার এ নির্জন আবাস হইতে স্থানান্তরে যাও। হা বিধাত! আমি কি কারাবদ্ধ হইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব না? আমার কি ইহাতেও অব্যাহতি নাই?"

গঞ্জালিস্ বলিল। "ইন্দুমতি! আমি তোমার একান্ত ক্রীত দাস, আমাকে রক্ষা কর। আমি নিতান্ত তোমারই সেবাইত।"

ইন্দুমতী বলিলেন। "মূঢ়! অকারণ কেন আত্মবিস্মৃত হইয়া আপনাকে কষ্ট দাও। তোমার কি চেতনা নাই?"

গঞ্জালিস বলিল। "আমার বুদ্ধিভ্রম হইয়াছে, আমি আর চক্ষে কিছুই দেখিতেছি না। আমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ভাল দেখিতে পাই। আমার মনে তোমার প্রতিমূর্ত্তি চিহ্নিত হইয়াছে।" গঞ্জালিস অচেতন হইয়া আপন আসন ত্যাগ করিয়া দাঁড়াইল, ইন্দুমতীর দিকে হস্ত বিস্তারিয়া টলিতে টলিতে

চলিল। ইন্দুমতী নিকট সঙ্কট বুঝিয়া একবার একপল মাত্র চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অমনি সেই অসহায়ের একমাত্র চির-সহায় জগদ্ধাত্রী যেন তাঁহার জ্ঞানচক্ষে দেখা দিলেন। ইন্দু-মতী অমনি চাহিয়া গঞ্জালিসের দিকে দেখিলেন ও আপ-নার সুললিত দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া বলিলেন। "যথেষ্ট হইয়াছে, আর অগ্রসর হইও না। ঐ খানেই থাক। গঞ্জালিস ইন্দু-মতীর ভঙ্গী দেখিয়া কিছু সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু পর ক্ষণেই আবার কি মনে উদয় হইল, সাহস করিয়া আবার অগ্রসর হইল। ইন্দুমতী একান্ত তাহাকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বলিলেন। "নরাধম! যদি আর এক পদ অগ্রসর হও, তবে এই দেখ" বলিয়া আপনার কটি বস্ত্র হইতে একখানি কৃপাণ বাহির করিলেন ও বলিলেন; "একই আঘাতে তোমাকে যমা-লয়ে পাঠাইব ও আমিও মরিব।" ইন্দুমতীর বাক্য সাঙ্গ হইতে না হইতে কারাগারের দ্বার খুলিয়া গেল, অমনি ফ্রান্সিস্কো ও ক্লড ঘরে দ্রুত প্রবেশ করিয়া উভয়েই এককালে গৃহের চতুর্দ্দিকে ব্যস্তে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল "কৈ এখানেও ত—?" ফ্রান্সিস্কো বলিল। "ঐ যে, ওঁরও এই দশা দেখিতে পাই। এ স্ত্রীটা যে ইহাঁকেও বশীভূত করিয়াছে। গঞ্জালিস যে একটা স্ত্রীর অস্ত্রে চোরের মত ভীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আর খেলায় প্রয়োজন নাই, এস, সমুহ বিপদ উপস্থিত।" একটা তোপের শব্দ হইল। অমনি গঞ্জালিস ও ইন্দুমতী সিহরিল। গঞ্জালিস ইহাদিগের সহসা কারাগারে আগমন ও সমুহ বিপদ শ্রবণ, আর তোপের ধ্বনিতে এককালে কিংক-র্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তায় আবার অধিক মস্ত

পানে বুদ্ধি জড়ীভূত হইয়াছিল, ইহাদিগের কথার কোন উত্তর করিল না, কেবল এক দৃষ্টে দাঁড়াইয়া রহিল।

ফ্রাণ্সিস্কো বলিল। "দাঁড়াইয়া আর দেখিতেছ কি? বৈদ্যনাথের লোক জন সব গেডিজ আক্রমণ করিয়াছে। বৈদ্যনাথের পুত্র বরদা পলায়ন করিয়াছে। সে ভিক্রুসকে অতীব প্রহারে হীনবল করিয়া তাহার হস্ত পদাদি মুখ বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমরা গোলমাল ও প্রহারের শব্দ পাইয়া সে ঘরে আসিয়া দেখি যে শব্দমাত্রটি নাই, বাহিরে কুঞ্জী দেওয়া। দ্বারবানের নিকট হইতে কুঞ্জী লইয়া দ্বার খুলিয়া দেখায় ভিক্রুসের যৎপরোনাস্তি দুর্দশা দেখিলাম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম, বরদাকণ্ঠ পলাইয়াছে। অনুপরাম অনঙ্গপালের পত্র লিখিবার জন্য কাগজ আনিতে গিয়াছিল। আর ফিরিল না। পথে কাতরে চীৎকার করিতেছে। কে তাহাকে তীরে বিদ্ধ করিয়াছে। আমরা সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া দ্বারের নিকট যাইয়া দেখি যে, দ্বারের সম্মুখে বহুল সৈন্যদল, আর নিজ দ্বারের উপর ছটা তোপ সাজান। সেনারা তোপে বারুদ গোলা দিতেছে। আমাদিগকে দেখিয়া অগ্রসর হইলে আমরা দ্রুত দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়াছি। এখন দ্বারের উপর তোপের গোলা মারিতেছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "চল আর এখানে প্রয়োজন নাই, বাহিরে পরামর্শ করা যাগ। (ইন্দুমতীর প্রতি) প্রিয়ে! আমাকে মনে রাখিও।" গঞ্জালিস, ফ্রাণ্সিস্কো ও ক্লডের সহিত বাহিরে আইল। ঘরের বাহিরে আসিয়া গঞ্জালিস বলিল,

"এক উপায় আছে, প্রধান মুরচা হইতে বড় ঘণ্টাটা বাজাও, আর অগ্নি জ্বালিয়া দাও। খড়কি দিয়া কাহাকে পাঠাও, আমাদিগের সেনাসমূহ একত্র করে, বাহির হইতে ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই ভাল। গেড়িজের উপর বহুক্ষণ তোপ চালাইলে আমরা পরাজিত হইব।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি সোয়ারিসকে পাঠাইয়াছি ও মুরচায় অগ্নিও জ্বালিয়াছি। একবার উপরে চল ইহাদিগের সেনাদল দেখিতে পাইব।"

গঞ্জালিস বলিল। "তাই চল।" ফ্রান্সিস্কো, গঞ্জালিস আর ক্লড উপরে যাইয়া গবাক্ষ দিয়া দৃষ্টিপাত করাতে গেড়িজের চতুর্দিক সেনা সমুচয়ে পূর্ণ দেখিল।

গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! এত বড় সহজ বাহিনী নহে, এত সেনা ত বৈদ্যনাথের নহে। সে এত সেনা কোথায় পাইল। আর এ সকল তোপ কাহার? এ কোন ক্রমে বৈদ্য-নাথের নহে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কিন্তু ঐ দেখ বর্মাবৃত পুরুষের সম্মুখে বরদাকণ্ঠ দাঁড়াইয়া আছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "বোধ হয় এ আর কাহারও সেনা। ঐ বর্মাবৃত লোকটিকে আমি আর কোথাও দেখিয়াছি, বোধ হয় গত রাত্রে রায়গড়ে ইহার বর্মের মত বর্ম ও এইরূপ গঠন। আমার তূরীটি একবার দাও, আমি সেনা সংগ্রহ করি ও বুঝি এ লোক সব কাহার?" ফ্রান্সিস্কো দ্রুতপদে নীচে চলিয়া গেল। তাহার পরেই আনথনি আসিয়া বলিল। "এ সব কি ব্যাপার?"

গঞ্জালিস বলিল। "দেখ আমাদিগের প্রহরীরা কি শিথিল,

এত সেনা আইল, কেহই লক্ষ্য করিল না। আর এত রাত্রেই বা সিংহদ্বার কি জন্য খোলা ছিল।"

আনথনি বলিল। "অনুপরামকে তীরে আঘাত করিয়াছে। তাহার দক্ষিণ পদটি এককালে নষ্ট হইল। মার্টিন ও ডাকষ্টায় তাহাকে খড়কি দিয়া তুলিয়া আনিয়াছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম কোথায় ?"

আনথনি বলিল। "কেন সে নীচের ঘরে বসিয়াছে।" ফ্রান্সিস্কো তূরী আনিল। গঞ্জালিস তাহার হস্ত হইতে তূরী লইয়া ভীষণবলে তূরীধ্বনি করিল। তূরী নিনাদ দূরের বন হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। দূরের গ্রামের ভিতর হইতে অন্যান্য তূরীর শব্দ উত্তরিল। কেহ বা উচ্চৈঃস্বরে "যাইতেছি" বলিয়া উত্তর দিল। গঞ্জালিসের তূরী নিনাদ দিঙ্‌মণ্ডল হইতে অপসৃত হইতে না হইতে বর্ম্মাবৃতপুরুষ আপন তূরী লইয়া বাজাইলেন। সে ভীম শত্রুবিজয়ী শব্দে গঞ্জালিস সিহরিল, তূরী নিনাদে গগনমণ্ডল কম্পিত হইল। সে তূরী নিনাদ শেষ হইতে না হইতে সূর্যকুমার স্বতূরী বাজাইলেন। মালিকরাজও আপন তূরী ধ্বনি করিলেন। ক্রমে একে একে সকলেই আপন আপন তূরী ধ্বনি করিল, তূরী নিনাদে ভূমণ্ডল পূরিল। অসহ্য শব্দে কর্ণ কুহর জীর্ণ হইল। গঞ্জালিসের মর্ম্মভেদ করিল। গঞ্জালিস তূরী শব্দে বুঝিল, যে এ রায়গড়ের সেনাসমূহ। গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! নীচে চল।" সকলে উপর হইতে নীচে দ্রুতপদে আসিলে সম্মুখে অনুপরামকে দেখিল। দেখিবামাত্র ফ্রান্সিস্কো বলিল। "অনুপরাম তোমার অরুন্ধতী এইখানে বন্দী আছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "কে? অনুপরামের প্রকৃত ভগ্নী?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "হাঁ তাঁহার প্রকৃত ভগ্নী অরুন্ধতী।"

অনুপরাম বলিল। "ফ্রান্সিস্কো! একবার তাহাকে আমার নিকট আন, আমি দেখি সেই প্রকৃত অরুন্ধতী কি না?"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "আমি এখনি তাহাকে আনিতেছি।" ফ্রান্সিস্কো চলিয়া গেল।

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস! তখনত তুমি আমার উপর রুষ্ট হইয়াছিলে। এখন এ যদি প্রকৃত অরুন্ধতী হয়ত তোমার ও কুলটা দুষ্টা স্ত্রীর কি হইবে? তাহার চাতুরী অসীম।"

গঞ্জালিস বলিল। "এ যদি তোমার প্রকৃত ভগ্নী হয়, তবেত আমার অত দুষ্টাসঙ্গে একত্রে বাস অসম্ভব। আমি এইক্ষণেই সেটাকে ত্যাগ করিব। নষ্ট স্ত্রীর কি কুটিল বুদ্ধি!"

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস ইহাতে কোন ভয়ানক মন্ত্রণা আছে। নতুবা এত চাতুরী কেবল স্ত্রীলোকের সম্ভব নহে।" ফ্রান্সিস্কো অরুন্ধতীকে অগ্রে লইয়া আইল। অরুন্ধতী সরল মুণ্ডে সাহঙ্কারে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছে। নিকটে অনুপরামকে ক্ষতপদ পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া পরিত্রাণে নিরাশ হইয়া বলিল, "কিগো! আবার কি মনে করিয়া আমায় ডাকিয়াছ? আরও কিছু মন্ত্রণা আছে? একজনকে কতবার কত স্থানে বলী দিবে? তোমার গঞ্জালিসের সঙ্গে একবার ত বিবাহ হইল, এখন আর কার সঙ্গে থাকিতে বল? আহা! এমন দয়ালু ভ্রাতা আর কোথায় পাইব!" অনুপরাম অরুন্ধতীর অস্বাভাবিক সাহস ও সাহঙ্কার বচনে কিছু লজ্জিত হইল। কোন উত্তর করিতে পারিল না। হেঁট মুণ্ডে বসিয়া রহিল।

গঞ্জালিস বলিল। "তোমার নাম কি? তুমিই কি আমাদিগের আত্মীয় অনুপরামের ভগ্নী?"

অরুন্ধতী বলিল। "হাঁ আমিই অনুপরামের ভগ্নী, তোমার প্রদত্তা স্ত্রী। আমাকে তোমরা কিজন্য কারাবদ্ধ করিয়াছ ও কি কারণেই আবার এখানে আনিলে?"

গঞ্জালিস বলিল। "আমার সঙ্গে যাহার বিবাহ হইয়াছে ও যে একজন অরুন্ধতী নাম ধরিয়া আমার ঘরের গৃহিণী হইয়াছে, সে কে?"

অরুন্ধতী বলিল। "সে যে হউক, তাহাকে এক্ষণে তুমি ত্যাগ করিতে পার না। সে এক্ষণে তোমার ধর্ম্মপত্নী; আর এক পত্নী সত্ত্বে পত্ন্যন্তর গ্রহণ তোমাদিগের শাস্ত্রে নিষেধ।"

অনুপরাম অরুন্ধতীর দিকে দৃষ্টি করিতে সাহস করিল না। অপর দিকে চাহিয়া বলিল, "দুষ্টা! তুমি আমার কথা অবহেলা করিয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছ? এখন তাহার সমুচিত দণ্ড দিব। ফ্রান্সিস্কো! অরুন্ধতীকে আমি তোমায় দান করিলাম, তুমি ইহাকে লইয়া সম্ভোগ কর।"

অরুন্ধতী ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল। "নরাধম নির্লজ্জ পামর! তোর তিলমাত্রও চৈতন্য হইল না যে, তোর ভগ্নীকে সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় যাহাকে তাহাকে অর্পণ করিস! যক্ষরাজ পুত্রের এরূপ দুর্বুদ্ধি হইবে, ইহা আমার স্বপ্নেও ছিল না! ধূর্ত্ত আপনার ভগ্নীর সঙ্গেও শঠতা কর। গঞ্জালিস তুমি জান না? এ চণ্ডাল আমাকে কি বলিয়া এদেশে আনে ও আমার অমতে তোমার সহিত বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছে। তুমি এ পাপাত্মার চাতুরীতে মুগ্ধ হইও না। আমার সঙ্গী দুইজনা

কোথায়? আমি দেখিতে চাহি। আমাকে এক্ষণে নিষ্কৃতি দাও।"

গঞ্জালিস বলিল। "ফ্রান্সিস্কো এক্ষণে এরূপ অকারণ বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই। তুমি খড়ক্কি দিয়া বাহিরে যাও। সৈন্য সামন্ত লইয়া আগত শত্রুদলের সহিত বাহির হইতে যুদ্ধ কর। আমার অন্তর্গেডিজে এক্ষণে প্রায় চারি পাঁচ শত যোদ্ধা আছে। ইহারা অন্তর্গেডিজ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে।"

ফ্রান্সিস্কো বলিল। "কয় জন বন্দীকে এক ঘরে রাখিলে ভাল হয়? উহারা যে সকল ঘরে আছে, তাহা হইতে গেডিজ রক্ষার সুবিধা।"

গঞ্জালিস বলিল। "সকলকে একঘরে রাখাত বড় সদ্বুক্তি নহে। আমি ইহাদিগের বন্দোবস্ত করিব। তুমি বাহিরের উপায় দেখ।" ফ্রান্সিস্কো চলিয়া গেল। গঞ্জালিস দ্রুত উপ-রের গবাক্ষ সকলে লোক নিয়োজন করিয়া দিল। তাহারা গবাক্ষ দিযা বন্দুক ও শর নিক্ষেপ করায় ক্ষণেকের জন্য আক্রমী সেনারা হটিয়া গেল।

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম! এখন তোমার ভগ্নীকে কি করিতে চাহ? এত আমাদিগের বন্দী হইয়াছে। যদি মুক্ত করিতে ইচ্ছা করত, তৎপরিবর্তে তোমাকে কিছু ক্ষতি পূরণার্থ দিতে হইবে।"

অনুপরাম বলিল। "আমার ভগ্নীকে বন্দী কে করিল? সেত বন্দী নহে। এরূপ বিষয় হইলে হয়ত কাল প্রাতে তোমার কোন নূতন লোক আমাকে ধরিয়া আনিয়া বলিবে, তুমি আমার বন্দী!"

গঞ্জালিস বলিল। "যে কেহ তোমায় ধরিতে পারিবে তুমি তাহার বন্দী। ইহাতে কোন গোল নাই। তুমি রায়গড়ের যে একজন বন্দী চাহিয়াছিলে, তাহার পরিবর্তে অরুন্ধতী মোচন পাইল। এই আমাদিগের নিয়ম ও ধর্ম। ইহাতে সন্তুষ্ট হও ভাল, নতুবা অরুন্ধতী আমাদিগের বন্দী রহিল।" অনুপ-রাম ভাবিল, অনুন্ধতী বন্দী থাকিলে আমার কি ক্ষতি? "বলিল তবে তাই থাকুক, আমার তাহায় কোন আপত্তি নাই।"

গঞ্জালিস বলিল। "কিন্তু তুমি রায়গড়ের কোন বন্দী পাইবে না, আমাকে তোমার ভগ্নী দাও নাই, অতএব আমা-দিগের সকল প্রতিজ্ঞা কাটিয়া গেল।"

অনুপরাম বলিল। "নরাধম শঠ আত্মবিচ্ছেদ স্বীকার করিয়াও স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছ?"

গঞ্জালিস বলিল। "কেন তুমিইত সে পথ দেখাইয়াছ। তোমার আপনার ভগ্নীকে পণ দিতে প্রস্তুত ছিলে। এক্ষণে অরুন্ধতী চল, তুমি আমার বন্দী হইয়াছ, সেবাদাসী পদে নিযুক্ত হইলে।"

অরুন্ধতী বলিল। "কি! আমি কাহার সেবাদাসী হইলাম? বঙ্গরাজ-কন্যা সামান্য হীনবল পরিপন্থীর সেবাদাসী! গঞ্জা-লিস! তুমি আত্মবিস্মৃত হইতেছ। তোমার ভ্রম হইয়াছে। এরূপ অসম্ভব বাক্য বলিও না। রাজকন্যা তোমার সেবাদাসী! গঞ্জালিস! আপনার অবস্থা বিবেচনা করিয়া বলা ভাল। আমার বোধ হয়, অধিক মদ্যপানে তোমার বুদ্ধি জড় হই-য়াছে। যাও এক্ষণে আপনার কর্মে যাও, সময়ান্তরে আসিয়া এ অসংলগ্ন কথার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিও।"

মানিনী অরুন্ধতী সগর্ব্বে এই কথা বলিয়া নিকটস্থ চৌকিতে বসিল। অনুপরাম ভূমে নিরাসনে পতিত ছিল, গঞ্জালিস দাঁড়াইয়া কিছু থতমত খাইয়া রহিল। অরুন্ধতীর সাহঙ্কার আচরণে গঞ্জালিস কিছু হীনসাহস হইল। মহদ্বংশের গরিমা ও মাহাত্ম্য চিরকাল প্রকাশ পায়। ভদ্রলোকের একটী বালক বহুবলযুক্ত সাজোয়ান চাসাকে বাক্যে বশীভূত করে। আধোরণ যত কেন খর্ব ও হীনবল হউক না, মদমত্ত বারণকে আজ্ঞাবহ করিয়া রাখে। ক্ষণকালের জন্য গঞ্জালিস যেন প্রকৃত স্বদেশের ডাকিনীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। পরে সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল। "অহঙ্কারিণি! বৃথা গর্বে কোন ফলোদয় হয় না। যক্ষপুরে তুমি আপন দাস দাসীকে এ সকল কথা কহিয়া ভয় দেখাইও। সনদ্বীপের অধিপতি দক্ষিণ বঙ্গের দণ্ডস্বরূপ গঞ্জালিস ইহাতে কর্ণপাতও করে না। এক্ষণে তুমি আমার বন্দী। আমার কারাগারবদ্ধ। এমত কাহার সাধ্য নাই যে, তোমাকে আমার অনুমতির বিপক্ষে এক পাত্র জল পর্য্যন্ত দেয়। আর এমত কোন রাজাই বঙ্গে নাই যে, গঞ্জালিসের নামে নমস্কার না করে। আমার সাহায্য লাভাশয়ে যশোরের দোর্দ্দণ্ডবল প্রতাপাদিত্য আপন রাজ্য ত্যাগ করিয়া যমুনাপরুইয়ে আসিয়াছে। যক্ষপুরের রাজা আমার বৃত্তিভোগী ও অন্যান্য আবসথিকের মধ্যে গণ্য! আমি যতক্ষণে তাহার প্রতি প্রীতিদৃষ্টি করিব, ততক্ষণে তাহার মনের ভার দূর হইবে। ঐ পড়িয়া আছে। অনুপরাম! বল তুমি আমাকে মূল অবলম্বন জ্ঞানে আমার আশ্রয় লইয়াছ কি না।"

অনুপরাম অপমান ও স্বার্থসাধন ভয়ে কোন কথাই কহিল

না। অরুন্ধতী বলিল। "গঞ্জালিস! তোমার এ সকল গুণও মহত্ত্ব বুঝিতাম, যদি তুমি সামান্য চোর না হইতে। অদ্যই দিল্লীশ্বর মনে করিলেই তোমাকে ধরাইয়া উপযুক্ত দণ্ড দিবেন। তোমার ও বড়াই জনান্তিকে বলিও, আমার আর কোন বিষয় অজ্ঞাত নাই। এক জমিদার বৈদ্যনাথের ভয়ে তোমার সমস্ত সেনানীরা নিতান্ত অবসন্ন হইয়াছে।"

গঞ্জালিস বলিল। "গর্ব্বিণি! জান না যে তোমার জাতি, ধর্ম্ম ও প্রাণ আমার পদতলে আছে। আমি মনে করিলে তোমায় পেষিয়া ফেলিতে পারি। কেবল স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার অনুপরামের সহোদরা, আবার আমার বাগ্দত্তা স্ত্রী বলিয়া অনুগ্রহ করি। কিন্তু দেখিতেছি তুই সে অনুগ্রহের যোগ্য নস্।"

অরুন্ধতী বলিল। "আঃ কি বীরত্ব! রাত্রিযোগে বনে একজন অসহায় একলা পাইয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে বন্দী করিয়াছ। এই ত তোমার বীরত্ব আর পুরুষত্ব! ইহার এত বড়াই! আহা কতই রাজ্য দখল করিলে, কতই রাজা মারিয়াছ, কতই যুদ্ধে জয়ী হইয়াছ যে, তাহার আবার বর্ণনা করিতেছ। রায়গড়ে ডাকাইতি করিয়া কিছু অর্থ সংগ্রহ হইয়াছে, এই ত তোমার জমজমলা। তাহার পর নিরস্ত্র হীনবল স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিবে, প্রাণে নষ্ট করিবে, তাহার এত আস্ফালন! ধন্য ধন্য! দেখ যেন তোমার বীরত্ব সংসারে প্রচার না হয়।"

গঞ্জালিস বলিল। "অনুপরাম! তোমার এ ভগ্নী উন্মত্তা হইয়াছে, যথেচ্ছা বলিতেছে।"

অনুপরাম বলিল। "গঞ্জালিস! 'ইহার উপযুক্ত দণ্ড দাও, ইহাকে তোমার ঘরে লইয়া যাও।"

অরুন্ধতী বলিল। "অরে নারকী নরাধম! তুই রাজবংশে কেন জন্মিয়াছিলি? তুই এত কাল পরে যক্ষরাজ-বংশে কলঙ্ক দিলি। চাসা লোকে কোন নিরাশ্রয় স্ত্রীলোকের উপর দৌরাত্ম্য দেখিলে আপনার প্রাণ পর্যন্ত দিয়া তাহাকে রক্ষা করে। তুই বীরবংশে জন্মিয়া আপনার ভগ্নীর এইরূপ অপমান দেখিতেছিস! আবার যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টায় আছিস। ধিক্! তোর রাজ্যে ধিক্! তোর মানে ধিক্! তোর এ শরীর ধারণে ধিক্! তোর প্রতি আমার দৃষ্টি করিতে ঘৃণা হইতেছে। আমি কদর্য ভেককে হাতে করিতে পারি, টীকটীকিকে বক্ষে রাখিতে পারি। গৃহগোধার পাপ নাই, সে নিরীহ, তাহার স্বজাতীয়ের অপমান সহ্য করে না। সে তাহার ভগ্নীকে বিক্রয় করে না। আমি শূকরকে ক্রোড়ে লইতে পরিব। সে তোর অপেক্ষা লক্ষগুণে বীর, প্রাণ পর্যন্ত দিয়া আপনার পরিবারকে রক্ষা করে। তুই মনুষ্যজাতির হেয়, কলঙ্ক, অপকৃষ্ট কীটাপেক্ষা অকর্মণ্য। তোর মুখ দর্শনে আমার ঘৃণা হয়। তোকে সহোদর বলিতে আমার লজ্জা হয়। তুই হীন জাতি ম্লেচ্ছ বিধর্মী দস্যুর আশ্রয় লয়েছিস্। কেন আমার আশ্রয় লও না? আমি স্বয়ং অস্ত্র লইয়া তোকে পুনরায় রাজ্যাভিষিক্ত করিতে পারি। কিন্তু তাহা করিব না। তুমি সিংহাসনের যোগ্য নহ। আমার সে ভ্রাতা তোমা অপেক্ষা—না না, তাহার সঙ্গে তোর তুলনা হয় না। নরাধম!"

গঞ্জালিস বলিল। "এ স্ত্রীটা যে অসহ্য হল। অরুন্ধতি! তোমার উপস্থিত মৃত্যু, যদি বাঁচিবে ত আমার সেবাদাসী হও।" গঞ্জালিস অরুন্ধতীর দিকে অগ্রসর হইল। অরুন্ধতী সদর্পে মস্তক

উন্নত করিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। কপোলরাগ বৃদ্ধি পাইল। বামকটিদেশে বামহস্ত দিয়া বলিল। "অস্পর্শ দুর্ভাগা! দূর, আর অগ্রসর হস্‌নি, যথাযোগ্য অন্তরে থাক।"

গঞ্জালিস কোন গ্রাহ্যই করিল না। অরুন্ধতীর নিকট আসিয়া দক্ষিণ হস্ত বাড়াইয়া অরুন্ধতীর যেমন স্কন্ধ দেশ ধরিবে অমনি অরুন্ধতী একটী চীৎকার করিয়া আপন চৌকি পশ্চাৎভাগে ফেলিয়া অন্তরে দাঁড়াইল। অন্যলোকে সকল মায়া কাটাইতে পারে, কিন্তু গোত্রমায়া কোন মতেই কাটাইতে পারে না। নরাধম অনুপরামকে সে মায়া বদ্ধ করিল। অনুপ-রাম এ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল। গঞ্জালিস অরুন্ধতীর পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অরুন্ধতী উপায়ান্তর না পাইয়া দ্রুতপদে ঘরের কোণে পৃষ্ঠ দিয়া দাঁড়াইল। গঞ্জালিস যেমন অগ্রসর হইবে, অমনি অরু-ন্ধতী আপনার কটিদেশ হইতে একটী ছোট চন্দ্রহাস বাহির করিয়া। "ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি আপনার রক্ষার জন্য ব্যবহার করিতেছি।" বলিয়া ভীষণ বলে চন্দ্রহাস তুলিয়া গঞ্জালিসের দক্ষিণ হস্ত লক্ষ করিয়া মারিল। গঞ্জালিস নক্ষত্রবেগে আপনি সরিয়া গিয়া পুনর্ব্বার অগ্রসর হইয়া চন্দ্রহাসটি অরুন্ধতীর হস্ত হইতে বল পূর্ব্বক হরণ করিল। তাহারই অব্যবহিত পরে অরুন্ধতীর কণ্ঠদেশ বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিল। "কেমন এখন তোমার অহঙ্কার কোথায়? তোমার চন্দ্রহাস কোথায়?" অরু-ন্ধতী কোন উত্তর করিল না। নৃশংস গঞ্জালিস অরুন্ধতীর কণ্ঠ ত্যাগ করিয়া তাহার কেশ ধরিল ও কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে ঘরের মধ্যে আনিয়া ফেলিল। অনুপরাম চক্ষু

মুদ্রিত করিল। অরুন্ধতী ইষ্টদেবতা স্মরণ করিতে লাগিল। এই বারই ধর্ম নষ্ট হইল, প্রাণও গেল, ইটী স্থির করিল। গঞ্জালিস চন্দ্রহাস লইয়া ভাবিল, ইহাকে ছেদ করি, কি আমার সেবার জন্য রাখি। তাহার বিবেচনা করিতে নিমেষমাত্রও পড়িল না। চন্দ্রহাস বলপূর্বক দক্ষিণ হস্তে ধরিল। তাহার চক্ষুর্দ্বয় স্থিরাগ্নি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় রোষে বিস্ফারিত হওয়ায় যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। তাহার নাসারন্ধ্রদ্বয় ফুলিয়া উঠিল। তাহার ওষ্ঠদ্বয় কুটিল হইল। অরুন্ধতী একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আপনাকে সমর্পণ করিল। অরুন্ধতী অশ্বত্থ দলের মত কাঁপিতে লাগিল। গঞ্জালিসও রোষে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রহাস পড়িলেই অরুন্ধতীর শরীর স্পন্দ রহিত হইবে। চন্দ্রহাস নামিল। অমনি দ্বারের দিকে এককালে বিকট তোপের শব্দ হইল। গঞ্জালিস সিহরিল। অযত্নে চন্দ্রহাস নিক্ষেপ করিয়া অরুন্ধতীকে ছাড়িয়া দ্রুত দ্বারাভিমুখে যাত্রা করিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

" মার্গে চ দুর্গে বিনিবিষ্টসৈন্যো বিধায় রক্ষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ।"

এদিকে বর্মাবৃতপুরুষ অধিকাংশ সেনা দূরের ঝোপ ও আম বাগানে রাখিয়া অতি অল্প ধানুকী ও ছয় তোপ লইয়া অগ্রসর হইলেন। স্থানে স্থানে ঝোপের ভিতর গাছের অন্তরালে কুটীর পার্শ্বে ধানুকী ও বল্লমী স্থাপিত হইল। তাহারা অতি গুপ্ত ভাবে লুক্কায়িত রহিল। অন্য কোন লোককে অন্তর্গেডিজের দ্বারাভিমুখে যাইতে দিবে না। বর্মাবৃতপুরুষ স্বয়ং দুইটী তোপ নিজ দ্বারের সম্মুখে প্রায় কুড়ি হাত অন্তরে রাখিলেন। সূর্য্যকুমার অধিকাংশ সেনা লইয়া দূরে আমবাগানে রহিলেন। বর্মাবৃতপুরুষ দুইটী তোপ স্থাপন করিয়া আর দুইটী তোপ লইয়া গেডিজের অপর দিগে স্থাপন করিলেন। অন্তর্গেডিজটী অতি সুকঠিন দুর্ভেদ্য ক্ষুদ্র দুর্গ। ইহার পরিসর কিছু বড় অধিক নহে। ইহার চারি দিকে গভীর খাদ। খাদের উপর হইতেই অতি উচ্চ সুপ্রশস্ত ভিত। ভিত্তি পার একসার ঘর, তাহার মাঝে মাঝে এক একটা প্রহরীর জন্য উচ্চ উচ্চ মুরচা। তাহার বহির্দ্দিকে এক একটা অস্ত্র চালাইবার গবাক্ষ। মুরচার উপর উরপর্য্যন্ত কঠিন প্রাচীর, তাহার ছাদ নাই। যোদ্ধারা তথায় দাঁড়াইলে তাহাদিগের বক্ষ পর্য্যন্ত প্রাচীরে রক্ষা পায়। মুরচা গুলি প্রাচীর হইতে অগ্রসর হওয়ায় সম্মুখ ও দুপার্শ্ব রক্ষা করিতেছে। মুরচার ভিতরে দাঁড়াইয়া যোদ্ধারা

অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে সম্মুখস্থ শত্রু সেনা নষ্ট হইবে, আর প্রাচীর আক্রমীরাও আঘাত পাইবে। দ্বারের নিকট একটী জঙ্গম সেতু। তাহা উঠাইলেই দ্বারের অবরোধক কবাট হয়। সেতু পার হইলেই একটা অত্যন্ত প্রকাণ্ড মুরচা, তাহার পর একটী খাদ, সে খাদের উপরও আর একটী জঙ্গম সেতু। তাহার পর প্রকৃত গেডিজের ঘর। এই দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী প্রগ্রীব ভূমী হইতে উঠিয়া বরাবর গেডিজের অপেক্ষাও উচ্চ; ও ঊর্দ্ধে মুরচা দ্বয়ে পরিণত। প্রগ্রীব দুইটী তিন কোষ্ঠে বিভক্ত, প্রথম কোষ্ঠের গবাক্ষ দ্বার ভীম লৌহ শলাকায় রক্ষিত, গবাক্ষ দিয়া নিজ দ্বারের চলসেতুস্থ লোক সমুচয়কে অস্ত্রে আঘাত করা যায়, দ্বিতীয় কোষ্ঠও তদ্রূপ। তৃতীয় কোষ্ঠের ছাদ নাই। তাহায়ও বক্ষ পর্য্যন্ত প্রাচীর। বর্ম্মাবৃত-পুরুষ গেডিজের অপর দিকে তোপ নিয়োজন করিয়া যখন ফিরিয়া আসেন, সেই সময় অনুপরাম গেডিজ হইতে বহির্গত হইয়া কাগজ আনিতে যাইতেছিল। ঝোপের ভিতর হইতে একটী তীক্ষ্ণ শর সন্ সন্ করিয়া আসিয়া অনুপরামের দক্ষিণ পদে লাগিল, অমনি অনুপরাম চীৎকার করিয়া ভূমিতে পড়িল। পড়িয়াই শরের জ্বালায় দ্রুত উঠিয়া গেডিজের দ্বারে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার অব্যবহিত পরেই বরদাকণ্ঠ ভিক্রুস্রুকে পরাভূত করিয়া গেডিজের বাহিরে গেল। বাহিরে যাইবামাত্র একজন ঝোপ হইতে শর সন্ধান যেমন করিবে, অমনি তাহার পার্শ্বস্থ ভজহরি তাহার হাত ধরিল। বলিল "দেখিতেছ না এ কে? এ যে আমাদিগের বরদাকণ্ঠ একজন বন্দী হইয়াছিল।" ভজহরি অগ্রসর হইয়া দ্রুত বরদাকণ্ঠের হাত

ধরিয়া ঝোপের ভিতর আনিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষও সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভজহরি তাঁহার সহিত বরদার পরিচয় করিয়া দিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ তাহাকে অন্তর্গেডিজের ভিতরের সমাচার জিজ্ঞাসা করিয়া তোপ যোজনা করিলেন। ফ্রান্সিস্কো ভিতর হইতে এই ব্যাপারটি দেখিয়া দ্রুত চল-সেতু তুলিয়া দ্বার বন্ধ করিল। অমনি তাহার উপর তোপের ভীম গোলা গিয়া লাগিল। কবাট অত্যন্ত কঠিন লৌহ নির্ম্মিত থাকায় দুই তিন গোলায় কিছুই হইল না।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "ভজহরি! এরূপ অনিয়মে তোপ ছোড়ায় কোন ফলোদয় হইবে না। একবার নসীরাম ও শঙ্করকে এখানে ডাক।" ভজহরি অন্তরে চলিয়া গেল। কিছু পরেই নসীরাম ও শঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হইল। বল্লভও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আইল।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "দেখ নসীরাম! তুমি সূর্য্যকুমারের নিকট যাইয়া সহস্র বানুকী ও পাঁচশত ঢালী পাঠাইতে বল। আর সাবল, খন্তা, মই সিঁড়ি প্রভৃতি দুর্গারোহণী যন্ত্র সকল আন।" নসীরাম দ্রুত আপন কর্ম্মে চলিয়া গেল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ উপস্থিত ধানুকীদিগকে দুর্গের প্রতোলী প্রাকারের প্রতি গবাক্ষ দ্বারে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। তাহারা আপন আপন গুপ্ত স্থান হইতে নির্গত হইয়া দুই দুই জনে এক এক গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শর চালাইতে লাগিল। ঐ শর সকল শন্ শন্ শব্দে ছুটিতে লাগিল। প্রতি শরই গবাক্ষ ভেদ করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে লাগিল। এদিকে বর্ম্মাবৃত পুরুষ তোপ চালাইলেন। তোপের বিকট শব্দে গঞ্জালিস অরুদ্ধ-

তীকে ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে গবাক্ষ সকলের নিকটস্থ যোদ্ধা-দিগকে আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহারা কেহ শর, কেহ বন্দুক লইয়া গবাক্ষ দ্বার হইতে বিপক্ষ সেনা লক্ষ্য করিয়া চালাইতে লাগিল। গঞ্জালিস স্বয়ং অস্ত্র নিক্ষেপে কত সেনা নষ্ট করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এ গবাক্ষে, কিছুক্ষণ ও গবাক্ষে থাকিয়া প্রধান দ্বারের মুরচার উপর যাইয়া দাঁড়াইল ও তথাকার সেনাদিগকে বিপক্ষ সেনাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বলিল। তাহারা গোলন্দাজ ও বর্মাবৃতপুরুষ ও অন্যান্য ধানুকীর উপর অস্ত্র চালাইতে লাগিল। আক্রমী সেনা অস্ত্রাঘাতে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিল না। অব্যর্থসন্ধান ফিরিঙ্গিরা কাহার বক্ষদেশ, কাহার চক্ষু, কাহার দক্ষিণ বাহু, কাহার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করিয়া শর ও বন্দুক চালাইতেছে। গবাক্ষ দ্বার হইতে সূক্ষ্মাগ্র সম্ভূত ধূমরাশি নির্গত হইতেছে, তাহার মধ্য হইতে ভীষণ অগ্নি মূর্তি যমদূত লৌহগুলি সকল শন্ শন্ বেগে বর্মাবৃতপুরুষের সেনাকে আঘাত করিতে লাগিল। সে ভয়ানক লৌহখণ্ড স্পর্শমাত্রে তাঁহার সেনারা পতিত হইতে লাগিল। দক্ষ ফিরিঙ্গিসেনা গবাক্ষ হইতে অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াই প্রাচীরা-ন্তরালে লুক্কায়িত হইল। বর্মাবৃত পুরুষের সেনারা গবাক্ষ লক্ষ করিয়া অস্ত্র চালাইল বটে, কিন্তু তাহায় কোন ফলোদয় হইল না। ক্রমান্বয়ে সেনাক্ষয় ও শক্রর লোমও ক্ষতি হই-তেছে না দেখিয়া বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। “ধানুকীরা অন্তর হও। কেবল বন্দুকীরা প্রতি গবাক্ষ লক্ষ করিয়া শক্র নষ্ট কর।” ইত্যবসরে বর্মাবৃতপুরুষ তোপ লইয়া ঘন ঘন দ্বারদেশে

আঘাত করিতে লাগিলেন। প্রতি তোপ ধ্বনি চতুর্দ্দিকে প্রতি-ধ্বনিত হইতে লাগিল। তোপের ভীষণ গোলা পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় জ্যোতিমান তোপের মুখ হইতে নির্গত হইয়া শূন্য মার্গে উঠিল। পরেই বজ্রবেগে লৌহদ্বারে আসিয়া লাগিল। দ্বার অত্যন্ত কঠিন। গোলা দ্বারে লাগিয়াই কিছু হঠিয়া গেল। ভূমে পড়িল। এক গোলা ভূমে পড়িতে না পড়িতেই তোপ হইতে আবার এক গোলা শূন্যমার্গে উঠিল। সেটিও সেইরূপ বেগে দ্বারে আঘাত করিল। প্রতি গোলাঘাতে দ্বারদেশ কাঁপিয়া উঠিল। এদিকে নসীরাম বৈজয়ন্তী ও সাবল প্রভৃতি যন্ত্র আনিয়া উপস্থিত করিলে ক্ষণেকের জন্য তোপ বন্ধ হইল। বৈজয়ন্তী দ্বারে লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে সাবলাঘাত করিতে লাগিল। প্রগ্রীবের সেনারা গুলি ছুড়িতে ত্রুটি করিল না। কেহ গুলি খাইয়া বৈজয়ন্তী হইতে টলিয়া ভূমে পড়িল। বহু-ক্ষণের প্রাণপণ চেষ্টার পর দ্বারের পার্শ্বের ভিত্তিতে একটি গবাক্ষের মত ছিদ্র হইল। নসীরাম প্রভৃতি লোকেরা নামিয়া আইলে সেই ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া তোপ আরম্ভ হইতে লাগিল। ক্রমে ভিত্তি ভাঙ্গিতে লাগিল। ক্রমে আক্রমী সেনাদিগের সাহস উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহারা ভীম বলে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। ক্রমে বহু কষ্টের পর বহু সেনা ক্ষয় হইলে বর্ম্মাবৃত পুরুষের সেনারা ভিত্তিতে একটি প্রকাণ্ড দ্বার করিল। কিন্তু চল সেতুর দ্বার কিছুমাত্র নষ্ট হইল না।

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "এখন এই পরিখার উপর দিয়া সেতু বাঁধ। ইত্যবসরে বন্দুকীরা লক্ষ্য করিয়া গবাক্ষস্থ লোক-দিগকে এত ঘন ঘন গুলিতে আচ্ছন্ন কর, যে তাহারা কোন

মতে আমাদিগের উপর শর বা গুলি চালাইতে অবকাশ না পায়। গবাক্ষ দ্বারে কোন মতে না আইসে।” আক্রমী সেনারা ক্রমান্বয়ে প্রতি গবাক্ষে বন্দুক মারিতে লাগিল। বন্দুকের ধূমে গগনমার্গ আচ্ছন্ন হইল। ভীষণ নিনাদে চারি দিক পূরিল। গবাক্ষস্থ সেনারা আর লক্ষ্য করিতে অবকাশ পাইল না। কি করে, একবার গবাক্ষে দাঁড়াইলে অমনি শন্ শন্ শব্দে গুলি আসিয়া হয়ত এককালে যমালয় পাঠায়। অর্বাচীন দুই এক সেনা অহঙ্কারে গবাক্ষে লক্ষ্য করিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু অব্যর্থসন্ধান রায়গড়ের সেনার গুলিতে নিপাতিত হইল। গঞ্জালিস এরূপ অবস্থায় দুর্গ রক্ষা নিতান্ত দুর্লভ জ্ঞানে কতকগুলি সেনা লইয়া নবকৃত ভিত্তি দ্বার রক্ষাশয়ে চলিল; কিন্তু বর্মাবৃত পুরুষের সেনার গুলির সম্মুখীন হইতে নিতান্ত অসমর্থ হইল। তাহারা ভিত্তির অন্তরালে দাঁড়াইল। কিছু-ক্ষণ গুলি বৃষ্টি করিলে বর্মাবৃত পুরুষ নসীরাম, শঙ্কর ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বীর পুরুষদিগকে লইয়া বাঁশের সেতু দিয়া দুর্গের প্রতোলী প্রাকার আক্রমণ করিল। অমনি ফিরিঙ্গি সেনারা অগ্রসর হইয়া তীর ও গুলি চালাইতে লাগিল। আক্রমী সেনারাও আপন আপন অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে পরাঙ্‌মুখ হইল না। উভয়দলের সেনারা বন্দুকে কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর উভয়েই হীনবল হইল। বর্মাবৃতপুরুষ তূরীর দ্বারা পশ্চাতস্থ সেনাদিগকে অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি নূতন সেনা-প্রবাহ অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে সেতুর শেষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ ত্রিশ জন সেনা নষ্ট না হইলে এক যব

ভূমি অধিকারে সমর্থ হইল না। এ রূপে বহু সেনা ক্ষয় স্বীকার করিয়াও অমিতসাহসী প্রায় একশত জন বর্মাবৃত পুরুষের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। শত্রু নিকটস্থ হইলে বাণ ও বন্দুক ত্যাগ করিয়া ফিরিঙ্গিরা অসি, বল্লম, পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল লইয়া ভীমবলে বর্মাবৃত পুরুষকে আক্রমণ করিল। নিযুদ্ধে বর্মাবৃত পুরুষ অত্যন্ত দক্ষ; খড়্গ চালনে তাহাদিগকে আঘাত করিতে লাগিলেন। ভয়ানক খড়্গের ঝঞ্জনা মর্মভেদ করিতে লাগিল। নসীরাম পরশু লইয়া যাহাকে আঘাত করিল, সে আর পুনরায় চাহিল না, জীবন হীন হইয়া পড়িয়া গেল। সেতুর উপর যুদ্ধে আক্রমীদিগের অসুবিধা হইল বটে, কিন্তু তাহাদিগের অসম্ভব বিক্রম ও সমূহ সৈন্যে তাহায় অধিক ক্ষতি হইল না। এক এক যব করিয়া ক্রমে বর্মাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কতকগুলি সম্মুখের যোদ্ধারা সেতু পার হইয়া দুর্গে প্রবেশ করিল। অন্যান্য যোদ্ধার তরঙ্গে সেতুটী ভাঙ্গিয়া গেল। অমনি প্রায় তেইশ জন সেনা এক কালে পরিখার গভীরজলে ডুবিয়া গেল। কেহ ডুবিয়া বলপূর্বক সন্তরণ দিয়া কূলে উঠিল। কেহ সন্তরণ দিয়া উঠিতে না উঠিতে গবাক্ষস্থ ফিরিঙ্গি সেনার শরে কালগ্রাসে কবলিত হইল। কেহ তীরে উঠিয়াও ফিরিঙ্গির অস্ত্রবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া আবার জলে গিয়া অদৃশ্য হইল। সেতু ভঙ্গে সেনাবল জলে পড়িয়া নিতান্ত অবসন্ন হইল। বর্মাবৃত পুরুষ ভিত্তি মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোকাভাবে কিছু অস্থির হইলেন। ফিরিঙ্গিরা অন্ধকারে ছিল, তাহারা অবিরামে অস্ত্র চালাইতে লাগিল। বর্মাবৃত পুরুষ আলোক আনিতে আদেশ করিতে

অবকাশ পাইলেন না। নসীরাম অন্ধকারে যুদ্ধ করা নিতান্ত অসম্ভব জ্ঞানে পশ্চাতে ফিরিয়া আলোক আনিতে বলিবে, দেখে সেতু ভাঙ্গিয়া গেছে। চীৎকার করিয়া পারের সেনা-দিগকে আলোক আনিতে আদেশিল। সেনারা শীঘ্র দীর্ঘ দীর্ঘ উল্কা জ্বালিয়া অপর পারে দাঁড়াইল। কিন্তু যোদ্ধাদিগের নিকট আলোকাভাবে নসীরাম নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া জলে ঝাঁপ দিল। নসীরামকে জলে পড়িতে দেখিয়া অপর পারের সেনারা উল্কা লইয়া জলে লম্ফ দিয়া পড়িল। এক হাতে উল্কা উচ্চ করিয়া সন্তরণ দিয়া পারে উঠিতে চেষ্টা পাইল। গবাক্ষদ্বারের ফিরিঙ্গিরা ঘন ঘন শর বর্ষণে তাহাদিগের অধি-কাংশকে নষ্ট করিল। অতি অল্প সেনা উল্কা লইয়া ভিত্তির দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ আলোক দেখিয়া দ্বিগুণ বলে শত্রু আঘাত করিতে লাগিলেন। শত্রু ক্ষয়ে দক্ষ যোদ্ধারা বহুক্ষণ যুঝিয়া ক্রমে হীনবল হইতে লাগিল। নসী-রাম ইতোমধ্যে নূতন বাঁশ লইয়া আবার সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল। প্রায় একদণ্ডের মধ্যে আবার সেতু প্রস্তুত হইলে রায়-গড়ের সেনারা অবিশ্রামে পার হইয়া আসিতে লাগিল। সেনাস্রোতে ফিরিঙ্গিরা হটিয়া গেল। ইহাদিগের বেগ সহ্য করিতে না পারায় দ্রুত পলায়ন করিয়া দ্বিতীয় খাদ পার হইয়া জঙ্গম সেতু উঠাইয়া দ্বার বন্ধ করিল। আক্রমী সেনারা প্রথম জঙ্গম দ্বার খুলিয়া দিলে এক কালে সকল সেনা প্রবেশ করিল। গবাক্ষস্থ ফিরিঙ্গি সেনারা পলায়ন করিয়া অন্তরের গবাক্ষ রক্ষায় নিযুক্ত হইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ এক দ্বার পার হই-লেন। আবার তদ্রূপ দ্বিতীয় দ্বার ভেদ করিতে হইবে, দেখিয়া

তোপ সব আনিতে আজ্ঞা দিলেন ও নসীরামকে সূর্যকুমারের নিকট পাঠাইলেন। বলিলেন, "সূর্যকুমারকে এই গড়ের চতুর্দিক ঘেরিতে বল।"

নসীরাম তোপ আনিয়া উপস্থিত করিল। বলিল, "আর সূর্যকুমারের এদিকে আসিবার উপায় নাই। ফিরিঙ্গি সেনারা গড়ের বাহির হইতে তাঁহার সেনার সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করিয়াছে।" বর্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তবে তুমি সূর্যকুমারের সাহায্যে যাও, আমি ইহাদিগকে পরাভব করিতেছি।" নসীরাম বর্মাবৃত পুরুষের আদেশানুসারে চলিয়া গেল। বর্মাবৃত পুরুষ দূরের ঘন ঘন তোপধ্বনি শুনিয়া বুঝিলেন, বাহিরেও ঘোর যুদ্ধ বাঁধিয়াছে। বর্মাবৃত পুরুষ আবার তোপ লইয়া একবার দ্বারে আঘাত করিয়া দ্বারের পার্শ্বের প্রাচীরে আঘাত করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল বিকট তোপ মারিবার পর এককালে ভিত্তিটি পড়িয়া গেল। অমনি বর্মাবৃত পুরুষ সেই ভেদ দিয়া পরশু হস্তে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য প্রধান প্রধান যোদ্ধারা দৌড়িয়া চলিল। ভিতরে প্রবেশমাত্র গঞ্জালিস প্রভৃতি কএক জন ভীম যোদ্ধার সম্মুখীন হইলেন। অমনি বর্মাবৃত পুরুষ দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া ভীম বলে তাহাদের উপর পরশু চালাইতে লাগিলেন, ভূমিতল রক্তস্রাবে কর্দমাবৃত হইল। ঘন ঘন অস্ত্রে অস্ত্রে লাগায় ঝঞ্ঝন শব্দে চতুর্দিক পূরিয়া উঠিল। গঞ্জালিস ভয়ানক বলে যুঝিতে লাগিল। তুমুল যুদ্ধে সকলেই মাতিয়াছে, সকলেই উন্মত্ত, ক্রমে একে একে সকল উল্কাধারী নষ্ট হইল। বর্মাবৃত পুরুষ আর কিছুই দেখিতে পান না, কেবল অবিশ্রামে পরশু চালনে

অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে শত্রুর আঘাত হইতে আপনাকে রক্ষা করা দুর্ঘট হইল। অন্ধকারে সন্ধান বা লক্ষ সম্ভবে না। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বামহস্তে আপনার কঠিন দীর্ঘ চর্ম্ম-দ্বারা শিরোদেশ আচ্ছাদন পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে পরশু লইয়া বেগে আঘাত করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে "রায়গড়ের সেনা আলোক আন, শীঘ্র যাও, ভয় পাইও না, দস্যু নষ্ট হইল, গেড়িজ আমাদিগের" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ এইরূপে অন্ধকারে অস্ত্রের ধ্বনি ও প্রবল গোলযোগ হইতে লাগিল। অন্ধকারে দীর্ঘ অপ্রশস্ত পথমাঝে কেবল লোকের যন্ত্রণাচীৎকার ও বিকট মৃত্যু যন্ত্রণা শোণা গেল। বহুক্ষণের পর কতকগুলি লোক উল্কা লইয়া দূরে আসিতে লাগিল। ক্রমে বর্ম্মাবৃতপুরুষ সে অন্ধকার পথ পার হইয়া প্রশস্ত প্রাঙ্গণে আসিয়া পড়িলেন। প্রাঙ্গণে পদার্পণ মাত্রে সকল বিপক্ষ ফিরিঙ্গি যোদ্ধারা পলায়ন করিল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ প্রাঙ্গণে কোন বিপক্ষ লোক না দেখিয়া জয়ধ্বনি করিলেন। তাঁহার অনুসারকেরাও জয়ধ্বনি করিল। জয়ধ্বনিতে গেড়িজের প্রতি প্রাচীর কাঁপিল। জয়ধ্বনির পর বর্ম্মাবৃত পুরুষ সকলকে একত্র করিয়া বলিলেন। "তোমরা যে যাহা অভিরুচি, দ্রব্যাদি লও। কিন্তু আমাদিগের আত্মীয় বন্দীদিগকে খুঁজিয়া আনিয়া প্রাঙ্গণে রাখ। আমি বন্দীর অন্বেষণে যাই"। ডাকিয়া বলিলেন। "বরদাকণ্ঠ কোথায়?" বরদাকণ্ঠ ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষের সম্মুখীন হইলে বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "চল আমাকে পথ দেখাও, আমি বন্দীদিগকে মুক্ত করি।"

বরদাকণ্ঠ অগ্রে চলিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ তাহার পশ্চাতে চলিলেন। ক্রমে গেডিজের পশ্চিমপার্শ্বে যাইয়া দ্বারের সম্মুখ হইতে একটি অপ্রশস্ত গলির ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বরদা বলিল। "মহাশয় আমি এই ঘরে ছিলাম। এই খানেই ভিক্রুস্ ছিল। অপরের সমাচার আমি বলিতে পারি না।" বর্ম্মাবৃতপুরুষ তাহার পার্শ্বের ঘরের দ্বারে দাঁড়াইলেন। দ্বারটিতে শৃঙ্খল দেওয়া রুদ্ধ করা। বাহিরে তালক দেওয়া। কুঞ্জী না থাকায় তালক খুলিতে পারিলেন না। আপনার পরশু দিয়া অতি বেগে তালকে আঘাতমাত্র তালক ভাঙ্গিয়া গেল। শৃঙ্খল খুলিয়া ঘরের দ্বার খুলিলেন। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, প্রভাবতী অতি অবসন্ন হইয়া বসিয়া আছেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিল, "কি আবার একি বেশে আমাকে দগ্ধ করিতে আইলে, আর কেন কষ্ট দাও, আমাকে চ্ছেদ কর।"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। "তোমার চিন্তা নাই, আমরা আত্মীয়। রায়গড় হইতে তোমাদিগের উদ্ধারে আসিয়াছি। ফিরিঙ্গিরা এ দুর্গ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, এখন বাহিরে আইস।"

প্রভাবতী একবার একদৃষ্টে তাঁহার প্রতি চাহিয়া বলিল। "আর ব্যঙ্গে কায নাই, যথেষ্ট হইয়াছে।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "আমি সত্য বলিতেছি, আমরা আত্মীয়, এখন সুস্থ হও।"

প্রভাবতী বলিল। "আত্মীয় হও ত, আমাকে আমার পিতার নিকট লইয়া চল। আমি তাঁহাকে না দেখিলে আর থাকিতে পারি না। তাঁহার কি দশা হইল?"

বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন। “আইস তোমার পিতার নিকট লইয়া যাই। কিন্তু আমরা জানি না, তিনি কোথায় আছেন।”

বরদাকণ্ঠ বলিল। “বোধ হয় এই পার্শ্বের ঘরে আছেন।”

বর্ম্মাবৃতপুরুষ পার্শ্বের ঘরের তালা কাটিয়া ফেলিলেন। শৃঙ্খল খুলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, ইন্দুমতী অতি বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। আহা সে কমল মুখচন্দ্র শুষ্ক হইয়াছে, অবনতমুখী ইন্দুমতীর কবরী বদ্ধ নাই। কেশ-পাশ আলুলায়িত। নিরাসনে ভূমে ভূমিদৃষ্টিতে বসিয়া আছেন। দক্ষিণ হস্তে খরসান কৃপাণ। কৃপাণটীর অগ্রভাগ চিবুকে ঠেকিয়াছে। স্পর্শস্থানে চিবুকরাগ নষ্ট হইয়া একটি নীল বিন্দু, পেষণে তাহার চতুষ্পার্শ্ব রক্তহীন। বর্ম্মাবৃতপুরুষের প্রবেশশব্দে ইন্দুমতী চাহিয়া দেখিলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলি-লেন। “দেবি! গাত্রোত্থান কর, দুষ্ট ফিরিঙ্গিরা পলাইয়াছে।”

বর্ম্মাবৃতপুরুষের মন ভাবে পূরিল। বাক্যস্ফূর্ত্তি ভাল হইল না। অসহ্য বেগে শোণিতস্রোত ললাটে প্রবাহিত হইতে লাগিল। গণ্ডরাগ বর্দ্ধিত হইল। ইন্দুমতী বলিলেন। “আমি কোন্ বীরকে আমার উদ্ধারের জন্য প্রণাম করিব? আপনা হইতে আমার যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা আমি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি না। মহাশয়! এটি কোন্ বীরের পুরুষত্ব?”

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। “দেবি! এস্থান অতি কদর্য, অনা-হারে আপনার কষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করিয়া হিন্দুর আবাসে চলুন।”

বরদাকণ্ঠ ব্যগ্র হইয়া বলিল। "আমি লোক দিতেছি, আমার গদি আপনার জন্য নিয়োজিত হইবে।"

বরদাকণ্ঠ দ্রুত ঘরের বাহিরে যাইয়া ভজহরিকে ডাকিয়া আনিল ও তাহার নিকট ইন্দুমতীকে সমর্পণ করিল। প্রভাবতীকে লইয়া বর্মাবৃতপুরুষ অপর এক ঘর খুলিলেন। তাহায় অনঙ্গপাল দেব ছিলেন। প্রভাবতী আপনার পিতাকে দেখিয়া দ্রুত যাইয়া তাঁহার গলদেশ ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনঙ্গপাল অকস্মাৎ প্রভাবতীকে দেখিলে এককালে আনন্দাশ্রুতে তাঁহার বক্ষোদেশ ভাসিয়া গেল। ঘন ঘন প্রভাবতীর শিরোঘ্রাণ ও ললাট চুম্বন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরস্পরের মিলনে সুখলাভ করিলে বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "বরদাকণ্ঠ! তুমি অন্যান্য বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া তোমার গদিতে লইয়া যাও, আমি একবার সূর্যকুমারের যুদ্ধ দেখিয়া আসি। তাহার জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তা হইয়াছে।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "ইহাঁদিগের জন্য আপনি তিলেক ভাবিবেন না। আপনি সূর্যকুমারের নিকট যান।"

বর্মাবৃতপুরুষ অন্তর্গেডিজ হইতে বাহির হইলেন। দ্বারের বাহিরে আসিয়া একটা অশ্ব লইয়া দ্রুত আম্রবাগানের দিগে চলিলেন। দূর হইতে দেখেন, ফিরিঙ্গি সেনারা পলায়ন করিতেছে। রায়গড় ও বৈদ্যনাথের সেনা জয়ধ্বনি করিয়া তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে। কিছু দূর যাইয়াই ফিরিঙ্গি সেনাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহারা ভীম বেগ সহ্য করিতে পারিল না। অধিকাংশ যমকবলে নিপতিত হইল। দুই চারি জন পলাইয়া গেল। আর প্রায় সাতজন প্রধান প্রধান সেনা-

পতি বন্দী হইল। দেখিতে দেখিতে বর্ম্মাবৃতপুরুষ সূর্য্যকুমারের পার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যকুমার বলিলেন। "গেডি-জের সমাচার কি ?"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "দুর্গ আমাদিগের হইয়াছে, পাপেরা পলায়ন করিয়াছে। তোমারও জয় দেখিতে পাই। ভাল হইল। এখন সেনাদল শীঘ্র একত্র করিয়া রায়গড়ে যাওয়া কর্ত্তব্য। আমার মূল কর্ম্ম এখনও হইল না।"

সূর্য্যকুমার বলিলেন। "ইন্দুমতীলাভই আমার মূল উদ্দেশ্য। আহা তাহা যখন সিদ্ধ হইয়াছে, তখন আর আমাদিগের এখানে থাকায় প্রয়োজন নাই।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "এক্ষণে সকল সেনা একত্র কর। আর জাহাজ ও নৌকা হইতে সকল নিশান আনিতে বল। প্রত্যূষেই আমরা আমাদিগের সেনা লইয়া যাত্রা করিব। সূর্য্য-কুমার আপন তূরী লইয়া বাজাইলেন। অমনি সেনারা শ্রেণী-বদ্ধ হইল। পরে একে একে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহারা মাঠে দাঁড়া-ইল। চন্দ্রের কিরণে কি অনির্ব্বচনীয় শোভিল। সেনারা একত্র হইয়া দাঁড়াইলে সূর্য্যকুমার তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত হইতে অনুমতি দিলেন। অমনি তাহারা দুই পার্শ্ব হইতে হটিয়া গিয়া দুই দিকে দুটি পক্ষে দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "কাহাকে গেডিজ্ হইতে সেনাদলকে এখানে আনিতে বল।"

সূর্য্যকুমার একজনকে ডাকিয়া বলিয়া দিলে সে দ্রুত আজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন, "এখন আর সকল সেনা একত্র করা উচিত নহে। রায়গড়ের সেনা ও মহারাজ মানসিংহের সেনারা ভিন্ন ভিন্ন হউক, বৈদ্য-

নাথের সেনারা এক দল*হইয়া মণ্ডলব্যূহে দাঁড়াক।” সূর্য্য-কুমারের অনুমতিমাত্র সেনারা পৃথক হইতে লাগিল। ক্রমে মাঠের তিন অংশে তিন থাক সেনা দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ বলিলেন, “ঐ গেডিজ হইতে অপর সেনারা আসিতেছে, তাহাদিগকে আপন আপন দলে মিসিতে আজ্ঞা দাও।” সূর্য্যকুমার সেইমত আজ্ঞা দিলে তাহারা যে যাহার দলভুক্ত হইল। সূর্য্যকুমার সেনাশ্রেণী ত্যাগ করিয়া বর্ম্মাবৃতপুরুষের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মালিকরাজ ও বল্লভও সেই খানে দাঁড়াইল। পরে নসীরাম আইলে সেও অন্তরে দাঁড়াইল। শঙ্কর প্রভৃতি অন্যান্য রায়গড়ের লোক যে যাহার পদে থাকিয়া সেনামধ্যে গণ্য হইল। ওদিকে বৈদ্যনাথের গোমস্তা পঞ্চু ও অন্যান্য লোকেরা বৈদ্যনাথের সেনামালায় দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষের অনুমতিতে মহারাজ মানসিংহের সেনানীরা আপন আপন স্থানে দাঁড়াইল। কিছু পরেই লোকেরা মহারাজ মানসিংহের সেনাদিগের পতাকা লইয়া উপস্থিত করিল। আপন আপন পতাকা ভিন্ন পদাভিষিক্ত সেনা ও সেনাপতিরা বাছিয়া লইল। পরে বর্ম্মাবৃতপুরুষ সকল সেনাকে আপন আপন বাদ্য বাজাইতে অনুমতি দিলেন। জয়বাদ্য বাজিতে লাগিল। বাদ্যোদ্যমে সন্দ্বীপ পূরিল। ক্রমে অরুণোদয় হইলে গ্রামস্থ লোকেরা দেখা দিল। তাহারা সমস্ত রাত্রি তোপধ্বনিতে ভয় পাইয়া আপন আপন ঘরে লুকাইয়াছিল। সূর্য্যোদয়মাত্রে দূর হইতে লুকাইয়া দেখিতে লাগিল। পরে বাদ্যধ্বনিতে মোহিত হইয়া ক্রমে অগ্রসর হইল। বন্দী ফিরিঙ্গিদিগকে লৌহের পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে পিঞ্জর

বসান হইল। পরে বর্মাবৃতপুরুষ সেনাদিগকে সমুদ্রতীরে যাইতে আদেশিলেন। সেনাস্রোত তালে তালে সমুদ্রদিগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তীরে উপস্থিত হইলে রায়গড়ের সেনাদিগকে আপন আপন অস্ত্র, তোপ প্রভৃতি লইয়া নৌকারোহণ করিতে আদেশিলেন। তাহারা তোপ খুলিতে লাগিল। তাহার পর দিল্লীশ্বরের সেনাপতি কুতব-উদ্দিনকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তুমি সহস্র অশ্বারোহী ও পাঁচ শত পদাতি ও চারিটি তোপ লইয়া সনদ্বীপে থাক। পরে আমি বজবজে যাইয়া যেমত সমাচার পাঠাইব, সেই মত করিও। বাকী সেনাদিগকে অদ্যই যাইতে বল।" সেনাপতি অনুমতি পাইয়া সেইরূপ করিতে লাগিল। বৈদ্যনাথের সেনাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন ও রায়গড়ের সেনাকে রায়গড়ে যাত্রা করিতে অনুমতি দিলে, রায়গড়ের সেনা ও বাকী মহারাজ মানসিংহের সেনারা আপন আপন নৌকায় ও জাহাজে উঠিল। কেবল একখানা নৌকামাত্র তীরে রহিল। বন্দীদিগকে মানসিংহের পোতে উঠাইয়া লইলেন। বন্দীর মধ্যে ফ্রান্সিস্কো ও আনথনি ছিল। সূর্যকুমারকে সঙ্গে লইয়া বৈদ্যনাথের গদীতে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বৈদ্যনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বৈদ্যনাথ ইহাঁদিগকে তাহার ঘরে আসিতে নিমন্ত্রণ করিল ও বহু যত্ন পাইল। বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন, "মহাশয়! আমাদিগের অন্য বিশেষ কর্ম আছে, বারান্তরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।"

বরদাকণ্ঠ বলিল। "মহাশয়! আমি আপনার সঙ্গে রায়গড়ে যাইব। আমার এখানে নিষ্কর্ম থাকিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়।"

বৈদ্যনাথ অনেক নিষেধ করিল, কিন্তু বরদার ব্যগ্রতা দেখিয়া অবশেষে অনুমতি দিল। অরুন্ধতী বরদার সঙ্গে রায়গড়ে যাইতে অভিলাষ প্রকাশ করায়, ইন্দুমতী ও প্রভাবতী যত্ন করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইলেন। অনঙ্গপাল দেব, বল্লভ, নসীরাম, সূর্যকুমার, মালিকরাজ, বর্মাবৃতপুরুষ ও বরদাকণ্ঠ, ইন্দুমতী, প্রভাবতী ও অরুন্ধতীকে লইয়া নৌকারোহণ করিলেন। বৈদ্যনাথ নৌকা ধরিয়া অনেক ক্ষণ কথা কহিয়া অবশেষে সূর্যকুমার ও বর্মাবৃতপুরুষের হস্তে বরদাকে সমর্পণ করিলেন ও তাঁহাদিগকে পুনরায় সনদ্বীপে আসিতে প্রতিজ্ঞা করাইয়া বিদায় দিলেন। বিদায়কালীন বৈদ্যনাথের চক্ষে জল পড়িল। গোবিন্দ বরদার সঙ্গী হইতে চাহিল, কিন্তু বরদা ও বৈদ্যনাথের ব্যগ্রতায় সনদ্বীপে রহিল। বেলা প্রায় একদণ্ড হইয়াছে, বর্মাবৃতপুরুষ তূরী বাজাইলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজও তূরী বাজাইলেন। সকলে জয়ধ্বনি করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বাহকেরা ধ্বজি ঠেলিয়া নৌকা তীর হইতে অন্তর করিয়া দণ্ড ধারণ করিল। ঝপ ঝপ শব্দে দণ্ড চালাইতে লাগিল। নৌকা ক্রমে সনদ্বীপ হইতে অন্তর হইতে লাগিল। বৈদ্যনাথ তীরে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। বরদাকণ্ঠ নৌকায় উঠিয়া দূর হইতে আপনার পিতাকে নমস্কার করিল। গোবিন্দ আপন উত্তরীয় লইয়া দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া দূর হইতে উড়াইতে লাগিল। এ দিকে নৌকা হইতে বরদাকণ্ঠ আপন উত্তরীয় উঠাইল। অরুন্ধতী বর্মাবৃতপুরুষকে বলিল "মহাশয়! আমার ভ্রাতা অনুপরামকে কোথাও দেখিয়াছিলেন?"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "না আমি তাহাকে জানি না।"

বরদা বলিল। "আমি বোধ হয়, যেন তাহার মত এক-জনকে গঞ্জালিসের স্কন্ধ ধরিয়া গেডিজের খড়্কি দিয়া পলা-ইতে দেখিয়াছি।" নৌকা বেগে বহিতে লাগিল। ক্রমে সন-দ্বীপের লোক আর দেখা যায় না। গাছগুলি মিলিয়া একটি ঝোপরাশি হইল। ক্রমে সমুদ্রের জলে সনদ্বীপের কুল ডুবিল। ক্রমে ঘর দ্বারও ডুবিল। ঝোপ তরুও সমুদ্রের জলে ডুবিল। এখন কেবল দুই একটা অত্যন্ত উচ্চ তরুর শিখা ভাসিতেছে। ক্রমে সেও ডুবিয়া গেল। পূর্বদিকে আর সনদ্বীপের চিহ্নও নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

"হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিচ্ছেদভীরুণা।"

যখন রায়গড় হইতে বর্মাবৃতপুরুষ ও অন্যান্য সেনারা সনদ্বীপ যাত্রা করিয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হইল, যখন সনদ্বীপে বৈদ্যনাথ বেঞ্জামিনের সহিত সাক্ষাৎ করিল ও তাহার ঘরে বিশ্রাম করিতে গেল, সেই সময়ে যমুনাপকুইয়ে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আবাসদ্বারে বড় গোলোযোগ। উদ্যানে বিজয়কৃষ্ণ বিষণ্নবদনে দাঁড়াইয়া আছে। দ্বারের সোপানে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বয়ং। তাঁহার বিস্রস্ত কেশ স্কন্ধদেশ পর্যন্ত পড়িয়াছে। আকণ্ঠ পার্ষ্ণি পর্যন্ত শ্লথ অঙ্গরক্ষ দীর্ঘবপুকে আচ্ছাদন করিয়াছে। শিথিল কটিবন্ধের দশা ও রেশমের প্রলম্বদ্বয় সম্মুখে ঝুলিতেছে। সুপ্রশস্ত পিপ্পলের মধ্য হইতে বলবান্ স্নায়ুমান হস্ত দেখা যাইতেছে। মহারাজ বাম হস্তে আপনার কেশপাশ ধরিয়াছেন। দক্ষিণ হস্তটি কঙ্কালে আছে। মহারাজের পায়ে লপেটা পাদুকা। মহারাজ কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টি করিয়া উদ্যানে নামিলেন ও যেখানে বিজয়কৃষ্ণ এক মনে দাঁড়াইয়া ছিল, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়কৃষ্ণ মহারাজের দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না। মহারাজও নিকটে গিয়া কিছুই বলিলেন না; উভয়ে কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিলে, বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এখন হজুরমল আইলে সে সমাচার পাওয়া যায়। দেখুন

রায়গড়েই বা কি হইল। শাস্ত্রে বলে যখন মন্দ সময় উপস্থিত হয়, তখন সর্বত্রই প্রতিকুল ফলোদয় হয়।"

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কিন্তু আমার ত এমত বোধ হয় না যে, আমার সৌভাগ্য এত শীঘ্র অস্ত হইবে। আমার ত আশার এখন অৰ্দ্ধেক কার্য হয় নাই। আমার অদৃষ্ট-সূর্যের সমুচিত উদয়ই হয় নাই, তা তাহার অস্ত কি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ সকলের ভাগ্যে সে ভাস্ক-রের উদয়পর্যন্তও হয় না। আপনার পক্ষে ত তিনি উদিত হইয়াছেন। অনেকে সেই রবির অরুণোদয়েই আত্মাকে কৃতার্থ-ম্মন্য করে।"

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ তোমার কথা সত্য বটে। অনেকের ভাগ্যে তড়িতের ন্যায়ও দৃশ্য হয় না। কিন্তু আমার ভাগ্য কি সাধারণের ভাগ্যের ছাঁচে ঢালা যে, তুমি এত শীঘ্র আমাকে হতাশ হইতে বল। আমার আশার কণামাত্রও অঙ্কু-রিত হয় নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আপনার তাহায় পরিদেবনা করা যোগ্য হইতেছে না। মহারাজ! আপনার তুল্য ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারে ক জন আছে। এ হেন বঙ্গে একছত্রী হইলেন। বঙ্গের সকলেই আপনার শাসন স্বীকার করিয়াছে ও অনেকে করও দিতেছে। বঙ্গের দ্বাদশ সূর্যের মধ্যে আপনি একমাত্র সকলের সমষ্টি। বৰ্দ্ধমানরাজকে গণ্য করা যায় না। তাঁহায় রাজচিহ্ন নাই। সামান্য ভূম্যধিকারীর সঙ্গে ছত্রদণ্ডধারীর তুলনা হয় না। এ অপেক্ষা আর কি আশা করেন। এতদ-তিরিক্ত অভিলাষ ফলকরী নহে।"

মহারাজ বলিলেন। “তুমি আপনার মত কথা কহিলে। এক রাজ্যের মন্ত্রিত্বে বৃত হইয়াছিলে। একের সুশৃঙ্খলে রাজ-কর্ম্ম প্রবাহিত হইলেই যথেষ্ট রাজকার্য হইল জ্ঞান করিতে। এখন দ্বাদশমাত্র রাজত্বের চিন্তা করিতে হয়, যথেষ্ট জ্ঞান করিলে, কিন্তু বিবেচনা করিলে না যে, প্রতাপাদিত্যের মন ভারতবর্ষ এককালে গ্রাস করিতে সমর্থ। এখন বলিতে পারি না, সে পদ হইলে আবার মনের কত দূর গ্রাসশক্তি বৃদ্ধি হইবে। বিজয়কৃষ্ণ! আমার অল্পেতে সন্তুষ্টি হয় না। আমি যত দূর পর্যন্ত মনপটে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অপর কাহার শাসন আমার যেন হৃদে শেলমত লাগে। আমার তাহা সহ্য হয় না। এ কি আমার রাজ্য! সামান্য ভূমিখণ্ডমাত্র, ইহাতে আমার হস্তপদাদি বিস্তারের স্থান নাই। এই দেখ, যমুনাপরুই পার হইলেই গঙ্গাতীরে বর্দ্ধমান রাজার অধিকার, আবার তাহার মধ্যে দিল্লীশ্বরের অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নও দেখা দেয়। বিজয়-কৃষ্ণ! আমার কেবল রাজ্যলাভেচ্ছাই বলবতী নহে। আমি লোভে মুগ্ধ হইতেছি না। পাপ আবার আমার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবে বলিয়া সমাচার পাঠাইয়াছিল। কি আস্পর্দ্ধা! একি কাহার সহ্য হয়? আমি ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করিব। যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যে বিদেশীয় যবন বসিবে, ইহা আমার অসহ্য। পৃথুরাজ চৌহান যে ছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সে ছত্র, অশ্বমাংসলোলুপ, বাসহীন, অসভ্য, তাতারে অধিকার করে এ কোন সৎ হিন্দুর বক্ষে সহে। আমাদিগের দেশ, আমা-দিগের ধন, আমাদিগের অস্ত্রবল; আমাদিগের সেনা, আবার আমাদিগেরই সেনানী কি ম্লেচ্ছ যবনের স্ববৃত্তি চরিতার্থে

নিযুক্ত থাকিবে! এ কেমন কথা? যে সমাচার পাইলাম, কালী করুন, মহারাজ মানসিংহ কৃতকার্য হউন, তবেই আমি সুস্থ থাকিব, যাহা হউক, তাঁহাতেও হিন্দুশোণিত আছে। জিহাঙ্গিরকে সিংহাসন দেওয়া নিতান্ত অসহ্য। ভাল, মুসলমানদিগের মতেও খুসরু কিছু অন্য কেহ নহে, সেও বাদসাহজাদ। যোধপুরপতি গতবার আমায় যেরূপ পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি একান্ত হিন্দুপক্ষ। জয়পুর ওয়ালা মহারাজ মানসিংহ তিনিও মনে মনে আমাদিগের পক্ষ, কিন্তু ভীরুস্বভাববশত স্পষ্ট প্রকাশ করিতে পারেন না। আমি সেরূপ নহি। আমার ইহলোকে কাহাকেই ভয় হয় না। ভয় কাহাকেই বা করিব? বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও জান, আর আমিও শুনিয়াছি, আমি বাল্যকালেও কাহাকে ভয় করিতাম না। আর কাহাকেই বা ভয় করি, আমা অপেক্ষা অধিক বলবান্, অধিক সাহসী, অধিক বুদ্ধিজীবী, অধিক জ্ঞানী, না হইলে ত আমার ভয়ের পাত্র হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যাহা বলিলেন তাহা সত্য, কিন্তু দেখুন, মহারাজ মানসিংহ স্পষ্ট আপন মনের ভাব প্রকাশ করেন না। তিনি কিছু ভীরু নহেন। তাঁহার বিষয়-জ্ঞান আছে, মনে জানেন এখন আস্ফালন নিতান্ত ফলহীন। তিনি যখন যে অবস্থায় থাকেন, তখন সেই মতই ব্যবহার করেন। দেশকাল পাত্রাদি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবে। সময় পরিণত না হইলে আস্ফালনে বিপরীত ফল প্রসব করে। মনে করুন, যখন দিল্লীতে বর্ত্তমান ছিলেন, তখন যদ্যপি মহারাজ এরূপ মত প্রকাশ করিতেন, তবে কি আপনি ফিরিয়া

যশোরে আসিতেন, না রাজত্বই পাইতেন ? তৎক্ষণাৎ দিল্লীশ্বর আপনাকে যথেচ্ছাচরণ করিত। মনের ভাব মনেই রাখুন, সময় হয়, প্রকাশ করিবেন। মহারাজ মানসিংহ সদ্‌যুক্তি করিতেছেন। গুপ্তভাবে স্বকার্য সাধনে নিযুক্ত আছেন। ইহাতে উভয় কুলই রক্ষা পাইবে। কালী দয়া করেন ত এক দিন হিন্দু সম্রাটের ধ্বজা দিল্লীর মুরচার উপর হইতে উড়িবে।”

মহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ ! সকলই কালীর ইচ্ছা বটে, কিন্তু আমাদিগকেও যত্নশীল হইতে হইবে। উদ্যোগ না করিলে কে কোথায় স্বার্থলাভ করে। মহারাজ মানসিংহ গুপ্তভাবে পরামর্শ করায়, সিংহের মত আচরণ করিতেছেন না। তিনি যতখানি লোকপ্রিয়, আমার যদ্যপি তাহার অর্দ্ধেক লোক বশীভূত হইত, তবে আমার আর রাত্রে জাগরণের কারণ কি ? বিজয়কৃষ্ণ ! আমায় ওরূপ পরামর্শ দিও না। আমি অন্তঃশীলা বহিতে পারি না। আমার বল ম্লেচ্ছ তাতার সহ্য করিতে পারে, ভাল, নতুবা একবার পৃথুরাজার আসনের জন্য আমায় যত্নবান হইতে হইবে।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ ! যাহাতে মঙ্গল হয়, তাহাই করা বিধেয়। রাজশ্রীর কুশলেই আমরা জীবিত থাকি। আমরা ছত্রচ্ছায়ায় বৃদ্ধি পাই। গত বিষয়ের শোচনায় প্রয়োজন নাই, এক্ষণকার বিবেচনা কি। মানসিংহও বজবজে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার সেনাদল অত্যন্ত অধিক।”

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ ! বর্দ্ধমানাধিপ কি বলিলেন, আমার দূত কি করিয়া আসিয়াছে, দেখ একবার তত্ত্ব লও। উড়িষ্যায় যে পাঠানরা ভীত হইল, তাহার অর্থ কি ?

আমার দূতকে যে মানসিংহের লোক বলপূর্বক লইয়া গেল, তাহারই বা কি শাস্তি? এত রাজনীতি নহে। দূতেরা চিরদিন সর্বত্রই অবধ্য। যদি দূতের স্বাধীনতা না রক্ষা হইল, তবে আর রাজত্বই বা কি। আমার এ অপমান কোন মতেই সহ্য হয় না। কৃষ্ণনাথের নূতন কিছু সমাচার পাইয়াছ? সে যে প্রায় তিন দণ্ড স্বয়ং তত্ত্ব লইতে গেল, তাহার ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমার ত এমত বোধ হয় না যে, রণবীরবাহাদূর সহসা কোন বিপদে পড়িবে। তবে বলা যায় না, আমাদিগের সময়ের গুণ। অন্তঃপুর হইতে যমুনা দ্রুত আসিতেছে, তাহার কি বার্তা? আবার কি সরমার কোন নূতন উপসর্গ ঘটিল। রোগে নিতান্ত আমাদিগকে জীর্ণ করিতেছে।"

ক্রমে যমুনা মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। "মহারাজ! সরমাদেবীর মোহ হইয়াছে। তিনি এখন কি বলিতেছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না ও বলপূর্বক এক একবার শয্যা হইতে উঠিতেছেন। রাণী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন। আপনাকে সমাচার দিতে অনুমতি করিলেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! কি বিপদ! এ সমস্ত রাত্রি আমাদিগকে কষ্ট দিল। আপনিও যথোচিত কষ্ট পাইতেছে। এমত রোগ ত কখন দেখি নাই। একবার বৈদ্যরাজ হরিশ্চন্দ্রকে ডাকাও।"

বিজয়কৃষ্ণ দূরস্থ প্রহরীকে ইঙ্গিত করাতে সে অগ্রসর হইল। তাহাকে হরিশ্চন্দ্র রায় মহাশয়কে ডাকিতে অনুমতি

দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "যমুনা! তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও, আমরা তাহাকে লইয়া শীঘ্র যাইতেছি।" যমুনা অন্তঃপুরাভিমুখে চলিয়া গেল।

মহারাজ বলিলেন। "এ রোগটা কি, তাহা এখন নিশ্চয় হইল না? রোগ স্থির না হইলে তাহার ব্যবস্থা চলে না। রায়জি কি বলিলেন?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ এটি আমার মতে কোন শারীরিক রোগ বোধ হয় না। অত্যন্ত হর্ষে বিষাদ হওয়ায় এটি জন্মিয়াছে। এক্ষণে বিকার প্রাপ্ত বলিতে হইবে। ইহার শান্তি চিকিৎসাশাস্ত্রে কিছুই লিখে না।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে সরমার কি পরিত্রাণ নাই। হরিষে বিষাদেরই বা কারণ কি? সরমা কি সেই দুষ্টটার জন্য এত ব্যথা পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! যে যাহার প্রিয় হয়, তাহার চক্ষে সকল দোষ গুণ রূপে পরিণত হয়। উভয়ের বাল্যাবধি একত্রে বাস থাকায় এইরূপ ঘটিয়াছে। তাহাতে আবার সূর্য্যকুমার কিছু নিতান্ত অপাত্র নহে। তাহার গুণ আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। সে যে অদ্বিতীয় বীর অসামান্য সরলস্বভাব। বিশেষত সে ভুবনমোহন রূপে সকলকেই বশীভূত করে।"

মহারাজ বলিলেন। "সত্য বটে, কিন্তু এখন ত তাহার কোন বিপদ ঘটে নাই, যে সরমা বিষণ্ণ হইল। সে অল্প সময়ের জন্য কোথায় গিয়াছে, ফিরিয়া আইলেই আবার উভয়ের মিলন সম্ভাবনা।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ যাহা বলিলেন, তাহা আমি

বুঝিলাম, কিন্তু প্রেমিকদিগের আর একরকম বিচার। তাহা-দিগের বুদ্ধির গতি স্বতন্ত্র। তাহাদিগের ভাব স্বতন্ত্র। তাহারা সংসার ছাড়া। প্রেমিকের বিবেচনা নাই। যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে কখন অন্যচক্ষে দেখে না। তাহাকে চক্ষের তারা করে। প্রাণের আশ্রয় জ্ঞান করে। দুই প্রেমিককে একত্রে ছাড়িয়া দাও, তাহারা আর কিছুই চাহে না। তাহাদিগের পক্ষে সংসারের অস্তিত্ব থাকে না। একই অপরের পক্ষে সংসার। সেই তার সকল ভাবের আধার। মহারাজ! আপনি ত এ সকল ভাল জ্ঞাত আছেন।"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "আমি স্ত্রীলোকের প্রেমে এক কালে মত্ত হই না। আমার অন্য চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখে। বশিষ্ঠ ঋষির বচনটি আমি কখন ভুলিব না। বাহিরে আমি সকল বিষয়েই সংশ্লিষ্ট, কিন্তু হৃদয়ে আমার কিছুই নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ যদি এমত হয়, তবে ইন্দু-মতীর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হইলেন কেন?"

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! আমি তখন যেন চেতনাশূন্য হইলাম। এখনও ইন্দুমতীর কথাটি মনে পড়ি-লেই আর আমার কিছুই ভাল লাগে না। ভাল এখনও হজুর-মল আইল না কেন? তোমার কি বোধ হয়, সে কৃতকার্য্য হইয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! কৃতকার্য না হইবার ত কোন কারণ দেখিতেছি না। তবে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ কোথায়, তাহা না জানিলে আমি কিছুই বলিতে পারি না। ঐ রায় মহাশয় আসিতেছেন।"

মহারাজ বলিলেন। "ভাল, ইন্দুমতীর তুল্য আর কাহা-কেও চক্ষে দেখিয়াছ। আমার চক্ষে ত আর কেহই তেমত রূপসী লাগে না। সে যে আমাকে এককালে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে।" রায়মহাশয়কে নিকটস্থ দেখিয়া বলিলেন। "রায়জি সরমার রোগের শান্তি হইতেছে না। আরও বৃদ্ধিকে পাইয়াছে। চল একবার দেখিবে।"

হরিশ্চন্দ্র বলিল। "মহারাজ দেবীর যে রোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহায় ত কোন চিকিৎসাই খাটে না। আমি তাঁহার জন্য নিতান্ত চিন্তিত আছি।"

মহারাজ বলিলেন। "চল একবার দেখিয়া আসি।" মহা-রাজ অগ্রসর হইলেন, হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহাকে অনু-সরণ করিলেন। ক্রমে রাজবাটীর ভিতরেও গেলেন, পরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া সরমার ঘরে গেলেন। দেখেন, সরমা তাঁহার শয্যায় বসিয়া আছেন, তাঁহার বক্ষস্থলে বস্ত্র না থাকাতে প্রশস্ত বক্ষকে আচ্ছাদন করিয়া তুঙ্গ স্তনদ্বয় সাহঙ্কারে উন্নত হইয়া আছে। কণ্ঠার হার পৃষ্ঠদেশে পড়িয়াছে, চক্ষুর্দ্বয় অত্যন্ত উন্মীলিত ও আরক্ত। কপোলরাগ অত্যন্ত বর্দ্ধিত। মহা-রাজ ঘরে প্রবেশ করিয়াই হটিয়া বাহিরে আইলেন। যমুনা ব্যস্তে সরমার গাত্রে ও মস্তকে ওড়না ঢাকিয়া দিল। মহারাজ কিঞ্চিৎ বিলম্ব করিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। হরিশ্চন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ তাঁহার পশ্চাতে প্রবেশ করিল। চিকিৎসক ঘরে প্রবেশ করিয়াই সরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। অমনি তাহার অচেতন অতীব বিস্ফারিত নেত্রভঙ্গি দেখিয়া কিছু ভীত হইল। কিছু ক্ষণ এক দৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া অল্পে

অল্পে অগ্রসর হইল। নিকটে গিয়া বলিল। "মা সরমা! একবার তোমার হাত দেখি।"

সরমা কোন উত্তরই করিলেন না। একদৃষ্টে এক নিমেষ চাহিয়া রহিলেন। চিকিৎসক দুই তিনবার বলিলেও সরমা কোন উত্তর করিলেন না ও কোন ভাবও তাঁহার চক্ষে দেখা দিল না। কেবল এক দৃষ্টে যেমন চাহিয়াছিলেন, তেমতই চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ অগ্রসর হইয়া বলিলেন। "সরমা! বৈদ্যরাজ আসিয়াছেন, একবার তোমার হাত দাও, তোমার হাত দেখিবেন।"

সরমা কোন উত্তর করিলেন না। মহারাজ দুই তিনবার বলিলে পর, চিকিৎসকের দিক হইতে ফিরিয়া মহারাজের দিকে চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া ক্রমে সরমার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। ক্রমে সরমার নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার বর্দ্ধিত কপোলরাগ আরও বৃদ্ধি পাইল। ক্রমে সরমার নীরস চক্ষুতে রস উপজিল। ক্রমে সরমা নাসা-পুট সঙ্কুচিত করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষণের পর তাঁহার মনের ভাব উথলিল, সরমা আর আপনাকে সাবধান করিতে পারিলেন না। সরমা আর স্থির রহিলেন না, সরমার উন্নত কুচাচ্ছাদন বস্ত্র ক্রমে ঘন ঘন দুলিতে লাগিল, সরমা একটি "হা বিধাতঃ!" বলিয়া চীৎকার করিয়া রাণীর গলদেশ ধারণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাণী অমনি বাম হাত সরমার কটিদেশে ও দক্ষিণ হাত সরমার গলদেশে দিয়া তাঁহার কপোলস্থ বিগলিত অশ্রুধারা চুম্বন করিতে লাগি-লেন। রাণীরও চক্ষের জল পড়িল। সে পবিত্র স্নেহভাব

দেখিয়া কঠিনহৃদয় চিকিৎসক আর সে দিকে চাহিতে পারিলেন না। সরমার দুঃখাবনত মুখচন্দ্রও নিতান্ত ব্যাকুল আধ প্রস্ফুটিত, আধ গদ্‌গদধ্বনিতে মিশ্রিত বাক্যে সকলেরই মন গলিয়া গেল। বিজয়কৃষ্ণ আপন অশ্রুসংযমে অক্ষম হওয়ায় মুখ ফিরাইয়া ঘরের বাহিরে গেলেন। মহারাজও মুখে হস্ত দিয়া বাহিরে আইলেন। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরমার শয্যায় বসিলে, হরিশ্চন্দ্র বাহিরে আইল। মহারাজ সরমার নিকটে বসিয়া বলিলেন। "সরমা! মা! তোমার কিসের জন্য মনস্তাপ হইয়াছে, তাহা আমাকে বল, আমি এইক্ষণে সে তাপের কারণ দূর করিতেছি।"

রাণী বলিলেন। "মহারাজ! তোমার সরমার দুঃখের কারণ সূর্যকুমারের অদর্শন। আপনি সূর্যকুমারকে কোথায় পাঠাইয়াছেন বলুন, এখন সংবাদ পাঠাইয়া তাহাকে আনাই। সূর্যকুমারকে এক্ষণে না দেখিলে আমার সরমা—" রাণীর ক্রমে বাক্য মনের ভাবে অস্ফুট হইতে লাগিল, তিনি আর এ কথাটি শেষ করিতে পারিলেন না। স্নেহে অভিভূতা হইয়া সরমার মুখদেশে একটি চুম্বন করিলেন।

রাজা বলিলেন। "সরমা তুমি তাহার জন্য এত চিন্তিত হইও না। সূর্যকুমার কুশলে আছে, আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই, সে ও তাহার ছায়া মালিকরাজ গতরাত্রে কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহই জানে না, অদ্য এইক্ষণেই ফিরিয়া আসিবে। তাহাতে তোমার ভয়ের কারণ নাই। সে কিছু বালক নহে, তাহার কোন বিপদ উপস্থিত হয় নাই।"

রাণী বলিলেন। "মহারাজ! সরমা ভয় করিতেছে, বুঝি

আপনি অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কোথাও পাঠাইয়াছেন। নতুবা কেন; এই তাহার সঙ্গে বিবাহ দিবার কথার পরই সে স্থানান্তরে নিরুদ্দেশ হইল। আর স্কন্ধাবার হইতে যমুনা শুনিয়া আসিয়াছে, যে আপনার আজ্ঞায় হজুরমল কোথায় গিয়াছে, আপনি সূর্যকুমারকে প্রথমে যাইতে বলিয়াছিলেন, সে যাইতে স্বীকার করে নাই। আবার শুনিতে পাই, মালতী বলিতেছিল, রণবীর-বাহাদূর নাকি কোথায় যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে আর শত্রু আসিয়াছে বলিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পরিগমে গিয়াছে। সরমার চিন্তা হইতেছে, বুঝি সূর্যকুমার আপনার কোন অনুমতি লইয়া কোথাও গিয়া বিপদে পড়িয়াছে। আপনি এইক্ষণেই কাহাকেও পাঠান, সূর্যকুমারকে গিয়া আনুক। সরমার আর কোন রোগ নাই, এইমাত্র এক চিন্তায় তাহার নবাঙ্কুরিত কোমল প্রেমকে এককালে অবসন্ন করিয়াছে। মালতী আপনি সরমার দুঃখ দেখিয়া অশ্বারোহণে তাহাদিগের অন্বেষণে গিয়াছে। সেও প্রায় দুই প্রহর কাল হইল। এখনও আসিতেছে না।”

রাজা বলিলেন। “যদি এই সরমার রোগের কারণ হয়, তবে আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সরমা! তুমি কণামাত্রও ভাবিও না, সূর্যকুমার অতিশীঘ্রই আসিয়া পৌঁছিবে। আমি তাহাকে কোথাও পাঠাই নাই।”

মহারাজ উঠিলেন ও ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। “দেখ সূর্যকুমার কোথায় তাহার অনুসন্ধান লও। সূর্যকুমারের জন্যই সরমা নিতান্ত অস্থির হইয়াছে।”

মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বাহিরে চলিলেন, বিজয়কৃষ্ণ

পশ্চাৎ হইতে বলিল। "মহারাজ তবে হরিশ্চন্দ্রের অনুমান সত্য হইল।"

চিকিৎসক বলিল। "মহারাজ যখন রাত্রে আর দুই তিন-বার দেখিয়া গিয়াছিলাম, তাহায় একবারও কোন রোগের চিহ্নমাত্র দেখি নাই।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ এ বালকদ্বয় কোথায় গেল?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "আমি ত অনুমান করিতে পারিতেছি না। বোধ করি, উভয়েই রায়গড়ে গিয়াছে। এক জন সেনাকে রায়গড়ে পাঠাইয়া সমাচার লইলে হয়। কিন্তু হজুরমল এক্ষণেই আসিবে দেখি সে কি বলে?"

রাজা ক্রমে ক্রমে উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। হরি-শ্চন্দ্র অনুমতি লইয়া বিদায় হইল। মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! দেখ আবার সূর্যকুমারের জন্য আমায় কত কষ্ট পাইতে হয়, এমত অব্যবস্থিত আর দুটি নাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ ভূয়োভূয় আপনার উপর দোষারোপ করা আমার উচিত হইতেছে না। কিন্তু কি করি, এমত করিয়া সর্বদা আপনাকে না দেখাইয়া দিলে, আপনার মঙ্গল সাধন করিতে সমর্থ হই না।"

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ বল আবার আমার কি দোষ হইল। তুমি ত আমার পদে পদে দোষ দেখিতেছ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আমাকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আপনি ত আমার পরামর্শে কর্ণপাত করেন না।"

মহারাজ বলিলেন। "তোমার কোন্ পরামর্শের বিপরীত আমি ব্যবহার করিয়াছি?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি সূর্য্যকুমারকে সরমা দান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। একটু স্থির হইয়া বিবেচনা করিলেন না। যদি অদ্য ব্যস্ত হইয়া তাহা না বলিতেন, তবে সরমার এত চিন্তা হইবার কোন কারণ ছিল না। সরমা দেবী যদিচ মনে মনে তাহাকে ভাল বাসিতেন, তথাপি আপনার অনুমতি না পাইলে তাহায় তত স্থিরচিত্ত ছিলেন না। গত কল্য মহারাজের কথায় তিনি মনে মনে সূর্য্যকুমারকে পতিত্বে বরণ করিলেন, আবার গত রাত্রেই তাহার সঙ্গে মিলন হয়, এমত আশাও করিলেন। অন্তঃপুরে মহা উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল, মহা উৎসাহে সরমাদেবী মিলনোযোগী বেশ ভূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের সকল ভাব এককালে উত্তেজিত হইল। একদণ্ডও যাইবে না, সূর্য্যকুমার ও সরমা একাঙ্গ হইবেন, চিরদিনের আশা চিরকালের প্রেম, বাল্যকালের একত্রে বাসে উদ্ভাবিত স্নেহ মিলন ফল ধরিবে। সরমার নবীন মনে আর উৎসাহ ধরিতে স্থান ছিল না। সরমার কেশপাশ বদ্ধ করিতে বিলম্ব সহে না, আয়োজনের বিলম্ব সহে না। প্রেম উথলিল। সরমা হরিষে উন্মত্তা হইলেন। সরমা স্বর্গের চন্দ্র হস্তের নিকট পাইলেন। শেষ সুখলাভাশয়ে হস্ত বিস্তারিলেন, ঐ দেখুন চন্দ্র পলাইল। সূর্য্যকুমার তাঁহার শিবিরে নাই, কোথায় গেছেন, কেহই জানে না। সকল আয়োজন বৃথা হইল, সরমার অর্দ্ধবদ্ধ কবরী অমনি রহিল। সরমার এক নয়নে অঞ্জন হইল না। সরমার একহস্তে অলঙ্কার হইল না। সরমা অমনি উঠিলেন, সরমার মনের আশা অমনি মাথা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সরমার আর দুঃখের সীমা নাই, সরমা

অবসন্ন হইলেন। মহারাজ যদি এমত করিয়া সরমাকে সপ্তম স্বর্গে না তুলিতেন, তবে সরমার পতনে এত কষ্ট হইত না। সরমা অতীব উচ্চে উঠিয়াছিলেন, তাহাকে এককালে অগাধ পঙ্কে ফেলিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ ক্ষান্ত হইলেন। মহারাজ কোন উত্তর করিলেন না, অবাক্ হইয়া বিজয়কৃষ্ণের কথাগুলি শুনিলেন। মনে মনে আপনাকে দূষিলেন, সরমার দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, মহারাজের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন। "আহা! কি কুকার্যই করিয়াছি। নবাঙ্কুরিত-প্রেমকে মথিয়াছি, আহা! তাহার কোমল অঙ্গ জীর্ণ করিলাম, আমি কি অর্বাচীন!" বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! সত্য বলিয়াছ, আমার সেটী বড় যুক্তিমত কর্ম হয় নাই, আমি পবিত্র-প্রেমে কণ্টক দিয়াছি। আহা! নির্ম্মল-প্রেম মলিন হইল। এ মলা নষ্ট হইতে কত দিন যাইবেক। আমার সরমা এক রাত্রের মধ্যে ক্ষীণা হইয়াছেন, চিন্তা এমতি ভয়ানক। রাক্ষসী যাহাকে স্পর্শ করে, তাহার অন্তরাত্মা পর্যন্ত ম্লান হয়। এখন সদ্‌যুক্তি কি, কিসে সূর্যকুমারকে শীঘ্র আনা যায়?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ঐ মালতী আসিতেছে, তাহার তত্ত্বাবধারণের ফল শ্রবণ করুন; পরে উপস্থিতমতে বিচার হইবে।"

মালতী অতি দ্রুত আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলে বিজয়কৃষ্ণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "মালতি! মহারাজ তোমায় স্মরণ করিতেছেন, এ দিকে এস।"

মালতী মহারাজকে দেখিয়া তাঁহার নিকটে আইল।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মালতি! তোমার কুশল বল।"

মালতী বলিল। "মহাশয়! আমি যাহা দেখিলাম ও শুনিয়া আইলাম, তাহাতে বড় কুশল সমাচার নহে। আমি বোধ করি, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ রায়গড়ে গিয়াছিলেন।"

রাজা ও বিজয়কৃষ্ণ এক শ্বাসে বলিলেন। "ইহারা কি রায়গড়ে গিয়াছিল? তুমি কেমতে জানিলে?"

মালতী বলিল। "মহারাজ! আমি প্রথমে সূর্যকুমারের তাম্বুতে গিয়া সমাচার নিলাম; তাঁহার দাস বলিল, 'তিনি ও মালিকরাজ উভয়ে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দুই অশ্বে আরোহণ করিয়া গমনকালে বলিয়া গেলেন যে, অদ্য বা কল্য অবশ্য আসিবেন, তাহাতে চিন্তিত হইতে নিষেধ করিও।' আমি তাঁহার ভৃত্যকে অনেক জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, বোধ করি, তাঁহারা রায়গড়ে গিয়াছেন, কেন না তাঁহারা দুই জনে রায়গড়ের কথা বার্তা কহিতেছিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "তার পর?" মহারাজ নিস্তব্ধে শুনিতেছিলেন, কোন প্রশ্ন করিলেন না।

মালতী বলিল। "আমি তাঁহার দাসের কথা সপ্রমাণ করিবার জন্য রণবীরের তাম্বুতে গেলাম, সেখানকার দারোগাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে আমাকে গত রাত্রের প্রথম প্রহরী-সকলের নাম কাগজ দেখিয়া বলিয়া দিল। দক্ষিণ অঞ্চলের প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল, 'হাঁ, গত রাত্রিতে সূর্যকুমার ও মালিকরাজ অশ্বে দক্ষিণ দিকে রাজমার্গ বহিয়া চলিয়া গেলেন; জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, প্রয়োজন আছে,' সে বলিল। 'তাঁহাদিগের সঙ্গে অস্ত্রাদি ছিল'।"

মালতী বলিল। "তাঁহাদিগের রায়গড়ে যাওয়া স্থির জানিয়া আমি রায়গড়াভিমুখে অশ্ব চালাইলাম, পথে কাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, কিন্তু আসিবার সময় বরাবর পার্শ্বা-পার্শ্বী দুই অশ্বের ক্ষুরচিহ্ন দেখিলাম। রায়গড়ে গিয়া বিষম বিপদ শুনিলাম।"

বিজয়কৃষ্ণ সভয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টি করিলেন, মহারাজও সাকুতে উত্তরিলেন। মালতী বলিল। "মহারাজ রায়গড়ে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, গত রাত্রে ফিরিঙ্গিরা অতিথি-বেশে রায়গড়ে আশ্রয় লয়, নরাধম বিশ্বাসঘাতকেরা রাত্রে রায়-গড়ে ডাকাতি করিয়াছে ও দেবী ইন্দুমতীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আর অনঙ্গপাল দেব ও প্রভাবতীকেও হরিয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিল। মহারাজ অন্তঃশিলাতে উত্তরি-লেন। মালতী বলিল। "মহারাজ সেখানে শুনিলাম, সন্ধ্যার পর একজন বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী পুরুষ অতিথি হয়, ও তাহার পর দুইজন সাস্ত্র অশ্বারোহীও অতিথি হয়, যে দুই জন পরে অতিথি হইয়াছিল, তাহাদিগের রূপবর্ণনে আমার বেশ বিশ্বাস হইল যে, তাহারা বন্ধুদ্বয়। এই তিন জনেই রায়গড়কে অনেক রক্ষা করে। এমন কি, যদ্যপি তাহাদিগের মত আর এক জন থাকিত, তবে ফিরিঙ্গিরা পরাজিত হইত ও অনেকে বন্দীও হইতে পারিত। তিন্ জনে প্রায় অর্দ্ধেক ফিরিঙ্গিকে নষ্ট করিয়াছে। মহারাজ রায়গড়ের বিপদে আমাদিগেরও সমূহ বিপদ শুনিলাম, দুইজন অশ্বারোহী যুদ্ধে পতিত হইয়াছেন।"

বিজয়কৃষ্ণ সতৃষ্ণ নয়নে মালতীর দিকে চাহিল। মালতী বলিল। "মহারাজ! সে বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী পাতিত হইয়া-

ছিলেন। শুনিলাম, পরে তাঁহার চেতনা হইলে তিনি উঠিয়া রায়গড়ের সেনা সংগ্রহ করিয়া ইন্দুমতীকে মুক্ত ও ফিরিঙ্গি নষ্ট মানসে তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়াছেন। কেহ জানে না, সে ফিরিঙ্গিরা কোথা হইতে আসিয়াছিল।"

রাজা বলিলেন। "ভাল অপর দুই জন অশ্বারোহীর কি সমাচার?"

মালতী বলিল। "মহারাজ সেখানে কেহই কিছু নিশ্চয় বলিতে পারে না। কেহ বলে 'তাঁহারা উভয়েই কালকবলে পড়িয়াছেন।' কেহ বলে 'না, তাঁহারা পরে চেতনা পাইয়া উঠিয়া সেই বর্মাবৃতপুরুষের সঙ্গী হইয়াছেন'।" মালতী নিস্তব্ধ হইল। বিজয়কৃষ্ণ অতীব বিষণ্ণ হইল। মালিকরাজ তাহার একমাত্র সন্তান। মালিকরাজের অমঙ্গল সম্বাদ পাইয়া যৎ-পরোনাস্তি দুঃখিত হইল। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে মালতীর প্রতি চাহিয়া বিজয়কৃষ্ণ সহসা ভূমে বসিল।

মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! এত চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই; এখন সমূহ সন্দেহ আছে। কে বলিতে পারে যে, মালিকরাজ ও সূর্যকুমার রায়গড়ে গিয়াছে, এ সমস্তই এখন অনুমানের উপর চলিতেছে।"

বিজয়কৃষ্ণ কাতর হইয়া বলিল। "মহারাজ! আমার এক-মাত্র পুত্র মালিকরাজ।" বিজয়কৃষ্ণ দুই তিনবার দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মুখ পুঁছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মালতীকে বলিল। "মালতি! যাও বিশ্রাম কর, এ সমাচার সরমাকে দিওনা।" মালতী বিদায় হইল। বিজয়কৃষ্ণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া মৌনী রহিল। মহারাজও মনে মনে চিন্তা

করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের সম্ভাবনা পরিমাণ করিতে লাগিলেন, ভাবিলেন "বুঝি সূর্যকুমার জীবিত আছে।" আবার ভাবিলেন। "বোধ হয় সে সূর্যকুমার নহে, মালতীর অনুমানের ভ্রম। যাহা হউক হজুরমল না আইলে কোন মতেই ইহার সিদ্ধান্ত হইতেছে না। মালতীর অনুমান যদি সত্য হয়। আমি তাহা ভাবিতে পরি না, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমার সরমা তবে কি সুস্থ থাকিবে ?"

রাজা দূর হইতে হজুরমলকে অতি বেগে অশ্ব চালাইতে দেখিয়া বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! হজুরমল আসিতেছে, সমাচার পাইবে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ আমার মন অত্যন্ত অস্থির হইয়াছে, আমি নিতান্ত কাতর হইতেছি। আমার বৃদ্ধাবস্থায় কালী কি আমাকে মর্মবেদনা দিবেন। হা বিধাতঃ! আমার কি এমত পাপ আছে যে, শেষ দশায় পুত্রশোক পাইব। আহা মালিকরাজ আমার অত্যন্ত বীর।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে বুদ্ধি ভ্রম হইল, দেখিতেছি। তুমি দুর্ভাগ্যোদয়ের পূর্বেই যে অবসন্ন হইলে। মালতীর কথায় এত দৃঢ় বিশ্বাস করা উচিত হইতেছে না। সকলই অনুমান।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সত্য বলিতেছেন, তথাপি মন তাহা বোঝে না। আমার অন্ধের ছড়ি মালিকরাজ।" হজুরমল নিকটে আসিয়া মহারাজকে শির নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া অশ্ব হইতে উত্তীর্ণ হইল। মহারাজ বলিলেন। "হজুরমল! তোমার কুশল বল।"

হজুরমল বলিল। "আপনার স্থির লক্ষ্মী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। এ দাসকে যে বিষয়ে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমার সাধ্যমত আঞ্জাম করিয়াছি।"

মহারাজ বলিলেন। "তবে ইন্দুমতীকে কোথায় রাখিয়া আইলে?"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ আপনার নিকট হইতে বিদায় হইয়া সন্ধ্যার পর রায়গড়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। পরে গঞ্জালিসের লোকজন লইয়া রায়গড়ে অতিথি হইলাম। রায়গড়ের অতিথিসেবার বন্দোবস্তে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। এরূপ ব্যবস্থা ও আদর আর কুত্রাপি দেখি নাই। সেখানে রাত্রি প্রায় দেড়প্রহরের সময় রোগের ছল করিয়া ইন্দুমতীকে তাহার গৃহ হইতে বাহিরে আনাইলাম, সেই অবকাশে আমি তাহাকে লইয়া এক আম্রবনে গেলাম। পরে গঞ্জালিসের সেনারা ডাকাইতি আরম্ভ করিলে রায়গড় হইতে অন্য অন্য সেনাসামন্ত সব বাহির হইল। তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইল। চতুর্দিক হইতে পঙ্গপালের মত তাহাদিগের সেনা সব বাহির হইতে লাগিল। চারিদিগের মুরচার উপর হইতে উল্কা জ্বলিয়া উঠিল। আর ঘন ঘন দামামা বাজিতে লাগিল। ক্ষণকাল মধ্যে নিকট গ্রাম সকলে মহাকোলাহল উঠিল। চারিদিগের গ্রামে উল্কা জ্বলিল। গ্রামস্থ লোকেরা তূরী ভেরী তাসা দামামা প্রভৃতির শব্দে উত্তরিল। দুর্গাক্রমে যেরূপ ব্যাপার উপস্থিত হয়, ততোধিক সমারোহ হইল। ক্ষণেকের মধ্যে প্রায় দশ বার সেনাদলে আমাদিগকে চারিদিক হইতে ঘেরিল। চন্দ্রোদয় হইয়াছিল বলিয়া আমার নিভৃত স্থানেও সেনাসব আসিয়া উপস্থিত হইল।

যুদ্ধ স্রোতে আমরা নাচিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিলে ফিরিঙ্গি সেনারা ভঙ্গ দিল। যুদ্ধ করা আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কোন মতে মহারাজের আদেশ সাধন করা। ইন্দুমতীকে লইয়া পলায়ন করিলাম। কিন্তু রায়গড়ের সমূহ সেনা আমাকে আক্রমণ করিল। আমি তাহাদিগকে পরাভব করি, এমন সময় একজন নিষ্ঠুর দ্রুতবেগে আসিয়া ইন্দুমতীর শিরচ্ছেদ করিল। ইন্দুমতীর এই অবস্থা দেখিয়া আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে আমি রায়গড় ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কতক্ষণ পরে যুদ্ধাবশিষ্ট ছয়জন মাত্র ফিরিঙ্গি, অনুপরাম ও গঞ্জালিসের সঙ্গে দ্রুত পদে বাহিরে আইল। আমার সহিত দেখা হওয়ায় আপনাদিগের অদৃষ্টের নিন্দা করিয়া আমরা প্রত্যাগমন করিলাম। পথে দেখি যে রায়গড়ের অশ্বারোহী সেনা সব আমাদিগকে অনুসরণ করিতেছে। আমরা একটা সেতুর অন্তরালে লুকাইলাম। পরে বেলা হইলে বাহির হইয়া আমি এদিকে আইলাম। তাহারা লজ্জায় আপনাকে মুখ দেখাইবে না বলিয়া সনদ্বীপে চলিয়া গেল। মহারাজ! আমি কৃতকার্য হইতে পারি নাই বলিয়া আপনার নিকট অপরাধী আছি। কিন্তু ধর্ম জানেন, আমি কোন বিষয়ে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে পুরস্কারের পাত্র হই, আজ্ঞা করুন।" হজুরমল ক্ষান্ত হইল। অন্তরে হেট মুণ্ডে দাঁড়াইল। মহারাজ একমনে তাহার কথা শুনিতেছিলেন, কথা সাঙ্গ হইলে কোন উত্তর করিলেন না। মৌন হইয়া ভূমি দৃষ্টিতে রহিলেন।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "হজুরমল! তুমি কি রায়গড়ে সূর্য-কুমার ও মালিকরাজকে দেখিয়াছ?"

হুজুরমল বলিল। "আমি তাহাদিগকে সেখানে দেখি নাই। তাহাদিগের ত সেখানে যাইবার কথা ছিল না। এ প্রশ্নের অর্থ কি? কিন্তু গতকল্য যুদ্ধাভিনয়ে যে কৃষ্ণ বর্মাবৃত অজ্ঞাত অশ্বারোহী উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে রায়গড়ে দেখিয়াছি। কিন্তু বোধ করি সে জীবিত নাই। সে আমারই পরশু আঘাতে পড়িয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "সেখানে বর্মাবৃত অশ্বারোহী কয়জন ছিল।"

হুজুরমল বলিল। "তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না, বোধ হয় সহস্র বর্মাবৃতপুরুষ ছিল।"

মহারাজ বলিলেন। "ভাল এক্ষণে বিশ্রাম কর, পরে হাজির হইও।" বিজয়কৃষ্ণকে বলিলেন। "হুজুরমলকে একটি খেলাত দাও।" বিজয়কৃষ্ণ আপনার অঙ্গ রক্ষ হইতে একটু কাগজ বাহির করিল। একটি মস্যাধার ও লেখনী বাহির করিয়া একখানি ফরমান লিখিয়া দিল। মহারাজ আপনার অঙ্গু-রীয়ক লইয়া পত্রে মুদ্রাঙ্কন করিলেন। বিজয়কৃষ্ণ সেই ফর-মানটি লইয়া হুজুরমলকে দিল। হুজুরমল শির নোয়াইয়া যত্ন পূর্বক তাহা লইয়া চলিয়া গেল। হুজুরমল দূরে গেলে মহারাজ বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ এই লও, আর তোমার চিন্তায় কি প্রয়োজন? মালতী প্রকৃত সমাচার আনিতে পারে নাই। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্টকরণে তাহাদিগের কি ইষ্টলাভ হইল?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমি এ ব্যাপারটী কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। মালতীর বর্ণনের সঙ্গে হুজুরমলের বর্ণন কিছুই মিলিল না। কিন্তু ইন্দুমতীকে নষ্ট করা বেশ বোঝা

মালতী বলিল। "যদি তাম্বুর ভিতরই যাইবে না, তবে কেন এদিকে আইলে? এ কেমন নূতন রকম ভালবাসা।"

সরমা বলিল। "তাম্বুর ভিতর যাওয়ায় আমার কোন লাভ নাই।"

মালতী বলিল। "তবে তাম্বুর বাহির হইতে দেখাতে তোমার কি লাভ হইল।"

সরমা বলিল। "সখি! তুমি বুঝিয়াও বোঝ না, সূর্যকুমার যে স্থানে থাকেন, সে স্থানও আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রিয়। এখন চল, আর স্কন্ধাবারে থাকা উচিত নহে। ক্রমে লোক-সমাগম অধিক হইতেছে। চল এখন আপন ঘরে যাই।"

মালতী বলিল। "সখি! যাহাতে সন্তুষ্ট থাক, তাহাই কর।"

সরমা তাম্বুর দ্বার হইতে আপন গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। কিছু দূর যাইয়া বলিল। "মালতি, সখি! আমার আর একটীমাত্র ইচ্ছা আছে, সেটী তোমা হইতেই সিদ্ধ হইবে। তাহা হইলেই আমি এ জন্মের মত নিশ্চিন্ত হইলাম।" সরমার শান্ত নীরস মুখশ্রী দেখিয়া মালতী অত্যন্ত দুঃখিতা ছিল। তাতে আবার স্বয়ং মালিকরাজের অমঙ্গলবার্তা শুনিয়া আসিয়াছে। মালতী মৌখিক কিছু স্থির ছিল, থাকিয়া থাকিয়া তাহার মন কাঁদিয়া উঠিতেছিল। পাছে তাহার ভাবান্তর দেখিয়া সরমার মনে কোন যাতনা হয়, বলিয়া মনের ভাব মনেই গোপন রাখিয়াছিল। সরমার এই কথাটি শুনিবামাত্র তাহার মন আর সহ্য করিতে পারিল না। মালতীর চক্ষু দিয়া অশ্রু বিগলিত হইল। মালতী মুখ ফিরাইয়া আপন অঞ্চল দিয়া অশ্রু পুঁছিতে লাগিল। সরমা তাহা দেখিল, বলিল।

"মালতি! তুমি আমায় বলিলে না, কিন্তু মনের ভাব কি কেহ সখীর নিকট গোপন করিতে পারে। আমি বুঝিয়াছি, আমার সর্বনাশ হইয়াছে। ভাল! এখন ঐ তাম্বুর ভিতর যাও, সূর্য-কুমারের ব্যবহারের কোন একটি জিনিস তাহার দাসের নিকট হইতে আমার জন্য আন, আমি আর তোমায় বিরক্ত করিব না।"

মালতী বলিল। "সরমা তুমি কি আমাকে পর জ্ঞান কর যে, থাকিয়া থাকিয়া আমাকে এমত বলিতেছ। এখন তোমা ভিন্ন আমার আর কে অধিক প্রিয় আছে?"

মালতীর শেষের কথাগুলি কিছু অপরিষ্কার হইল, মালতীর চক্ষুর্দ্বয় অশ্রুতে ভাসিতে লাগিল। মালতী অতীব আয়াসে অশ্রু দমন করিল। সরমার কিন্তু চক্ষে জলমাত্র নাই। সরমা সৌম্য মূর্তিতে চাহিয়া রহিল। মালতী তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিয়া ক্ষণেক বিলম্বে ফিরিয়া আইল। এক হাতে একটি উষ্ণীষ, অপর হাতে একটী কৃপাণ। উষ্ণীষটী লইয়া সরমাকে দিল। বলিল "সরমা এটি সূর্যকুমারের উষ্ণীষ। এ কৃপাণটি আমার জন্য আনিয়াছি। এটি মালিকরাজের কটিদেশে সর্বদা বাঁধা থাকিত।"

সরমা উষ্ণীষটী লইল। সযত্নে তাহার চতুর্দিক ভাল করিয়া লক্ষ করিল। কৃপাণটিও একবার চাহিয়া লইল। বলিল। "আহা এ কৃপাণটি আমার সূর্যকুমারের আত্মীয়ের। মালতি! এ কৃপাণটি তুমি রাখ।"

সরমা ছাউনি হইতে বাহিরে গেল। মালতী বলিল। "চল এখন ঘরে যাই, আর এখানে থাকায় কি ফল?"

সরমা মালতীর স্কন্ধে এক হাত ও যমুনার স্কন্ধে অপর একটি হাত দিয়া ঘরে চলিয়া গেল।

ধারাটী যাইতেছে। পার্শ্ব হইতে ক্ষুধার্ত্ত-কাক সতৃষ্ণ-নয়নে চঞ্চুদ্বয় ব্যাদান, ঊর্দ্ধমুখ করিয়া সেই রস পান করিতেছে। হয় ত দুই তিনটা কাকে পক্ষ উচ্চ করিয়া চঞ্চু দ্বারা বলে শকুনীর ছিন্ন মাংসখণ্ড হরিতে যেমন অগ্রসর হইতেছে, অমনি ভীষণ-চঞ্চু শকুনী গলদেশ বক্র করিয়া ঠোকরাইতে যাইতেছে; ধূর্ত্ত-কাক অমনি উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। এদিকে পাঁচ ছয়টা কাকে একত্র হইয়া শকুনিকে ঘন ঘন চঞ্চু-দ্বারা ব্যস্ত করিতেছে। কেহ দূর হইতে গলদেশ লম্বা করিয়া, তাহার পুচ্ছের পালক ধরিয়া টানিতেছে। কেহ উড়িয়া চিলের নকল করিয়া, নখদ্বারা শকুনির মস্তকে আঘাত করিতেছে। দুই তিন বার ত্যক্ত হইলে, শকুনিটা মুখ বাঁকাইয়া তাড়া দিলে, কাক কা কা করিয়া উড়িয়া অন্তরে বসিতেছে। কোথাও গৃধিনী একটা, উদর পূর্ত্তির পর শুভ্র বিরাট পক্ষদ্বয় বিস্তারিয়া পৃষ্ঠদেশে ভর দিয়া রৌদ্রে পক্ষ শুকাইতেছে। কোথাও একটা বন্য কুকুর একপা কোন স্কন্ধহীন শবের পেটে দিয়া অপর নখল পা দ্বারা তাহার ছিন্নগলদেশ আঁচড়াইতেছে। হয়ত কিছু মাংস খসিলে ভীম দংষ্ট্রা ব্যাদান করিয়া, পার্শ্বের দন্তের দ্বারা শুষ্ক মাংস চর্ব্বণ করিতেছে। দূরের ঝোপের ভিতর শৃগালেরা লুকাইয়া আছে। দিবাবশত সাহস করিয়া বাহির হইতেছে না। একটা হয়ত অসমসাহসীকের মত ঝোপ হইতে বাহির হইয়া একবার ইতস্তত দৃষ্টি করিয়া দ্রুতপদে একটা ছিন্ন পা বা হাত মুখে লইয়া ঝোপের ভিতর গেল। কাকেরা শৃগালাগমে কা কা করিয়া উঠিল। শৃগালটি ঝোপে যাইয়া হাতটি চর্ব্বণ করিতেছে, এমত সময় অপর দুইটি

শৃগাল আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার মুখের আহার লইয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ দেখিতে অতি ভীষণ। কুক্কুরচয়ের বিকট ডাক, কাক ও শৃগালের ডাক, মাঝে মাঝে দুই তিনটা কুক্কুরের পরস্পরের সঙ্গে কলহ ও চীৎকার। বনের মধ্য হইতে শৃগালের বিবাদের ক্যাক্ ক্যাক্ শব্দে চতুর্দ্দিক্ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়াছে। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে একটি মসীবর্ণ রক্তনেত্র বিড়াল মুখ ফিরাইয়া বসিয়া একটি হাতের কিছু মাংস অল্পে অল্পে চর্ব্বণ করিতেছে। নিকটের গাছে শকুনি, গৃধিনী, কাক ও কাকোলপূর্ণ। কেহ উড়িয়া আসিয়া গাছে বসিল, কেহ গাছ হইতে উড়িয়া গেল। মাঝে মাঝে এক আধ্‌টা চিল দুই একবার ক্ষেত্রের উপর ঘুরিয়া একটী মাংসখণ্ড লক্ষ্য করিয়া ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। ডোমেরা আসিয়া ঝোড়া করিয়া টুক্‌রা মাংস সব উঠাইয়া লইতে লাগিল। ডোমের পৃষ্ঠদেশ বহিয়া রস ও গল্‌তানি পড়িতে লাগিল। পথে রসধারা পড়িল, মক্ষিকাচয় তাহায় যাইয়া বসিল, কাকেরা মহা কলরব করিয়া ডাকিয়া উঠিল। শকুনী ও গৃধিনীরা গম্ভীরভাবে অন্তরে লাফাইয়া বসিল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রণক্ষেত্র দেখিয়া শীঘ্র পরিষ্কার করিতে আদেশ দিলেন। ক্রমে তাঁহার সেনারা আপন আপন বাসস্থানে স্তূপাকারে দ্রব্যাদি আনিয়া উপস্থিত করিল। মহারাজ চতুর্দ্দিক্ দেখিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে কমলাদেবীর সম্মুখীন হইয়া বিধি পূর্ব্বক নমস্কার করিলে, কমলাদেবী আশীর্ব্বাদ করিলেন ও সকল কুশল সমাচার জিজ্ঞাসিলেন। পরে গত রাত্রের বিপদের কথা সংক্ষেপে প্রতাপাদিত্যের গোচর করিলেন।

মহারাজ বলিলেন। "আমি লোক-মুখে সমাচার পাইয়াই আসিয়াছি। এ কি দৌরাত্ম্য! এখানে ত বাস করা দায় দেখিতে পাই? আমি একটা বন্দোবস্ত না করিয়া এখান হইতে যাইব না।"

কমলাদেবী বলিলেন। "বাপু! এ ত তোমারই বিষয়? ইহাতে তোমার যত্ন না করায় দোষ হইতেছে; আমি তোমাকে যশোর ত্যাগ করিয়া এখানে বাস করিতে বলিতে পারি না; কিন্তু তোমার এক একবার এ দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত।"

মহারাজ বলিলেন। "আমি সর্বদাই সমাচার লইয়া থাকি, তবে বিষয়কর্মে ব্যাবৃত থাকায়, আসিয়া শ্রীচরণের ধূলি স্পর্শ করিতে পারি না। ছোট খুড়ো কোথায়?"

কমলাদেবী বলিলেন। "তিনি তাঁহার ঘরে আছেন।"

প্রতাপাদিত্য কমলাদেবীর নিকট বিদায় লইয়া বিমলাদেবীর আবাসে গেলেন। বিমলাদেবী আপন ঘরে বসিয়া আছেন, নিকটে প্রিয়-সহচরী এক জনও বসিয়া আছে। মহারাজকে দেখিয়া সম্ভাষণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য বিহিত সম্মান-পুরঃসর আসনে বসিলেন। দাসী উঠিয়া তাম্বূল আনিতে চলিয়া গেল। বিমলাদেবী বলিলেন, "মহারাজ! কি মনে করে এখানে শুভাগমন হইল? কোথায় যাত্রা হইতেছে, সঙ্গে লোক লস্কর অনেক আসিয়াছে।"

বিমলাদেবী মহারাজ প্রতাপাদিত্য হইতে বয়সে ছোট, মহারাজ তাঁহা হইতে প্রায় তিন বৎসর অধিকবয়স্ক হইবেন। বিমলাদেবী ৺ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রধান অমাত্য জয়দেব লালার কন্যা। বাল্যকালাবধি মহারাজের সঙ্গে

অত্যন্ত সম্প্রীত ছিল। তাতে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের সঙ্গে বিবাহে আরও প্রীতি জন্মিল। মহারাজ, লোক জন থাকিতে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেন, আর দুই জনে একক হইলে প্রায় তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেন ও বালককালের প্রিয়সখীর মত ব্যবহার করিতেন, ইহাতে বিমলাদেবীর সন্তোষ জন্মিত। মহারাজ বলিলেন। "বিমলা! তোমাদের বিপদ ঘটিয়াছে শুনিয়া এখানে আসিলাম, এখানে একটা বন্দোবস্ত করিব বলিয়া লস্কর আনিয়াছি।"

বিমলা বলিলেন। "কি বন্দোবস্ত করিবে? আর বন্দোবস্ত করিবার কি আছে? একে একে সকল বন্দোবস্তই ত হইয়াছে?"

মহারাজ বলিলেন। "কি বন্দোবস্ত করিয়াছি? আমার ত মহারাজ বসন্তরায়ের কাল হইবার পর আর এখানে আসা হয় নাই?"

বিমলাদেবী বলিলেন। "আমাদিগের অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইল। মহারাজের অকালে কাল হইল। কি দুঃখের বিষয়! রায়বংশে জলদানের আর কেহই রহিল না।"

বিমলাদেবীর চক্ষু জলে ছল ছল করিতে লাগিল। দেবী অঞ্চল লইয়া মুখ আবরণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য স্থির হইয়া বিমলাদেবীর শোক দেখিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। মৌনী হইয়া কিছুক্ষণ থাকিলে বিমলাদেবী বলিলেন। "মহারাজের বাসার ত কোন অসুবিধা হয় নাই? এখানে দেখিবার লোকমাত্র নাই। গতরাত্রের ব্যাপারে অনঙ্গপালদেব কন্যার সহিত বন্দী হইয়াছেন। আমাদিগের প্রিয় ইন্দুমতীও আর

এখানে নাই। পাপ বিশ্বাসঘাতকেরা তাহাকেও লইয়া গিয়াছে। আমরা অনাথা দুই অবীরা সতিনী এই জনশূন্য স্থানে পড়িয়া আছি। আহা! ইন্দুমতী আমাদিগের শোকাপনোদনের একমাত্র আশ্রয় ছিল। আমাদিগের একমাত্র প্রেমাস্পদ। আমরা কেবল তাহার প্রেমে ও শুশ্রূষায় সপত্নীবাদ সাধিতাম। কেবল ইন্দুমতীর স্নেহের সময় অমরা সপত্নীর মত হইতাম। এখন বিধাতা আমাদিগকে সে সুখে বঞ্চিত করিল। মহারাজ! আমরা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছি।”

মহারাজ বলিলেন। “দেবি! আমি যমুনাপরুইয়ে এই সমাচার পাওয়া অবধি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। এখন যাহাতে পুনরায় সে ঘটনা না হয়, তাহার উদ্দেশেই আসিয়াছি। কিছু লস্কর গড় রক্ষার্থে রাখিয়া যাইব। আর সন্ধান লইয়া দুষ্টদিগকে সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। ইন্দুমতীর কি হইয়াছে?”

বিমলাদেবী বলিলেন। “মহারাজ! পাপেরা ইন্দুমতীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে”। বিমলাদেবী রোদন করিতে লাগিলেন। ক্রন্দনে তাঁহার প্রায় শ্বাসরোধ হইল। মহারাজ সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিমলা কোন মতেই ধৈর্য ধরিলেন না। বিমলাকে নিতান্ত অস্থির দেখিয়া মহারাজ বলিলেন “বিমলা! তুমি যে আমার জ্যেঠা খুড়ীর অপেক্ষা অধিক শোকার্ত্ত হইলে। ক্ষান্ত হও, নিতান্ত অসঙ্গত রোদনে কোন ফলোদয় নাই।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। আমি কেমন আচাভূওর মত হইয়াছি।”

মহারাজ বলিলেন। "বিমলা! এটি তোমার নূতন ব্যাপার, তোমার স্বভাব এমত নহে।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! কেন কিসে আমার স্বভাবের বিপরীত দেখিলেন। যখন সংসারের সকল সুখ হইতে ক্রমে ক্রমে বঞ্চিত হইলাম, তখন আর আমার জীবনে ফলোদয় কি? আমার প্রেমাস্পদ ইন্দুমতীকে পর্যন্ত আপনি হরিলেন।" বিমলা বাক্যাবসানেই সে স্থান হইতে উঠিয়া গেলেন। মহারাজ বিমলার শেষ কথায় অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন, কিন্তু রোষ প্রকাশের পাত্র পাইলেন না বলিয়াই মনের রোষ মনেই বৃদ্ধিকে পাইল। বহুক্ষণ পরে আপনি বলিলেন "ইহার অর্থ কি? বিমলার এরূপ পরিবর্তনের কারণ কিছু বোধ হইতেছে না। কাহাকেই বা এ কথা বলি, কাহার নিকট এ বিষয়ের আন্দোলন করি। মনের কষ্ট আত্মীয়ের নিকট প্রকাশ করায় অনেক হ্রাস হয়, আবার হয় ত তাহার পরামর্শে কর্মটি সিদ্ধ হইতে পারে। এ বিষয় বিজয়কৃষ্ণকে জ্ঞাত করায় কোন অমঙ্গল সম্ভাবনা নাই। হজুরমলই আমার এ সকল গুপ্ত কথা জানে। তাহাকেই ডাকান কর্তব্য। আর সুন্দরী সহচরীও বলিতে পারে। সে আমার আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত আছে।" মহারাজ মনে মনে এই পরামর্শ স্থির করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, যেমন ঘর হইতে বাহির হইবেন, অমনি বিমলা আসিয়া মহারাজের সম্মুখীন হইয়া বলিল। "মহারাজ! কিছু বলিবার অভিলাষ আছে, একবার নির্জনে আইলে ভাল হয়।"

মহারাজ বিমলাকে পুনর্বার সেই ঘরে আসিতে দেখিয়াই কিছু উৎকণ্ঠিত হইলেন, তাঁহার নানা চিন্তায় ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে

লাগিল। কেমত এক প্রকার ভয়ই হউক বা রাগই হউক বা অন্য কোন কারণে মহারাজের চিত্ত চাঞ্চল্য হইল। মহারাজ বিমলার কথায় কোন উত্তর দিতে সমর্থ হইলেন না। জড়ের মত ক্ষণকাল মৌনী হইয়া রহিলেন। বিমলা মহারাজের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়াই তাঁহার মনের সমস্ত অবস্থা অবগত হই-লেন। মহারাজের উত্তরের জন্য ক্ষণমাত্রও অপেক্ষা করিলেন না, অমনি মহারাজের হাত ধরিয়া গৃহান্তরে লইয়া গেলেন। সহচরী সুন্দরী বিমলার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়াছিল, মহারাজের অবস্থা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। মহারাজ ও বিমলা গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে সুন্দরী মন্দ পাদবিক্ষেপে তাঁহাদিগকে অনুসরণ করিল। গৃহমধ্যে বিমলা প্রবেশমাত্রে গৃহদ্বার রুদ্ধ করিলেন। সুন্দরী গৃহের বাহিরেই রহিল। মহারাজকে আসনে বসিতে বলিলে মহারাজ আসনে বসিলেন। বিমলা দেবীও সেই আস-নের এক পার্শ্বে বসিলে মহারাজ বলিলেন। "বিমলা! ভাল হইল। নির্জ্জনে তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলিতে চাহি।"

বিমলা মহারাজকে আলাপারম্ভে উৎসুক দেখিয়া আনন্দে বলিলেন। "মহারাজ! আপনার যাহা মনোনীত হয়, তাহা বলুন; আমি যত্নে শুনিব।"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বাল্য-কালাবধি আত্মীয়তা, মহারাজ বসন্তরায়ের সঙ্গে বিবাহ হইবার পূর্ব্বেও তোমার সঙ্গে আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি। তোমার স্মরণ হয় আমার সঙ্গে বাল্যকালে কি কথা বার্তা হয়? আমরা একাত্মা। একত্রেই ক্রীড়া করিতাম।"

মহারাজ থামিলেন। বিমলা বলিলেন "মহারাজ বাল্য-

কালের কথায় আর এক্ষণে কি লাভ, সে সকল সুখের দিন আর নাই, অজ্ঞানাবস্থায় এক প্রকার সুখে ছিলাম। তখন আর ভাল মন্দ জ্ঞান ছিল না, সকলই সুখের হইত। তখন রাত্রিকালে অবিরোধে নিদ্রা যাইতাম। তখন প্রাতে সুষুপ্তির পর প্রকৃত স্ফূর্ত্তিতে গাত্রোত্থান করিতাম। তখন সমস্ত দিন মহারাজের উদ্যানে ফুল তুলিয়া বেড়াইতাম। সে সকল সুখ এখন স্বপ্নের মত হইল। মহারাজ এখন রাত্রে নিদ্রা হয় না। প্রাতে বিশ্রামান্তে শরীর সুস্থ থাকে না। এখন ফল দেখিলে প্রকৃতির বিকার হয়।"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! তোমার এ সকল মনঃপীড়ার কারণ কি? অতি অল্প সময়ে যে তোমার এত ভাবান্তর হইল, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার প্রতিই বা প্রেমের হ্রাস কি জন্য হইল। আমার জ্ঞানকৃত কোন পাপ নাই। আমি কখন ইঙ্গিতেও তোমার বিপরীতাচরণ করি নাই। তবে বহু দিন কর্ম্মবশত তোমার সম্মুখীন হইতে পারি নাই। কিন্তু সে কি আমার অপরাধ? আর তাহার কি শাস্তি সম্ভব? যুগান্তে মিলনে প্রেমাস্পদেরা প্রেমবর্ষণ লাভ করে। কিন্তু আমার পক্ষে রোষাগ্নি জ্বলিতেছে।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! আপনি অকারণ আত্মতাপ দিবেন না। আপনার মনস্তাপ আন্তরিকও নহে। আমি স্ত্রীজাতি, স্বভাবত চঞ্চলবুদ্ধি, বাল্যকালের অজ্ঞানাবস্থায় যে সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহায় এক্ষণে আর বড় প্রীতি জন্মে না। আর আমিও বয়স্থা হইয়াছি। বিরুদ্ধ সম্পর্কে বিপরীত আত্মীয়তা নিতান্ত দোষকর হয়। মহারাজ! ইন্দুমতী-

লাভের উপায় দেখুন। ইন্দুমতী নবীনা বটেন, আর রূপের সমষ্টিও বটেন। এক্ষণে যেমন কৌশলে হরণ করিয়াছেন, তদ্রূপ কৌশলে তাহাকে ভোগ করিলেই আমরা সুখী হইব। কিন্তু আমাদিগের অদর্শন ক্লেশ কখনই যাইবেক না। ইন্দুমতী আমার গর্ভসম্ভূতাপেক্ষাও আমার প্রেয়সী ছিলেন। মহারাজ পাপের সম্মুখে কোন আপত্তি স্থির হয় না। পরন্তু আপনাকে ধন্যবাদ দি। আপনার অসীম ক্ষমতা! আমার কিন্তু আর পরিত্রাণ নাই। আমার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হইল। স্ত্রীলোক, সকল সহিলাম। না সহিলেই বা কি উপায় সম্ভব! মহারাজ! আমি এক্ষণে জীবিত থাকিতে আর অভিলাষ করি না। আপনি সুখে দীর্ঘায়ু হইয়া থাকুন।"

বিমলা ক্ষান্ত হইলেন। রোষে ও মনস্তাপে তাঁহার হৃদয়কে মথিয়া ফেলিল। স্ত্রীস্বভাবসুলভ অশ্রু বহিতে লাগিল। কিন্তু মাঝে মাঝে ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতেও লাগিল। অমিতরূপা বিমলা কি শোভাই ধারণ করিলেন। নির্ম্মল কমলদলের উপর যেন হিম বিন্দুপাতে শুক্তিমত শোভিল। এক একবার হৃদয়ের উত্তেজনায় শোণিতস্রোত কপোলদেশকে আক্রমণ করিল। কপোলরাগ বর্দ্ধিত হইল। আগোলাব রঞ্জিত কপোলের পার্শ্বে নিরলঙ্কার কর্ণমূল নীলবর্ণে সূর্য্যকান্ত-দুলদ্বয়ের ন্যায় শোভিল। স্বচ্ছ চর্ম্মের মধ্য হইতে সূক্ষ্ম শিরা সকল আকাশবর্ণে দেখা দিল। ক্রমে বিমলার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। মহারাজ সহজে বিমলার মুখশ্রীর দিকে স্থির হইয়া দেখিতে পারিতেন না, তাহাতে এখন এই ভুবনমোহিনী রূপধারণ করিলে একান্ত চলচ্চিত্ত হইলেন। কিন্তু

এক এক বার বিমলার রোষ রঞ্জিত ঘূর্ণায়মান চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টিতে ভীত হইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া সাহসে ভর দিয়া বলিলেন, “বিমলা আমার প্রতি রুষ্ট হইও না। আমার কোন অপরাধ নাই। আমাকে বার বার ইন্দুমতী-হরণের অপযশ দিতেছ, কিন্তু আমি তাহার বাষ্পও জানি না। কোথাকার বিশ্বাসঘাতকেরা ইন্দুমতীকে নষ্ট করিয়াছে, কি হরিয়াছে, তাহা আমি কণামাত্রও জ্ঞাত নহি। আর ইন্দুমতীর প্রতিই বা আমার কি জন্য এত লক্ষ্য। আমি আজ প্রায় চারি বৎসর এ দিকে আসি নাই। অদ্য প্রাতে যেমত তোমাদিগের দুর্ঘটনার সংবাদ পাইলাম, অমনি কি অবস্থায় আছ, দেখিতে আইলাম। তোমার জন্য আমি নিতান্ত অধীর হইলাম। এখন দেখি, যাহার জন্য আমি উদ্বিগ্ন, সেই আমার দোষ দেখে। এ কেবল বিড়ম্বনামাত্র।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আমার নিকট আর ছলনায় কি লাভ? আমি মহারাজের প্রায় সমস্ত পরামর্শ অবগত আছি। ইন্দুমতীর উপর যে মহারাজের অত্যন্ত অনুরাগ, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। গত রাত্রের ব্যাপার যে মহারাজ-কৃত, তাহাও আমি জানি। সুন্দরী আসিয়া গত রাত্রে আমায় বলিল যে, হজুরমল ইন্দুমতীকে লইয়া ফিরিঙ্গির নৌকায় তুলিয়া দিল। মহারাজ! আপনার মনের কোন প্রবৃত্তিই আমার নিকট গুপ্ত নাই।”

মহারাজের মুখের কিছু বৈলক্ষণ্য হইল। মহারাজ হেঁট মুণ্ড হইলেন। বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! ইহাতে লজ্জিত হইবেন না। আপনার জাতিরই এই স্বভাব। আমার পূর্বেই

বিবেচনা করা কর্তব্য ছিল। অপরিণত বুদ্ধি তখন বুঝিল না। অন্ধকারে ঝাঁপ দিল। বিপদের নামে হাসিল। সৎ-পরামর্শ অপহেলা করিল। এখন জটিল পঙ্কে জড়ীভূত হইয়াছে, আর উদ্ধার পাওয়া দুরূহ। কিন্তু আমি চেষ্টা পাইব। একান্ত অক্ষম হই ত বদ্ধাঙ্গ ত্যাগ পর্যন্তও স্বীকার করিব। অঙ্গের অপেক্ষায় সমষ্টি নষ্ট করিব না। মহারাজ! যথেষ্ট হইয়াছে। আপনি আপনার মত ব্যবহার করিলেন।" বিমলার মুখে একেই অবগুণ্ঠন ছিল না, কোমল মস্তকমাত্র আচ্ছাদিত ছিল। বিমলার মস্তকের হিন্দোলে সে বসন শিরোদেশ হইতে খসিল। আহা কি ঘন কেশভার। কবরী বদ্ধ ছিল না বটে কিন্তু কেশপাশের শিখা মস্তকের শেষে একত্রে গ্রন্থি দিয়া জড়ান থাকায় মস্তকটি দ্বিগুণ বড় দেখাইতে লাগিল। কেশগুলি কি পরিষ্কার, আর কেমন অসামান্য ঘন জলদের শ্যামবর্ণের জ্যোতি। আর কি সূক্ষ্ম। যেন মসীবর্ণে ঊর্ণাতন্তু। গলদেশেরই বা কি ভাব। আর কি অসামান্য অবর্ণনীয় মাধুরী। কি নির্মল। মহারাজ দৃষ্টি করিয়া একান্ত অধীর হইলেন। মহারাজের ওষ্ঠ শুষ্ক হইল। মহারাজের নেত্রদ্বয় বিমলার রূপলাবণ্যে মোহিত হইল। প্রতাপাদিত্য স্তম্ভিত হইলেন। স্থির হইয়া একতানে অনিমিষ নয়নে রূপ পান করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। মন বিষম চিন্তায় মগ্ন হইল। বিমলা কটাক্ষে তাহা লক্ষ করিলেন। মনে মনে ইষ্টসিদ্ধ হইয়াছে, জ্ঞানে হৃষ্ট হইলেন। কিন্তু স্ত্রীস্বভাব চপলতাবশত একবার মহারাজের নেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই বস্ত্র টানিয়া, মস্তকে আবরণ করিলেন। বিমলারও কপোল-

রাগ বর্দ্ধিত হইল। বিমলা ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির বিপক্ষে কতক্ষণ যুদ্ধ সম্ভব? বিমলার শরীর শিথিল হইল। বিমলা শীঘ্র শীঘ্র কটাক্ষ করিতে লাগিলেন, আর প্রতিবারের দৃষ্টি ক্রমে অধিকক্ষণ স্থায়ী হইতে লাগিল। ক্রমে প্রতাপাদিত্যের মুখ হইতে আর চক্ষু অপসৃত করিতে অসমর্থ হইলে চারি চক্ষু মিলিল, অমনি বিমলার মস্তকের বসন আবার খসিল। কিন্তু অব্যবহিত পরেই দ্বারের শব্দ মাত্রে, বিমলা যেন সচেতন হইয়া, বসন তুলিয়া দিলেন। প্রতাপাদিত্যেরও চমক ভাঙ্গিল। দ্রুত উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। সুন্দরী সহচরী বলিল। "মহারাজ! হজুরমল বহির্দ্বারে আপনার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। কি বিশেষ সমাচার আছে? রণবীর বাহাদুর ও বিজয়কৃষ্ণও সেইখানে আছেন।" মহারাজ সুন্দরীর কথান্তেই, ব্যস্ত হইয়া ঘর হইতে বহির্গত হইলেন। কিন্তু গমনকালে মুখ ফিরাইয়া একবার বিমলার প্রতি লক্ষ্য করিতে ভুলিলেন না। বিমলার বস্ত্র শিথিল হইয়াছিল। ব্যস্তে কটির বসন সংগ্রহ করিতেছেন; সেই অবকাশে একবার বক্ষ হইতে বস্ত্র খসিয়াছিল। মহারাজ সেটিও দেখিতে পাইলেন। অত্যন্ত প্রয়োজন না হইলে হজুরমল ডাকিবে না জ্ঞানে অবস্থান করিতে পারিলেন না, অগত্যা গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বিমলা মহারাজের গমনে, কিছু বিমর্ষা হইলেন। বহুযত্নে রোপিত তরুর পরিণত ফল ভোগের জন্য হস্তে লইয়াছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাহা হরিল। একেবারে বিষণ্ণা হইলেন। অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না বলিয়া রোষ জন্মিল। পর ক্ষণেই আবার মহারাজের শীঘ্র প্রত্যাগমনাশয়ে কিছু স্থির হইলেন। মনে মনে

ইষ্টভাবী সুখের আলোচনা করিতে লাগিলেন। ক্ষীণ মনের গতিই এইরূপ। প্রকৃত সাধনে অক্ষম হইলে, কল্পনায় সুখ সম্ভোগ করে। আহা সেই একমাত্র সন্তোষের উপায় ছিল। বিমলা জাগ্রদবস্থাতেই স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। কল্পনা কি বলবতী! প্রকৃত বহির্ব্যাপারা-পেক্ষাও ইন্দ্রিয়সকলকে আহ্বান করে। বিমলা কিছুক্ষণ এই চিন্তায় মগ্না রহিলেন। সুন্দরী দৃষ্টিমাত্রে সমস্ত বুঝিল। এরূপ শ্রেষ্ঠ সুখকর ধ্যানভঙ্গে সমূহ কষ্ট জন্মিবে জ্ঞানে, বিমলাকে কিছুই বলিতে পারিল না। কিন্তু না বলিলেও যে বিমলা মায়ামোহে বদ্ধ হইয়া আশায় অতিরিক্ত ভর দিবেন, পরে তাহা কণামাত্রেও সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহে আবার এতদতিরিক্ত কষ্ট জন্মিবে, কিছুই স্থির করিতে পরিল না। বহুক্ষণ পরে বিমলাকে নিতান্ত শূন্য দেখিয়া সুন্দরী বলিল। "দেবি! মহারাজের সমূহ বিপদ! আমাদেরও আর পরিত্রাণ নাই।"

বিমলা বলিলেন। "রাজার আবার বিপদ? রাজার ত এক্ষণে চারিদিকে সম্পদ উপস্থিত। বিপদ আমাদিগের বটে। কিন্তু সুন্দরি! এ রূপে আর চলিবে না। তোমার কিছুমাত্র বিবে-চনা নাই। অসময়ে কি জন্য আমাকে ত্যক্ত করিলে। তুমিই ত মহারাজকে বিদায় করিয়া দিলে।"

সুন্দরী বলিল। "হাঁ আমিই এক প্রকার বিদায়ের মূল কারণ হইলাম বটে, ইহাতে কিন্তু আপনার ক্ষতি হইল না। রাজার গমনকালে আমি বিশেষ করিয়া তাঁহার ভাব ভঙ্গী দেখিয়াছিলাম। তাহায় ভাল বিশ্বাস হইল যে, এখনও তিনি

আপনার আজ্ঞা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। হজুরমলের নিকট যাহা শুনিলাম, তাহায় স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না। মহারাজ মানসিংহ সসৈন্যে বজবজে আসিয়া ছাউনি করিয়াছেন। শুনিলাম, কচুরায়ও তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছে। মহারাজ অদ্যই হউক বা কল্য প্রাতে এ গড় অধিকার করিতে আসিবেন। কি বিপদ! আমাদিগের কি হইবে?"

বিমলা বলিলেন। "সুন্দরি! বোধ করি এ কথা সত্য না হইবে, মানসিংহ এখানে কি জন্য আসিবেন? আরসে দিন যে রায়গড়ে কচুরায়ের প্রেতকৃত্য হইল। অনঙ্গপালদেবেরও কদাচ সাধ্য হইতে পারে না যে, কচুরায় বর্ত্তমানে সেরূপ কায করে। আর অনঙ্গপালদেব কিছু কচুরায়ের বিপক্ষ নহে।"

সুন্দরী বলিল। "সে কথার উত্তর আমি দিতে পারি না। কিন্তু মানসিংহ আসিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। নতুবা হজুরমল ব্যস্ত হইবে কেন। এখন আমরা কি করিব?"

বিমলা বলিলেন। "আমাদিগের উপর দৌরাত্ম্য করিবার কোন ভয় নাই। যে আসুক, স্ত্রীলোকের সঙ্গে কাহার বাদ নাই, তাতে আবার মহারাজ বসন্তরায়ের পরিবার।"

সুন্দরী বলিল। "তাহা না হইলেই ভাল। কেন না, আপনাদিগের কণামাত্র বিপদে আমাদিগের দুঃখের একশেষ হইবে। মহারাজ কি বলিলেন? আমি তাঁহার মুখের ভাবে বুঝিলাম, তিনি এখনও আপনার অধিকার স্বীকার করেন।"

বিমলা বলিলেন। "সুন্দরি! মহারাজের বড় যখন আমার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন?"—

সুন্দরী বলিল। "কিন্তু তিনি এত অধীন ছিলেন না।

তাঁহার কেমন একটু ক্ষমতা ছিল, সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত।”

বিমলা বলিলেন। “কিন্তু প্রতাপাদিত্যের আর এক রকম মোহিনী শক্তি আছে।”

সুন্দরী বলিল। “তাই ত আপনি এক একবার আত্ম-বিস্মৃত হন ও প্রতাপাদিত্যের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন। এখানে উভয় পক্ষে সমান টান আছে।”

বিমলা বলিলেন। “প্রতাপাদিত্য যতক্ষণ আমার সম্মুখীন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাকে আমি সূচ্যগ্রে নাচাইতে পারি। আমার অসাক্ষাতে সে কিছু অবাধ্য হয়। আজ কিন্তু কিছু কালের মত পরাজয় করিয়াছি।”

সুন্দরী বলিল। “তা যা হউক, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর ইহাঁর অত্যন্ত দৃষ্টি। তাহাকে লইয়া কোথায় গেল, কিছুই বলা যায় না। কিন্তু তাহায় আপনার কিছু খর্বতা সম্ভাবনা।”

ইন্দুমতীর নামে বিমলার কিছু চাঞ্চল্য জন্মিল। আপনার অমঙ্গল চিন্তা, তাহার উপর আবার ঈর্ষা। ত্যক্ত হইয়া বলিলেন। “তা ইন্দুমতীই হউন, আর যে হউন, আমার স্বার্থসিদ্ধি কিছুইতে বাঁধিবে না। কিন্তু প্রতাপাদিত্য কি ভয়ানক নারকী। আমাকে অমূলক আশ্বাসে বদ্ধ করিল। এখন অসময় জ্ঞানে আমাকে ত্যাগ করিল। ত্যাগ ত করে না, অথচ ইন্দুমতীর জন্যও ব্যাকুল হয়।”

সুন্দরী বলিল। “আমার বোধ হয় আপনাকে সামান্যার ন্যায় জ্ঞান করেন। বিমলা ক্রোধবশে আপন আসন ত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন।”

সুন্দরী বলিল। “এখন আমার উপর রাগ করিলে কি হইবে। প্রতাপাদিত্য আপনাকে ত অযত্নই করেন।”

বিমলা বলিলেন। “অযত্ন করে সত্য, কিন্তু আমাকে বার-বার তাহা শুনানতে এক্ষণকার কি লাভ?”

সুন্দরী বলিল। “নিতান্ত কিছু অকারণ বলিতেছি না। আপনার লাভ সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। আমার পক্ষে স্পষ্ট তাহা বলা বিধেয় হইতেছে না, কিন্তু ইঙ্গিতে আপনাকে না বলিলে আমাকে দোষ স্পর্শ করে।”

বিমলা বলিলেন। “আবার তোমার দোষ কি? তুমি কি এখন আমাকে ধর্মকথা শুনাইতে আইলে নাকি?।”

সুন্দরী বলিল। “আমি নিতান্ত ধর্মোপদেশ দিতে আসি নাই, কিন্তু যাহাতে আপনার হিত সাধন হয়, তাহা আমার সর্বত কর্তব্য। আমার মতে এক্ষণে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে এরূপ ঘনিষ্ঠতা [illegible] বড় শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে না। অন্যান্য বিষয়ক চিন্তা ত্যাগ করিলেও স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত সম্ভবে। গতরাত্রের ব্যাপারে ইন্দুমতী হরণ ব্যতীত, যথেষ্ট ধনক্ষয়ও হইয়াছে, তাহায় আপনার ভাণ্ডারেরই ক্ষতি হইয়াছে। আবার যখন মহারাজ স্বয়ং আজ ছলনা করিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ত রায়গড়ের স্বাধীনতা এককালে নষ্ট হইবে। রায়গড়ে তাঁহার সেনা রাখিয়া গেলে, আপনারা নজর বন্দীর মত রহি-লেন। আর রায়গড় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের রাজ্যভুক্ত হইল। বিমলা উন্মীলিতনেত্রে সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন।”

সুন্দরী বলিল। “রায়গড়ের স্বতন্ত্রতা নষ্ট হইল, ক্রমে

আপনাদিগকে প্রতাপাদিত্যের আজ্ঞাবর্ত্তী হইতে হইবে। মহারাজ বসন্তরায়ের স্ত্রীর কিছু সে সকল বড় মানের কথা নহে। মানও ত্যাগ করিলে আপনাদিগের বিষয় ভোগেরও যথেষ্ট হানি হইবে।"

বিমলা বলিলেন। "যাহা হইবার তাহা হউক, আমার তাহায় কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার আজ্ঞাধীন হইতে পারে, তাহাকে কেন আজ্ঞাবর্ত্তী না করি?।"

সুন্দরী বলিল। "হাঁ আপনার এখন এই মতই বুদ্ধি হইয়াছে বটে। মহারাজ বসন্তরায়ের স্ত্রীর মতই হইল। আপনার কি কণামাত্রও লজ্জা হইল না? আপনার কি বোধ নাই যে আপনি কে?"

বিমলা বলিলেন। "সুন্দরি! যথেষ্ট হইয়াছে। আমায় আর কষ্ট দিও না। এক্ষণে আমি নির্জ্জন হইতে চাহি। ইতোমধ্যে মানসিংহের সমাচার ও প্রতাপাদিত্যের মনের ভাব অবগত হইতে চেষ্টা পাও। অদ্য সায়ংকালে একবার আমার নিকট আসিও।"

বিংশ অধ্যায়।

"বিধায় বৈরং সামর্ষে নরোঽরৌ য উদাসতে।
প্রক্ষিপ্যোদর্চ্চিষং কক্ষে শেরতে তেঽভিমারুতম্॥"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য হুজুরমলের সহিত বিমলাদেবীর মন্দির হইতে বাহির হইয়া আপনার বাসমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেখেন, বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ রণবীর ও অন্যান্য প্রধান কর্মচারীরা সতৃষ্ণ নয়নে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাঁহার সভাকুট্টিমে প্রবেশমাত্র সকলে ব্যস্ত হইয়া গাত্রোত্থান করিল। মহারাজ আপন আসনে উপবিষ্ট হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিল। মহারাজ ক্ষণ কাল বসিয়া শ্বাস লইলে বিজয়কৃষ্ণ করপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল। "মহারাজ! রণবীর বাহাদুরের চরেরা অত্যন্ত অমঙ্গল সমাচার আনিয়াছে। আর নিশ্চিন্ত থাকিবার সময় নাই। মহারাজ মানসিংহ সসৈন্য বজবজে আছেন, তিনি সন্দ্বীপ হইতে তাঁহার সেনানীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই লোক আসিতেছে। সন্দ্বীপ হইতে জাহাজ সব কত দূর, সম্বাদ দিতেছে। তাঁহার সেনাবলে তুমুল আয়োজন। সকলে অস্ত্রবদ্ধ। উৎসাহে মত্ত। আজ্ঞার অঙ্কুরমাত্রেই রায়গড়ে আপনাকে আক্রমণ করিতে আসিবে। তাঁহার চরেরা মহারাজের এখানে উপস্থিতির সমাচার তাঁহার কর্ণে যোজনা করিয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপ ও তাঁহার সৈন্যদল রায়গড় আক্রমণে

মহারাজ মানসিংহের পক্ষ হইবে বলিয়া রওয়ানা হইয়াছে, দূতের জ্ঞান হইতেছে, দুই দণ্ডের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবে। এ দিকে যশোর হইতেও তদ্রূপ কু-বার্তা আসিয়াছে। তথায় ঢাকার নবাবের সেনা যশোর দখল করিয়াছে। মহারাজের যমুনা হইতে প্রেরিত সেনা এক্ষণে পথে মহারাজের আদেশ লক্ষ্য করিয়া অবস্থান করিতেছে। শুনিতে পাই, যশোরেশ্বরী প্রস্তরময়ী দেবী বিমুখ হইয়াছেন। কেনই বা না হইবেন। যশোরে যখন যবনাধিকার হইল, তখন সকলই সম্ভবে। জয়ন্তীরাজ-সেনারা কতকগুলি তদ্দেশীয় আমীরের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া সম্প্রতি রাজকুমার সূর্য্যকুমারের অন্বেষণে লোক পাঠাইয়াছে। তাহারাও গত রাত্রে যমুনা পরুইয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তথায় সূর্য্যকুমারের অন্বেষণ না পাইয়া মহারাজ মানসিংহের নিকট আবেদন করে। মহারাজ মানসিংহ তাহাদিগকে যত্নে বাসস্থান দিয়া সন্দ্বীপ হইতে সেনা আগমনের আশে অপেক্ষা করিতেছেন। মহারাজ কচুরায় স্বয়ং ও সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ সনদ্বীপে গিয়াছেন। এ দিকে মহারাজ মানসিংহের কাজীউল্ কুজ্জার দপ্তরে, মহারাজার বিপক্ষে কএকখানা আবেদনপত্র পৌঁছিয়াছে। তিনি সেই সকল আবেদন পত্রের মর্ম্ম ও তাহার উপর ইসলামী ধর্ম্মসঙ্গত ফতোয়া লিখিয়া মহারাজ মানসিংহের অবগতিতে পেষ করিয়াছেন। তাহায় লোকমুখে শুনিতে পাই, অনেক অসঙ্গত ও অননুভবনীয় দোষ আয়ুষ্মানের উপর নিযুক্ত হইয়াছে। একজন দূত বহু যত্নে তাহার একখানি অনুরূপ আনিয়াছে। ইহা মহারাজের অবলোকনার্থে দিই।”

বিজয়কৃষ্ণ আপনার অঙ্গরক্ষের মধ্য হইতে একখানি ফারসিতে লেখা পত্র মহারাজার হস্তে দিল। মহারাজ তাহা আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। পাঠান্তে পত্রখানি অত্যন্ত অযত্নে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার যে এরূপ বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, তাহা জানিতাম না। তুমি এরূপ গর্হিত পত্র কি করিয়া আমার অবগতিতে আনিলে? ইহার লেখককে এক্ষণেই আমার কর্ম হইতে দূর কর। আর তুমি পুনরায় এরূপ অবোধের মত কর্ম করিও না। আমার নিন্দাসূচক সংবাদ আমাকে অবগত করান তোমার উচিত হয় নাই। সে পাপিষ্ঠের কি অতীব সাহস! আমার জ্ঞান হয়, সে এখন উন্মাদ হইয়াছে।"

বিজয়কৃষ্ণ করযোড়ে বলিল। "মহারাজ! রোষ ত্যাগ করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুমতি হউক্, কিন্তু পত্রের বিষয় গোপনে ধর্মরাজের নিকট আবেদন করিতে ইচ্ছা করি।"

রাজা বলিলেন। "ভাল, যাহা নির্জনে বলিতে চাহ, বল।" একবার সভাসদের প্রতি লক্ষ্য করিবামাত্র সকলে গৃহান্তরে চলিয়া গেল।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এ পত্রের মর্মে আপনার রাগ করিবার কোন কারণ নাই। এখন সম্প্রতি কয়েক বৎসর দিল্লীশ্বরকে কর দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু নির্জনে তাঁহার অধিকারস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আর তাঁহার অধিকারভুক্ত না হইলেও রাজগণমধ্যে প্রচলিত প্রথানুসারেও আপনাকে এ পত্রে কিছু কুণ্ঠিত হইতে হইবে।"

রাজা রোষে বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তুমিও যে আমায় দোষী জ্ঞান কর।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আমার এত ক্ষমতা হয় না। পরন্তু মহারাজের অপযশ হইলে বিশেষ ক্ষতি বোধ হয়। স্কন্ধাবারে এ সমাচার রাষ্ট্র হইলে ও প্রধান প্রধান আমীরেরা ইহা অবগত হইলে মহারাজের প্রতি যে প্রীতিটুকু আছে, তাহা লোপ পাইবে। সকল দলেই সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি লোক আছে। সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক, স্পষ্ট মহারাজের কলঙ্ক উঠিলে, বিপক্ষ লোক অনেক জন্মিবে।"

রাজা বলিলেন। "ভাল তাহা তুমি কি প্রকারে নিষেধ করিতে পার?"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! সম্প্রতি মহারাজ মানসিংহের নিকট লোক পাঠাইয়া গোপনে তাঁহার সঙ্গে কোন বন্দোবস্ত করিলে এ কথাটি রাষ্ট্র হইবে না। নচেৎ এই সূর্যকুমার ও মালিকরাজ সম্প্রতি বিপক্ষদল হইতে পারে।"

মহারাজ বলিলেন। "কি আমি ইহাদিগকে ভয় করিব! ইহারা আমার বিপক্ষ হইলে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি সম্ভবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এক্ষণে আমার পরামর্শে মত প্রকাশ করুন। আমার জ্ঞানে উপায়ান্তরে রক্ষা নাই। আপনার অপযশের কারণ আমার অগোচর কিছু নাই। সে সকল কথা লোকে জানিলে আর আপনার সাধারণসম্মুখে বাহির হওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে। পত্রে দেখিলেন, কতগুলি পাপ আপনার শিরে দিয়াছে।"

রাজা বলিলেন। "আমি কিন্তু সে সকল পাপের কণা-মাত্রেরও অংশী নহি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! আপনি অংশী হউন বা নাই হউন, সে সকলের সম্বলিষ্ট আপনার নাম উচ্চারণ মাত্রেই যথেষ্ট হইল।"

রাজা কিছু ত্যক্ত হইয়া বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! তোমার অসঙ্গত বাক্য সহ্য হয় না। তোমার যথেচ্ছা গমন কর। তোমার ন্যায় অকর্ম্মণ্য সুহৃদে আমার আবশ্যক নাই। মান-সিংহকে ভয় হইয়া থাকে, তাহার পদাবনত হও। আমার তাহে কোন ক্ষোভ নাই। বরং তাহে আমি এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! রোষ-পরবশ হইয়া আত্ম-স্বার্থ ভুলিবেন না। আমার অবর্ত্তমানে মহারাজের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু মহারাজ যাহাতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, সে বড় শুভকর নহে।"

রাজা বলিলেন। "বিজয়কৃষ্ণ! আমি তোমাকে দূর করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু তোমার ভীরু পরামর্শেও মত দিব না। এক্ষণকার কর্ত্তব্য কর্ম্মে আমার আজ্ঞাবর্ত্তী হইতে চাহ, ভাল, নতুবা তুমি পুরাতন লোক, তোমাকে আমি কিছু জায়গীর দিই, দেশে যাইয়া সুখে কাটাও। রাজকীয় বিষয়ের জঞ্জাল তোমার অতিপ্রবীণ বয়সে সহ্য হইবে না।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ একান্ত আমার যুক্তি অগ্রাহ্য করেন, আমি নিতান্ত হীনবল হইলাম। কিন্তু মহা-রাজ বর্ত্তমানে আমি আর কোথাও থাকিতে পারিব না।

আপনার কুশল সদা দেখিব। পরে কালীর অভিরুচি ও আমাদিগের পুণ্যবল। এক্ষণে যে মত আজ্ঞা করেন, প্রস্তুত আছি।”

মাহারাজ বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! তোমার মতেও আমার যেরূপ আপদ উপস্থিত, তাহে মানসিংহের বশবর্ত্তী হইলেও ত্রাণ নাই। দিল্লীশ্বর একান্ত বঙ্গরাজ্য তাঁহার অধীন করিবেন, মানস করিয়াছেন। এস্থলে আমার চেষ্টা বিফল। তথাচ স্বদেশ গৌরব, জাত্যভিমান ত্যাগ করা কায়স্থ বংশে সম্ভবে না। আমি ইচ্ছা করি যে শেষ পর্য্যন্ত একবার দেখা যাক। আমা হইতে নীচের কর্ম হইবে না। আমি ম্লেচ্ছ যবনকে প্রভু বলিয়া কখনই স্বীকার করিব না। বুঝিলাম, বঙ্গের শেষ উপস্থিত। ইহকালে বাঙ্গালির আর সুখোদয় হইবে না। আমার বংশেরও এই শেষ। কচুরায় একান্ত মতিভ্রষ্ট হইয়াছে। আত্মবিচ্ছেদে দেশ নষ্ট করিল। কিন্তু তাহার সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। গঞ্জালিস আমার পক্ষে আছে, আর যদি চারি পাঁচ দিন কোন ক্রমে বিলম্ব করিতে পারি, বোধ করি আমার সকল সেনা একত্রিত হইবে। গঞ্জালিসও আসিয়া উপস্থিত হইবে। পাঠনেরাও কিছু এককালে অবসন্ন হয় নাই। এ সকল সেনা একত্র করিলে বিজয়কৃষ্ণ! প্রতাপাদিত্য জয় করিতে পারে না, এমত শক্রই নাই। যখন বঙ্গের একমাত্র ছত্রী হইয়াছি। তখন আমার চক্ষে দিল্লীশ্বর বড় ভীষ্ম শক্র নহেন। উড়িষ্যার সমাচার মাত্র আমার বিলম্বের কারণ। এখন রায়গড়ের বশবর্ত্তী সেনাদিগের সমাচার লও। আর উগ্রসেন কত অর্থ এক্ষণে দিতে পারে, তাহারও বার্ত্তা পাওয়া আবশ্যক। আমি দেখিয়া

আসিয়াছি, ভাণ্ডারে যথেষ্ট রসদ আছে। আমার সেনাবলও কিছু নিতান্ত হীন নহে। রায়গড় পরিপাটী করিয়া রক্ষণে সমর্থ। কিন্তু সেনাপতির অভাব জ্ঞান করিতেছি। তোমার সে বিষয়ে কি যুক্তি হয়? হজুরমল, ও রণবীর বাহাদুর দুই পার্শ্ব রক্ষা করিবে। আমি এক দিক রাখিতে পারিব। তোমাকে দক্ষিণ দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিব। কিন্তু মাঝে মাঝে গড় হইতে বাহির হইয়া মানসিংহের সেনাকে বিরক্ত করাও আবশ্যক। তাহাদিগকে গড় আক্রমণে নিযুক্ত করিলে, আমরা এক প্রকার সুবিধা পাইব। গড় বড় সামান্য নহে, আমি চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিয়াছি, কোন স্থানই আমার চক্ষে হীনবল বোধ হয় না। কিন্তু শত্রুসেনা গড় আক্রমণে থাকিলে সেই সময় বাহির হইতে আমার সেনা যদি তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করে, তবে বোধ করি শত্রুবলের অনেক হ্রাস হইবে। গড়ের বাহিরে কাহাকে পাঠাই। আমি স্বয়ং যাইতে পারি। তোমাদিগের ক্ষমতা আমি জ্ঞাত আছি। তোমরা অনায়াসে দুর্গ রক্ষা করিতে পারিবে, কিন্তু আমার বোধ হয় তোমরা আমাকে গড়ের বাহিরে যাইতে দিবে না।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ! তাহার জন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি কিছু এখনও এত হীনবল হই নাই, যে শত্রুসেনার সম্মুখে হটিয়া যাইব। আজ্ঞা হয়ত আমিই বাহিরে যাই। হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ দুর্গ রক্ষায় যথেষ্ট পারগ। আপনার এসকল দেখিবার প্রয়োজন নাই। আমরা বর্তমানে যদি আপনি কষ্ট পাইবেন, তবে আমাদিগের থাকায় লাভ কি?

রাজা বলিলেন। “ভাল তবে তাহার বন্দোবস্ত কর,

আমি জানি তোমরা সে বিষয়ে বিশেষ দক্ষ। সম্প্রতি কৃষ্ণ-নাথকে ডাকইয়া যুক্তি কর। হজুরমলকে একবার আমার নিকট পাঠাও। আমি গঞ্জালিসের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে চাহি।"

বিজয়কৃষ্ণ সেস্থান হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই হজুরমল আইলে রাজা বলিলেন। "হজুরমল গঞ্জা-লিসের আগমনের বিলম্ব কি? সে এখনও এখানে আসিয়া উপস্থিত হইল না কেন? তাহার সেনাই বা কোথায়?"

হজুরমল বলিল। "মহারাজ! সে ইন্দুমতীর ব্যাপারে কৃত-কার্য হয় নাই বলিয়া, লজ্জায় শ্রীমানের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসে নাই। বোধ করি, তাহার সেনারা দুই এক দিনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে।"

রাজা বলিলেন। "হজুরমল, তাহার আশয়ে আমি আর থাকিতে পারি না। আমাকে অতিশীঘ্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে। যখন মানসিংহ এত নিকট, তখন আমি আর কোন মতে স্থির হইয়া থাকিতে পরি না। আমাকে যে রূপে হউক এইক্ষণেই প্রস্তুত হইতে হইবে। যদি শত্রু সেনা গড় আক্রমণ করে, তবে আমরা আর আপন বল প্রকাশের উপায় পাইব না। আমার চতুরঙ্গ সেনা এককালে স্থানাভাবে হস্তবদ্ধ হইবে। অতএব মানসিংহের এখানে আগমনের পূর্বেই আমার সতর্ক থাকা আবশ্যক। যদি সময় পাই, তবে একবার গড় ছাড়িয়াও মানসিংহকে আক্রমণ করা উচিত বোধ হইতেছে। তাহার উপর তাহার স্বস্থানে আক্রমণ করিলে, চাহি তাহাকে পঙ্গু করিতে পারি। পরন্তু এ সকল পরামর্শ গঞ্জালিস সাপেক্ষ।

তোমাকে বোধ করি, অদ্যই গঞ্জালিসের নিকট সনদ্বীপে যাইতে হইবে।”

হজুরমল বলিল। “মহারাজ আমি এইক্ষণেই প্রস্তুত আছি, আজ্ঞা পাইলেই যাত্রা করি। পরন্ত শুনিতেছিলাম, আমাকে দুর্গ রক্ষায় থাকিতে হইবে। আবার যদি যাত্রাও করি, আর গঞ্জালিস পথান্তর দিয়া সনদ্বীপ হইতে মহারাজের উদ্দেশে বাহির হইয়া থাকে, তবে আমার অকারণ এখানকার কর্ম্ম নষ্ট হয়। মহারাজের যে রূপ অনুমতি। আমার নিবেদন যে গঞ্জালিসের প্রতীক্ষা করিয়া, চার পাঁচ দিন পরে এখান হইতে যাত্রা করিলে ভাল হয়। হজুর মালিক, যে রূপ আদেশ হয়।”

মহারাজ বলিলেন। “হজুরমল তাহাই ভাল, কিন্তু সে অপেক্ষা কি সহিবে? যখন শত্রু এত নিকট, তখন আর কাহার মুখ চাহিয়া থাকা উচিত হইতেছে না।” বিজয়কৃষ্ণকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! এত শীঘ্র যে আইলে? কুশল বল।”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “আয়ুষ্মন্! রাজলক্ষ্মী দিন দিন বৃদ্ধি হউক। মহারাজ মানসিংহের স্কন্ধাবারে যুদ্ধায়োজন হইতেছে। শুনিতে পাই, অদ্য রাত্রিতে তাঁহার সেনা রায়গড়াভিমুখে যাত্রা করিবে। হয় ত অদ্যই তাহারা রায়গড় আক্রমণ করিবে। একান্ত অদ্য রাত্রিতে না হয়, কল্য প্রত্যূষে অবশ্য অবশ্য আক্রমণ হইবে। অতএব সেনাগণ এক্ষণকার আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। আজ্ঞা হয় ত কৃষ্ণনাথকে সম্মুখে আসিতে কহি। এখান হইতে যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই। রণবীরবাহাদুর সেনামণ্ডলের মধ্যে আছেন।

এখন হজুরমলকে ক্ষণেকের জন্য সেখানে পাঠাইলে তাহাকে অবকাশ দিতে পারে।”

রাজা বলিলেন। “হজুরমল! তবে তুমি যাইয়া শীঘ্র কৃষ্ণনাথকে পাঠাইয়া দাও।”

হজুরমল শির নত করিয়া চলিয়া গেল। রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ গঙ্গালিসের বিলম্ব কি?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “মহারাজ হজুরমলের প্রমুখাৎ যাহা শুনিলাম, যদি সত্য হয়, তবে গঙ্গালিসের আশা ত্যাগ করুন, সে আর এখানে আসিবে না। দস্যুপতির কত সাহস সম্ভবে। আবার লোক মুখে যাহা শুনি, তাহায় ত হজুরমলের কথা আদ্যন্ত মিথ্যা দাঁড়াইতেছে। তাহা হইলেও গঙ্গালিস আর এখানে আসিবে না। মহারাজ যখন পরামর্শ নিবেদন করি, তখন ত কর্ণপাত করিতে অজ্ঞা হয় না। গঙ্গালিস মহারাজের সঙ্গে চাতুরী করিয়াছে, এই কথা ত বাজারে রাষ্ট্র।”

রাজা বলিলেন। “তুমি কি শুনিয়াছ? ভাল বলিয়াছ। আমিও যাহা লোক পরম্পরায় শুনিলাম, তাহায় আমার হজুরমলের উপর অবিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু অমূলক বার্তায় ভর দিয়া বিশ্বাসী লোকের উপর সন্দেহে বিপরীত ঘটে। পাছে হজুরমল অবিশ্বাসী হয়, ভয়ে আমি কিছুই জিজ্ঞাসা করি নাই। কিন্তু তোমার কথায় আমার তাহার তত্ত্বাবধারণ করা উচিত হইতেছে। গতরাত্রের রায়গড়ের ব্যাপার কি শুনিয়াছ?”

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। “শ্রীমান্! তাহা শ্রবণে আপনার প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল রোষ বৃদ্ধি হইবে।”

রাজা বলিলেন। “বিজয়কৃষ্ণ! ওতে আমার সন্দেহ সমূলক

হইল। পাপ হজুরমল গঞ্জালিসের সঙ্গে যোগ করিয়া, আমার বিশ্বাস নষ্ট করিল। গঞ্জালিস নরাধম কি আর আমার নিকট কখন আসিবে না। অনুপরাম কি ভাবিল। তাহাকে সাহায্য দেওয়া হইবেক না। কিন্তু আমাদিগের পরামর্শের কি হয়। ইন্দুমতীকেই বা পুনর্লাভের সুযোগ কি? শত্রুবল মথনের সহায় হ্রাস পাইল। ফিরিঙ্গিরা যদি মোগলদিগের সঙ্গে যোগ দেয়, কি তাহাদিগের বশবর্তী হয়, তবেইত দিল্লীশ্বরের বলাধিক্য হইল। আরাকাণ হইতে কোন লাভ সম্ভাবনা রহিল না। বিজয়কৃষ্ণ! এতক্ষণে আমার মন্ত্রণা বিফল হইল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ! আমি তাহে ভীত নহি। দেখিব, শত্রুর বলাধিক্য হইয়াই বা আমার কি ক্ষতি হয়। আমি কদাচ ভয় করিব না। এই ক্ষণেই হজুরমলকে স্কন্ধাবার হইতে আদালতে উপস্থিত হইতে বল। বিচারে যে দণ্ড বিধেয় হয়, অবিলম্বে তাহা হজুরমলের উপর নিয়োগ করিব। আর গঞ্জালিসের সহিত যেরূপ আত্মীয়তা রাখা উচিত বোধ হইবে, সেই মত পত্র তাহাকে লিখ।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! ব্যস্ত হইয়া সকল বিষয় ক্ষুতি করিবেন না। ক্ষান্ত হউন। অধীর হইলে উভয় কুল হারাইবার সম্ভাবনা। হজুরমল নিতান্ত গর্হিত কর্ম করিয়াছে। আপনি বোধ হয় উহাদিগের পরামর্শ সকল অবগত নহেন। নরাধমেরা ইন্দুমতী ও প্রভাবতীকে লইয়া গিয়াছে, হজুরমল ইন্দুমতীকে ও গঞ্জালিস প্রভাবতীকে লইবে স্থির হইয়াছে। পাপেরা এক্ষণে উভয়কে সনদ্বীপে লুকাইয়া রাখিবে। পরে হজুরমল কোন ছলে মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্থানান্তরে ইন্দুমতী লইয়া বাস করিবে।" মহারাজ রোষে

জ্বলিয়া উঠিলেন। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত হইল। কপোল-রাগরঞ্জিত মহারাজের মুখশ্রী কি শোভিল। সঙ্কুচিত নেত্রে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিলেন।

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ রুষ্ট হইবার সময় নহে, এখন যদি হজুরমলকে সে কথা লইয়া পীড়ন করেন তবে, আত্ম-বিচ্ছেদ সম্ভব। আমার মতে সে কথার উল্লেখমাত্র না করেন। পরে মহারাজের যেমত আজ্ঞা হয়। গঞ্জালিসকেও এ অব-স্থায় পত্র লিখার কোন প্রয়োজন নাই।"

রাজা কোন উত্তর করিলেন না। কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া উঠিলেন। বলিলেন। "কৃষ্ণনাথ আইলে, তাহাকে আক্রমণের আয়োজন করিতে বল। আমি বিমলাদেবীর সহিত একবার সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেছি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিল। "মহারাজ! এখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতে প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল মহারাজের রাগ বৃদ্ধি হইবে।"

রাজা বলিলেন। "না আমি কিছু জিজ্ঞাসা করিয়া আসিব।" আপন আবাস হইতে বাহির হইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ ভাবিল। "এ রাজার ত আর পরিত্রাণ নাই। ইহার পাপ যথেষ্ট হইয়াছে। শেষ উপস্থিত। এত পাপে কখন মঙ্গল ঘটে না। হজুরমল অল্পেই ইহার দল ত্যাগ করিবে। আত্মবিচ্ছেদে আপনাদিগের বলহীন হইতেছে। আবার এখন বিমলার নিকটে গেলেন। কত দুর্দশা ইহাঁর অদৃষ্টে আছে, তাহা বলিতে পারি না।" কৃষ্ণনাথকে দেখিয়া বলিলেন। "কৃষ্ণ-নাথ! তোমার কুশল বল। গড়ের কোন্ কোন্ স্থানে কিরূপ লোক নিয়োজন করিলে? তোমার বীর্য প্রকাশের সময় উপ-

স্থিত। মহারাজ তোমার শৌর্যে ও কৌশলে নিশ্চিন্ত আছেন। আমরাও উপস্থিত বিপদে তোমার বাহুর ছায়ায় নিরাপদ বোধ করিতেছি। কেমন নূতন কোন সমাচার পাইয়াছ?"

রণবীর-বাহাদুর বলিলেন। "এখন ত একপ্রকার বন্দোবস্ত হইয়াছে। গুরুবলে বোধ করি এ অবস্থায় কোন শত্রুরই ভয় করি না। যত বড় সেনাপতি হউক না কেন, আর যত সমূহ শত্রু উপস্থিত হউক, এ গড়ে কাহারই দন্তস্ফুট করা দুরূহ। তবে যদি বহুকাল আবদ্ধ থাকিলে দ্রব্যাদির অভাব ঘটে। সেই শঙ্কাই সমূলক। এখন অগ্নি কোণের ফাটকের নীচে দিয়া সুড়ঙ্গ খোদিতে লোক নিযুক্ত করিয়াছি। শীঘ্র সেইটি সম্পান্ন হইলে নিশ্চিন্ত হইব।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "কেন নূতন সুড়ঙ্গে প্রয়োজন কি? মহারাজ বসন্তরায়ের কৃত সুড়ঙ্গ চার পাঁচটা আছে। তাহায় কি কর্ম সম্পান্ন হইতে পরে না?"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। "আমি তাহা অবগত নহি। কোথায় মৃদ্‌ভেদী পথ আছে। যদি ভাল অবস্থায় থাকে, তবে আমি অনেক পরিশ্রম হইতে পরিত্রাণ পাই।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "আমি এক্ষণকার অবস্থা অবগত নহি, তবে দেখাইয়া দিব বিবেচনা করিও।"

কৃষ্ণনাথ বলিলেন। "এখন যদি কোন প্রয়োজন না থাকে, তবে চলুন দেখিয়া আসি।"

বিজয়কৃষ্ণ বলিলেন। "চল মহারাজ বসন্তরায় এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন।" বিজয়কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাথ বাহিরে গেলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

''বাচা স্খলদ্বিগলদশ্রুকণাকুলাক্ষীং
সঞ্চিন্তয়ামি গুরুশোকবিনম্রবক্ত্রাম্ ॥''

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সভা কুট্টিম হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বিমলা দেবীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু বিমলা দেবী তথায় না থাকাতে তাঁহার সহচরী সুন্দরীকে ডাকিলেন। সুন্দরী সম্মুখীন হইয়া বলিল। "মহারাজ! দেবীর আগমনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে, আয়ুষ্মান্ অপেক্ষা করুন।" রাজা আসনে বসিলে, সুন্দরী মহারাজের প্রতি স্ত্রীস্বভাবসুলভ ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এক একবার বস্ত্র টানিয়া অবগুণ্ঠন দিতে লাগিল। আবার বা সেটি অল্পে অল্পে মোচন করিল। একবার দ্বারে ভর দিয়া দাঁড়াইল। আবার তাহা যেন মনোনীত হইল না বলিয়া গৃহের এক কোণে গেল। সেটিও তত মনের মত স্থান হইল না বলিয়া তথা হইতে আসিয়া মহারাজের সম্মুখ দিয়া দ্বারের বাহিরে গেল। মহারাজ আপন মনের চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন। সুন্দরীর এ সকল ভাব ভঙ্গী লক্ষ করিলেন না। সুন্দরী আবার ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া হঠাৎ মহারাজের সম্মুখে দাঁড়াইল। মহারাজ লক্ষ করিলেন না। সুন্দরী পলার্দ্ধমাত্র অধিষ্ঠান করিয়া গৃহের এক দিকে গেল। সেখান হইতে অপর দিকে যাইয়া গৃহস্থ দ্রব্যাদির নিটক বসিল। একটা ফুলের পাত্র লইয়া স্থানান্তরে

রাখিল। পরে একটি রেশমের মার্জনী লইয়া পাত্রটী অতি প্রত্যক্ষ যত্নে পরিষ্কার করিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মহারাজের প্রতি লক্ষ করিতে ভুলিল না। ইহাতেও মহারাজের মন আকর্ষণ করিতে না পারায়, ঝাড়িবার ছলে আপনার হস্তের কঙ্কণ বাজাইল। মহারাজ যেন প্রস্তরময় পুত্তলিকার মত শব্দ সকল অগ্রাহ্য করিয়া, আপন মনে বসিয়া রহিলেন। সুন্দরী কোন মতে মহারাজের লক্ষ আপনার প্রতি আনিতে না পারিয়া, একান্ত উদ্বিগ্ন হইল। ক্রমে ব্যাকুল হওয়ায় অন্যমনস্ক হইল। অসাবধান বশতই হউক বা ইচ্ছাক্রমে তাহার হস্ত হইতে ফুলের পাত্রটি ভূমে পড়িল। একটি অতি তীক্ষ্ণ ঝঞ্ঝনা হইল। মহারাজ জাগ্রত প্রায় হইয়া শব্দের দিকে দেখিলেন। সুন্দরী অমনি যেন অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইল। পাত্রটি হস্ত হইতে খসিয়া পড়ায় ভাঙ্গিয়া গেল। পাত্রস্থ পুষ্পচয় চারিদিকে বিকীর্ণ হইল।

মহারাজ বলিলেন। "সুন্দরি! কি সঙ্গান্ধই বিস্তারিলে! আহা! এমত ঘটনায় যথেষ্ট লাভ আছে। পাত্রস্থ পুষ্পচয় এতক্ষণে যেন জীবিত হইয়া আপনাদিগের সৌরভ-যশ চারি দিকে বিস্তারিল।"

মহারাজের এরূপ প্রেমগর্ভ-কথায় সুন্দরী যেন সাহস পাইয়া বলিল। "মহারাজ! কি কুকর্মই করিলাম? আহা! এ পাত্রটী বহুমূল্য, মহারাজ বসন্তরায় চিনদেশ হইতে আনি-য়াছিলেন; দেবীকে আদর করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাজ! আমি অতিরিক্ত ক্ষতি করিলাম; এ ক্ষতি আমা হইতে পূরিবে না।"

রাজা সুন্দরীকে দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন। "সুন্দরি! আমার চক্ষে তুমি কোন ক্ষতি কর নাই। আহা! আমাকে কি আপ্যায়িত করিলে? পাত্র ক্ষণভঙ্গুর, ভাঙ্গিয়াছে, তাহায় ক্ষতি নাই; উহার প্রকৃত ব্যবহার হইয়াছে। কিন্তু এ কুসুমচয় এ রূপে বিকীর্ণ না হইলে, কদাচ আত্ম-সৌরভ প্রকাশে সমর্থ হইত না। আহা! ইহাদিগের পূর্ব্বের অবস্থা মনে করিলে, আমার বিশেষ কষ্ট হয়। বনের ফুল বনে থাকিলে, যেন অকাল-বিধবা অবীরার ন্যায় শুষ্ক হয়। তাহাকে আনিয়া পাত্রে রাখিয়াছিলে, যেন কারাবদ্ধ ছিল। তাহারা খেদ করিতেছিল, এমত দুরদৃষ্ট যে, যদি ভাগ্যবশত চয়ন করিয়া আনিল, কিন্তু আমাদিগের কতকগুলিকে একত্র করিয়া বদ্ধ করিয়াছিল। ভাগ্যে সুন্দরীর হস্তে পড়িয়াছিলাম, তাইত রসগ্রাহী-পুরুষের ভোগে আইলাম।" মহারাজ ঈষদ্ হাসিলেন।

সুন্দরী বলিল। "মহারাজ! আর ব্যঙ্গ করিয়া কেন আমার কষ্ট বর্দ্ধন করেন। এ সকল রসপূর্ণ শ্লেষ পাত্রান্তরে ভাল শোভে। আমার কর্ণে যেন বিষবৎ বোধ হয়। আমরা অভাগিনী দুঃখিনী, আবার অদৃষ্ট বলে শোকিনী দেবীর হস্তে পড়িয়াছি। মহারাজ! আমাদিগের আর ও সকল ভাব চিন্তিবার সময় নাই। চিরদিন ম্রিয়মাণা অপ্রাণার ন্যায় কাটাইলাম। বিধি জানেন, আরও কত দিন এই মতে যাইবে।" সুন্দরী ছলে এমত পটু ছিল, যে এই কথা বলিতে বলিতে তাহার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। সুন্দরী কিছু দেখিতে নিতান্ত মন্দ ছিল না। তাতে আবার পূর্ণযৌবনা। শরীরের গঠনটি

অত্যন্ত মনোহর। এমন কি যদি বর্ণটি আর একটুকু উজ্জ্বল হইত, তবে বিমলাদেবীর সঙ্গে একত্রে দাঁড়াইলে কে সংসার মোহনে অধিক পারক বলা দুষ্কর হইত। সহচরীবেশ থাকায় প্রায় জানুর অগ্রদেশ পর্য্যন্ত অনাবৃত ছিল। আহা কি কোমল ও অক্ষীণ জানুর আরম্ভ! কটিদেশে অঞ্চল বেষ্টিত থাকায় কটীর ক্ষীণতা, নিতম্ব ও বক্ষের সুগোল গঠন অধিক শোভা পাইতেছে। কণ্ঠদেশের কি বক্রভাব! আর স্কন্ধদেশের কি মাধুরী! মহারাজ, সুন্দরী অশ্রুভাসিত বদন, ঈষদ্‌বিস্ফারিত অধর আর অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রদ্বয় দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন। বলিলেন "আহা! এ বন কমল, যত্নাভাবে মলিন হইয়াছে।"

সুন্দরী বলিল। "মহারাজ! অস্বামিক পদার্থের ভূস্বামীই অধিকারী। আমি মহারাজের অবশ্যপোষ্য। আপনার কোমল দয়াল কথায় আমি আপ্যায়িত হইলাম। মহারাজ দয়ার সমুদ্র। আপনার নিকট অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই, বলিয়াই মহারাজের শ্রীচরণ একাশ্রয় করিয়াছি।"

মহারাজ সুন্দরীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া, তাহার রূপ ও ভাবভঙ্গীতে মোহিত হইলেন। ঘন ঘন তাহার দিকে লক্ষ করিলেন। দুষ্টের মন অল্পেতেই দূষিত হয়। বলিলেন। "সুন্দরি! তুমি আমার আশ্রয় লইয়াছ, দুঃখিত হইও না। আমি তোমাকে যত্নে রাখিব। চল আমার সঙ্গে থাকিবে।"

বিমলাদেবী গৃহে প্রবেশ করিয়া মহারাজের সঙ্গে সুন্দরীর এরূপ আত্মীয়ভাব দেখিয়া, অন্তরে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। রোষে তাঁহার বদন আরক্ত হইল। সাহঙ্কারে পাদ বিক্ষেপ করিয়া, মহারাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন।

"মহারাজ! অসময়ে আমার গৃহে আসায় মহারাজের কি প্রয়োজন?" রাজা সহসা বিমলাকে গভীর স্বরে এরূপ কথা কহিতে শুনিয়া চমকিলেন। সুন্দরী ব্যস্তে অন্তরে দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন। "দেবি! আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। একক বসিয়া থাকাপেক্ষা, সুন্দরীর সঙ্গে কথা বার্তা কহিতেছিলাম। সুন্দরী অত্যন্ত রসিকা।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! ভাল হইয়াছে। রসজ্ঞ পুরুষ সর্বত্র রসিকা লাভ করে। এখন আপনারা মিষ্টালাপ করুন। আমি স্থানান্তরে যাই।"

বিমলা গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। মহারাজ গতিক দেখিয়া ব্যস্তে বিমলার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন। "দেবি বিমলা! তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কোন কথা আছে। একবার আইস।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ! কি কথা আছে এই খানেই বলুন?"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! ঘরে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছ কেন। একবার ঘরে বসিলে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে বলিব।"

বিমলা যেন অগত্যাপ্রত্যাগমন করিলেন। বলিলেন। "মহারজ! কি প্রয়োজন আছে?"

রাজা বলিলেন। "বিমলা! গতরাত্রে ইন্দুমতীর কি দশা হইয়াছে, তাহা আমি অবগত হইতে ইচ্ছা করি। তুমি অবশ্য সকল শুনিয়াছ।"

বিমলা বলিলেন। "মহারাজ আপনার সকল মন্ত্রণা পণ্ড

হইয়াছে, আমি তাহা ভাল অবগত আছি। মহারাজ যে গঞ্জালিস ও হজুরমলকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাও রায়গড়ে রাষ্ট্র হইয়াছে। কিন্তু মহারাজের কুমন্ত্রণার উপযুক্ত শাস্তি পাইয়াছেন, আর শাস্তির বোধ করি এখন শেষ হয় নাই।” বিমলা থামিলেন। বিমলার মনে এক কালে প্রতাপাদিত্যের অসহ্য দৌরাত্ম্য ও অতীব পাপাচরণ উঠিল। তিনি সিহরিলেন। আপনার অবস্থা ও বসন্তরায়ের অকালমৃত্যু তাঁহার মনকে মথিল। মনস্তাপে ও শোকে এক কালে জীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তাতে আবার অদ্য স্বচক্ষে মহারাজের সুন্দরীর প্রতি যেরূপ ভাব দেখিলেন, তাহাতে নিতান্ত অবসন্ন হইলেন। অদ্য কিছু পূর্বে সুন্দরীর সঙ্গে মহারাজবিষয়ক যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহাও মনে উদয় হইল। ঈর্ষা, অপমান, অভিমান, অহঙ্কার, এক কালে নাচিয়া উঠিল। বলিলেন। “মহারাজ! আপনার মন্ত্রণা প্রকাশ পাইয়াছে। শুনিতে পাই মহারাজ মানসিংহ সকল অবগত হইয়াছেন। কচুরায়। আহা যদি জীবিত থাকে, চীরজীবী হউক, আমি তাহার কত ক্ষতি করিয়াছি। যদি জীবিত থাকে ত মহারাজের শোণিতে তর্পণ করিবে। আমি দাঁড়াইয়া দেখিব। সেটি দেখিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। আমাকে অবোধ বালা পাইয়া কুমতি দিয়াছিলেন। আমি তখন বুঝিতে পারি নাই। অগাধ সাগরে লম্ফ দিলাম। এখন ভয়ানক পঙ্কিল হ্রদে পড়িয়াছি। কিন্তু আমার এখনও পরিত্রাণের উপায় আছে, আমি ত্যাগ করিব। দেখি যদি সর্বস্ব দিয়াও উদ্ধার পাইতে পারি। আপনার কিন্তু এখনও চেতনা হইল না। ক্রমে হইবে, তখন বুঝিবেন যে,

আপনার জন্য কি দশা প্রস্তুত আছে!” বিমলা শ্বাস লাভা-শয়ে থামিলেন। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছিল। উন্নত বক্ষ ঘন ঘন দুলিতে লাগিল। আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় ঘুরিতে লাগিল।

রাজা বলিলেন। “দেবি! তোমার বুদ্ধি ভ্রম হইয়াছে। ক্ষান্ত হও, আমি তোমাকে কোন অযত্ন করি নাই। এত ছল রোষে প্রয়োজন নাই। অধিক রাগান্বিত হইলে আত্মকষ্ট ব্যতীত আর কিছু লাভ নাই।”

বিমলা বলিলেন। “হাঁ, মহারাজ! আমার বুদ্ধি ভ্রম হই-য়াছিল, নতুবা আপনার মত পাষণ্ডের কথায় ভুলিব কেন? কিন্তু এখন স্বভাবস্থ হইয়াছি। তাইত আমার আর মহারাজের বিষগর্ভ বাক্য সহ্য হইতেছে না। আমি ছল রোষ করিতেছি! মহারাজ যেমন সকল কর্মেই ছল আশ্রয় করেন। মহারাজ! আপনার ঐ মিষ্ট চাতুরীই ত আমার সর্বনাশ করিয়াছে। আমি আর মহারাজের মুখের দিকে সহজে চাহিতে পারি না। মনুষ্য যদি মনুষ্যের খাদ্যদ্রব্য হইত, তবে আমি আপনাকে চর্বণ করিতাম, কিন্তু তাহা অসম্ভব। আমি কিন্তু অল্পে ক্ষান্ত হইব না।”

রাজা বলিলেন। “বিমলা! আমার বয়সে কাহার বাক্যে আমি ভয় পাই নাই, তুমি ত স্ত্রীলোক অবধ্য ও নির্বীর্য, কিন্তু তুমি যেরূপ উন্মাদিনীর মত আচরণ করিতেছ, তাহে তোমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু তোমার পূর্ব প্রীতি স্মরণ করিয়া, তোমার অবলাবস্থা জানিয়া, আবার সম্পর্ক অনুরোধে কিছু বলিব না।”

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনি অত্যন্ত নির্লজ্জ!

পূর্ব্ব প্রীতি স্মরণ করিতেছেন, কিন্তু তাহার দোষটি মনে লাগিতেছে না। আর সম্পর্ক-অনুরোধ যথেষ্ট রাখিয়াছিলেন, যে এখন রাখিবেন। আপনার আর দয়ায় প্রয়োজন নাই। আমি বলি আপনার যথাসাধ্য শাস্তি দিন। আমি কিছু আপনাকে ভয় করিয়া চলিব না। যখন কচুরায় এখানে উপস্থিত হইবে, তখন আপনার সমস্ত কর্ম্মের হিসাব লইবে। মহারাজ! তখনকার চিন্তা করুন, বল্লভ এখনও জীবিত আছে; সে আমাদিগের সাক্ষী, ধর্ম্ম ক্রমে সকল প্রকাশ করিবে। ভাল বলি মহারাজ! আপনার কি বৃত্তি চরিতার্থ হয় নাই? এখনও আপনার সমূহ কুপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান আছে। সুন্দরীকে প্রীতিবাক্য বলিতেছিলেন। আপনাকে ধিক্! আপনার পাপ আর সংসারে ধরে না। মহারাজ! আপনার দুষ্টবুদ্ধি আপনাকে কত শত ভয়ানক গর্হিত প্রায়শ্চিত্তবিহীন পাপে লিপ্ত করিয়াছে, তাহা অবগত নহেন। ইন্দুমতীর উপর লক্ষ্য। হা ধর্ম্ম! কিন্তু ধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। আপনাকেও শাস্তি দিয়াছে। আপনার লোকেই আপনাকে বঞ্চনা করিল। পাপের মিলন ক্ষণস্থায়ী। হজুরমল ও গঞ্জালিস কেমন আপনার অভিরুচিটিকে স্বার্থসাধনে যোজিল। ভাল হইল। এখনও ধর্ম্ম আপনাকে এক প্রকারে রক্ষা করিল। মহারাজ! ইন্দুমতী আপনার পাপভোগের ফল। মহারাজ! বসন্তরায় তাহাকে বনে পান বটে, কিন্তু মহারাজ! আপনি জানেন তাহাকে কে বনে ছাড়িয়াছিল? মহারাজ! জয়ন্তিরাজ মহিষীর কি গতি হইয়াছে, তাহা অবগত আছেন? সে যে অবোধ দুঃখিনী বালা আপনার চাতুরীতে পড়িয়া এককালে নষ্ট হইল। প্রাণ পর্য্যন্ত দিল। এখন আবার

তাহারই কন্যার উপর দৌরাত্ম্য!” বিমলা থামিলেন। মহারাজ বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ অবাক্ হইয়া বলিলেন। “বিমলা এটি তোমার উত্তপ্ত কপোলকল্পিত ব্যাপার, এ কখনই সত্য নহে। কেন অকারণ আমাকে কষ্ট দাও। দেখ, আমি বালককালাবধি তোমার অনুগত। আমি ইন্দুমতীর হরণবিষয়ে কিছুই জানি না। আর যদিও আমি তাহায় লিপ্ত থাকি, কিন্তু তোমার প্রকৃত মানহানির ভয় নাই। যত্নের পাত্র কখন অযত্নে থাকে না।” রাজা এটি বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। মনমথী চিন্তায় ব্যাকুল হইলেন। সম্প্রতি বিমলার সন্তোষ উদ্দেশে রচিত কথা বলিলেন। কিন্তু মন এমত অবাধ্য যে, একবার সত্য জ্ঞান পাইলে তাহা শীঘ্র ছাড়িতে সাহস করে না। আবার বুঝিলেন যে, রচা কথা অধিক ক্ষণ স্থায়ী নহে। কি করেন, অগত্যা চাতুরী আশ্রয় করিতে হইল। কিন্তু অত পরিষ্কার চাতুরী ব্যবহারেও লজ্জিত হইলেন। বুঝিলেন যে, বিমলাদেবী তাহা সমস্ত ভেদ করিয়াছেন। কিন্তু কি করেন, উপায়ান্তর না থাকাতে অগত্যা এরূপ করিতে হইল।

বিমলা বলিলেন। “মহারাজ! আপনার মধুমাখা গরলপূর্ণ কথাগুলিতে দগ্ধ বিমলা আর ভুলিবে না। আপনার যাহার সঙ্গে আলাপে প্রীতি জন্মে, তাহার সহিত আলাপ করুন। আমাকে এখনও ছাড়িয়া দিন। মহারাজ! উৎকট পাপের চিন্তা ও মনস্তাপ আমাকে জীর্ণ করিয়াছে। নতুবা আমি আপনার মত উত্তর দিতাম। আঃ! সে সকল পাপ ভাবিলে সংসারে দাঁড়াইবার বল থাকে না।” বিমলার ক্ষণলব্ধ স্নিগ্ধ মূর্ত্তি

বিচলিত হইল। তাঁহার মন ব্যাকুল হইল। বিগত ক্ষতির চিন্তায় জ্বলিয়া উঠিলেন। প্রতিহিংসা মনকে আক্রমণ করিল। উন্মত্তা বিমলা নক্ষত্রবেগে গৃহ হইতে বাহিরে গেলেন। বেগ গমনে মস্তকের আবরণ খসিল। বিগলিতকেশা বিমলা দ্বারের বাহিরে গিয়া আরক্ত চক্ষু দিয়া একবার প্রতাপাদিত্যকে দেখিলেন। ক্ষণমাত্র দৃষ্টিতেই যেন পূর্ব্বের আত্মীয়তা তাঁহার মনকে ক্রমে কোমল করিবার চেষ্টা পাইল। অমনি বেগে অপর দিগে দৃষ্টি মাত্রে যেন সে ভাবটি মন হইতে অপসৃত করিলেন। আবার প্রতাপাদিত্যের দিকে চাহিলে বহুকালের সম্পর্ক যেন তাঁহাকে ক্রমে বশীভূত করিল। তিনি সৌম্য দৃষ্টিতে প্রতাপাদিত্যের চমৎকৃত মুখ অবলোকন করিলেন। মনে বিপরীত ভাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কি করিবেন। কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। উভয় দিকে সমান। আকৃষ্ট মন কোন দিকেই অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না। বিলম্বে বদ্ধমূল ভাব জয়ী হয়। সহসাগত ভাব বল পায় না। বিমলার উগ্রমূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। ক্রমে নয়নের শিরা সকল শিথিল হইতে লাগিল। কুটিল ভ্রূ ক্রমে সরল হইল। হৃদয়ের শোণিত কপোলদেশ হইতে ক্রমে হৃদয়ে ফিরিল। ওষ্ঠের শিরা সকল কোমল হইল। সঙ্কুচিত ওষ্ঠ ক্রমে সরল হইল। স্বভাব পাইল। আহা! যেন বিমলা সুপ্তোত্থিতার ন্যায় লালসাঙ্গী হইলেন। মুখে কি চক্ষে কোন ভাবই নাই। যেন নির্জীব। ক্রমে ওষ্ঠের মূলদ্বয় অতি অল্পে অল্পে বিস্তৃত হইতে লাগিল। দৃষ্টি ক্রমে প্রেমময় হইল। বিমলা ঈষদ্ হাস্যবদন হইলেন। অগ্রসর হইয়া প্রতাপাদিত্যের নিকটে আসিলেন। তাঁহার বামস্কন্ধে দক্ষিণ হস্তটি

অতি স্নেহের সহিত রাখিলেন। বলিলেন “প্রতাপাদিত্য! তুমি বিষময় হইলেও ত্যজ্য নও। আমি তোমায় কণ্ঠে রাখিব। আমার নীলকণ্ঠ অপযশ হইলেও তোমাকে ছাড়িব না। তুমি আমার এ সংসারের আত্মীয়। একমাত্র প্রেমাস্পদ।” বিমলা থামিলেন। বিমলার আবার যেন চেতনা হইল। বিমলা এক দৃষ্টে প্রতাপাদিত্যের যেন অন্তরের লক্ষণ দেখিবেন। অল্পে অল্পে প্রতাপাদিত্যের স্কন্ধ হইতে তাঁহার কোমল হাত স্খলিত হইল। নানা চিন্তামগ্ন প্রতাপাদিত্য ম্রিয়মাণ ছিল। সম্প্রতি বিমলার কোমল বাক্যে কিছু স্বাস্থ্য পাইয়াছিলেন। আবার ক্রমে দেবীর হাত স্কন্ধ হইতে অপসৃত হইলে বুঝিলেন, নূতন প্রলয়ের সৃষ্টি হইতেছে। দেবী স্থির মূর্তিতে অতি অল্পে অল্পে এক একটি করিয়া কথা বলিলেন। “মহারাজ আমার আসন্নকাল উপস্থিত হইতেছে, আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আমি দাঁড়াইয়া জন সমাজে অবমানিত হইতে পারিব না। আপনি আমার বহুকালের আত্মীয়। আপনাকেও সহজে অবমানিত হইতে দেখিতে পারিব না। আপনার উপর অনেক দৌরাত্ম্য করিয়াছে। আপনিও তাহা চিরকাল সুখে সহ্য করিয়াছেন। আমাদিগের আত্মীয়তা ন্যায়সঙ্গত হউক বা না, যাহা হউক পরস্পরের সুখের জন্য ছিল, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এখন সে আত্মীয়তা কি রূপ তাহা অতি শীঘ্রই ধার্য হইবে। প্রণয় ও পরিণয়ের মধ্যে যাহার বলাধিক্য সে জয়ী হইয়াছে, এখন পরে উহাদিগের গুণাগুণানুরোধে যেরূপ দাঁড়াইবে তাহা আমি চিন্তিতে সাহস করি না। প্রণয় প্রাণবল পর্যন্ত স্বীকার করে। বল্লভের এখনও শাস্তি আবশ্যক। প্রতাপাদিত্য

তোমার হাত দাও।" প্রতাপাদিত্য ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া বিমলার বিস্তৃত হাত ধরিলেন। বিমলা প্রতাপাদিত্যের হাতটি আপনার কোমল হস্তে ধরিলেন। আহা যেন চন্দ্র কুমুদিনী স্পর্শ করিল। প্রতাপাদিত্যের মুখের দিকে চাহিলেন। আহা কি মধুর প্রেম দৃষ্টি! তাহাতে কোন রাগের চিহ্ন নহে। কেবল প্রেমময় দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পরেই বিমলার চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। বিমলা ধীর মূর্তিতে অবিরোধে নিস্তব্ধে অশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। আহা অশ্রু বারিতে কর যুগল স্নাত হইল। কিছুক্ষণ পরেই বিমলা সহসা প্রতাপাদিত্যের হাত হইতে আপনার কর কমলটি অন্তর করিলেন। বাম হাতে চক্ষের অশ্রু দূরে ফেলিলেন। দ্বারাভিমুখে চলিলেন।

প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "বিমলা! এত শীঘ্র নহে। এত সহসা কেন ত্যাগ কর? যাইও না।" বিমলার হাত ধরিলেন। বিমলা গভীর স্বরে বলিলেন। "আমার হাত ছাড়।" বলে হাতটি ছাড়াইয়া বেগে গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। মৃৎপিণ্ড-বৎ অবাক্ প্রতাপাদিত্যের প্রতি চাহিয়াও দেখিলেন না। প্রতাপাদিত্য নিস্তব্ধে হেঁট মুণ্ডে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার কঠিন প্রাণও গলিল। অশ্রু বহিতে লাগিল। সুন্দরী গৃহের বাহির হইতে সকল দেখিল। প্রতাপাদিত্য কতক্ষণ এই অবস্থায় নীরবে অশ্রুপাত করিলেন। পরে অশ্রু মুছিয়া অল্পে অল্পে ঘর হইতে বাহিরে আইলেন। সুন্দরী সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রতাপাদিত্য তাহাকে কোন কথাই বলিলেন না। অন্তঃপুর হইতে বাহিরে গেলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

"হত্বা তং কুনৃপমহং হি পালকং ভোস্তদ্রাজ্যে দ্রুতমভিষিচ্য চার্য্যকং তম্ ।
তস্যাজ্ঞাং শিরসি নিধায় শেষভূতাং মোক্ষ্যেঽহং ব্যসনগতঞ্চ চারুদত্তম্ ॥"

বজবজের গড়ের সম্মুখে কাটী গঙ্গায় পোতচয়ের উপর নানা বিধ, নানাবর্ণের পতাকা উড়িতেছে। পোতের কুপক-চয়ের মধ্যে পতাকামালা মন্দ বায়ুতে দুলিতেছে। অর্ণবযানের পার্শ্বে ছোট ছোট ডিঙ্গি লাগান আছে। তাহে পীপিলিকার শ্রেণীর মত সেনারা অবতীর্ণ হইতেছে। এক এক ডিঙ্গি লোকে পূর্ণ হইলেই, ডিঙ্গিটি বাহিয়া তীরে তাহাদিগকে নামাইয়া আবার জাহাজের পার্শ্বে যাইয়া লাগিতেছে। কূলে মহারাজ মানসিংহ প্রকাণ্ড ছত্রের নীচে দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। জাহাজ-শ্রেণী ও তীরের মধ্যে একখানা ডিঙ্গিতে বর্ম্মাবৃতপুরুষ ও সূর্য্যকুমার দাঁড়াইয়া আছেন। মালিকরাজ একখানি জাহা-জের সম্মুখ-কুপকে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমে এক-খানি জাহাজ খালি হইল। পোতকর্ত্তা জাহাজটি অতি অল্পে অল্পে স্থানান্তরে লইয়া গেল। সেনারা তীরে অবতীর্ণ হইয়া সশস্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্রমে সেনাদল সকলেই নামিল। কূল ও উপকূল সেনাসমূহে আবৃত হইল। সকল সেনা জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলে, মালিকরাজ জাহাজ হইতে কূলে নামিলেন। সূর্য্যকুমার ও বর্ম্মাবৃতপুরুষও কূলে যেখানে মহারাজ মানসিংহ ছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হই-লেন। মহারাজ মানসিংহ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যকুমারের হাত

ধরিয়া ছত্রের নীচে আনিলেন। সূর্যকুমার বামহস্তে বর্মাবৃত-পুরুষের হাত ধরিয়া মানসিংহের সহিত ছত্রের নীচে দাঁড়াইলেন।

মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। "জয়ন্তীরাজ! এখন বন্দীদিগকে এই গড়ে রাখিয়া চল রায়গড়ে যাওয়া যাক্। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। সায়ংকালের পূর্বেই আমরা রায়গড়ে পৌঁছিব। অদ্য রাত্রিতেই রায়গড় আক্রমণ করিব। তোমার কি পরামর্শ?"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আমার ইহা মনোনীত হইতেছে। সত্য বলিতে কি, বিলম্বে সেনাদলে উৎসাহ হ্রাস হইবে। যেমত জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে, অমনি যাত্রা করা ভাল। তবে যে অবতরণকষ্ট, তা সে অতি সামান্য। আর কুচ কিছু অধিক দূরও নয়। শিথিল কুচে রাত্রির পূর্বেই পৌঁছিব। তাহার পর প্রায় দশ এগার দণ্ড সময় অবকাশ পাওয়া যাইবে। তখন সুখে বিশ্রাম করিতে পারিবে।"

মানসিংহ বলিলেন। "তোমার মতেই আমার মত।" (বর্মাবৃতপুরুষের প্রতি।) "তবে তুমি একবার দেখিয়া আইস।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আমার ইচ্ছা হয় আমিও যাই। আপনার কি অনুমতি?"

মানসিংহ বলিলেন। "ভালই ত। কিন্তু আমি বলি, তুমি একটু বিশ্রাম কর। রৌদ্রের তাপ কমিলে আমরা দুই জনে হাতিতে করিয়া পশ্চাৎ যাইব।"

সূর্যকুমার বলিল। "মহারাজ! আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য। কিন্তু আমার বিশ্রাম আবশ্যক হইতেছে না।

অনুমতি করেন ত আমি সেনার সঙ্গেই যাই। আপনার সঙ্গে একত্রে যাওয়ায় আমার একান্ত মত বটে, কিন্তু বহুক্ষণ গুরু-লোকের সহবাস বড় যুক্তিযুক্ত নহে।"

মানসিংহ হাসিয়া বলিলেন। "রাজার এই চিহ্নই বটে। কখন নিশ্চিন্ত থাকিতে ভাল বাসে না। সেনা পর্যবেক্ষণে তোমার অত্যন্ত উৎসাহ। ভাল, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। আমি পশ্চাতে যাইয়া পৌঁছিব।" সূর্যকুমার মহারাজের হাত ধরিয়া বিদায় হইলেন। বর্মাবৃতপুরুষ ও সূর্যকুমার উভয়ে পার্শ্বাপার্শ্বী হইয়া সেনার নিকট চলিলেন। পথে দুই জন রাজপুরুষ দুটী অশ্ব আনিয়া দিল, উভয়ে অশ্বারূঢ় হইলেন। মালিকরাজ কূলে অবতীর্ণ হইয়াই আপন অশ্বে বসিয়া ছিলেন, ইহাদিগকে অশ্বে দেখিয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "মালিকরাজ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

মালিকরাজ বলিল। "আমি সেনা পর্যবেক্ষণ করিতে-ছিলাম।"

সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! এখন রায়গড়ে প্রতাপা-দিত্যের সমাচার কি? সে কি কোন উদ্যোগে আছে!"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "প্রতাপাদিত্য আমাদিগের বজ-বজে আগমন বার্তা পাইয়াছেন। তিনি সেনা সংগ্রহ করি-তেছেন।"

সূর্যকুমার বলিল। "প্রতাপাদিত্য ফলে যুদ্ধকৌশলে অত্যন্ত দক্ষ। সে যদি সমাচার পাইয়া থাকে, তবে রায়গড় অধিকার করা বড় সহজ ব্যাপার হইবে না।"

মালিকরাজ বলিল। "যথেষ্ট সেনা রক্ষিত হইলে রায়-গড় কোন মতেই অধিকার করিতে পারিবে না। মহারাজ বসন্তরায়ের এমনই কৌশল। ফলে আমি ত উহার তুল্য গড় আর কুত্রাপি দেখি নাই।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "হাঁ গড়টী অত্যন্ত দুর্ভেদ্য বটে, কিন্তু বলের সঙ্গে যদি কৌশল যোজনা করা যায়, কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "প্রতাপাদিত্যের সকল সেনা গড়ে বর্ত্তমান নাই। আমার জ্ঞান হয়, অদ্য রাত্রেই গড় আমাদিগের হইবে। কিন্তু আমার একটী আবেদন আছে, সেটী মহারাজ মানসিংহকে বলিয়া তোমাকে সিদ্ধ করিতে হইবে।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "তোমার অভিমত অবশ্য অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। ইহাতে মানসিংহ কোন আপত্তি করিবেন না। তোমার ইচ্ছাটি কি ?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "রায়গড়ে রেবতীকে বাসস্থান দিতে হইবে, আর তাহার স্মরণার্থে একটি মঠ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। আমার এইমাত্র অভিরুচি।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "সে বড় কঠিন ব্যাপার নহে। আগে গড় অধিকার হউক।"

মালিকরাজ বলিল। "রেবতী যাহা বলিতেছিল, তাহা নিতান্ত অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। তাহা হইতে অনেক সমা-চার পাওয়া যাইবেক।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "আহা ! তাহার অসংলগ্ন বাক্য-বালু-কাচয়ের মধ্যে হীরকখণ্ড আছে। সনদ্বীপে ইন্দুমতীর গেডিজে

বদ্ধ হওয়া ও অরুন্ধতী প্রভৃতিরও সেই অবস্থাগ্রস্তের বিষয় রেবতী যাহা বলিল, সমস্তই সত্য হইল। আমার রেবতীর প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে। আবার কচুরায়ের বাল্যবৃত্তান্ত যাহা বলিল, আমার সত্য জ্ঞান হইতেছে। উন্মাদেরা কখন মিথ্যা বলে না। তাহাদিগের বিশৃঙ্খল মনে সুশৃঙ্খল মিথ্যার অঙ্গ সৌষ্ঠব থাকে না। সৃষ্টি, বহুল নিয়ম ও প্রণালীর সমষ্টি; প্রলাপে সৃষ্টি অসম্ভব। রেবতীর সকল কথারই মূল আছে, কেবল বিকৃত মনে অসঙ্গত দ্যুতি দিয়াছে। তাহাতেই সকল রূপান্তর হইয়াছে। বল্লভকে এইক্ষণেই কারারুদ্ধ করা বিধেয়। মহারাজ কচুরায় শুনিলে কখনই এরূপ নিস্পৃহ হইয়া থাকিতেন না।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "রেবতীর কথা কিছু নিতান্ত অমূলক নহে, তবে তাহাই দৃঢ় জ্ঞান করিয়া কোন উৎকট কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে।"

মালিকরাজ বলিল। "এখনত কোন মতেই নহে। বল্লভকে এখন ধরাধরি করিলে সেনামধ্যে একটি নূতন ভাব উদ্ভাবিত হইবে। তাহে আমাদিগের পক্ষে বড় সুখকর ফল প্রসবিবে না।"

বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "সেও একটি বিশেষ কারণ বটে। বল্লভ আমাদিগের সন্দেহ কণাঙ্কুরেও অবগত নহে। এখন সে আমাদিগকে কোন মতেই ত্যাগ করিতেছে না। পরে স্থির হইলে বিচার করিতে কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "ঐ দেখ, বোধ করি তোমার দূত ফিরিয়া আসিতেছে, চল একটু দ্রুত যাইয়া সেনামালার অগ্রে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা যাক।"

বর্মাবৃতপুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ একত্রে অশ্বে সেনার পার্শ্বে যাইতেছিলেন, এখন অশ্ব বেগে চালন করিয়া অল্প ক্ষণে সেই সেনাদল পার হইলেন। ক্রমে দ্রুতাগত চরের সম্মুখীন হইলেন। চর বর্মাবৃতপুরুষকে দেখিয়া অশ্ববেগ সংযত করিল। সূর্যকুমার বলিল। "কি হে তোমার সমাচার কি?"

চর বলিল। "মহাশয়! দিল্লীশ্বরের যশ বৃদ্ধি হউক, সমস্ত মঙ্গল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনামণ্ডল হইতে এইমাত্র আসিতেছি। আপনারা কি রায়গড় যাইতেছেন? ভাল সময়, এখন যাইলে অবাধে রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে পারিবেন। তবে আমার আর বজবজে যাওয়ার প্রয়োজন নাই।" চর আপন অশ্ব ফিরাইল। বর্মাবৃতপুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ অগ্রসর হইলেন। চর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিল। কিছু দূর গমনের পর বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "কেমন প্রতাপাদিত্যের সেনামণ্ডলীতে সমাচার কি? কত সেনা বোধ হয়। কে কেমন প্রস্তুত?।"

চর বলিল। "মহাশয় রায়গড়ে সেনা সমাগম অত্যন্ত অধিক। সকলেই রণোৎসুক। কিন্তু সেখানকার দুই জন প্রধান সেনাপতির অভাবে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। সেই দুই জন সেনানী অত্যন্ত সেনাপ্রিয়। সেনারা তাহাদিগের অবর্তমানে ভগ্নোদ্যম হইয়াছে। কিন্তু হজুরমল বলিয়া এক জন অধ্যক্ষের সেনারা অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছে। তাহাদিগের প্রধান সেনাপতি রণবীর বাহাদুরের সেনারাও প্রস্তুত আছে বটে, কিন্তু গত রণাভিনয়ে রণবীরবাহাদুরের পরাভব হওয়া পর্যন্ত তাহাদিগের এক প্রকার মনে সঙ্কোচ

জন্মিয়াছে। প্রতাপাদিত্যের চর এখানকার সমাচার সমস্ত ও যে আবেদন পত্র মহারাজ মানসিংহের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার নকল, রায় গড়ে পাঠায়। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাহা পাঠে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়াছেন। শুনিয়াছি, এখান হইতে এক জন প্রতাপাদিত্যের চর ফিরিয়া যাইবার সময় পথে বন্দী হইয়াছে।"

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "এখানে কি আবেদন আসিয়াছে?"

চর বলিল। "মহাশয়! তাহা অবগত নহেন? আপনি তখন সনদ্বীপ হইতে ফেরেন নাই। সে বড় কদর্য আবেদন-পত্র। তাহায় কাহারও স্বাক্ষর নাই, কিন্তু শুনিতে পাই, তাহা নাকি রায়গড় হইতে আসিয়াছে। তাহায় প্রতাপাদিত্যের প্রতি অতি উৎকট পাপ স্পর্শিয়াছে। আবেদনে লেখে যে, 'মহারাজ বসন্তরায়ের অকাল মৃত্যুর মূল কারণ প্রতাপাদিত্য'।" বর্ম্মাবৃতপুরুষ শুনিবামাত্র সিহরিলেন। "তাহায় লেখে যে 'জয়ন্তীরাজের অকাল মৃত্যুর মুল প্রতাপাদিত্য'।" সূর্য্যকুমারের কপোলরাগ বর্দ্ধিত হইল। "তাহায় বলে যে, 'জয়ন্তীরাজ-মহিষীর ধর্ম্মনষ্ট প্রতাপাদিত্যকৃত, শিশু বালিকার মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য'।" সূর্য্যকুমার একবার আরক্ত নয়নে চরের দিকে চাহিল। "রেবতী নামে একজন ব্রাহ্মণীর বিদেশ গমন ও মৃত্যুর কারণ প্রতাপাদিত্য। মহাশয় তাহাতে বল্লভ বলিয়া যে গুরু মহাশয় আছে, তাহাকে বিষম পাপে লিপ্ত করিয়াছে। আরও কত কথা আছে, তাহা আপনাদিগের শ্রবণের যোগ্য নহে।"

সূর্য্যকুমার বলিল। "কেমন রেবতীর কথা সব সত্য দাঁড়া-

ছিল ?” বর্মাবৃতপুরুষ কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। তিনি শূন্য দৃষ্টে কি ভাবিতেছিলেন। সূর্যকুমার কোন উত্তর না পাইয়া বর্মাবৃতপুরুষের দিকে চাহিয়া দেখেন, যে তিনি প্রায় মোহে আচ্ছন্ন। অশ্বের বল্গা তাঁহার হাত হইতে খসিয়াছে। বাহুদ্বয় দুই পার্শ্বে ঝুলিতেছে। সূর্যকুমার বর্মাবৃতপুরুষের এই অবস্থা দেখিয়া, কিছু ভাবিত হইলেন। তিনিও একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া, নিস্তব্ধ হইলেন। ক্রমে বহুক্ষণ এই ভাবে সকলে বাক্য-রহিত হইয়া, চলিলেন। ক্রমে শিবরাম পুরের মাঠে আসিয়া, উপস্থিত হইলেন। মাঠটি অতি মনোরম, চতুর্দিকে প্রায় দুই ক্রোশ। তাহার চতুঃসীমায় ঘন তরুগুল্মাদি। এমন কি, তাহা ভেদ করিয়া আর কিছুই দেখা যায় না। দ্বারির জাঙ্গাল মাঠের প্রায় দক্ষিণ সীমা দিয়া গেছে। বর্মাবৃতপুরুষ মাঠে উপস্থিত হইলে চেতনা পাইলেন। চতুর্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া, অশ্ববেগ ধারণ করিলেন। সূর্যকুমারও সেইখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। ক্ষণেক পরেই বর্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। “সূর্যকুমার! আমরা এইখানে সেনা সংস্থাপন করি, কি বল ?”

সূর্যকুমার বলিল। “হাঁ, এ স্থানটি স্কন্ধাবারের যোগ্য বটে। এখান হইতে রায়গড় অধিক দূর নহে।” বর্মাবৃতপুরুষ অশ্বকে দ্বারির জাঙ্গাল হইতে উত্তর দিকের খাদের ধারে নামাই-লেন। সূর্যকুমার মালিক ও চরটি পশ্চাদ্গমন করিল। খালের কুলে যাইয়া, কি প্রকারে পার হইবেন চিন্তিতে লাগিলেন। মুহূর্তমাত্র অবস্থান করিয়া, অশ্বকে জলে নামাইয়া দিলেন। বেগবান্ অশ্ব তেজে পদদ্বারা জল ভেদিয়া পারে উত্তরিল। খাদে জল অধিক ছিল না, অনায়াসে মালিকরাজ, সূর্যকুমার

ও চর পার হইল। পারে উত্তরিলে, কিছুক্ষণ পরে দূরে সেনা সমাগম দৃষ্ট হইল। বর্মাবৃতপুরুষ সেনা দেখিয়া, তূরী লইয়া বাজাইলেন। কিছুক্ষণ পরে সেনাপংক্তি হইতে একটি ধ্বজা উঠিল। তাহার কিছু পরেই সেনাশ্রেণী হইতে একটি তূরী বাজিল। ক্রমে সেনারা দ্বারির জাঙ্গাল ত্যাগ করিয়া উত্তরের খাদাভিমুখ হইতে লাগিল। ক্ষণেকে অশ্বারোহীরা পার হইল, কেবল পদাতি সেনা ও তোপ অপর পারে রহিল। কিছুক্ষণ মধ্যে কতকগুলি সেনা আসিয়া নিকটস্থ তীরের মাটি কাটিয়া বাঁশের খোঁটার মধ্যে সেতু বন্ধনাশয়ে মাটি ফেলিতে লাগিল। একদণ্ড কাল অতীত হইল না। দিব্য প্রায় আট হাত প্রশস্ত সেতু প্রস্তুত হইল। সেতু প্রস্তুত হইলে সেতু দিয়া সেনাদল পার হইয়া, মাঠে নামিল। ক্রমে অধ্যক্ষেরা আপন আপন দল ত্যাগ করিয়া যেখানে বর্মাবৃতপুরুষ, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ অশ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, আসিয়া উপস্থিত হইল। ও দিকে সেনারা শিবির সংস্থানে নিযুক্ত। কেহ বা স্কন্ধাবারের চতুর্দিকে পরিখা খনন আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে অল্প সময়ের মধ্যে পরিষ্কার মাঠ হইতে নানা বর্ণে শিবির উঠিল। চারি দিক হইতে পতাকা, পঞ্জা, আশা, অভয় প্রভৃতি দিল্লীশ্বরের চিহ্ন দেদীপ্যমান হইল। ক্ষণেক পরে বর্মাবৃতপুরুষ আপনার শিবিরে চলিলেন, সূর্যকুমার ও মালিকরাজ তাঁহাকে অনুসরণ করিল। চর বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। আপন শিবিরে যাইয়া বর্মাবৃতপুরুষ অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন ও সূর্যকুমার ও মালিকরাজকে বিশ্রাম করিতে কহিলেন। তাহারাও অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া একত্রে শিবিরে

বিশ্রাম করিতে গেল। বর্মাবৃতপুরুষ আপনার বর্ম অঙ্গ হইতে অপসৃত করিয়া চরপাইয়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সূর্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! এখন ত আমরা দুরূহ কর্মে একপ্রকার নিযুক্ত হইলাম। কিন্তু শেষ না রক্ষা করিতে পারিলে অপমানের আর সীমা নাই। যদি আবার প্রতাপাদিত্যের, কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে, এমত কখনই হইবে না। আমি ত জীবিত থাকিতে তাহার হস্তে নিপতিত হইব না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, চর যাহা বলিল, তাহার অর্থ কি?"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্যকুমার এখন আমাদিগকে কৃতঘ্নের কর্মে প্রবৃত্ত হইতে হইল। আমি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ক্রীতদাস। আমার চার পাঁচ পুরুষ ঐ বংশের অন্নে পালিত, এখন আমিও তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এখন দুই তিন গুরু পাপে লিপ্ত হইলাম। কি করি? কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। একেই ত রাজার বিপক্ষে অস্ত্র-ধারণ মহা বিষম পাপ, তাহে আবার স্বজাতীয় রাজার বিপক্ষে যবনের দলভুক্ত। রাজা আবার তাহে প্রভু। আবার হয় ত যুদ্ধের সময় আমার পিতার উপরই অস্ত্র চালাইতে হইবে। এ দিকে আমার প্রাণসম বন্ধুর অনুরোধ। অনুরোধই বা কেন? আমার একান্ত শেষ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সূর্যকুমার! আমার যুদ্ধ করিতে কোন ক্রমে মন উঠিতেছে না। যুদ্ধে আমার ধর্মলাভও নাই, তবে একমাত্র প্রেমপাশে আমি বদ্ধ আছি। তাহা কাটাইতে পারি না; পারিলেও চাহি না। কিন্তু তোমার মনের ভাব কিরূপ?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! সত্য বলিতে কি, ইতি-পূর্ব্বে আমার এক একবার এটি কৃতঘ্নের কর্ম্ম বলিয়া বোধ হইতে-ছিল, কিন্তু ইন্দুমতীর উপর অন্যায় দৌরাত্ম্য দেখিয়া আমার সে জ্ঞানটি টলিল। পরে রেবতীর কথায় আমার প্রতাপা-দিত্যের উপর জাতক্রোধ জন্মিল; আবার এই চরমুখে যাহা শুনিলাম, তাহায় আমার বোধ হইতেছে যে, প্রতাপাদিত্যকে স্বহস্তে নষ্ট করিলে কোন সৎকর্ম্ম সিদ্ধ হইবে। আমার অন্য চিন্তার লেশমাত্র নাই। কিন্তু বলিতে কি, তোমার জন্য আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইতেছি। তোমার অবস্থাটি স্বতন্ত্র। তোমাকে এক প্রকার পিতার বিপক্ষে অস্ত্র ধরিতে হইবে। মালিকরাজ! আমার হৃদয় সিহরিতেছে। আমি অধীর হইতেছি। বলি, তুমি এখনও নিবৃত্ত হইতে পার। আমার পক্ষ তোমাকে করিতে যদিচ আমার বিশেষ যত্ন হইতেছে, কিন্তু তোমাকে আমি বলিতে সাহস করিতেছি না। ভাল আমার জ্ঞান হইতেছে যে, তুমি এ চরের প্রকাশিত ও রেবতীপ্রোক্ত সকল সমাচারের নিগূঢ় জান। তোমাকে আমি কতবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে নানা প্রকারে ছলিয়াছ; কখন স্পষ্ট বলিলে না। এখন আমি একমাত্র কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি। সকল জিজ্ঞাসিলে তুমি বলিবে না। কিন্তু প্রেমের খাতিরে অবশ্য একটির প্রকৃত সরল উত্তর দিবে।"

মালিকরাজ সূর্য্যকুমারের স্কন্ধে হাত দিয়া বলিল। "সূর্য্য-কুমার! তোমার নিকট কোন্ কথা আমার গুপ্ত আছে? এমন কি কথা আমি জানি? যাহা তোমাকে বলি না? আমি কখন তোমাকে ভেদ জ্ঞান করি না। তবে যে তোমার সকল প্রশ্নের

উত্তর দিই নাই, তাহার কারণ স্বতন্ত্র। সেটি কেবল তোমার মঙ্গলাশয়ে। বল, কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে?"

সূর্য্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! ইন্দুমতী কে? আর মহারাজ বসন্তরায় তাহাকে কোথায় পান? আমাকে এই উত্তরটি দাও। আমি তোমায় যুদ্ধের পূর্ব্বে আর কোন কথার জন্য বিরক্ত করিব না।"

মালিকরাজ বলিল। "সূর্য্যকুমার! তোমাকে অবক্তব্য কিছুই নাই। তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।" মালিকরাজ পার্শ্বে ফিরিয়া সূর্য্যকুমারের গলদেশ আক্রমণ করিয়া কর্ণে কর্ণে একটিমাত্র কথা বলিল। সূর্য্যকুমার অমনি চমকিয়া উঠিল। পর্য্যঙ্কে উঠিয়া বসিল। ক্ষণেক একদৃষ্টে মালিকরাজের প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমে সূর্য্যকুমারের নিশ্বাস রোধ হইতে লাগিল। ক্রমে বক্ষ বেপন বৃদ্ধি পাইল। সূর্য্যকুমার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অনর্গল অশ্রু নিপাতন করিতে লাগিল। ক্রমে রোদনে অন্ধপ্রায় হইল। ক্ষণেক পরে রোদন করিতে করিতে মালিকরাজের গলদেশ ধারণ করিল। পরে তাহার বক্ষে মুখ রাখিয়া রোদন করিল। কতক্ষণ পরে মুখ উঠাইয়া মালিকরাজের চক্ষের দিকে চাহিল। মালিকরাজও দুই হস্তে তাহার গণ্ডদেশ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল। দুই বন্ধুতে এইরূপ নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া, কতক্ষণ অশ্রুপাত করিলেন। ক্রমে উভয়ের অশ্রু মিশিল। কিছুক্ষণ পরে পরস্পর পরস্পরের ঘন ঘন মুখ চুম্বন করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন।

সূর্য্যকুমার বলিল। "মালিকরাজ! তবে রেবতীর কথাগুলি

সকল সত্য ; যাহা হউক, এখন প্রতাপাদিত্যকে স্বহস্তে না ছেদ করিলে আমি সন্তুষ্ট হইব না।”

মালিকরাজ বলিল। “সূর্য্যকুমার! তোমার যাহা অভিরুচি হয় করিও, কিন্তু স্বহস্তে তাহার প্রাণ নাশ করিও না। এক দিন হউক বা দুই দিন হউক, সে তোমাকে অন্ন দিয়াছে। সেটি ভাবিও।”

সূর্য্যকুমার বলিল। “শুদ্ধ তাই কেন, সে যে সরমার পিতা। আমা হইতে তাহার শরীরে আঘাত করা হইবে না। কিন্তু মালিকরাজ! তুমি দেখিও, আমার পক্ষে সংসার অসার হইল।”

বর্ম্মাবৃত পুরুষ সম্মুখে আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন। “কিগো রাজজামাতা! মহারাজ মানসিংহ আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, সে বার্ত্তা জান? তিনি তোমাকে স্মরণ করিয়াছেন।” সূর্য্যকুমার হাসিতে হাসিতে গাত্রোত্থান করিল। আপন বর্ম্মাদি অঙ্গে যোজনা করিল। পরে মহারাজ মানসিংহের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিল। মালিকরাজও অনুসরণ করিল।

এ দিকে মহারাজ মানসিংহের শিবির-সম্মুখে প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ পড়িয়াছে। চতুর্দ্দিকে সেনারা গতায়াত করিতেছে। মহারাজ মানসিংহ উচ্চ আসনে বসিয়াছেন। সর্ব্বাঙ্গ বর্ম্মাবৃত। তাঁহার সম্মুখে একখানা প্রকাণ্ড অতি বিস্তৃত কাষ্ঠের উচ্চ পাদ কতিপয়ের উপর মেজ পাতা আছে। তাহার চতুর্দ্দিকে কতকগুলি চৌকীতে প্রধান প্রধান সেনানী। মেজের উপর কতকগুলি মানচিত্র বিস্তৃত আছে। চন্দ্রাতপের চতুর্দ্দিক অশ্বারোহী প্রহরীরা রক্ষা করিতেছে। ক্রমে সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ চন্দ্রাতপে প্রবেশ করিলে কিছু পরেই বর্ম্মাবৃতপুরুষও তথায়

উপস্থিত হইলেন। মানসিংহ সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিলে আপন আপন আসনে উপবিষ্ট হইল। পরে মানসিংহ আপন আসন ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, সভাভঙ্গসূচক তূরী বাজিল। সকলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। মহারাজ মানসিংহ সকলের হস্ত স্পর্শ করিয়া বিদায় দিলেন, তাহারা স্ব স্ব কর্ম্মে চলিয়া গেল। কেবল বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ অবস্থান করিলেন।

বর্ম্মাবৃতপুরুষ বলিলেন। "মহারাজ! আমাদিগের উপর বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম নিয়োগের আজ্ঞা হউক।"

মানসিংহ বলিলেন। "তুমিত এক্ষণকার বর্ত্তমান সমস্ত সমাচার অবগত আছ। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কত সেনা, কত সেনাপতি, কে কেমন কৌশলী ও বলবান্; ও কে কোন্ স্থান রক্ষার ভার লইয়াছেন, তাহা বিশেষ জ্ঞাত আছ। সেনামধ্যে যাহার যেরূপ ভাব ও যে যত দূর দক্ষ, তাহাও তোমার অগোচর নহে। রায়গড় অত্যন্ত কঠিন দুর্ভেদ্য দুর্গ। তাহার গঠনপ্রণালী অতি কৌশলগর্ভ। তাহার যে স্থানে যত তোপ ও যে যে মুরচা যত বলবান্ ও সেনারক্ষক তাহাও তোমার অবিদিত নাই। গড় মধ্যে মহারাজ অতীব তেজস্বী পুণ্যবান্ বীরচূড়ামণি জগন্মান্য ও দিল্লীশ্বর চিহ্নিত বসন্তরায় বাহাদুরের বুদ্ধি কৌশলে দুইটি অতি গুপ্ত সুড়ঙ্গ আছে। তাহাদিগের দ্বার গ্রামের প্রান্তে। সে স্থলে সেনা রক্ষা করা তোমার মত আমি অবগত আছি। এ দিকে অতীব জ্যোতিষ্মান্ জিহাঙ্গির সাহের সৈনাদল যত বলবান ও সোৎসুক, তাহাও তুমি জান। আর দিল্লী হইতে আগত সেনানীরা এই সভায় সক-

লেই বর্ত্তমান ছিলেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের বল ও বুদ্ধি অবগত আছ। এ সকল অবস্থায় মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে যে প্রকারে পরাজিত করা যায় ও দুঃসন্ধ দুর্গ যে প্রকারে অধিকার করা যায় ও মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যোতি যাহাতে দিল্লীসম্রাটের সম্মুখীন করা যায়, যাহাতে সে জ্যোতি আমাদিগকে পর্য্যন্ত জ্যোতিষ্মান্ করে এরূপ উপায় কর। তুমি অত্যন্ত বিচক্ষণ। সম্মুখে প্রশংসা করা উচিত নহে, তোমার যেরূপ সদ্‌যুক্তি বোধ হয়, সেইরূপ সেনা সংস্থাপন কর ও দুর্গ আক্রমণ কর। দিল্লীশ্বরের নিয়োজিত সেনাপতিরা যথাবিধি স্ব স্ব অধিকৃত বশবর্ত্তী সেনা চালন করুক। জয়ন্তীরাজ-পুত্র সূর্য্যকুমার ও বিজ্ঞবর সচিবপুত্র মালিকরাজ উভয় পক্ষে রক্ষা করুন। তুমি কতকগুলি সেনা লইয়া যেখানে বলাভাব বোধ হইবে, উপস্থিত হইবে। ঐ মানচিত্র দেখ। রায়গড়ের সম্মুখে দ্বারির জাঙ্গালে অধিক সেনার স্থান নাই।” মহারাজ মানসিংহ সেই মানচিত্রটি মেজে বিস্তারিলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ, সূর্য্যকুমার ও মালিকরাজ মেজের উপর ভর দিয়া মানচিত্র নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ মানসিংহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠে দুই বর্ণের সেনাপংক্তি যথাবিহিত স্থানে নিয়োজন করিলেন ও ক্রমে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে সেনা-চালনাদি করার বিধিবিহিত পরামর্শ ও আজ্ঞা দিলেন। মাঝে মাঝে বর্ম্মাবৃতপুরুষ, মালিকরাজ ও সূর্য্যকুমার যথাজ্ঞান মন্ত্রণা দিলে অবশেষে আক্রমণপ্রণালী নির্দ্ধারিত হইল। ক্রমে চারি সেনাপতির চক্ষে উৎসাহ ও জয় দৃষ্ট হইল। এইরূপে প্রায় দুই দণ্ড কাল বিবেচ্য বিবেচিত হইল। পরে মহারাজ মানসিংহ চন্দ্রা-

ণ্ডপ হইতে বাহিরে গেলেন। সূর্যকুমার মালিকরাজ ও বর্মা-বৃতপুরুষ অনেকক্ষণ মানসিংহপ্রোক্ত মন্ত্রণা গুলি আন্দোলন করিলেন। পরে ক্রমে এক এক জন করিয়া পঞ্চ হাজারিরা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা তিন জনে তাহাদিগকে যথা-যোগ্য আজ্ঞা ও উপদেশ দিলে তাহারা চলিয়া গেল। স্ব স্ব শিবিরে যাইয়া সহস্র সেনাধ্যক্ষদিগকে বিধিবিহিত আদেশ দিলে সেই আদেশ শতাধ্যক্ষ ও দশাধ্যক্ষ অবশেষে প্রত্যেক সেনা অবগত হইল। এই মতে মহারাজ মানসিংহের আজ্ঞা ও অভিমত অতি অল্প সময়ে সুচারু রূপে সমস্ত সেনামণ্ডলীতে প্রচারিত হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে আজ্ঞা দানে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবার আর কোন সম্ভাবনা রহিল না। নির্দিষ্ট সময়ে একটি তূরীও বাজিল না, একটি দামামার শব্দও হইল না; অথচ সেনাসমূহ সসজ্জ হইয়া দাঁড়াইল। পরে সেনারা নীরবে আপন আপন অধ্যক্ষের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া গোধূলী অন্তে রায়-গড়াভিমুখে যাত্রা করিল। এমনি সুশিক্ষিত সেনাদল ও বল-মণ্ডলীতে এমত শৃঙ্খলা যে, এত সেনা পথে যাত্রা করিল বটে কিন্তু পাদক্ষেপ শব্দ ব্যতীত আর কিছুমাত্র শব্দ হইল না। ক্রমে চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া আইল। সেনারা আপন মনে নীরবে দ্বারীর জাঙ্গাল ছায়িয়া চলিয়াছে, কোন শব্দটি নাই! কেবল পর্যাণের ও বস্ত্র পাদুকাদির মষ্ মষ্ শব্দ। অন্ধকার হইলে মহারাজ মানসিংহ একটি অশ্বে আরূঢ় হইয়া প্রত্যেক সেনার পার্শ্বে যাইয়া কাহার স্কন্ধদেশে হস্ত দিয়া আদর করি-লেন, কাহাকেও বা মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিলেন। সকলেরই এইরূপে প্রীতিলাভ করিতে লাগিলেন। বর্মাবৃতপুরুষ, সূর্য-

কুমার ও মালিকরাজ একত্রে অশ্বে যাইতে ছিলেন। ক্রমে রায়গড়ের নিকটস্থ হইলে সেনারা থামিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ অগ্রসর হইয়া পূর্ব্বাহ্ণে প্রেরিত সেনাদিগের নির্ম্মিত সেতুচয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার নিকটস্থ হইলে দেখেন, সেনারা সন্ধ্যার পর কতকগুলি সেতু বাঁধিয়াছে, আর কতকগুলি অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করিবে। সেই সকল সেতু দিয়া সেনারা দ্বারীর জাঙ্গালের দক্ষিণ খাদ পার হইল। কতকগুলি সেনা মালিকরাজের আদেশে দ্বারীর জাঙ্গাল বহিয়া অতি সন্তর্পণে রায়গড়ের নিকটস্থ হইল। পরে উত্তরের খাদ পার হইয়া ঘুরিয়া দূর দিয়া রায়গড়ের পূর্ব প্রান্তে যাইয়া উপস্থিত হইল। বাকি সেনা কতকগুলি মহারাজ মানসিংহের সঙ্গে উত্তরের মাঠে যাইয়া দাঁড়াইল। কতকগুলি পশ্চিমের মাঠে দূরে দাঁড়াইল। সূর্য্যকুমার আপন সেনা লইয়া রায়গড়ের পশ্চিম দিকে দাঁড়াইল। বর্ম্মাবৃত পুরুষ একবার দ্রুত পদে মালিকরাজের সেনাচয়ের অবস্থা ও তোপসংস্থান দেখিয়া আইলেন। ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর রায়গড়ের প্রধান দ্বার রুদ্ধ হইল। তাহারই অব্যবহিত পরে রায় গড়ের মুরচা হইতে নিত্য তোপের একটি শব্দ হইল। সেনা বিশ্রামের তূরী বাজিল। আক্রমী সেনারা কিন্তু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ভজহরি অতি বেগে অশ্বে আসিয়া মালিকরাজকে কি বলিয়া গেল। তাহার অনতিবিলম্বে সর্ব চিহ্নিত বর্ম্মাবৃত পুরুষের ভীষণ তূরীধ্বনি হইল। তূরীধ্বনি দূরের বনে মিলিতে না মিলিতে রায় গড়ের পূর্ব ও পশ্চিম দিক এককালে ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। অমনি এক কালে

এক শত তোপের ধ্বনি শুনা গেল। ভীম শব্দে জগৎ কাঁপিল। ধূমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল। এমতি দিল্লীশ্বরের সেনামণ্ডলীতে শৃঙ্খলা যে, পূর্বদিকে মালিকরাজের তোপচয় অগ্রে, না পশ্চিমস্থ সূর্যকুমারের তোপচয় অগ্রে অগ্নি ও ধূম উদ্গারিল, কিছুই স্থির নাই। তাহারই পরে সুতান রণবাদ্য উভয় দিক হইতে বাজিয়া উঠিল। তাসা, দামামা, তূরী, ভেরীর শব্দে সেনাসমুচয় উত্তেজিত হইল। তোপধ্বনির প্রতিধ্বনি দূরের মাঠে পৌঁছিতে না পৌঁছিতে আবার স্থানান্তরদ্বয়ে অগ্নিময় হইল। বোধ হইল যেন, পাবক মূর্তিমান হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্বক রায়গড় গ্রাস করিলেন। সূর্যকুমার ও মালিকরাজ উভয় দিক হইতে ঘন ঘন তোপ চালাইতে লাগিল। একবার এস্থানে দাঁড়াইয়া একবার বা স্থানান্তর হইতে তোপ চলিল। মুহূর্ত মধ্যে রায়গড়ের ভিতর জন কোলাহল শোণা গেল। দুর্গমধ্যে তূরী ভেরী প্রভৃতি রণ বাদ্য বাজিয়া উঠিল। ক্ষণেকে গড়ের মুরচা হইতে তোপ চলিতে লাগিল। গড়ের ভিতর যদিচ মহারাজ প্রতাপাদিত্য মহারাজ মানসিংহের বজবজে আগমনবার্তা পাইয়া যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন ও গড় হইতে বাহির হইয়া অন্তরে মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন মনন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সমস্ত সেনা এখনতক আসিয়া পৌঁছায় নাই বলিয়া এক প্রকার নিষ্কাম ছিলেন। যে চর মহারাজ মানসিংহ ও বর্মাবৃতপুরুষের সসৈন্য রায়গড়াভিমুখে যাত্রার সম্বাদ আনিতেছিল, পথি মধ্যে সে বন্দী হওয়ায় প্রতাপাদিত্য সে সমাচারটি এখনও পান নাই। নতুবা এত সেনাসমাগম-বার্তা অবশ্য প্রতাপাদিত্যের কর্ণে উঠিত।

রাত্রিকালে সভামন্দির ত্যাগ করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্য আপন আবাসে গিয়া আহারাদি সমাপনে একবার বিমলা-দেবীর গৃহে যান। তথায় সম্যক সমাদৃত হন না। বহুক্ষণ বিমলার সঙ্গে বাক্‌বিতণ্ডা হয়। এমত সময় রায়গড়ের এই ব্যাপারটি উপ-স্থিত হইল। বিজয়কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাথ ও হজুরমল সভা ত্যাগ করে নাই। প্রথম তোপশব্দ শুনিবামাত্র ব্যস্ত হইল। পরেই প্রতোলী প্রাকারের প্রহরী উপস্থিত বিপদের বার্তা দিলে তিন জনে সেনা প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া সভা হইতে বাহির হইলেন। সেনারা সসজ্জ হইয়া মুরচার উপর যাইতে লাগিল। এ দিকে মহারাজের আবাস মন্দিরে সমাচার গেল। মহারাজ তথায় নাই শুনিয়া, বিজয়কৃষ্ণ চিন্তিত হইল। তাহারই অব্যবহিত পরে মহারাজ বর্মাবৃত হইয়া, বেগে চতুর্দিক পর্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। সেনা মণ্ডলীতে সাহস ও উৎসাহ দানে সক-লকে এতকালে উত্তেজিত করিয়াছেন। মুরচা হইতে সেনারা শর চালাইতে লাগিল। ও প্রতোলী প্রাকার হইতে, ঘন ঘন তোপ চলিতে লাগিল। অন্ধকার থাকায় মুরচাস্থ সেনারা সন্ধান লক্ষ করিতে পারিল না। কিন্তু তোপের গোলা উচ্চ-স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় দূরে যাইয়া সূর্যকুমারের ও মালিকরাজের সেনামণ্ডলীতে গিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু তাহাদিগের সেনা এক স্থানে স্থির না থাকায় আর অত্যন্ত দূরে অবস্থান করায় বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইল না। কিছুক্ষণ এইরূপ উভয় পক্ষের ঘন ঘন তোপ চালানের পর সূর্যকুমার আপনার সেনা লইয়া সহসা মাঠ ত্যাগ করিল। ও তোপ সকল চালান বন্ধ করিয়া, দূরে চলিয়া গেল। এ দিকে গড়স্থ

সেনারা পশ্চিমস্থ বিপক্ষের কিছুক্ষণ তোপ শব্দ না পাইয়া বুঝিল যে, তাহারা পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু মালিকরাজ নিকট হইয়া, তোপ চালান দুরূহ জ্ঞানে আপন সেনা অন্তর করিল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা উৎসাহ পাইয়া বলে গোলা ও বাণ নিক্ষেপিতে লাগিল। প্রতাপাদিত্যের তোপ মুরচা হইতে চালাইবার পর ও পুনর্বার প্রস্তুত হইবার পূর্বে মালি-করাজ সহসা এমত বেগে তোপের অশ্ব চালন করিল যে, চক্ষের নিমেষ পড়িতে না পড়িতে মালিকরাজের তোপের মুখ প্রায় রায়গড়ের পরিখার তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রতাপাদিত্যের সেনারা অন্ধকারে সেটি লক্ষ করিতে পারিল না। পূর্বের তোপে ভর দিয়া পূর্বলক্ষে তোপ ও শর যোজনা করিয়া গোলা চালাইল। কিন্তু গোলা তোপ হইতে বহির্গত হইতে না হইতে মালিকরাজের তোপসমূহ হইতে এককালে বিষম বেগে অতি বিশাল অগ্নি উদ্গারিল। তোপ অত্যন্ত নিকট থাকাতে গোলা অতি বেগে যাইয়া প্রতোলী প্রাকা-রস্থ তোপে ও গোলেন্দাজ সেনাদিগকে এককালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল। সেনারা নিকট বিপদ দেখিয়া আর অকস্মাৎ এত তোপের বল সহ্য করিতে অক্ষম হইল। মালিকরাজের এক পংক্তি তোপ গোলা ফেলিয়া পশ্চাৎ হইতে না হইতে অপর পংক্তি অগ্রসর হইয়া তাহারই অব্যবহিত পরে, আবার মুরচার উপর ও প্রতোলী প্রাকারে গোলা মারিল। এইরূপ উপর্য্যুপরি চার পাঁচ বার তোপ চালানতে, সে দিককার প্রতোলী প্রাকার প্রায় সেনাবলহীন হইল। কিন্তু সেই ভয়া-নক মৃত্যুচীৎকারের মধ্য হইতে সর্বচিহ্নিত মহারাজ প্রতাপা-

দিত্যের ভীম স্বর শুনা গেল। মহারাজ স্বয়ং প্রতোলী প্রাকারে ও প্রতি মুরচায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। প্রত্যেক সেনাকে উৎসাহ দিতেছেন। যেখানে বলাভাব বোধ হইতেছে, সেই খানেই উপস্থিত হইতেছেন। সেনাদিগের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া প্রগ্রীবের প্রাকার ও পার্শ্বের মুরচা হইতে তোপ চালাইতে আজ্ঞা দিলেন। সম্মুখের তোপের গোলা নিকটস্থ বিপক্ষ সেনাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করে না। অতএব প্রাকারমধ্যস্থ গবাক্ষ হইতে শর ও গুলি চালাইতে বলিলেন। সেনারা রাজসম্মুখে অতীব উৎসাহ পাইয়া প্রগ্রীবপার্শ্বের মুরচা ও নিম্নস্থ প্রাকারের গবাক্ষচয় দিয়া শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মালিকরাজ অত নিকটে থাকিয়া অস্ত্রবেগ সহ্য করা অসম্ভব জ্ঞানে ক্রমে হঠিয়া স্থানান্তরে আক্রমণ করিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সেনা গড়মধ্যে বর্তমান ছিল না। কাযে কাঁযেই গড়ের সকল অংশ এককালে রক্ষণে স্বপটু। স্থানান্তরে মালিকরাজ আক্রমণ করিবামাত্র, প্রতাপাদিত্য আপাততঃ কিছু চঞ্চল হইলেন। মাঠে সেনা সঞ্চালন অতি সুলভ বলিয়া মালিকরাজ ক্ষণে আক্রমণের স্থান পরিবর্তন করিতে লাগিল। কিন্তু গড়স্থ সেনাদিগের পক্ষে তত শীঘ্র নব আক্রান্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া, রক্ষা করা অত্যন্ত কষ্টকর হইতে লাগিল। কিন্তু প্রতাপাদিত্যের স্ফূর্তিতে সে কষ্ট লক্ষ্য হইল না। ক্ষণে এখানে, ক্ষণে ওখানে, যে স্থানে মালিকরাজ আক্রমণ করে, অমনি সেই থান হইতে তোপ চালাইতে লাগিল। এইরূপে কিছু ক্ষণ একদিকের যুদ্ধ হইতে হইতে ক্রমে চন্দ্রোদয় হইল। মালিকরাজ এরূপ অস্থির রণে প্রাকার ভেদ

অসম্ভব জ্ঞানে কিছু ভাবিত হইল। এতক্ষণ অন্ধকারে অলক্ষিত হইয়া যথেচ্ছা সঞ্চরণ করিতেছিল, কিন্তু এখন জ্যোৎস্নায় সেটি অসম্ভব হইল। যে স্থানে মালিকরাজের সেনা দাঁড়াইয়া অস্ত্র চালায়, অমনি সেই স্থানে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভীষ্ম তোপচয়ের অগ্নি মূর্তি ভয়ানক গোলাচয় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এ দিকে গড়মধ্যে রণবীর বাহাদুর ও হজুরমল এক প্রাকারের উপর দাঁড়াইয়া তোপ চালন দেখিতেছিল। বিজয়কৃষ্ণ ও প্রতাপাদিত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইলে, রণবীর বাহাদুর বলিলেন। "মহারাজ! অনুমতি করেন ত, এই সময় সিংহদ্বার হইতে বাহির হইয়া ঐ সেনার পশ্চাৎ আক্রমণ করি।" প্রতাপাদিত্য কৃষ্ণনাথের কথা শুনিবামাত্র অনুমতি দিলেন। কৃষ্ণনাথ ও হজুরমল অমনি প্রাকার হইতে নামিয়া, দুর্গস্থ মাঠে রায়দীঘির পূর্বপাড়ে সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিল।

বাহিরে মালিকরাজ সেনাক্ষয়-ভয়ে একবার দূরে হঠিয়া গেল। প্রতাপাদিত্য মুরচা হইতে লক্ষ করিয়া তূরী দ্বারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাথকে শীঘ্র বাহির হইতে আজ্ঞা দিলেন। ও দিকে চন্দ্রোদয় হইবামাত্র সূর্যকুমার অল্পে মাঠ পার হইয়া, আপন সেনামণ্ডলী রায়গড়ের দ্বারের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার মনন ছিল, মালিকরাজের সেনার সঙ্গে যোগ দিয়া এককালে পূর্বদিক অধিকার করে। এদিকে বর্মাবৃতপুরুষ সেনা লইয়া ক্রমে মালিকরাজের সেনার সহিত মিলাইয়া দিলেন। উভয় সেনা একত্র হইবামাত্র সূর্যকুমারের সেনার জন্য অপেক্ষা না করিয়া, এককালে বিষম বেগে পূর্বদিক আক্রমণ করিলেন।

মালিকরাজকে হঠাৎ হঠিয়া যাইতে দেখিয়া, আর তোপ চালান ব্যর্থ জ্ঞানে, প্রাকারস্থ প্রতাপাদিত্যের সেনা একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল। এতদূর মালিকরাজের সেনারা হঠিয়া গেছে যে, সেখানে তোপের গোলা কোন ক্রমে পৌঁছে না। বর্মাবৃতপুরুষ বিপক্ষ সেনাকে নিরস্ত দেখিয়া এত বেগে পূর্ব-দিকে আক্রমণ করিলেন, ও এত অধিক তোপ এককালে এত নিকটে যোজনা করিয়া গোলা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মুরচা ও প্রাকারস্থ সেনারা এককালে অবসন্ন হইল। ক্ষণেকে প্রাকার হইতে শত শত সেনা নিপাতিত হইল। তখন কাহার সাধ্য অগ্রসর হইয়া তোপে বারুদ দেয়। প্রতাপাদিত্য অগত্যা সে স্থান ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া, অপর প্রগ্রীব হইতে তোপ চালাইবেন মনন করিলেন। আর কৃষ্ণনাথের সাহসে অধিক ভর দিয়া তাহাকে শীঘ্র দ্বার হইতে বাহিরে গিয়া আক্রমণ করিতে আদেশিলেন। অতি বেগে হজুরমল ও কৃষ্ণনাথ সেনা লইয়া, দ্বারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল। দ্বারটি বিষম শৃঙ্খলে বদ্ধ ছিল। ত্বরায় শৃঙ্খলা খোলা দুরূহ। অনেক চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু গ্রন্থি সকল ব্যস্ত হওয়ায় আরও জটিল হইল। অগত্যা মিস্ত্রিদ্বারা শৃঙ্খলাচয় কাটিতে আদেশিলেন। লৌহকারেরা যন্ত্রাদি দ্বারা ভীম আঘাত করিতে লাগিল। সূর্যকুমার সেই সময় দ্বারীর জাঙ্গাল দিয়া দ্বার পার হইতেছিলেন। দ্বারের ভিতর অতীব তীব্র ভীম যন্ত্রের নিনাদ শুনিয়া, সেনাদলকে সেখানে অবস্থান করিতে আজ্ঞা দিয়া আপনি অশ্ব লইয়া, দ্বারের নিকটবর্তী হইলেন। ভিতরে সেনাচয়ের গোলযোগ ও যন্ত্রশব্দ শুনিয়া

বুঝিলেন। দ্বারটা হীনবল আছে, যন্ত্রের দ্বারা নূতন লৌহখণ্ড সকল যোজনা হইতেছে। অতএব এই সময় দ্বারে অক্রমণ করিলে অবশ্যই ভাঙ্গিতে পারিব। অমনি ফিরিয়া আসিয়া সেনামণ্ডলীকে দ্বারের সম্মুখে সেতু বন্ধনে অনুমতি দিলেন। সেনারা মহোৎসাহে সেতু বন্ধনে নিযুক্ত হইল।

ও দিকে বর্মাবৃতপুরুষ দিব্য সুযোগ বুঝিয়া বেগে পরিখার তীর পর্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পরিখা জলে পূর্ণ থাকায় কোন সুযোগে পার হইবার উপায় পাইলেন না। দেখিলেন, যে সেতু বন্ধের অবকাশ নাই। ক্ষণেক আমাদিগের তোপ চালান বন্ধ হইলেই বিপক্ষেরা আপন আপন তোপ অধিকার করিবে, আর বিপক্ষের তোপচয় তাহাদিগের বশীভূত থাকিলে দিল্লীসেনার অত নিকটে থাকা দুষ্কর হইবে। চকিতের ন্যায় চিন্তিয়া ঘন ঘন তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন, আর আপনি একবার খাদে ঘোঁড়ায় নামিলেন। খাদে নামিয়া জল অল্প দেখিয়া মালিকরাজকে ডাকিয়া বলিলেন। "সাহসীরা জয়ী হইবে ত আমার পশ্চাদ্ আইস।" বর্মাবৃতপুরুষের কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মালিকরাজ আর প্রায় দুই সহস্র অমিততেজা অতীব উগ্র অশ্বারোহী এক কালে খাদের জলে লম্ফ দিল। এত অশ্বারোহীর এক কালে লম্ফ দেওয়াতে খাদের জল আপ্লাবিত হইল। চকিতের জন্য জলকল্লোলে কাহাকেই দেখা গেল না। ও দিকে তীরস্থ তোপচয়ের অতীব ভয়ানক গোলা ঊর্দ্ধ দিয়া রায়গড়ের পাষাণময় প্রাচীরে ও তাহার উপরস্থ সেনাচয়ে আঘাত করিতে লাগিল। তোপের ধূমে সে স্থল অন্ধকার হইল। আর তোপের শব্দে জল প্লাবন

কোলাহল শ্রুতিগোচর হইল না। খাদটি কর্দমময় হইয়া গেল। নিমেষমধ্যে দিল্লীর দুই সহস্র অশ্বারোহী সেনা রায়-গড়ের প্রাচীর স্পর্শ করিল। অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতে নিমেষমাত্র পড়িল না। অবতীর্ণ হইয়া বর্মাবৃতপুরুষ রায়গড়ের প্রাচীরে কীলক মারিতে আরম্ভ করিলেন। ক্ষণেকের মধ্যে প্রায় ৪০ জন সেনা কীলক মারিয়া প্রাচীরে উঠিতে লাগিল। ও দিকে অপর পার হইতে অন্য অশ্বারোহীরা শীঘ্র শীঘ্র দীর্ঘ সোপানচয় আনিয়া উপস্থিত করিল। এ সকল কর্ম করিতে নিমেষমাত্র পড়িল না। ও দিকে প্রতাপাদিত্য সেনাচয় লইয়া প্রগ্রীবের মুরচা সংস্থাপন করিবামাত্র দেখেন যে, পিপীলিকার পালের মত রায়গড়ের প্রাচীরে বহুল সেনা উঠিতেছে। কেহ অর্দ্ধ প্রাচীর, কেহ বা প্রায় শেষ, কেহ বা আরম্ভমাত্র করি-য়াছে। সকলেই সম উৎসাহী। মহারাজ এ অবস্থা লক্ষ্য করিবামাত্র কতকগুলি সেনাদিগকে ঐ বিপক্ষসেনা লক্ষ্য করিয়া গোলা গুলি শর চালাইতে বলিলেন ও আপনি কতক-গুলি অতি সাহসী সেনা লইয়া সে স্থলের প্রাকারের উপর উপস্থিত হইলেন। প্রতাপাদিত্যকে সে দিকে আসিতে দেখিয়া বর্মাবৃতপুরুষ একবার ভীমনাদে তূরীধ্বনি করিলেন। আর অতি বিকট উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। “মালিকরাজ! আর এক-পদ, রায়গড় আমার।”

মালিকরাজ সেনাদিগকে উৎসাহ দিবার আশয়ে “দিল্লী-শ্বরের জয়!” বলিয়া লম্ফ দিয়া উর্দ্ধে উঠিল। সেনামণ্ডলীতে দিল্লীশ্বরের জয়! মানসিংহের জয়!” শব্দ প্রতিধ্বনিত হইল। সেনাদিগের ভীষণ বেশ। প্রায় সকলেরই অঙ্গে বর্ম। বাম

কটিতে তলবারী, দক্ষিণ কটিতে পরশু। পৃষ্ঠে কাহার বন্দুক, কাহার বা ধনু ও তূণদ্বয়। তাহাদিগের বাম হস্তে দীর্ঘ লৌহের শলাকা। দক্ষিণ হস্তে প্রকাণ্ড মার্তুল। বাম হস্তের শলাকা ভূমে দাঁড়াইয়া প্রায় তিন হাত ঊর্দ্ধের প্রাচীরে মার্তুল দিয়া গাড়িতেছে, পরে তাহার উপর দাঁড়াইয়া আবার আরো ঊর্দ্ধে আর একটি গাড়িতেছে। এই মতে ক্রমে ঊর্দ্ধে উঠিতেছে। ও দিকে প্রগ্রীব হইতে সন্ সন্ করিয়া একটা গুলি একজন সেনার পৃষ্ঠদেশ স্পর্শমাত্র করিয়া চলিয়া গেল। সেনাটি সহসা গুলিকা স্পর্শে কম্পিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই আবার সাহস পাইয়া উঠিতে লাগিল। বর্ম্মাবৃতপুরুষ প্রাচীরের শেষে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মুরচার শিরে লাগিয়াছে, আর কীলক বসান প্রয়োজন নাই, জ্ঞানে মার্তুলটি আপনার পৃষ্ঠদেশে রাখিলেন। অমনি দেখেন যে, প্রতাপাদিত্য মুরচার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বর্ম্মাবৃতপুরুষ ক্ষণকাল অচেতন প্রায় হইলেন, আবার উৎসাহ সংগ্রহ করিয়া নিমেষ পড়িতে না পড়িতে এক লম্ফে মুরচার শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইলেন। মুরচার উপর দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। "প্রতাপাদিত্য পলাইল, তাহার অনুসরণ কর, তাহাকে বন্দী করিতে হইবে।"

মালিকরাজ এই কথা শ্রবণমাত্রে উচ্চৈঃস্বরে সেনাদিগকে উদ্দেশিয়া বলিল। "ঐ প্রতাপাদিত্য পলাইতেছে, ধরিয়া আনিলে পুরস্কার পাইবে।"

সেনারা প্রতাপাদিত্যের পলায়ন বার্তা শুনিয়া এক এক লম্ফে প্রতোলী প্রাকার ও মুরচার উপর উঠিয়া পড়িল। কিন্তু

প্রতাপাদিত্যের সেনারা যে যেমন উঠিল, অমনি তাহাকে বন্দু-
কের আঘাত বা বলে ফেলিয়া দিল। কত সেনা সেই অতীব
উচ্চ মুরচা হইতে নিপতিত হইতে লাগিল, তাহার সীমা
নাই। গড়ের সেনারা ভীম প্রস্তর নিক্ষেপিতে লাগিল। কিন্তু
সেনা পতন কোলাহলে মালিকরাজ প্রভৃতি কয়জন অতীব
সাহসী অধ্যক্ষ্যেরা উঠিয়াই খড়্গ হস্তে বিপক্ষসেনা-বধাশয়ে
অগ্রসর হইল। নিযুদ্ধ আরম্ভ হইল। আক্রমী সেনারা মুরচার
ধার ত্যাগ করিয়া গড়ের দিকে দৌড়িল। কিন্তু গড়ের সেনা
কেহ প্রস্তর কেহ বা বড় তোপের গোলা উপর হইতে গড়াইয়া
দিতে লাগিল। বর্মাবৃতপুরুষ চন্দ্রহাস হস্তে লইয়া দ্রুত প্রতাপা-
দিত্যের সম্মুখীন হইলেন। একবার মুখ ফিরাইয়া "তোপ্
অকর্ম্মণ্য কর," বলিয়া মালিকরাজকে আদেশ দিলেন। মালিক-
রাজ ছোট ছোট গজাল লইয়া তোপের রঞ্জকের ঘর রুদ্ধ
করিতে লাগিলেন। এ দিকে প্রতাপাদিত্য বর্মাবৃতপুরুষকে চন্দ্র-
হাস লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া আপনি এক খানা চন্দ্রহাস
হস্তে অগ্রসর হইলেন। ও দিকে গড়ের অপর সেনারা মুরচার
নিকট আসিয়া অন্য সেনাকে উপরে উঠিতে বাধা দিতে লাগিল।
ও দিকে ভজহরি প্রভৃতি কএক জনে বৈজয়ন্তী লাগাইয়া বলে
উঠিতে চেষ্টা পাইতে লাগিল। গড়ের স্থানে স্থানে তুমুল যুদ্ধ
উপস্থিত হইল। উভয় সেনাই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে প্রাণপণ
করিল। আক্রমী সেনা কত নষ্ট হইল, তাহার পরিমাণ নাই।
কিন্তু প্রতাপাদিত্যের সেনা কৃষ্ণ বর্মাবৃতপুরুষের আগমনে
কিছু হতাশ হইয়া পড়িল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহাকে
দেখিয়া বলিলেন। "গত রণাভিনয়ে বোধ করি মহাশয়ের

সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু আঁপনাকে সমুচিত পুরস্কার দিতে পাই নাই। এক্ষণে ভীষ্মের সেবা করিব, প্রস্তুত হউন।”

বর্মাবৃতপুরুষ তাহার কোন উত্তর না দিয়া চন্দ্রহাস উঠাইয়া বেগে আঘাত করিলেন। অমিততেজা প্রতাপাদিত্য আপন চন্দ্রহাসে বেগে ধারণ করিলেন। পরেই লম্ফ দিয়া এমত বলে আপন চন্দ্রহাস উঠাইলেন, যে বোধ হইল, বর্মসহিত বর্মাবৃত-পুরুষের শির স্কন্ধ হইতে অন্তর হইবে। কিন্তু বর্মাবৃতপুরুষ এক-বার নক্ষত্রবেগে ঘুরিয়া সে আঘাত অতিক্রম করিলে বীরদ্বয়ের যুদ্ধ দেখিয়া উভয় পক্ষের সেনাচয় ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিল। কিন্তু এদিকে গড়স্থ সেনা একজন বেগে আসিয়া বর্মাবৃতপুরুষের শিরোদেশে অসি চালাইল। কঠিন বর্মে অসি নিপতিত হইবা-মাত্র অস্ত্রটী খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। মালিকরাজ দূরে এরূপ অন্যায়যুদ্ধ দেখিয়া আপনার সেনা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উপর নিয়োজন করিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য চতুর্দ্দিক হইতে এক কালে আক্রান্ত হইলে একবার সাহায্যের জন্য চারি দিকে চাহিলেন। কিন্তু কোন বলবান্ সেনাকে বর্ত্তমান না দেখিয়া কিছু চিন্তিত হইলেন। এমত সময় চারশত বল-বান্ গড়ের সেনা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা উপস্থিত হইবামাত্র একটা তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দূর হইতে বিজয়-কৃষ্ণ মহারাজকে ডাকাতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

ওদিকে রণবীর বাহাদুর যেমন দ্বার খুলিয়া চলসেতু পাড়িয়া দিলেন, অমনি সূর্য্যকুমার সেনা লইয়া বেগে গড়ে প্রবেশ করিল। গড়দ্বারে তুমুল যুদ্ধ হইল বটে, কিন্তু ক্ষণেকে

মহারাজ মানসিংহ সেনাবল লইয়া দ্বারে আইলে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনারা ভঙ্গ দিল। রণবীরবাহাদুর ও হজুরমল ক্রমে বহুক্ষণ যুদ্ধে সেনা ভঙ্গ দেখিয়া অবশেষে পলায়নতৎপর হইল। মহারাজ মানসিংহ ও সূর্যকুমার গড়ে প্রবে করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে রায়দীঘির কূলে আইলে বিজয়কৃষ্ণ প্রতাপাদিত্যকে ডাকিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য বিজয়কৃষ্ণের প্রমুখাৎ ও দিকের অবস্থা শুনিয়া চিন্তিত হইলেন, পরে বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্রণায় সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে রায়গড় মানসিংহের অধিকারস্থ হইল। প্রতাপাদিত্যের পলায়নের পর বাকি সেনারা ক্রমে পলাইল।

মহারাজ মানসিংহ রায়দীঘির উত্তরের চাদালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সূর্যকুমার তূরী লইয়া জয় উচ্চারণ করিল। তাহারই অব্যবহিত পরে দিল্লীশ্বরের সুশিক্ষিত বাদ্যকরেরা জয়বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সূর্যকুমার প্রকাণ্ড রৌপ্যদণ্ডের ধ্বজা লইয়া রায়দীঘির কূলে পাড়িল।

জয়বাদ্য শুনিয়া বর্মাবৃতপুরুষ ও মালিকরাজ দীঘির কূলে আইলে, ানসিংহ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন। "কচুরায়! বঙ্গেশ বিজয় হইল। এখন রায়গড় তোমার, দিল্লীশ্বরের আদেশানুসারে তোমার পৈত্রিক গড়ে তোমায় অধিকারী করিলাম।" মালিকরাজকে ডাকাইয়া জয়সূচক তোপ চালাইতে অনুমতি দিলেন। দূর হইতে ভীম নাদে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। জয়ঢক্কা বেগে বাজিয়া উঠিল। সেনারা "মান-

সিংহের জয়, মহারাজ কচুরায়ের জয়!” বলিয়া ধন্যবাদ ও আশিষ করিল। সূর্য্যকুমার মহারাজ মানসিংহের সহসা এরূপ বর্ম্মাবৃতপুরুষকে কচুরায় বলিয়া সম্বোধন করায় চমৎকৃত হইল। তাহার মনের ভাবে বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। বর্ম্মাবৃত-পুরুষ অষ্ঠীবতে ভর দিয়া মহারাজ মানসিংহের সম্মুখীন হই-লেন। মহারাজ মানসিংহ আপন তলবারী লইয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। পরেই সূর্য্যকুমারকে আহ্বান কবিয়া বলিলেন। “জয়ন্তীরাজ সূর্য্যকুমার! আমায় আলিঙ্গন কর।” সূর্য্যকুমার সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া, অগ্রসর হইলে মহারাজ মানসিংহ প্রেমে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে বর্ম্মাবৃত-পুরুষ অগ্রসর হইয়া সূর্য্যকুমারকে বলিলেন। “ভাই সূর্য্যকুমার! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি তোমার সঙ্গে ছলনা করি-য়াছি”। সূর্য্যকুমার হস্তদ্বয় বিস্তারিয়া আলিঙ্গন করিল। পরে মালিকরাজের সঙ্গে সকলের মেল হইল।

পরে মহারাজ মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের অন্বেষণে লোক পাঠাইলেন। ইত্যবসরে একজন লোক আসিয়া বলিল “মহা-রাজ প্রতাপাদিত্য পূর্ব দক্ষিণ কোণের সুড়ঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। রামনারায়ণে মির-আমিনের পাহারার সম্মু-খীন হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে ধরিয়াছে। আপনার সম্মুখীন আনিতেছে।” এ কথা সাঙ্গ হইতে না হইতে মহারাজ প্রতা-পাদিত্যকে ধরিয়া সম্মুখে আনিল।

পরিশিষ্টের সূচনা।

"যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবতং তদুসুপ্তস্য তথৈবেতি দূরঙ্গম
জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকায়। তন্মে মনঃ শিবসঙ্কল্পমস্তু।"

পরদিন প্রাতে মহারাজ মানসিংহ রায়গড়ের প্রধান মন্দিরে সভা করিয়া বসিয়াছেন। সম্মুখে মহারাজ প্রতাপাদিত্য এক আসনে উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে পর্যঙ্কের উপর বিমলার ব্যবচ্ছিন্ন শব। অপর কএক আসনে সূর্যকুমার, মালিকরাজ, বিয়জকৃষ্ণ, কচুরায় ও অন্যান্য সভ্যেরা উপবিষ্ট আছেন। প্রহরীরা বল্লভ গুরুমহাশয়কে ধরিয়া আনিল। তাহারই পরে অনঙ্গপালদেব, প্রভাবতী, ইন্দুমতী, অরুন্ধতী, বরদাকণ্ঠ, গোবিন্দ, ভজহরি, শঙ্কর, আসিয়া এক এক আসনে উপবিষ্ট হইল। কিছু পরে হজুরমল প্রহরীবেষ্টিত হইয়া আগমন করিল।

কচুরায় গাত্রোত্থান করিয়া একখানি পত্র পাঠ করিলেন। পত্রপাঠান্তে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। "মহারাজ প্রতাপাদিত্য! এ সকল কথায় আপনার কি বক্তব্য আছে? বলুন। আপনার কথা সাঙ্গ হইলে অন্য কএক জনের কথা শুনা যাইবেক।"

মহারাজ প্রতাপাদিত্য বলিলেন। "আমার ইহাতে কিছুই বলিবার নাই। তবে যে বল্লভ ও হজুরমল এ বিষয়ে লিপ্ত আছে, ত... একজন ধনের লোভে আর একজন আমার আজ্ঞায় সে কর্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহাদিগের ইহাতে

কোন দোষ নাই।" মহারাজ প্রতাপাদিত্য ক্ষান্ত হইলেন। সভা নীরব হইল। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন। "বল্লভ! তুমি স্বহস্তে বিমলাদেবীর সঙ্গে যোগ করিয়া মহারাজ বসন্তরায়কে বিষ খাওয়াইয়াছিলে। মহারাজ বসন্তরায় তাহাতে অকালে কালগ্রস্ত হইয়াছেন। অতএব তোমার প্রাণ দণ্ডার্হ হইল। আমি তোমার প্রাণদণ্ডের অনুমতি দিলাম। হজুরমল তোমারও সেই আজ্ঞা।"